

35

Presented by the Author.

To Mr. Anandamayee Ashram

5/50 2/160

শ্রীমদ্ভগবদ গীতা

অষ্টম অঙ্ক

অষ্টম, দশম ও চতুর্দশ অধ্যায়।

(প্রায় ষাটখানা গীতার টীকা ইত্যাদি হইতে ও উপনিষদ, মহাভারত ও বহু গ্রন্থাদি হইতে লওয়া উদ্ধৃতি সহ বিশদ ব্যাখ্যা)।

গীতা ছাড়া, ইহাতে আছে ঈশোপনিষদের ইংরাজী টীকা, A Note on Kshiti Ap, etc. ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের ও সৃষ্টি সূক্তের ব্যাখ্যা, ওঁকার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্ত, গ্রন্থকারের কতিপয় কবিতা ও দশমহাবিদ্যার বৈজ্ঞানিক রূপায়ণ।

ত্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়

(এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক)।

(*Ex-Professor, Selection Grade, Provincial Educational Service*)

গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত।

বি ৬/১৫, গীতাম্বরপুরা, বারানসী-১

১৯৬৮







3/50 2/160

# শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা

অষ্টম খণ্ড ।

অষ্টম, দশম ও চতুর্দশ অধ্যায় ।

( প্রায় ষাটখানা গীতার টীকা ইত্যাদি হইতে ও উপনিষদ, মহাভারত ও  
বহু গ্রন্থাদি হইতে লওয়া উদ্ধৃতি সহ বিশদ ব্যাখ্যা ) ।

গীতা ছাড়া, ইহাতে আছে ঈশোপনিষদের ইংরাজী টীকা, A Note  
on Kshiti Ap, etc. ঋগ্বেদের নাসদীয় স্তোত্রের ও সৃষ্টি স্তোত্রের  
ব্যাখ্যা ওঁকার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্ত, গ্রন্থকারের কতিপয়  
কবিতা ও দশ মহাবিজ্ঞার বৈজ্ঞানিক রূপায়ণ ।

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়

( এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক ) ।

( Ex-Professor, Seleotion Grade,  
Provincial Educational Service )

গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত ।

বি ৬/১৫, গীতান্বরপুরা, বারানসী-১

১৯৬৮

মূল্য—

সাধারণের পক্ষে— ২০/-

পুরাতন গ্রাহকদিগের পক্ষে— ৫/-



প্রকাশক

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়

বি ৬/১৫, পীতাম্বর পুরা

বারাণসী-১





Presented by the Author

5/50

2/160

## নিবেদন ।

(১) আমায় ছজনায় মিলে পথ দেখায় বলে'

পদে পদে পথ ভুলি হে। (রবীন্দ্রনাথ)।

(২) তুমি অরূপ, সরূপ, সগুণ, নিগুণ

দয়াল, ভয়াল, হরি হে।

আমি কিবা বুঝি, আমি কিবা জানি,

আমি কেন ভেবে মরি হে? (রজনী সেন)।

(৩) কি আর চাহিব বল, হে মোর প্রিয়?

শুধু, তুমি যে শিব, তাহা বুঝিতে দিও। (অতুল সেন)।

(৪) মো কো কাঁহা চুঁড়ো বন্দে

ময় তো তেরে পাশ মে'। (কবীর)।

আমায় মঙ্গলময় ইষ্ট দেবতার ও করুণাময়ী গীতা  
মায়ের আশীর্বাদে, কোনওক্রমে, এই অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত  
করাইতে সমর্থ হইয়াছি। বারবার তাহাদের প্রণাম  
করি।

শারীরিক ও মানসিক নানা যন্ত্রণায় ভুগিয়া চলিয়াছি।  
ইহার উপর অর্থাভাব। Press ও Paper যেরূপ দাম  
বাড়াইয়াছে, উহা আমাকে বসাইয়া দিয়াছে। যে প্রেসটির  
সুখ্যাতি করিতাম, সে দাম তো বাড়াইয়াছে অনেক মাসে  
এক কর্মচার বেশী তাহার নিকট কাজ পাই নাই।



[ ৭ ]

এই নিবেদনে আমার প্রথম কাজ কৃতজ্ঞতার সহিত ঋণ স্বীকার করা। (১) যাঁহার অসীম দয়া, আমি গীতা-মুদ্রণের আরম্ভ হইতে পাইয়া আসিতেছি, সেই মহাত্মা দানবীর শ্রী কে. কে. বিড়লাজী আমাকে সাহায্য করিতে ৩৬০৭ টাকার গীতা কিনিয়াছেন? ঐ কেনা, বাস্তবে আমার সাহায্যার্থে আমাকে টাকা দান করা। তারপরে, ঐ গীতাগুলি আমাকেই দিয়াছেন বিতরণ করিতে। ইহার পূর্বেও তিনি ঐভাবে আমাকে টাকা দিয়াছেন। (২) আমি ঐ বইগুলি, বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের General Secretary পূজ্য স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ, পূজ্যপাদ President মহারাজের অনুমোদনে ঐ বইগুলি দয়া করিয়া বিতরণের ভার লওয়ার, তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছি। স্বামীজী মহারাজ, এই দ্বিতীয়বার আমাকে একটা গুরুভার কাজ হইতে মুক্তি দিলেন। আমি তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম। (৩) আমার উপর চির কৃপাশীল, অযাচক সংস্থার অখণ্ড মণ্ডলেশ্বর স্বামী স্বরূপানন্দজী মহারাজ, ২০০৭ টাকার গীতা কিনিয়াছেন; ঐ টাকা বাস্তবে আমাকে দান করা। আমি তাঁহার নিকট চির ঋণী। (৪) এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের এইমাত্র অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও আমার পুরাতন ছাত্র ডাঃ শ্রীসত্য প্রকাশজী (D. Sc. etc) আমার লাইব্রেরীর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কিছু বই কিনিয়া, আমার চাওয়া দামের উপর আরও ৫০৭ টাকা

[ গ ]

আমার সাহায্যার্থে দিয়াছেন ; আমি তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিতেছি । (৫) শ্রীশ্রীপ্রকাশজী (Ex-Governor, Assam, Madras, Bombay ও Maharashtra ), বিনা বিরক্তির সহিত, যখন যে পরামর্শ চাহিয়াছি তাহা দিয়া, আমাকে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন ; তাঁহার নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য ।

Bibliography, ও দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রণের পরে আজ পর্য্যন্ত পাওয়া প্রশংসাপত্র সমূহ ছাপাইলাম না ; বিস্তর টাকা খরচ হয় । সেই টাকায় ১৬ পেজী তিন ফর্ম্‌ বই ছাপা হইয়া যায় । Bibliography, দ্বিতীয় খণ্ডে পাইবেন ।

সকল খণ্ডেই বলা হইয়াছে, এবং এখানে আরও একবার বলিয়া লওয়া যাউক, আমাদের গীতা একাধিক শ্রেণীর পাঠকদিগের উপর লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইয়াছে । যথা, যাঁহাদের গীতা ভাল করিয়া পড়িবার সময় বা শিক্ষা নাই, মাত্র প্রতি অধ্যায়ে, প্রতি শ্লোকে কি বলা হইয়াছে জানিতে চাহেন, প্রতি অধ্যায়ের বিবৃতি পরিচ্ছেদ পাঠে, ও অধ্যায়ের কোন্ কোন্ শ্লোক ভক্তিমূলক, কোন্‌গুলি কৰ্ম্ম-মূলক কোন্‌গুলি জ্ঞানমূলক ইত্যাদির তালিকা পাঠে, ইহা তাঁহাদের জানা হইবে । যাঁহারা আরও একটু ভিতরে যাইতে চাহেন, তাঁহারা অধ্যায়ের ভূমিকা, শ্লোকগুলির ভূমিকা, কঠিন শব্দ সমূহের অর্থ, সরল ভাষায় দেওয়া অনুবাদ



[ ৬ ]

(যাহাতে শ্লোকের কোন কথা বাদ দেওয়া হয় নাই, বা মন-গড়া কিছু আনা হয় নাই বা কোন রকম ফাঁকি দেওয়া হয় নাই) এবং আমাদের মৌলিক ব্যাখ্যা-সকল যেন পড়েন; বহু নূতন কথা পাইবেন। কিছু না পারেন, আমাদের অনুবাদগুলি যেন পড়েন। যাঁহারা আরও ব্যাপক আলোচনা ও গবেষণা চাহেন, তাঁহারা গীতার উপর লেখা ষাটখানা টীকা ও পুস্তকাদি হইতে, ও কথামৃত ও বহু বহু পুস্তক হইতে গৃহীত উদ্ধৃতি সমূহ ও উপনিষদ মহাভারত ইত্যাদির reference সমূহ যেন পড়েন। বলিতে গেলে, প্রতি শ্লোকে, শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীধর মধুসূদন, তিলক, অরবিন্দ, রাধাকৃষ্ণণ, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, গান্ধি, ভক্তিশ্রীদীপ, ভূপেন্দ্রনাথ, ব্যোমব্রহ্ম, গিরীন্দ্র, সন্তোদাস, মধ্ব, কৃষ্ণানন্দ, রামকৃষ্ণ ইত্যাদির টীকা তো আছেই, আরও বহু বহু টীকাও দেওয়া হইয়াছে। আমাদের এই পুস্তকগুলিতে সকল মতবাদের উদ্ধৃতি পাইবেন। ভারতবর্ষে বা বাহিরে, কোথাও এরূপ পুস্তক এবং এত সস্তা মূল্যে বাহির হয় নাই, এবং বহুকাল অবধি বাহির হইবে না। মাথার খাটুনি তো আছেই, তাহা ছাড়া, এতগুলি বই পড়া সহজ কথা নহে। কি অর্থ খরচ হইতেছে তাহা নাই বা বলিলাম। সে হিসাবে বিক্রয় কিছুই নাই; গীতা কে-ই বা পড়ে, কে-ই বা কেনে? গীতার অন্যান্য টীকার সহিত যেন এই পুস্তকগুলি মিলাইয়া যাচাই করা হয়।

[ ৬ ]

কয়েক প্রেসে মুদ্রিত হওয়ায়, একাধিক রকমের paging  
হইয়াছে। দৃষ্টিশক্তি না থাকার জন্য, ও শরীর ও মনের ক্লিষ্ট  
অবস্থার জন্য, মুদ্রণ অশুদ্ধি অনেক হইয়াছে। দয়ালু পাঠকেরা  
যেন ক্ষমা করেন।

এইখণ্ডে গ্রন্থকারের বহু প্রশংসিত কয়েকটি প্রবন্ধও  
গাঁথিয়া দেওয়া হইল।

কৃপাপ্রার্থী

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়





2/160

## অষ্টম অধ্যায়, অক্ষর ব্রহ্মযোগ ।

### ভূমিকা

সপ্তম অধ্যায়ের শেষ দিকে ভগবানের মুখে, ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম অখিল কৰ্ম্ম, অধিভূত ইত্যাদি কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ শুনিয়া, তাহাদের অর্থ অৰ্জ্জুন জানিতে চাহিলেন, সেই সঙ্গে শোনা, মৃত্যুকালে ভগবৎস্মরণের প্রয়োজনীয়তা, তাহারও বিষয় জানিতে চাহিলেন । ভগবানের উত্তরের প্রথম কথা অক্ষরব্রহ্ম সম্বন্ধীয় হওয়ায়, এই অধ্যায়ের নাম অক্ষরব্রহ্ম যোগ হইয়াছে ; ঈশাবাস্ত উপনিষদের নামও এইভাবে হইয়াছে । ঔকারের নামও অক্ষর ও ব্রহ্ম ( শব্দ ব্রহ্ম ; তত্ত্ব বাচক প্রণব ) । এই ঔকার সম্বন্ধীয় অনেক কথা এই অধ্যায়ে আছে ; অক্ষরব্রহ্ম যোগ-বাক্যে তাহাও নির্দেশিত হইয়াছে ।

অনেকে এ অধ্যায়কে তারক ব্রহ্ম যোগও বলেন, বোধ হয় এইজন্ত যে, অত্যাণ্ড কয়েকটি তারক-ব্রহ্ম নামের মত, ঔকারেও তারক-ব্রহ্ম নাম । তারক-ব্রহ্ম নাম সর্বদাই স্মৰ্তব্য, বিশেষ মৃত্যুকালে । কেহ কেহ এ অধ্যায়ের অধ্যাত্ম-যোগও নাম দিয়াছেন ; বোধ হয় এইজন্ত যে অধ্যাত্ম কি ইহা অৰ্জ্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল । তাহা ছাড়া অধ্যাত্মিকতার সমস্ত অধ্যাই পূর্ণ ।

অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিষষ্ঠ ইত্যাদি মনে হয়



৮—২

এইগুলি সেই সময়কার নানা মতবাদের পারিভাষিক শব্দ। ভগবৎ স্বরূপের দার্শনিক আলোচনা-মূলক, জ্ঞানবিজ্ঞান কথায় এগুলি পড়ে।

পূর্ববাধ্যায়ের শ্রবণ মনন ও অধ্যায়ে স্মরণ বিশেষ কথা। স্মরণের অভ্যাস থাকিলে, মৃত্যুকালে, শতক যন্ত্রণার ভিতরেও, ভগবানের কথা মনে আসিবে। আনুসঙ্গিকভাবে, ওঁকারে ভগ্নময়তা হওয়া ও মৃত্যুর পর, গতি সমূহের কথাও এই অধ্যায়ে আসিয়াছে। ইহা লক্ষিত হইবে যে অর্জুনের প্রশ্ন করা সত্ত্বেও ভগবান, ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূত, অধিদত্ত ইত্যাদি তৎকালীন প্রচলিত দার্শনিক শব্দগুলির ব্যাখ্যা, মাত্র দুচার কথায় সারিয়া দিয়াছেন, যদিচ আসল কিছু তাহাতে ছাড় পড়ে নাই। আমাদের মনে হয় ভগবানের তত আগ্রহ ছিল না যে ভক্তেরা সব ফেলিয়া, এইগুলি লইয়া মাথা ঘামায়; কারণ ওসব ভক্তির সহিত বিশেষ সম্বন্ধিত নহে, গোণ তব্ব। ভক্তিতে থাকিলে, ওসবের অর্থ ভক্তের মনে আপনিই ফুটিয়া উঠিবে। সপ্তম অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকের টিপ্পনীতে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি তাহা দেখুন। সেখানে ইহাও বালিয়াছি যে এ অধ্যায়ে ভগবান জোর দিয়াছেন স্মরণের উপর বিশেষ মৃত্যুর সময়ে স্মরণের উপর; অতীত প্রশ্নগুলির উপর নহে। একটি জিনিষ মনে রাখিতে হইবে যে, হয়তো ভগবান চাহেন না ঐ গুলি লইয়া ভক্তেরা মাথা ঘামায়, কিন্তু ভগবানের কথা কয়টি কি ভাবের পারস্পরিক সম্বন্ধহীন একটি তালিকা মাত্র নহে,

ইহা একটি integrated তত্ত্ব গঠন করে। আমরা পরে তাহা দেখাইব।

## অধ্যায় বিবৃতি ও সূচী

( ১-৪ ), অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কর্ম কি, অধিভূত কাহাকে বলে, অধিদৈব কাহাকে বলে, কিরূপে, কে এই দেহে অধিষষ্ঠ হইয়া আছেন, সংযতচিত্ত পুরুষদিগের দ্বারা প্রয়াণ কালে তুমি কি প্রকারে জ্ঞেয় হও। ভগবান বলিলেন, যিনি পরম অক্ষর, তিনি ব্রহ্ম ; আমরাই ভাব, স্ভাব, বা জীবাত্মাই অধ্যাত্ম। জীবসত্তার উৎপাদন যে তাগের দ্বারা হয়, তাহাই কর্ম, নামে অভিহিত হয়। কর্ম ভাবই অধিভূত, পুরুষ ( অর্থাৎ সূর্য্য মণ্ডলস্থ দেবাধিপতি ) অধিদৈব, আর দেহের সকল কার্য্য সম্পাদনকারী দেহস্থিত যে আমি তাহাই অধিষষ্ঠ। ( ৫-৭ ) অন্ত্যকালে যে আত্মাকে স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করে, সে মদ্ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যে বাহ্য স্মরণ করিয়া অন্তে দেহত্যাগ করে, সেই ভাবে ভাবাপন্ন হইয়া সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। এই জ্ঞাত সকল সময়ে আমাকে অনুস্মরণ করিতে থাকিয়া, যুদ্ধাদি তোমার বাহ্য কিছু কর্তব্য করিতে থাক। আমাকে মন ও বুদ্ধি



অর্পণ করিলে, তুমি নিশ্চয় আমাকে পাইবে। (৮-১০) অভ্যাসরূপ যোগ বা উপায়েও যে চিত্ত অথ কোনও দিকে যায় না সেই চিত্তের দ্বারা, দিব্য পরম পুরুষ অনুস্মরিত হইতে থাকিলে, তিনি লভ্য হন। (সে পরম পুরুষ কে? তাঁহাতে এমন কি আছে যে তাঁহাকে ভজনা করিব?) তিনি সেই, যিনি সর্ববৃত্ত, অতীতের অতীত হইতে যিনি বর্ত্তমান রহিয়াছেন, যিনি শাস্ত্রা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, যিনি সকলের খাতা, অচিন্ত্যাস্বরূপ, সূর্য্যের মত স্বপ্রকাশ, মোহান্ধকারের পরপারে। প্রয়াণ কালে, অবিচলিত মনে, ভক্তি যুক্ত হইয়া, ভ্রগধো প্রাণকে যোগ বলে স্থির করাইয়া, যিনি স্মরণ করিতে থাকেন, তিনি, সেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। (১১-১৫) বেদবিদগণ যীহাকে অক্ষর বলেন, যতিগণ, বিষয়ে বীতরাগ হইয়া যীহাতে সমাহিত হন, যীহাকে পাইবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্যা করা হয়, সেই প্রাপ্তব্য পরম পদ কি, তাহা সংক্ষেপে বলিলাম। সকল ইন্দ্রিয় গুলি সংযত করিয়া, মনকে হৃদয়ে রুদ্ধ ও প্রাণকে মস্তকে যোগবনে অবস্থিত করাইয়া, ওঁ এই একাক্ষর-ব্রহ্ম উচ্চারণ করিতে করিতে যে দেহত্যাগ করে, সে পরম গতি লাভ করে। অনন্যচিত্ত হইয়া যে আমাকে স্মরণ করিতে থাকে, সে নিতায়ুক্ত সাধকের নিকট আমি সুলভ। আমাকে পাইলে আর তাহাকে এই দুঃখময় সংসারে পুনর্জন্ম লইতে হয় না। ইহা বড় কম কথা নহে। (১৬-১৯) সকল লোক হইতে, এমন কি ব্রহ্মলোক হইতেও ফিরিয়া আসিতে হয়, কিন্তু আমাকে পাইলে আর ফিরিতে হয় না।

সে ব্রহ্মলোক কিরূপ ? অহোরাত্র তত্ত্ববিদেরা জানেন যে সহস্র-চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন ( দিবস ) ও সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয় । দিন হইলে চরাচর সমুদায় উৎপন্ন হইয়া প্রকাশ পায় ও রাত্রির আগমনে সেই অব্যক্তে সমুদায় বিলীন হইয়া যায় । চরাচরের প্রাণী সমূহ দিনের আগমনে অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হয়, আর রাত্রির আগমনে, অবশ হইয়া তাহাতে বিলীন হইয়া যায় আবার দিনের আগমনে, তাহাদের পূর্বের কৰ্ম হইতে জাত সংস্কার লইয়া উৎপন্ন বা, এইরূপ কল্পের ( ব্রহ্মার দিনের ) পর কল্প চলিতে থাকে যতক্ষণ না সেই লোক সকল মুক্ত হয় । ( ২০-২৩ ) সেই অব্যক্ত হইতে পৃথক আরও এক সনাতন ভাব যুক্ত অব্যক্ত আছে, যাহা সকল ভূত অর্থাৎ লোকসকল নষ্ট প্রাপ্ত হইলেও নষ্ট হয় না ; সেই অব্যক্ত অক্ষর তাহাকেই পরমগতি বলা হয় । সেখানে স্থান পাইলে আর ফিরিতে হয় না, তাহা আমার পরম ধাম, আমার পরম পদ । অনুক্ষণ স্মরণে যাহা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই অনন্তভক্তিতে সেই দিব্য পরমপুরুষকে পাওয়া যায় যাহার ভিতর সকল ভূত অবস্থিত ও যিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত । ( তাহার পর আরও কথা আছে ) । ( ২৩-২৬ ) যে কালে বা যে অবস্থার ভিতর দিয়া প্রয়াণ করিলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, তাহার কথা শোন । অগ্নি, জ্যোতিঃ দিন, শুক্ল পক্ষ, উত্তরায়ণ ছয় মাস, ইহাতে যে সকল ব্রহ্মবিদগণ প্রয়াণ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, ( ইহাও চিরস্থায়ী স্থান নহে, তাহাও ধ্বংস হয় ) । ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণ-



৮—৬

পক্ষ, দক্ষিণায়ণঃ ছয়মাস, ইহাতে গমন করিলে, যোগী পিতৃলোকে ও দেবলোকে যথাকাল বাস করিবার পর, চান্দ্রমস জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া আবার ফিরিয়া আসে। শুক্ল ও কৃষ্ণ, প্রথমটি ও দ্বিতীয়টি, চিরপ্রচলিত গতি ; কস্ম্যানুসারে দ্বিতীয় মার্গে যাহাকে যাইতে হয়, তাহাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। আর কস্ম্যানুসারে যে প্রথম মার্গে যাইতে সক্ষম হয়, তাহাকে পৃথিবীতে ফিরিতে হয় না। ( কিন্তু ব্রহ্মলোকও কোনকালে ইতি প্রাপ্ত হয় )। (২৭-২৮) কিন্তু আমাতে যিনি মহ্যাসক্তমনা, সেই ভক্তিযোগাশ্রমী ইহা লইয়া মাথা ঘামায় না, ( কারণ আমার পরমপদ চিরস্থায়ী সেখানে তাহার চিরানন্দ প্রাপ্তি ঘটে। তাই তুমি সকল সময়ে আমাতে যোগযুক্ত হও। আমাতে যে যোগযুক্ত, সে, বেদ যজ্ঞ তপস্বাদিতে যে স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মলোকও অতিক্রম করিয়া, সেই উৎকৃষ্ট আত্ম স্থান প্রাপ্ত হয়।

অষ্টম অধ্যায়ঃ : অক্ষর ব্রহ্মযোগ,  
বা তারক ব্রহ্মযোগ :

পূর্ব অধ্যায়ে শেষের দেড়টি শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে, যে সাতটি বিষয় জেয় বলিয়া তাহাদের নাম করিলেন, এই অধ্যায়ে সেইগুলি লইয়া আরম্ভ।

## ১। অর্জুন উবাচ

কিং তৎত্রঙ্গ কিমধ্যাত্মং কিং কৰ্ম পুরোষত্তম

অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে । ১।

পদচ্ছেদঃ । কিং তৎত্রঙ্গ কিং অধ্যাত্মং, কিং কৰ্ম পুরোষত্তম, অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্ অধিদৈবম্ কিম্ উচ্যতে ।

অন্বয়ঃ । পুরোষত্তম, তৎত্রঙ্গ কিম্, অধ্যাত্মম্ কিম্, কৰ্ম কিম্ চ অধিভূতম্ কিম্ প্রোক্তম্ অধিদৈবতম্ কিম্ উচ্যতে ।

কঠিন শব্দ । প্রোক্তম্ = উক্ত হইয়াছে । ( পারি-  
ভাষিকশব্দগুলি, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইবে ) ।  
এই শব্দগুলিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিজ্ঞানাত্মক কথা বলা যাইতে  
পারে ।

অনুবাদ । অর্জুন বলিলেন, পুরোষত্তম ( শ্রীকৃষ্ণ )  
সেই ত্রঙ্গ কি ? ( যাহার উল্লেখ ৭।২৯ শ্লোকে করিলে ) ।  
অধ্যাত্ম কি ? কৰ্ম কি ? অধিভূত কাহাকে বলে ? অধিদৈবই  
বা কাহাকে বলে ? ( “পুরোষত্তম” কথা আসিল, এই প্রথম ) ।

Modi. The Brh. Up ( III 7, 14-15 ) seems to  
be the Upanishad from which the Gita borrows  
the use of these terms ( অধিদৈবত, অধিভূত, অধ্যাত্ম ) ।

সচ্চিদানন্দ । অষ্টম হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত অধ্যায়  
সমূহের ব্যক্তব্য বিষয়ের তালিকা পূর্বের দেওয়া হইয়াছে  
( প্রথম অধ্যায়ে ) । তাহার অনুসারে, সাধিভূতং ( ৭।৩০ )  
শ্লোকোক্ত বিষয়ের বিজ্ঞান কহিবার অভিপ্রায়ে অষ্টম অধ্যায়ের



আরম্ভ । অক্ষর ব্রহ্ম ও অধিভূত এই অধ্যায়ের বিষয় ; কৰ্ম ও অধিষজ্ঞ নবম অধ্যায়ের বিষয় । অধ্যাত্ম ও অধিদৈব দর্শন অধ্যায়ের বিষয় ।

ব্যোমব্রহ্ম : অধ্যাত্ম = বাহ্য আত্মাকে অধিকার করিয়া থাকে, শরীর মন বুদ্ধি আদি সমন্বিত চৈতন্য । বিসর্গ = আসক্তি ত্যাগ । ভূতভাবোদ্ভবকর = ভূতভাবের ( অধ্যাত্মের ) উদ্ভবের ( উন্নতির কারণ বাহ্য ) ।

কৃষ্ণানন্দ : ব্রহ্ম কি ? সোপাধিক না নিরূপাধিক ? এই দেহরূপ আত্মাকে যিনি অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করেন সেই অধ্যাত্ম ভৌতিক অথবা চৈতন্য স্বরূপ ? কৰ্ম, যজ্ঞাদি বা তাহা হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ ? অধিভূত কথায় তুমি কি পৃথিব্যাদি কার্যকেই লক্ষ্য করিয়াছ, অথবা ক্রিয়ামাত্রকেই বুঝাইয়াছ ? দেবতাগণের ধ্যানকে তুমি অধিদৈব বলিয়াছ, অথবা আদিত্যমণ্ডল মধ্যবর্তী জীবচৈতন্যের নাম অধিদৈব ?

স্বামিদয়াল : ব্রহ্ম কি ? তিনি কি সত্ত্ব না নিগুণ ? কোন ব্রহ্ম জ্ঞেয় ? অধ্যাত্ম কি ? দেহকে অধিকার করিয়া যিনি অধিষ্ঠিত তিনিই ত অধ্যাত্ম । এই অধ্যাত্ম কি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, অথবা প্রত্যেক চৈতন্য বা সূক্ষ্ম ভূত ? কৰ্ম কি ? লৌকিক কৰ্মই কৰ্ম, না যজ্ঞাদি বৈদিক কৰ্মই কৰ্ম ? অধিভূত কি ? পৃথিব্যাদি ভূত পদার্থকে অধিকার করিয়া বাহ্য কিছু কার্য, তাহার নাম কি অধিভূত, না ক্রিয়ামাত্রই অধিভূত ? অধিদৈব কি ? ইহা দেবতা মাত্রকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে, না অতি

বৃহৎ সূর্য্য দেবতা হইতে অতি ক্ষুদ্র দেবতার মধ্যে যে চৈতন্য অনুভূত সেই চৈতন্যকেই বলিতেছ ?

মধুসূদন : ইহারই মত রামদয়ালের ব্যাখ্যা ।

২। অধিষষ্ঠঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্ মধুসূদন

প্রয়াগকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্ত্বিঃ । ২

পদচ্ছেদ : অধিষষ্ঠঃ কথং কঃ অত্র দেহে অস্মিন্ মধুসূদন, প্রয়াগকালে চ কথং জ্ঞেয়ঃ অসি নিয়ত-আত্মভিঃ

অনুব্র : মধুসূদন, অত্র অধিষষ্ঠঃ কঃ অস্মিন্ দেহে কথং চ, নিয়তাত্ত্বিঃ প্রয়াগকালে কথং জ্ঞেয়ঃ অসি ।

কঠিন শব্দ : অত্র = এখানে ( এই দেহে ) । কঃ = কে । কথং = কিভাবে আছেন । নিয়তাত্ত্বিঃ = সংঘতচিত্ত । কথং = কি উপায়ে । জ্ঞেয়ঃ অসি = জ্ঞাতে হও ।

অনুব্রাদ : মধুসূদন এখানে এ দেহে ) অধিষষ্ঠ কে ও কিরূপে এই শরীরে আছেন ? মৃত্যুকালে সংঘতচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক তুগি কিরূপে জ্ঞাত হও ।

Radhakrishnan. What is present in the self (অধ্যাত্ম) ? Which is present in the gods (অধিদৈব) ? What is present in the Sacrifice (অধিযজ্ঞ) ? What is present in all beings (অধিবৃত্ত) ? The answer to these questions is that the Supreme Spirit pervades all created beings, all



sacrifices, all deities and all work ( গম্ভৈব রূপান্তরাণি, অভিনব গুণ্ড ) ।

রামদয়াল : অধিযজ্ঞ কে ? এই দেহে যে যজ্ঞ আছে তাহাতে অধিযজ্ঞ কে ? কে ইহার অধিষ্ঠাতা, কে প্রয়োগ কর্তা, কে ফলদাতা ? অথবা, যজ্ঞ বলিতে কোন্ দেবতাকে বলিতেছ অধিযজ্ঞ ? আর অধিযজ্ঞকে কি রূপে চিন্তা করিতে হইবে ? তিনি অভেদ রূপে চিন্তনীয়, না অত্যন্তাভেদরূপে চিন্তনীয় অধিযজ্ঞ কি দেহের ভিতরে থাকেন না বাহিরে থাকেন ? যদি ভিতরে থাকেন, তবে কি তিনি বুদ্ধি ইত্যাদিরূপে বিরাজিত, না তিনি তদতিরিক্ত কোন পদার্থ ।

কৃষ্ণানন্দ : রামদয়ালের মত ।

মধুসূদন : যজ্ঞান্তবর্জী কোন দেবতাকে, অথবা পরব্রহ্মকে অধিযজ্ঞ বলিব ?

শঙ্কর ও শ্রীশঙ্কর : প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের শুধু অনুবাদ দিয়াছেন ।

রামানুজ : জরামরণ হইতে মুক্ত থাকিতে ভগবানের আশ্রয় যাঁহার লইয়াছেন, এইরূপ যত্নশীল ভক্তদিগের জানিবার যোগ্য, ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কৰ্ম্ম কি, ও ঐশ্বর্য্যকারী ভক্তদিগের জানিবার যোগ্য অধিভূত ও অধিদৈব কি, ও এই তিনের জানিবার যোগ্য অধিযজ্ঞকে....আমায় বলা উচিত ।

(৩) ক্রমানুসারে ভগবান উত্তর দিতেছেন—

২। শ্রীভগবানুবাচ—

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহধ্যায় নুচ্যতে

ভূত ভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কৰ্ম সংজ্ঞিতঃ । ৩।

পদচ্ছেদ : অক্ষরম্ ব্রহ্ম পরমম্ স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্  
উচ্যতে, ভূত-ভাব-উদ্ভবকরো বিসর্গঃ কৰ্ম-সংজ্ঞিতঃ ।

অন্তর্য : পরমম্ অক্ষরম্ ব্রহ্ম স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে,  
ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কৰ্ম সংজ্ঞিতঃ । ( পাঠান্তর, অক্ষরং  
পরং ব্রহ্ম ) ।

কঠিন শব্দ : ( পারিভাষিক শব্দগুলির কিছু আলোচনা  
এখানে করা হইল ; পরে, উদ্ধৃত টীকাগুলিতে আরও  
আলোচনা পাওয়া যাইবে ) ব্রহ্ম = নির্বিশেষ, যিনি, নিরাকার,  
একরস, সমত্বপূর্ণ সর্বব্যাপক মূল, স্থির, ক্রিয়াশূন্য ( লীলাময়  
ভাব রহিত ) সৎ, চিত্ত ও আনন্দই যিনি, ভাষা তাঁহাকে বর্ণনা  
করিতে পারে না, করিতে গেলেই সেই অসীম নির্বিশেষকে  
সসীম করিয়া ফেলিবে । বুদ্ধদেব, তাই এ সম্বন্ধে কোন কথা  
বলিতেন না ; বাস্ক মুনিও তাই বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়াও  
চুপ করিয়াছিলেন । Supreme Personality ( ভক্তিপ্রদীপ ) ।  
সমষ্টিরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ ( রামানুজ, বলদেব ) ( ব্রহ্মশব্দ গীতায় যে  
যে স্থানে আদিয়াছে, তাহার তালিকা প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া  
হইয়াছে ) । ( ব্রহ্ম = পরমং যদক্ষরং জগতাম্ মূলকারণম্ ) এ  
শ্লোকের 'ব্রহ্ম', ৩।১৫ শ্লোকের কৰ্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধির ব্রহ্ম হইতে  
ভিন্ন এবং "পরম" বিশেষণযুক্ত । অক্ষর = অবিনশ্বর, যাহা ক্ষয়িত  
হয় না । কিন্তু নারায়ণ, মহাদেব তাঁহারাও অবিনশ্বর, অতএব



ব্রহ্মের জ্ঞান শুধু অবিনশ্বর বলিলে চলিবে, না নির্বিবশেষও বলিতে হইবে, কারণ নানারূপাদি নির্বিবশেষমানহে, নানা বিশেষত্ব বিশিষ্ট । অক্ষরশব্দের ‘নির্বিবশেষ’ অর্থ এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে যে ব্রহ্মের সাংগত্য বিরূতিও মুখ দিয়া ক্ষরিত বা বাহির করান অসম্ভব, যাহা কোন-কিছু বিশেষত্ব থাকিলে, সম্ভব হইত । তিনি অবাঙ্ মনসোগোচরম্ । (বৃ: উ: ৬।৮।৮-১১) তাই পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, “ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই” । পরম = নিরতিশয় ( শব্দ ) সর্বশ্রেষ্ঠ । ঔকারও অক্ষর, জীবাত্মাকেও অক্ষর বলা হয়, ( যদিচ ব্রহ্মজ্ঞানাদের মতে মৃত্যুকালে তাহাদের আত্মার উৎক্রামণ হয় না ; কিন্তু বিলীন হইয়া যাওয়াও একপ্রকার বিনশ্বরতা ) । উপরে উক্ত অক্ষর ব্রহ্ম যে, অক্ষর ঔকার বা সকল প্রকার অক্ষর হইতে ভিন্ন, তাহা জানাইবার জ্ঞান ‘পরম’ বিশেষণ আনা হইয়াছে । এ অধ্যায়ে ঔকারের কথা আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়, ইহা করা হইয়াছে । ৩।১৫ শ্লোকের ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্ যেখানে ব্রহ্ম অর্থে সগুণব্রহ্ম, বেদ ইত্যাদি, এবং অক্ষর অর্থে অক্ষর ব্রহ্ম সেখানে ঐ অক্ষর শব্দের সহিত পরম শব্দ যোগ করা হয় নাই, দরকার ছিল না বলিয়া । ব্রহ্মশব্দ বিভিন্ন বিশেষণযুক্ত হইয়া বিভিন্ন অর্থ জ্ঞাপক হয় ।

নির্বিবশেষ ব্রহ্ম ব্যাপক সূর্য্য ঋশির মত, এবং সবিশেষ শ্রীকৃষ্ণ যেন ঘন প্রকাশ কেন্দ্রীয় সূর্য্যের মত, যাহা হইতে

ও ঝাঁহাকে ঘেরিয়া চতুর্দিকে রশ্মি ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাই বলা হইয়াছে—“ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্” (১৪।২৭) ।

টীকাকারেরা ব্রহ্মের ব্যাখ্যায় শ্রুতির এই উক্তি আনিয়াছেন, “ইহারই প্রশাসনে সূর্য ও চন্দ্র গগনে বিদ্যুত রহিয়াছে” বা এই উক্তি “এই ব্রহ্ম বা অক্ষরে, আকাশ ওতঃ প্রোতঃ, ভাবে অবস্থিত” । ইহা অনেকটা সগুণ ব্রহ্মের কথা নহে কি ? নিগুণ ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় । বৈষ্ণবচার্যাদিগের ( যথা রূপ গোস্বামীর ) মতে ব্রহ্ম ভগবানের বিভূতি ।

রামানুজ, বলদেব ! অক্ষর শব্দে সমষ্টিরূপ ক্ষেত্রজ, এবং পরম শব্দে প্রকৃতি বিনির্মুক্ত আত্মস্বরূপ । মধ্বাচার্য্যঃ— ব্রহ্মই নারায়ণ, তিনি সকল দেবতার ঈশ্বরের ঈশ্বর । রাম-দয়াল, বৃঃ উঃ ৩৮৮ ১২ উদ্ধৃত করিয়াছেন । গীতানন্দ-ঈশ্বর, ব্রহ্ম অধ্যাত্ম, প্রকৃতি, স্বভাব, এ সমস্ত পর্য্যায় শব্দ ; ভগবানের ভিন্ন বিভাবের ভিন্ন ভিন্ন নাম । বলদেবঃ— দেহাদি হইতে স্তব্ধ জীবাত্মা চৈতন্যই এই ব্রহ্ম শব্দের লক্ষিত ।

এইবার “অধ্যাত্ম” শব্দ লওয়া যাউক । অধি অর্থে সম্পর্কিত এবং অধি অর্থে অধিষ্ঠাতা । অধ্যাত্মের এইভাবে আমরা অর্থ করিলাম যে ইহা তাহা, যাহা বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা, অর্থাৎ জীবাত্মা । ( Jiva, devoid of all worldly dross, ভক্তিপ্রদীপ ) । স্বভাব শব্দেরও এই জীবাত্মা অর্থ আসে, অর্থাৎ আমার অংশ স্বরূপ স্ব অর্থাৎ আমার নিজ ভাব ধারণকারী, জাত্মা, মনৈবাংশ জীবলোকে ( ১৫।৬ ) । অধি অর্থে সম্পর্কিত ধরিলে অর্থ



আসিবে যাহা আত্মার অর্থাৎ যাহা বুদ্ধি, দেহ ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্পর্কিত অর্থাৎ জীবাত্মা ; ( আত্মা শব্দের বুদ্ধি, দেহ, ইন্দ্রিয়—সব অর্থই হয় ) । ব্রহ্মের স্বভাব, অর্থাৎ স্ব-সম্বন্ধ বিশেষভাবে এরূপ অর্থ নহে, কিন্তু সেই ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ” ( নধুসূদন ) । আত্মা ব্রহ্মেরই মত, ইহা সর্বত্র স্বীকৃত । বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে ( macrocosmএ ) ব্রহ্ম যেমন, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে জীবদেহে ( microcosmএ ) জীবাত্মাও সেইরূপ । ইনিও ব্রহ্মের মত স্বভাবে নিগুণ, স্থির ক্রিয়াহীন ; কিন্তু যখন বুদ্ধি মন ও দেহের সহিত তদাত্মক ভাবে জীব হইয়া যান, তখন নিজের স্বরূপ বা স্বভাব ভুলিয়া যান, এই জীবাত্মা স্বভাব নাম তখনই পান যখন ইনি শুদ্ধ স্ব-স্বরূপে থাকেন । চিত্তবৃত্তি নিরোধে ইহাকে স্ব-স্বরূপে বা স্ব-ভাবে দেখা যায় ( তদা দ্রষ্টু স্বরূপে হ এবস্থান, যোগদর্শন ) । বহু বিভাবের ভিতর, “জীবাত্মা” ভগবানের বিশেষ নিজস্ব একটি ভাব । সংক্ষেপে, পরব্রহ্মের প্রতি দেহে যে আত্মভাবে ( স্ব-ভাবে, নিজভাবে, ব্রহ্মস্বরূপে ) অবস্থান, তাহাই অধ্যাত্মভাব । তাই জ্ঞানমার্গীরা বলেন, জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ । প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বের, এই ভাব পুরুষের উপদ্রষ্টা ভাব ; এই উপদ্রষ্টা, তদাত্মকে ক্রমে অনুমন্তা ভর্তা ও ভোক্তা ভাব প্রাপ্ত হয় ।

রামানুজ : অধ্যাত্মকে স্ব-ভাব বলা হয় । প্রকৃতির নাম স্বভাব ইহা আত্মসম্বন্ধ যুক্ত অনাত্মভাব । সূক্ষ্ম ভূত ও তাহার বাসনারূপা প্রকৃতি । ( রামানুজের টীকা চতুর্থ শ্লোকের টীকায়

লওয়া হইয়াছে ; সেখানে শঙ্কর, শ্রীধর, মধুসূদন, অরবিন্দ, ভূপেন্দ্রনাথ ইত্যাদিরও টীকা দেওয়া হইয়াছে।

**বলদেব :** স্বভাবশব্দে জীবভাব ও জীবের বাসনারাজি। স্বভাবই আত্মতত্ত্ব। দেহে যিনি প্রকৃতি সংসর্গবশতঃ ভোক্তরূপে প্রকাশিত হন, তাঁহারই আসল আত্মস্বরূপ।

**মধু :** জীবই অধ্যাত্ম। **সন্তদাস :** ব্রহ্মের যে স্ব স্ব ইত্যাকার বিভিন্নভাবে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে প্রকাশ তাহারই নাম অধ্যাত্ম।

**গিরীন্দ্রশেখর :** শরীরের ইন্দ্রিয়াদি অধিকৃত করিয়া বাহ্য আছেন অর্থাৎ মানুষের স্বভাব, পরমেশ্বরের আত্মভাব নহে।

**মতিলাল :** ব্রহ্মের স্বতঃ সিদ্ধ ভাব।

**রামদয়াল :** আত্মা স্ব স্বরূপে থাকিয়াও দেহ অধিকার করিয়া ভোক্তৃত্বাবে থাকেন।

**ব্যোমব্রহ্ম :** কর্ম = আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ স্বরূপ আসক্তি ত্যাগ। অধ্যাত্ম = প্রকৃতি।

এইবার ভূতভাবাদি কথা লওয়া হউক। ভূতভাবোদ্ভব কর্ম = ভূতভাব উদ্ভবকারী ; resulting in the production and growth of all beings sentient and insentient, ( ভক্তি প্রদীপ )। “ভূতগণের অর্থাৎ ভবনধর্ম ( উৎপত্তি শীল ) স্বাভাবিক জন্মমাত্মক জীর্ণগণের অর্থাৎ উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সাধন বাহ্য করে” ( মধুসূদন )। বিসর্গ = “শাস্ত্রবিহিত যাগ দান ও



হোমায়ুক যে ত্যাগ ( মধুসূদন ) ; the principle of gift and sacrifice ( ভক্তি প্রদীপ ) । সংজ্ঞিত = কৰ্ম্যনামে কথিত । আগমিই কৰ্ত্তা, আগমিই কৰ্ম্য, আগমিই অখিল কৰ্ম্য । ‘ভূত সনুহের তত্ত্ব বা গঠন আগার সঙ্কল্প হইতে নিঃসৃত হয় ; It is from Being to Becoming এই বিসর্গ অর্থাৎ নিঃসারণই মূল কৰ্ম্য । ইহাই সাংখ্যে, অব্যাক্তাদ ব্যক্ত সর্ববাণি । ইহাই পরে কথিত হইয়াছে “মম যোনি মহদ ব্রহ্ম, তস্মিন্ গৰ্ভং দদামাহং” ১৪।৩ শ্লোকে । ইহাই আসল যজ্ঞ, আসল বিসর্গ, জীব জগতের আগমন বাহা ঘটাইয়াছে । মহাপ্রলয়ে বিশ্বের সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ কৰ্ম্য-সংস্কারের সঙ্গে অব্যাক্তে বিলীন হইয়া যায় । তাহার পর, সৃষ্টির আদিতে, ভগবান যখন সঙ্কল্প করেন “আমি বহু হইব”, তখন আবার তাহাদের উৎপত্তি হয় । ভগবানের এই আদি সঙ্কল্পে অচেতন প্রকৃতি রূপ যোনিতে চেতন-রূপ জীবস্থাপিত ( ১৪:৩ ) ; ইহাই জড় চেতনের সংযোগ । জীব-জগৎ-জননকারী ভগবানের নিজেকে বীৰ্য্যরূপে উৎসর্গ করাই বিসর্গ । কৰ্ম্য সনুহের মূল ও প্রথম কৰ্ম্য । পুরুষ সূক্তে বিবৃত হইয়াছে, ভগবান নিজেকে যজ্ঞে উৎসর্গ করিলেন ; যজ্ঞরূপী, জীবজগৎ উদ্ভবকারী সেই আদিম কৰ্ম্য হইতে আরম্ভ করিয়া, ভগবান নিজেকে যজ্ঞে যেন উৎসর্গ করিতে করিতে, অনন্ত কৰ্ম্যের অখণ্ড ধারা রূপে বহাইয়া চলিয়াছেন । বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মের সঙ্কল্প নিঃসৃত কৰ্ম্য ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের জীবের ইচ্ছা প্রসূত কৰ্ম্য, একই ধরণের । উৎসর্গমূলক পার্থিব যজ্ঞ

সমূহ সেই উৎসর্গমূলক প্রথম যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধিত। আর, ভগবানের শক্তিও যেমন তিনি, সেই শক্তি বা সঙ্কল্প প্রসূত কর্মও তেমনি তিনি। অত্যাৎম ভাবান্তি ভূতানি ( ৩।১৪, ১৫ ) শ্লোক দুটিতে এই ভাবই আমরা পাই। যজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা তিনিই ( ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং ) আবার যজ্ঞও তিনি ( যজ্ঞই বিশ্বঃ ; অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ )।

ভূতভাবোদ্ধকরো বিসর্গঃ, এই কথাগুলিতে উপরের ভাব গুলি, ও আরও করেকটি ভাবও পাওয়া যায়:—(১) জীবজগৎ সৃষ্টি করিতে সেই সৃষ্টি করা রূপ যজ্ঞ, বিরাটের নিজেই উৎসর্গ করা রূপ কর্মই কর্ম নাম পাইবার যোগ্য, কারণ তাহা আদর্শ কর্ম ছিল। (২) উহারই মত বলিয়া, আমাদের যজ্ঞ, উহা আনুষ্ঠানিক বা রূপকই হউক, ( যথা সহযোগিতা ), এবং তাহাতে হবিঃ প্রক্ষেপ, আনুষ্ঠানিক বা রূপকই হউক ( যথা স্বার্থপরতা বিসর্জন ) উহাই প্রকৃত কর্ম, কারণ উহা কর্মীকে প্রাণবন্ত ও সম্মত সম্পন্ন, এবং তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হয় ( ৩।১৪, ১৫ )। দান, তপস্যা, মানুষের উপকার করা—সবই যজ্ঞ, সবই চিত্ত শুদ্ধি কর। (২) জীব ভাব উৎপন্ন করে এ প্রকার প্রবৃত্তি বা কর্ম, অর্থাৎ সাধারণ পশুদের কাজ, খাওয়া, শোওয়া ইত্যাদি, অর্থাৎ ভূতভাব-উদ্ভবকর যাহা, তাহার ত্যাগ, ব্রহ্মভাবে উঠিবার জগৎ—সেই ত্যাগই কর্ম, অথচ সব-কিছু কোন মূল্যের কর্ম নহে। (৪) জগতের জগতত্ত্ব অর্থাৎ ভূতত্ত্ব প্রকাশে বাহির হইয়া আসিতেছে যাহাতে, অর্থাৎ ভগবৎ শক্তি, সেই শক্তির



একস্থিধ প্রকাশই কর্ম্ম । এই অখিল কর্ম্ম ভগবৎ শক্তি, অর্থাৎ ভগবানেরই প্রকাশ (৫) ভূতভাব, অর্থাৎ জন্ম লওয়ার সার্থকতা উৎপাদনকারী যে সকল ত্যাগমূলক কর্ম্ম, যথা যজ্ঞ, দান ও তপস্ব্যাদি তাহাই কর্ম্ম । (৬) প্রাণপূর্ণতা-ভাব উৎপাদন কারী যে সকল কর্ম্ম, ইত্যাদি । এই প্রাণ-পূর্ণতা ভাব আসে দেহে পঞ্চ ভূতের সাগো ও চিত্তস্থৈর্যে, ষষ্ঠ অধ্যায় ) ।

“ভূত ভাবোদ্ভব উদ্ভবকর বিসর্গঃ” এই বাক্যটি প্রাহেলিকা পূর্ণ । আগাদের মোটা বুদ্ধিতে যে যে ভাব সঙ্গতি পূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছে । তাহাই নিবেদিত হইল ; সুধীজমেরা যেন ক্ষমা করেন ।

অনুবাদ : উপরে পারিভাষিক শব্দ গুলি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ও পরে উদ্ধৃত টীকাগুলিতে ইহাদের আরও ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে । সেই জন্ত অনুবাদে আর তাহাদের ব্যাখ্যা করা হইল না , শব্দগুলি যেমন আছে সেইরূপই রাখা হইল ) । শ্রী ভগবান বলিলেন, পরম অক্ষর যাহা, তাহাই ব্রহ্ম । স্বভাব অর্থাৎ আগার ভাব যাহাতে আছে, সেই জীবাত্মাই অধ্যাত্ম । ভূতসমূহের ভূতত্ব ( সৃষ্টি ) উৎপাদন কর্ম্মই কর্ম্ম । ( ভগবান নিজেকে বলি দিয়া ইহা করিতেছেন, ঐ উৎসর্গের ভাব হইতই ইহা দাড়ায় যে যজ্ঞ অনুষ্ঠানিকই হউক বা রূপকই হউক, সব যজ্ঞ উচ্চ প্রকারের কর্ম্ম ) ; অথবা জীবভাব, অর্থাৎ পশুভাব উৎপাদন কারী প্রবৃত্তির ত্যাগই কর্ম্ম ; অথবা ভূতভাব অর্থাৎ জন্মলওয়ার সার্থকতা উৎপাদনকারী অথবা প্রাণ পূর্ণতা

উৎপাদনকারী ভাগমূলক কর্ম সমূহই কর্ম। (এগুলি সব উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

(আমরা, পারস্পরিক সংযোগ বিরহিত খাপছাড়া খাপছাড়া ভাবে মাত্র নামগুলির অর্থ দেওয়াতে নিজেদের না রাখিয়া, যাহাকে integrated whole বলে, অর্থাৎ সর্বসমন্বয়াত্মক একটি ব্যাখ্যা আমাদের মোটাবুদ্ধিতে করিয়াছি, উহা পরে চতুর্থ শ্লোকের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে, সুধীজনেরা আমাদের এ উত্তম নিশ্চয়ই কমা করিবেন।

শঙ্কর, রামানুজ, ক্রীষ্ণ, মধুসূদন। ইত্যাদি অনেক গুলি টীকাকারের ব্যাখ্যা পরে চতুর্থ শ্লোকের আলোচনার পরে দেওয়া হইয়াছে।

অব্রহ্মদেহ। (জগদীশচন্দ্রের গীতা হইতে)। আমার পরম অক্ষর অব্যয় ভাবই ব্রহ্মতত্ত্ব, প্রত্যেক বস্তুরই যাহা মূল বা আত্মস্বরূপ, তাহাকেই স্বভাব বা অধ্যাত্ম বলে; সুতরাং সেই নিগূর্ণ পরব্রহ্মকেই যখন সগুণ বিভাবে সৃষ্টি প্রপঞ্চের মূল কারণ বা বীজ স্বরূপ নানা বিভূতি সম্পন্ন বলিয়া কল্পনা করা হয়, তখনই উহাকে অধ্যাত্ম বলা হয় (১১।১)। এই অধ্যাত্ম তত্ত্বই স্বভাব, অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্মেরই একটি বিভাব। ব্রহ্মের এই স্বভাব বা সগুণ বিভাব হইতেই বিসর্গ অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি ব্যাপার; বিশ্বশক্তির সমস্ত কর্মের উৎপত্তি, সুতরাং উহাই কর্ম তত্ত্ব। এই কর্মের যে ফল, অর্থাৎ নশ্বর জগৎ প্রপঞ্চ উহাই কর্মভাব বা অধিভূত। স্বভাব হইতেই কর্মভাবের



উৎপত্তি। এবং এই ভূত সমূহে অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপে বাহ্য অবস্থিত, তাহাই অধিদেবত। সৃষ্টি ব্যাপারই আদি কৰ্ম এবং সেই সৃষ্টি রক্ষার্থ জীবের যে নিকাম কৰ্ম তাহাই যজ্ঞ, এবং সেই সকল কৰ্মের নিয়ন্তা, সর্ব যজ্ঞের ভোক্তা, আমিই অধিযজ্ঞ, অন্তর্যামীরূপে আমি সর্বদেহে বাস করি।

মধ্ব। ঈশ্বরের কৰ্ম সৃষ্টির জন্ম ইত্যাদি।

গিরীন্দ্র শেখর। সৃষ্টি ব্যাপারে ঈশ্বরের অহঙ্কার কর্তৃপদবাচ্য, ও সমস্ত সৃষ্টি কৰ্ম। ভূতভাব বা সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে দৃশ্যমান প্রপঞ্চের উদ্ভব বা ক্রম-বিকাশরূপ বিসর্গ বা সৃষ্টিই কৰ্ম।

সম্ভদাস। প্রাণীদিগের উৎপত্তি ও বৃত্তিকর যে যজ্ঞাদিরূপ ত্যাগ, তাহাই কৰ্ম।

Radhakrishnan. Karma is the name given to the creative force that brings beings into existence. It is the whole cosmic evolution, the principle of movement,

ভিলক। সেই মূল ব্যাপার বাহার পরিণামে এই ব্যক্ত জগতের বিকাশ হয়, অনন্ত জীবময় জগতের উদ্ভব হয়, তাহার নাম কৰ্ম।

মহানামভত। ব্রহ্ম = আমার পরম নিগূঢ় নিগূঢ় স্বরূপ। অধ্যাত্মই আগার সত্ত্ব সর্বিশেষ স্বরূপ। বিশাল বিশ্বপ্রপঞ্চ সূর্যাদি কৰ্মই কৰ্ম পদ বাচ্য।

Telang. Tha Brahman is the Supreme the undestructible. Its manifestation ( as an individual self ) is called the অধ্যাত্ম । The offering of an oblation ( to any divinity ) which is the cause of the production and development of, all things, is named action, The Adhibhuta is all perishable things. The Adhidaivata is the ( primal ) being. And the Adhiyagna is I myself in this body. Adhidaiva is being supposed to dwell in this Sun.

Modi অধ্যাত্ম ও স্বভাব = The Jiva, the personal consciousness. বিসর্গ ( ব্ উ III, II ) is said to be the cause of the birth ( উদ্ভব ) of the Lord's Form of existence ( ভাব ), as being.

৪ । অধিভূতং করো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্

অধিষজ্জোহমমেবাত্র দেহে দেহভূতাম্ বর ।৪।

পদচ্ছেদ । অধিভূতম্ করঃ ভাবঃ পুরুষঃ চ অধিদৈবতম্  
অধিষজ্জঃ অহম্ এব অত্র দেহে দেহভূতাম্ বর ।

অন্বয়ঃ । করঃ ভাবঃ অধিভূতম্ চ, পুরুষঃ অধিদৈবতম্,  
দেহভূতাম্ বর অত্র দেহে অহম্ এব অধিষজ্জঃ ।

কঠিন শব্দ । করভাব = যাহা পরিবর্তনশীল ও তাই  
বিনশ্বর ; জড়, অচিৎ, ( জীব শরীরও ইহার ভিতর পড়ে )



ইহা আমার অধিভূত ভাব। changeable and perishable ভাব। (ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ক্ষেত্র, পঞ্চদেশের ক্ষর পুরুষ)। পুরুষ, অধিদৈব, অধিষজ্জ ইত্যাদির শঙ্কর রামানুজ, শ্রীধর, মধুসূদনাদির ব্যাখ্যা, পরে নিম্নে আমরা বিশদভাবে উদ্ধৃত করিয়াছি। আগাদের মোটাবুদ্ধির ব্যাখ্যা এখানে দিলাম। পঞ্চদশ অধ্যায়ের (বিশেষ ১৬, ১৭, ১৮ শ্লোকের) আলোচনার সহিত ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের (১৩।২২), উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, পরমাত্মা এই কথাগুলির সহিত সঙ্গতি রাখা হইয়াছে; ব্রহ্ম ও অধ্যাত্ম, = পরমাত্মা ও উপদ্রষ্টা অনুমন্তারূপী প্রত্যগাত্মা, (ইহা পূর্বব শ্লোকের আলোচনায় বলা হইয়াছে)। মাণ্ডুক্য উপনিষদও দ্রষ্টব্য। “অনুবাদ” অনুচ্ছেদের পর, আগাদের মোটা বুদ্ধিতে যাহা আসিয়াছে এরূপ একটি integrated whole ভাবের, অর্থাৎ একতত্ত্বে একীভূতভাবের একটি ব্যাখ্যা দিয়াছি।

অশ্রিটদেবঃ। পুরুষ। আমি পৌরুষাত্মক শক্তি, শক্তি ব্যঞ্জক হিরণ্যগর্ভাদি দেবতারূপে জগতে প্রকাশিত আছি। আমিই দেবতা ও দেবতাদিগের অধিপতি ব্রহ্মা, বা সূর্যমণ্ডলে অবস্থিত হিরণ্যগর্ভ। আমি বায়ু, আমি অগ্নি, আমি মাতরিশা, আমি বরুণ, আমি রুদ্র আমি সূর্য (৭।৮৬।১৫) ২২, ২০ ইত্যাদি)। (দেহরূপী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে, আমি সূর্য্যরূপী বুদ্ধি, চন্দ্ররূপী মন, ইন্দ্রাদি দেবতারূপী ইন্দ্রিয়মূহের অধিস্বামী। প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বে, পুরুষের এই ঐশ্বর্য্যাত্মক ভাব “মহেশ্বর” বলিয়া

কথিত হইয়াছে ( ১৩২২ ) ( ১৫১৭ ) । সমষ্টি ভাবে তাহাকে প্রথম পুরুষ হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি বিরাট বা মহেশ্বর বলা হইল, ব্যষ্টিভাবে তাহাকেই নানা ইন্দ্রিয়ের শক্তিপ্রদ অধিপতি বা “ভর্তৃ” ( ১২২২ ) বলা হইল । হিরণ্যগর্ভকে পুরুষ বলা হয়, তিনি পৌরুষাত্মক বলিয়া, তিনি জীবসৃষ্টির পূর্ব, কর-চরণমস্তক উৎপন্ন প্রথম পুরুষ ছিলেন বলিয়া, তাহারই বিভাব দেহপুরে ইন্দ্রিয়গণের অধিস্বামীভাবে বাস করে বলিয়া, এবং তিনি সমস্ত পাপকে পূর্ব অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ভাবে উৎপন্ন হইবার পূর্ব, বা হিরণ্যগর্ভপদ প্রার্থীদের ভিতর সকলকার পূর্ব ওষিত অর্থাৎ দক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া ( তবেই হিরণ্যগর্ভ পদ লাভ করেন ) ইনি দেবতাদিগের অধিপতি, পুরাণের ব্রহ্মা । এই দেবতা ভাব অর্থাৎ অধিদৈবত আমিই ।

বৈষ্ণবাকার্য্যগণের মতে মহাবিশ্বের প্রতি লোমকূপে এক একটি ব্রহ্মাণ্ড আমাদের এই Solar system. দৈবত, অর্থাৎ দিব্য বা glowing এই সব Systems. যিনি এই সব Systems গুলিকে চালাইয়া চলিয়াছেন, যথা, পৃথিবী বিরাম বিশ্রামহীন ভাবে সূর্য্যের চারিধারে ঘুরিতেছে, অধিদৈবতা নাম সেই চালকেরই হয় । আমাদের সূর্য্যের ভিতর যে অধিদৈবত ভগবান রহিয়াছেন, তাহাকে সেই জগুই ধ্যান করা হয় “ধ্যয় সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণ”....

অশ্রিষত্ত্ব : প্রকৃতিতে অশেষবিধ যজ্ঞ চলিতেছে, ইহা পূর্ব বলা হইয়াছে, এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে দেহের ভিতরও



নানা যজ্ঞ চলিয়াছে। এই যজ্ঞ বা metabolic activity বাহাতে চলিতে থাকে, সেই জগৎ জঠরাগ্নি বৈশ্বানররূপী আমাতে ( ১৫।১৫ ) খাদ্যরূপ হরিঃ প্রক্ষেপ করা হইতেছে। তাহাতে জীবের উন্নতা, ক্রিয়াশক্তি, প্রাণ শক্তি, রস, রক্ত, ধাতু, মজ্জা অস্থি, মাংস, চৰ্ম্মাদির সৃষ্টি এবং ঠিক কার্যা করিতে ঠিক স্থানে চালিত হইতেছে। ইহাতে জীবদেহ সংবদ্ধ ভাবে রহিয়াছে, তাহার পুষ্টি সাধিত হইতেছে ও তাহা কার্যা করিতে সমর্থ হইতেছে। যজ্ঞ চালাইতেছে প্রকৃতি আমারই অধ্যক্ষতায়। আগ্নিই এই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা, তাই অধিযজ্ঞ। আবার ভোক্তাও আগ্নি; দেহে, প্রকৃতির সু কু সকল রকম কার্যের, তদাত্মক হেতু, জীবাত্মা ভাবে আগ্নিই “ভোক্তা” হই ( ১৩।২৬-২২ )। কর্মকাণ্ডের যজ্ঞও আগ্নি; যজ্ঞই বিষ্ণু, পূর্বের বলা হইয়াছে। অহং ক্রেতুরহং যজ্ঞঃ, অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা ( ৯।১৫, ২৪ ) আগ্নি ভক্ত সম্পাদিত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা ( ভোক্তারং যজ্ঞ তপস্যং, ৫।২৯ ) ও ফলদাতা। যজ্ঞের দ্বারাই জগৎ চক্র চলিতেছে—বৃষ্টি হইতে শস্য হইতেছে ইত্যাদি ( ৩।১৪, ১৫ )। নিয়ন্তা আগ্নি, এবং এই ভাবে ভর্তাও আগ্নি।

এই শ্লোক গুলিতে বাহা বাহা আমরা শুনিলাম, তাহা মাণ্ডুক্য উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব মনে করাইয়া দেয় :—  
 সেধানকার তুরীয় ব্রহ্ম, এখানকার অক্ষর ব্রহ্ম; অধ্যাত্ম =  
 জীশ্বর বা প্রাজ্ঞ, অধিদৈব = হিরণ্যগর্ভ; অধিযজ্ঞ = তৈজস;  
 অধিভূত = বিশ্ব বা বৈশ্বানর। পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার সার কথা,

একের পর এক, রূপক-অগ্নিতে যজ্ঞ হইতেছে, যাহার শেষ, জীবাত্মা নাগিয়া আসিতে আসিতে, জীবভূতা হয় । ( রেতঃ, স্ত্রী-অগ্নিতে হবিঃ ভাবে পড়িলে জীব সৃষ্ট হয় ) ।

অনুবাদ : ( উপরে পারিভাষিক শব্দগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এবং উদ্ধৃত টীকাগুলিতে আরও ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে বলিয়া, অনুবাদে আর তাহাদের ব্যাখ্যা করা হইল না ; শব্দগুলি যেমন আছে তেমনি রাখা হইল ) । হে দেহধারীগণের ভিতর শ্রেষ্ঠ ( অর্জুন ), ক্ষর পদার্থই অধিভূত ( অর্থাৎ আমার অধিভূত ভাব ), পুরুষই অধিদৈব, ( অর্থাৎ আমার অধিদৈব ভাব ), এবং আমিই এই দেহে অধিযজ্ঞ ।

( এখানে 'আমি' কথা স্পষ্টাক্ষরে আনিলেন । শ্রীকৃষ্ণই সব )

ভগবান সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বা বিশিষ্ট জ্ঞান বিষয়ক, যাহা প্রধানতঃ তাঁহার অব্যক্ত বিভাবের এক চিত্র, আমরা সপ্তম অধ্যায়ে পাইয়াছি । এইবার আর এক রকমের চিত্র যাহাতে অঘায় অব্যক্ত ভাবও আছে এবং ব্যক্ত ভাবও আছে ( যথা প্রণবে যাহাতে অব্যক্ত ভাব বিশেষ ভাবেই রহিয়াছে ) তাহা এই অধ্যায়ে পাই । নবম অধ্যায়ে, এইরূপ অব্যক্ত এবং ব্যক্ত ভাবের কথা পাইব ; দশমে ব্যক্ত ভাব, এবং একাদশে সার্বভৌমিক মূর্তিতে তাঁহার বর্ণনা পাইব । এ অধ্যায়ে আমাদের জানান হইতেছে, তিনিই নিষিংশে ব্রহ্ম, আবার তিনিই পরাপ্রকৃতি যাহা নিজের আর এক ভাব, স্বভাব, অধ্যাত্ম "মমৈবাংশ" । আবার তিনিই সর্বদা পশ্চিবর্তন পরায়ণ



করভাবে, অধিভূত ভাবে বর্তমান। আবার তিনিই যজ্ঞরূপ কর্ম, যে যজ্ঞ তিনি আরম্ভ করিয়া, করিয়াই চলিয়াছেন (মম যোনি মহদ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভ দদাম্যহং), যে যজ্ঞে, নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্থিতি হইতে লীলায় নামিয়া আসিতেছেন; নিজেকে উৎসর্গ করিয়া নিজেই জীবজগৎ ভাবে ব্যক্ত হইতেছেন (এই উৎসর্গই কর্ম, যাহা আদর্শ ভাবে, মানুষের কাছে রাখা হইয়াছে, এবং যাহা হইতে মানুষ যজ্ঞের জ্ঞান পাইয়াছে)। আবার শুধু এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের যজ্ঞ নহে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে, আমাদের দেহে যে যজ্ঞ অনবরতঃ হইতেছে, যাহাতে দেহও প্রাণ ক্রিয়া পুষ্ট ও সৃষ্ট হইতেছে, সেই যজ্ঞ ভাবে; আর যজ্ঞ রূপে তিনিই ইহা করিতেছেন, আবার বাহিরে তিনি Solar logos, cosmic logos, অধিদৈব, হিরণ্যগর্ভ হইতে বৃহৎ ক্ষুদ্র সকল দেবতাই তিনি।

বাহিরে ভিতরে সর্বত্রই তিনি নানা বিভাবে বর্তমান সেই স্থিতি সমূহের, দার্শনিকেরা নানা নাম দিয়াছেন, যাহার কিছু এখানে আনা হইয়াছে। কোন্ মানুষ না চাহিবে এই মহিমাময়্যেতে নিজেকে বিলীন না করিতে? ইহা সংঘটিত করাইবার এক বিশেষ উপায়, মরণ কালে, তাঁহাকে স্মরণ করা, এবং তাহা তখনই হইতে পারে জীবন ভোর তাঁহার চিন্তায় থাকায়, “গমনা, মন্তন্তু, মদ্যাজী মাং নমস্করু ভাবে থাকায়।

Gandhi-Desai. The slokas describe the whole process in which the absolute becomes

conditioned and from the conditioned State becomes the Absolute again. (1) We have first the Impersonal and Unmanifest, Unconditional Absolute; (2) it chose to reveal one of its aspects—that aspect was primordial unmanifest prakriti, here called অধ্যাত্ম, (3) prakriti, next, because active—this disturbance in the equilibrium of its gunas, was karma-work, action; (4) the next step in the process were that countless manifestations of matter with name and form—that is অধিভূত; (5) then the Absolute informed these with its Ego, i.e. became conditioned, that is অধিদেব; (6) but the conditioned had the potentiality to recover its pristine unconditioned state by means of giving of itself a pure Sacrifice. The culmination of this self-sacrifice comes with the dissolution of the body and the merging or identification of the conditioned on the un-conditioned. In short, it is the cycle of sacrifice. The Supreme Being Sacrifices Himself in the first instance and ultimately the individual Sacrifices himself to



be merged in the original Essence (III. 15 Gita)  
 অধ্যাত্ম=manifestation of ব্রহ্ম । কৰ্ম্ম the creative  
 process wherby all beings are treated.

মহানামভ্রত : অক্ষর = অপরিণামী : : অধ্যাত্ম =  
 ব্রহ্মের স্বভাব বা শক্তি বিশেষ । কৰ্ম্ম = জীবের কল্যাণ  
 কামনায় ত্যাগ । অধিভূত = কয়শীল । অধিদৈবত = প্রত্যেক  
 ভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । অধিষষ্ঠ = প্রত্যেক দেহে ভোক্তা  
 রূপে যিনি স্থিত ।

শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীধর, মধুসূদন, তিলক,  
 অন্নবিন্দ—ইহাদের বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত টীকা পরে দেওয়া  
 হইল ।

ব্যোমভ্রম : কৰ = ক্রিয়াদি ভূতগণকে অধিকার  
 করিয়া বাহ্য হয়, স্থূল মূর্ত্তি ; নশ্বর বস্তু । পুরুষ = অক্ষর পুরুষ =  
 পরাপ্রকৃতি = আত্মা । অধিদৈবত = দেবান্ দিবি স্থিতাম্  
 মনোবুদ্ধাদীন্ অধিকৃত বর্গতে যৎ = আত্মা । অধিষষ্ঠ = জড় ও  
 চৈতন্যের মিলন স্বরূপ ।

ব্রহ্মগানন্দ : অধিদৈবত = যিনি সমষ্টি লিঙ্গ স্বরূপ, এবং  
 সূর্য্যাদি দেশে ব্যাপ্তি ভাব ধারণ করিয়া চক্ষুরাদিতে প্রকাশ শক্তি  
 বিধান করেন, সেই হিরণ্যগর্ভই পুরুষ অধিদৈবত । বিষ্ণুর স্বরূপ  
 অধিষষ্ঠ পুরুষই আমি ; সর্ববিশেষের অধিষ্ঠাতা ফলপ্রদাতা ও  
 সর্ববিশেষের অভিমানীরূপ বিষ্ণু, আমিই সেই অধিষষ্ঠ । ইনি দেহ  
 মধ্যে থাকিয়াও বুদ্ধি আদি হইতে স্বতন্ত্র ।

অন্নবিন্দু ! পুরুষের অবস্থান হেতু কর্মফল অন্তরস্থ ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ স্বরূপ হইয়া থাকে । এই যে গুপ্ত দেবতা যজ্ঞ গ্রহণ করেন, তিনিই অধিযজ্ঞ । সৃষ্টি ব্যাপারই আদি কর্ম এবং সেই সৃষ্টি রক্ষার্থ জীবের যে নিজাম কর্ম, তাহাই যজ্ঞ । ( পৃঃ ৬০ নবম অধ্যায় হইতে ) এই পুরুষ নিজেকে বিশ্বের মাঝে কেমন করিয়া প্রকাশ করেন ? প্রথমতঃ অক্ষর কালাতীত আত্মরূপে, তাহা সর্বব্যাপী সকলকে ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার শাস্ততায় তাহা শুধুই সত্তা, তাহা ভূতগ্রাম নহে । তারপর সেই সত্তায় বিধৃত রহিয়াছে এক মূল শক্তি বা আত্মবিকাশের অধ্যাত্ম-ধারা—স্বভাব । তাহার ভিতর দিয়াই অধ্যাত্ম আত্মদৃষ্টির দ্বারা, সেই সত্তা সঙ্কলন করে, বিকাশ করে ।.....এইভাবে আত্মায় বাহ্য সঙ্কলিত হয়, সেই আত্মবিকাশের শক্তি বা তেজ সেই সবকে বিশ্বকর্মরূপে বিস্তৃত করে সকল সৃষ্টির এই ক্রিয়া, মূল প্রকৃতির লীলা, কর্ম ।...ইহা পরিণত হইতেছে অপর প্রকৃতির মধ্যে.... বুদ্ধি মন ইত্যাদির মধ্যে । ইহা অজ্ঞানের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন । সেখানে তাহার সকল ক্রিয়াই হয় প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে যে পরমাত্মা আছেন, তাহার উদ্দেশ্যে প্রকৃতিস্থ জীবাত্মার যজ্ঞ । অতএব পরম ভগবান সকলের মধ্যেই তাহাদের যজ্ঞের অধীশ্বর-রূপে অধিযজ্ঞরূপে বিরাজিত । তাঁহার সান্নিধ্যে তাঁহার শক্তিতেই সেই যজ্ঞ নিয়ন্ত্রিত হয়, তাঁহার আত্মজ্ঞানে এবং আত্মসত্তার আনন্দে গৃহীত হয় ।

Radhakrishnan. The basis of all created



things is the mutable nature. The basis of all Sacrifices, here in the body is Myself The basis of all divine elements is the cosmic spirit.

আশু দাস : ঈশ্বরের নিয়ত পরিবর্তনশীল যে সৃষ্টিভূত ভাব ধারণ করিয়া আছে, সমস্ত ভূতভাব তাহার যে ক্ষর ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা অধিভূত । পুরুষও যাহার দ্বারা সমস্ত পূর্ণ বা যিনি দেবরূপপূরে শয়ান, বিরাট জগৎরূপ, দেহে তিনি অধিষ্ঠাতা.... অগ্নি, বায়ু তেজ ইত্যাদিতে থাকিয়া, তাহাদের অন্তর্বর্তী, তাহা অধিদেবত ( বৃঃ উঃ ৩।৭।৩-১২ ) সমষ্টিভূত তেজ অন্তর্ধ্যাত্মরূপে জগতে সকল পদার্থে অনু-প্রবিষ্ট ও আদিত্যাদি দেবগমূহের অধিষ্ঠাতা। যাহাকে পুরুষ বলে, অধিদেবত তাহা । ভিন্ন ভিন্ন দেবতাগণ ঈশ্বরের তেজের প্রতিক্রম মাত্র । যজ্ঞ শব্দ এখানে উপলক্ষণ মাত্র । জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত যে দৈবক্রিয়া অনবরতঃ চলিতে থাকে, সেই সব যজ্ঞ ; তাহাদের প্রবর্তক অধিষ্ঠাতা ফলদাতা, অধিযজ্ঞ ।

রামদয়াল : বিনাশশীল দেহাদি পদার্থ অধিভূত, প্রাণি জগৎকে অধিকার করিয়া আছে । পুরুষ অধিদেবত ( হিরণ্য গর্ভই সমস্ত দেবতার উপর, সমস্ত দেবতাকে অধিকার করিয়া বর্তমান । পুরুষ=সমস্ত পূর্ণ করিয়া অবস্থিত, অথবা পূরে শয়ন করিয়া থাকেন । শরীরে যে যজ্ঞ হয়, আমি তাহার অধিষ্ঠাতা । যজ্ঞ, কর্মশক্তির ব্যক্তাবস্থা শক্তি ভগবানে থাকে । স্তুতবাং

কর্ষ = যজ্ঞ ও বিষ্ণু, আমি অধিযজ্ঞ, যজ্ঞকে অধিকার করিয়া আছি।

বলদেব ও বিশ্বনাথ : পরিণামী স্থূল দেহসমূহ প্রাণিদিগকে অধিকার থাকে ; এইজন্ত অধিভূত সমষ্টি স্বরূপ বিরাট পুরুষ সূর্য্যাদি সমূহকে অধিকার করিয়া থাকেন, এই জন্ত অধিদৈবত। এই দেহে যজ্ঞাদি কর্মপ্রবর্তক ও তৎফলপ্রদরূপে আমি বর্তমান। আমি অন্তঃনিয়মকরি।

সম্ভদাস : অধিভূত = ক্ষয়শীল পরিবর্তনশীল পদার্থ, হিরণ্যগর্ভ নামক আদি পুরুষ, যাহার অঙ্গীভূত ইন্দ্রিয়ান্বিতাৎ দেবতাসকল, তিনি অধিদৈবত। আর এই দেহে আমি পরমাত্মা অধিযজ্ঞ।

গিরীন্দ্র শেখর : বাহ্য বায়ু, আকাশ প্রভৃতি বস্তুর অভিমানী দেবতাদের অধিকৃত করিয়া আছেন, দেবতা = প্রকাশমান বা ছোতন সত্তা, প্রকাশ-গুণ চৈতন্যশীল জীবাত্মা বা পুরুষের আশ্রয়ে অভিযুক্ত হয়, এজন্য পুরুষই অধিদৈবত ; ( শঙ্কর ইন্দ্রিয় ধরিয়াছেন, কিন্তু অধিবাদে, ইন্দ্রিয় = অধ্যাত্ম )। পরমাত্মাই অধিযজ্ঞ, জীবের সমস্ত কর্মের নিয়ন্তা।

মধ্ব : অধিদেবতা = হিরণ্যগর্ভ অথবা সর্গদেব।  
অধিযজ্ঞ = দেহস্থবিষ্ণুর রূপ সকল।

গৌর গোবিন্দ : ( সমন্বয় গীতা )। সমষ্টি বিরাটকে বলে, এই পুরুষ অধিদৈব। অগ্নি ও আদিত্যাদি দেবগণকে লইয়া, ইনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের শক্তি দান করিয়া থাকেন,



৮—৩২

( ৮৪ )

এই জগৎ ইনি অধিদৈব। যজ্ঞই বিষ্ণু, এই শ্রুতি অনুসারে অ  
যে দেবতা এই দেহে অবস্থান করিয়া, সমুদায় যজ্ঞের সহায় তা  
হন, তিনিই অধিযজ্ঞ। মনুষ্যদেহ দ্বারা যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইয়া  
থাকে, এই জগৎ দেহে যজ্ঞাভিমানী দেবতা অধিষ্ঠান করিয়া এ  
থাকেন।

মহানামব্রত! অধিভূত = পরিদৃশ্যমান এই জগৎ দৈ  
সংসার। অধিদৈব = প্রত্যেক ভূতে ভূত যিনি অধিষ্ঠাতা  
দেবতারূপে বিরাজমান। সকল যজ্ঞের নিয়ন্তৃত ভোক্তারূপে  
আমি অধিযজ্ঞ।

জগদীশ্বরানন্দ! স্থূল দেহকে অধিকৃত করিয়া প্রতি এই  
পুরুষের আত্মভাবে অবস্থিত সেই পরব্রহ্মরূপ পরমাত্ম বস্তু  
পর্যন্ত সকল পদার্থই স্বভাব বা অধ্যাত্ম শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম  
প্রতিপাদিত।

মতিলাল! 'স্বভাবের' দুই অর্থ, নিসর্গ ও স্বরূপ।  
এখানে স্বরূপ অর্থ, অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বতঃ সিদ্ধ ভাব।... অগ্নি পাঁচ  
প্রকার, দ্বা, পর্জন্ত, পৃথিবী পুরুষ ও যোষিৎ। এই ভাষ্যে  
আহুতি পাঁচ প্রকার শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি অন্ন ও রেতঃ। ইহাৎ  
আলোচিত পঞ্চাগ্নি বিদ্যায়, কিন্তু এখানে ভাগবত চেতনায় জীবন  
চেতনার মুক্তি সাধনই যজ্ঞের মর্ম্মার্থ,.... কর্ম্ম, ব্রহ্ম স্বভাবের  
স্পন্দন, ইহা ভূতকর, ভাবকর ও উদ্ভবকর, তিন প্রকারের সৃষ্টি  
স্তর; ভূত বাহ্য সৃষ্টি, ভাব বাহ্য সত্তা মাত্র, ও উদ্ভব বাহ্য নিরন্তর  
ভূত ও ভাবের উৎস।... আত্মবাচী সর্ববিনাম শব্দ বাহ্য এ পর্য্যন্ত

অস্পষ্ট ছিল, তাহা “আমিই ষষ্ঠাদিষ্ঠাত্রী মহাদেবতা”, এই কথায় অনুবাদিত হইল। পূর্বাচাৰ্য্যগণ অর্থ অন্বেষণ করিয়াছেন।—  
ত্যাগ ও সৃষ্টি ওকঃ শ্রোতঃ ভাবে জড়িত।

আমাদের মোটাবুদ্ধিতে, এই শ্লোকগুলির নিম্নলিখিত ভাবের একটি integrated এবং তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আসিয়াছে; আমরা তাহা এখানে দিলাম, সুধীজন যেন কমা করেন। ব্রহ্ম অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূত অধিষষ্ঠ ও নিখিল কৰ্ম্ম এই বাক্যগুলি, নিশ্চয়ই, তৎসম্বন্ধহীন ভাবে কথিত, ভগবানের বিভাবের মাত্র একটি তালিকা পনহে; ইহারা নিশ্চয়ই অতি সঙ্গত ভাবে যুক্ত পূর্ণাঙ্গ একটি তত্ত্ব গঠন করিয়াছে; এইরূপ সঙ্গতিপূর্ণত্বই আমরা পাই, ভাগবতের এই শ্লোকে “বদতি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ঞ জ্ঞানমদ্বয়ম্, ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবনिति উচ্যতে। ( ভাগবত ২।১।১৪০ )। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা তিনিই ভগবান। সেই “তৎ”, যখন তাহাকে ভাবা হয় সম্পূর্ণ নির্বিশেষ, তখন তাহার নাম দেওয়া যায়, ব্রহ্ম। চূপ করিয়া থাকা, বা নেতি নেতি বলা বা সর্বং চিৎসিৎ ব্রহ্ম বলা ছাড়া, তাহার সম্বন্ধে আর কিছু বলা অসম্ভব। ব্যাখ্যাই পরমহংস দেব বলিয়াছিলেন “ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই”। এমন হাৎ চিৎ আনন্দ, বাসত্যং জ্ঞানং অনন্তং এই সব কথাই ভিতরেও পণ্ডিত একটু সর্বেশ্বরতা উঁকি মারে। তাহার পর আসে যাহাতে যত কিছু সর্বেশ্বরতা আছে, তাহা পরমাত্মা। যোগী নিজের ঐশ্বর্য্যত্যাগাত্মকে এই পরমাত্মার সহিত মিশাইয়া দিতে চাহেন। এই পরমাত্মা বাক্যের ভিতর অনেক কিছু পড়ে, যথা কূটস্থ ইত্যাদি।



তাহার পর আনা হইয়াছে, এই বর্ণীকরণে, মন প্রাণ স্নিগ্ধ ক্য  
 পূর্ণ সবিশেষতা, ভগবান শব্দে। জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা  
 ভক্তের ভগবান। এই তিন অর্পাৎ ভগবান ( শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মণো  
 প্রতিষ্ঠাহং, ১৪ ২৭ ), পরমাত্মা ও ব্রহ্ম, যেন কেন্দ্রীয় সূর্য্যগোল  
 photosphere ও chromosphere, এবং অসীম প্রকারে  
 অসীম দিকে ব্যাপ্ত কিরণ সমূহ। ভগবান তো পাওয়া গে  
 ভগবতী কোথায় ? ভগবতী বিনা ভগবান তো থাকি  
 পারেন না। তিনি আছেন, ঐ ভগবানের ভিতর। আমা  
 মোটাবুদ্ধিতে মনে হয়, ভগবৎ শব্দের ছয়টি বিশেষণের তি  
 ভগবানকে বিবক্ষিত করিতেছে, তাহার জ্ঞান বৈরাগ্য ও বী  
 ( স্থিতি লয় ও সৃষ্টি সামর্থ্য ) আর তিনটি বিবক্ষিত করি  
 ভগবতীকে—শ্রী, যশ ( শরণাগত-বৎসলতা, দয়া, রক্ষকত  
 ক্রমা ) ও ঐশ্বর্য্য ( পশ্চিমে যোগমৈশ্বর্য্যং লীলা, মহামায়ার মা  
 অঘটন ঘটন পটীয়সীতা )। যাক, এ সম্বন্ধে আরও অনেক ব  
 বলা যাইতে পারে, কিন্তু এখানে আর স্থান নাই।

তারপর পাই আমরা পঞ্চদশ অধ্যায়ের ভগবানের বিভা  
 বর্ণীকরণ; ইহাও সুন্দর সঙ্গতি পূর্ণ, এবং ইহা অমর  
 অধ্যায়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। ইহাতে পাই (   
 বিনাশশীল করপুরুষ, matter, living and non-liv  
 bodies, অকর পুরুষ, যাহাতে পড়ে ব্রহ্ম ঈশ্বর পরমাত্ম  
 কূটস্থ চৈতন্য, জীবাত্মাও ভগবৎ শক্তি, আর ( ৩ )  
 দুইকে লইয়া যিনি রহিয়াছেন, যিনি ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময়,

ও অক্ষর যাহাতে সম্বন্ধিত ভাবে রহিয়াছে, যিনি একাধারে নিগুণ যথা পরমাত্মা, ব্রহ্ম, এবং সগুণ, যথা ঈশ্বর (সালোকব্রহ্মসাবিশ্য বিভর্তব্যায় ঈশ্বরঃ), সেই উত্তমপুরুষ বা পুরুষোত্তম। ইহা অনেকটা সেই ভাবের যাহা আমরা পাই “আমার অপরা প্রকৃতি ও আমার পরা প্রকৃতি ও আমি”, এই বর্ণনায়।

এই অধ্যায়ে মনে হয়, গীতাকার আর একধরনের বর্গীকরণ করিয়াছেন, যাহা সঙ্গতি পূর্ণ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকও। এক ধার হইতে লওয়া যাউক; (১) তৎ-এর ইহা সম্পূর্ণ নির্বিশেষ ভাব যাহা ব্রহ্ম নামে কথিত হন; (আমরা অক্ষর শব্দের অবিনশ্বর অর্থের সহিত নির্বিশেষ অর্থও যোগ করিয়াছি, কেন করিয়াছি, তাহা বলা হইয়াছে)। পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই। (তাহা ছাড়া, ইহা ভক্তিসংস্পৃষ্টের অধ্যায় বলিয়া, ইহাতে অবিনশ্বর নারায়ণ, মহাদেব আদি আসেন; তবে তাঁহারা নির্বিশেষ নহেন, এবং অবিনশ্বর হইলেও এই শ্রেণীতে পড়িবেন না, অক্ষর অর্থে নির্বিশেষ ধরা হইলে) (পরম শব্দের অর্থ পূর্বে বলা হইয়াছে)। (২) নির্বিশেষের পরে আনা হইয়াছে তৎ-এর সেই সবিশেষ ভাব, যে বিভাবে তিনি সংখ্যাতীত প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অধিস্বামী, আর প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর অবস্থিত গ্রহ এবং উপগ্রহ সমূহের অধিস্বামী। ইহা সেই সবিশেষ শক্তি, যে শক্তির দ্বারা এই জগৎ, এই ব্রহ্মাণ্ড সমূহ, এই গ্রহ উপগ্রহাদি বিধৃত রহিয়াছে, টুকরা টুকরা হইয়া পড়িয়া



যাইতেছে না। নিজ নিজ কক্ষায় পরিভ্রমণে নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে। Theosophistsরা এই বিভাবকে cosmic logos, solar logos ও planetary logos বলেন। বৈষ্ণবচার্য্যগণ এই তৎকে মহাবিশু ( বাহার প্রতি লোমে এক একটি ব্রহ্মাণ্ড বিধৃত বলা হয় ), বিষ্ণু, নারায়ণ ইত্যাদি নাম দিয়াছেন। নারায়ণের ধ্যানেই আমরা পাই “ধ্যের সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণ”। তৎ-এর এই বিভাবের নাম অধিদৈবত ভাব, বাহার দুটি অর্থ আমরা পাই—জ্যোতিষ্ক সমূহ বা ছোতনশীল ভাব, ও দেবভাব ( উহারও অর্থ ছোতনশীল ); এই দেবভাবকে জ্যোতিষ্ক হইতে পৃথক রাখা হইল, মহাদেব, নারায়ণ ইত্যাদি অমর দেবভাগকে রাখিবার জন্ত, কারণ ইহা ভক্তিবটক, ইহাদিগকে বাদ দেওয়া যায় না। ইহারও সেই তৎ-এর বিভাব, জগতের নিয়ন্ত্রণে নিযুক্ত। ( নারায়ণকে তো আমরা সবিতৃমণ্ডলে এবং জলে পাইয়াছি )।

( ৩ ) তাহার পর যাহা আরও সবিশেষ এবং সর্বদা যাহা চক্ষে পড়ে তাহা লওয়া যাউক। ইহাতে আসে দুই শ্রেণী ( ১ ) ক্ষর বা অধিভূত ভাব, যাহা বিনশ্বর, matter of living and non living bodies, ও ( ২ ) অধ্যাত্ম বা স্বেভাব। জীবাত্তা এই স্বেভাব বা অধ্যাত্মভাব ; কেন, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। অধ্যাত্মভাবে মন ও বুদ্ধি সন্স্কীয় ভাবও লওয়া যাইতে পারে ; কেন, তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে। মন ও বুদ্ধি, matter ও নহে, soul ও নহে। কথায় বলে ‘What is mind ?

no matter. What is matter ? never mind.

ইহারাও ভগবানের বিভাব, নানা আশ্চর্য্য গুণযুক্ত বিভাব ।

(৪) জীবন্ত দেহের কথা, দেহের জড় পদার্থ এবং অধ্যাত্ম সত্তা লইয়াই শেষ হইয়া গেল না ; ইহার ভিতর চলিতেছে অসংখ্য রকমের ক্রিয়া, প্রাণক্রিয়া, অসংখ্য রকমের যজ্ঞ—Metabolism ( anabolism, katabolism ) ইত্যাদি । এই ক্রিয়া সমূহের ভিতর পড়ে, নিশ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদি ইত্যাদি । এই ক্রিয়া সমূহের দ্বারা, গৃহীত খাদ্যাদি হইতে উষ্ণতা, রস রক্তাদির উৎপত্তি হয়, অসার বস্তুকে পৃথক করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়, এবং আরও বহু বহু প্রকারের কার্য্য নিষ্পাদিত হয় । যদি বলা হয় ইহারা প্রাকৃতিক ক্রিয়া, প্রকৃতিই করে,—প্রকৃতিও তো সেই ভগবানেরই বিভাব । আর, আরও এবং কথা আছে । প্রকৃতিই যদি সব হইত তাহা হইলে সর্বত্র এক ভাবের ক্রিয়া হইত ; গরুর মত ঘাস খাইয়া আমরাও পুষ্টিলাভ করিতে পারিতাম । একজন নিয়ন্ত্রণকারী থাকা প্রয়োজন । দেহের ভিতর যে অসংখ্য যজ্ঞ চলিতেছে ( বাহিরেও চলিতেছে, কিন্তু আমরা এখানে দেহের কথা লইয়াছি ) সেই যজ্ঞ সমূহের অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্ত্রণকারী, তৎ-এর যে বিভাব, তাহাকে অধিযজ্ঞ বলা হয় ।

(৫) কিন্তু সব তো হইল, ভগবৎশক্তিও তো ভগবানের বিভাব । তাঁহার কথা কোথায় ? পরম পুরুষ থাকিলে পরমা প্রকৃতিরও থাকিতে হইবে । আমাদের গোটা বুদ্ধিতে মনে হয়, তাঁহার



কথা আসিয়াছে ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কৰ্ম্মসংজ্ঞিতঃ” এই শ্লোকার্কে, ইহার আগরা ব্যাখ্যা দিয়াছি “জগতের জগতত্ত্ব প্রকাশে বাহির হইয়া আসিতেছে যাহা, অর্থাৎ ভগবৎ শক্তি, সেই তাহার এবম্বিধ প্রকাশই কৰ্ম্ম। অখিল কৰ্ম্ম, ইহা ভগবৎ শক্তি, ভগবানেরই প্রকাশ। ( ত্যাগমূলক যজ্ঞই প্রকৃত কৰ্ম্ম, ভগবৎ প্রদর্শিত কৰ্ম্ম, এ অর্থ আমরা পূর্বের দিয়াছি )।

সবই ভগবানের বিভাব, শুধু ইহাই এ দুইটি শ্লোক বলিতেছে তাহা নহে যাহা সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবানের এমন বিভাবগুলি লইয়া একের পর এক, ঠিক ভাবে সেগুলিকে সাজাইয়া, একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বের গঠন এই শ্লোক দুইটি করিয়াছে। গীতা খাপছাড়া ভাবে কথা কহে না।

মধুসূদন! অক্ষর ব্রহ্ম, সোপাধিক নহে। অক্ষর = যাহা করিত বিচ্যুত হয় না, অবিনাশী সর্বব্যাপক ( সমস্ত বস্তুতে ) শ্রুতি অর্থাৎ ব্রহ্মবিদগণ ইঁহাকে অন্বুল ইত্যাদি বলেন, ইঁহারই প্রশাসনে সূর্য ও চন্দ্র গগনে বিধৃত, ইহা ছাড়া কোন দ্রষ্টা নাই; এই আকাশ যাহাতে ওতঃপ্রোত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত। যিনি সমগ্র প্রপঞ্চের বিধারক, শরীরেন্দ্রিয় সংঘাতে বিজ্ঞাতা ইত্যাদি। পরমম = স্বয়ং প্রকাশ পরমানন্দ স্বরূপ। ‘অক্ষর বলিতে ব্রহ্মই বুঝায়,....সব কিছুর ধারণ তাঁহাতেই সম্ভব’ ( শ্রায় ও দর্শন )। অক্ষর = বর্ণ নহে, অর্থাৎ প্রণব নহে।

স্বভাব! যে অক্ষরকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তাঁহারই যাহা স্বভাব; স্বভাব অর্থাৎ স্বরূপ যে প্রত্যক্চৈতন্য। ষষ্ঠী তৎ

পুরুষ নহে, কর্মধারয় । স্ব-এর ভাব অর্থাৎ স্বসম্বন্ধ বিশিষ্টভাব অর্থাৎ ব্রহ্মের ভাব এরূপ অর্থ নহে, কিন্তু স্ব-ই ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, এই অর্থ । যাহা আত্মাকে অর্থাৎ দেহকে অবলম্বন করিয়া ভোক্তারূপে বর্তমান, তাহাই অধ্যাত্ম শব্দের দ্বারা অভিহিত হয় । সুতরাং অধ্যাত্ম অর্থ করণ-গ্রাম ( ইন্দ্রিয় নিশ্চয় ) হইতে পারে না ।

বিসর্গ = শাস্ত্রবিহিত যাগ দান ও হোনাগ্নক যে ত্যাগ, যাহা ভূতভাবোদ্ভবকরঃ অর্থাৎ ভূতগণের অর্থাৎ ভবন ধর্ম্য ( উৎপত্তি-শীল ) স্থাবর-জপমাত্মক জীবগণের ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি এবং উদ্ভব অর্থাৎ বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে তাহাই ( বিসর্গই ) এখানে কর্ম-সংজ্ঞিত = কর্মের দ্বারা অভিহিত হয় ।....এই সবেতেই “ত্যাগ” এই অংশটি অনুগত রহিয়াছে ; তাদৃশ যে ত্যাগ তাহা যে জীবগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে তাহা “অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি আদিত্যে, আদিত্য হইতে বৃষ্টি সাধিত হয়” ইত্যাদি শ্রুতিও স্মৃতি বাক্যে কথিত ।

ক্ষয় : যাহা করিত ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এমন যে ভাব । জন্মশীল বস্তুই অধিভূত, কারণভূত অর্থাৎ প্রাণিবর্গকে লইয়া প্রবৃত্ত হয় ।

পুরুষ : সমষ্টি লিঙ্গ শরীর স্বরূপ হিরণ্যগর্ভ, তিনি সমস্ত ব্যাপ্তি করণের অর্থাৎ লিঙ্গ শরীরের অনুগ্রাহক অর্থাৎ তাঁহারই অনুগ্রহে ব্যাপ্তিভূত প্রত্যেক জীবের করণগ্রাম প্রেরিত হইতেছে । “অগ্রে, অর্থাৎ নিখিল জীবসৃষ্টির পূর্বের কেবল



মাত্র আত্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভই পুরুষের ন্যায় শিরঃপাণি আদি লক্ষণ বিশিষ্ট ছিলেন,.....যেহেতু তিনি সকলের পূর্ববর্তী ছিলেন, এবং যেহেতু তিনি সমস্ত পাপকে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ল্যাভেচ্ছু আসন্নপূর্ণ অনাগ্র ব্যক্তিকে পূর্বেই ওষিত (দগ্ধ) করিয়াছিলেন, এই কারণে তিনি পুরুষ। ইতি অধিদেবত। স্মৃতি যথা—তিনিই প্রথম শরীরী, তিনিই পুরুষ কথিত হন; ইনি সমস্ত জীবগণের আদি কর্তা, তিনিই প্রথমে জগতে ব্রহ্মা রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইনি অধিদেবত, কারণ ইনি দেবত অর্থাৎ আদিত্যাদি দেবতাগণকে আশ্রয় করিয়া জীব-গণের চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রামের উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ আধিপত্য করিয়া তাঁহাদিগকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রেরিত করেন। হিরণ্যগর্ভ নামক যে সগষ্টি লিঙ্গাত্মা পুরুষ তিনিই সেই দেবতাগণকে সেই সেই কার্যে প্রবৃত্ত করিতেছেন।

অধিষত্ত্বঃ : সকল যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা ও ফলদাতা ; যজ্ঞের অভিমানিনী বিষ্ণু নামে প্রসিদ্ধ যে দেবতা তিনি অধিষত্ত্বঃ যজ্ঞই বিষ্ণু, আগি বাসুদেব অধিষত্ত্বঃ বিষ্ণু। নেই বিষ্ণু বিশ্ব-ব্যাপক, মনুষ্যদেহে যজ্ঞরূপে অবস্থান করিতেছেন (বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে ব্যতিরিক্ত ভাবে)। যজ্ঞ মনুষ্যদেহে অবস্থান করে, ইহার কারণ যজ্ঞ মনুষ্যদেহের দ্বারাই নিষ্পাদিত হয়। শ্রুতি বলেন—পুরুষই যজ্ঞ, যেহেতু পুরুষ যজ্ঞ সম্পাদন করে।

দেহভূতাং বর = দেহধারী প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

স্বামানুজ : ব্রহ্ম, পরম-অক্ষর ( অক্ষর = যাহার নাশ হয় না ) । সমষ্টিরূপ ক্ষেত্রজ ( জীব )-কেই ব্রহ্ম বলা হয় । শ্রুতি বলেন—‘অব্যক্ত অক্ষরে লয় হয়, অক্ষর অক্ষকারে ( প্রকৃতিতে ) লয় ছয় । যাহার স্বরূপ সর্ববধা প্রকৃতি হতে সংসর্গরহিত, সেই আত্মার নাম পরম অক্ষর । অধ্যাত্মকে স্বভাব বলে । অভিপ্রায় এই যে প্রকৃতির নাম স্বভাব ; ইহা আত্ম সম্বন্ধ অনাত্ম বস্তু, সূক্ষ্ম ভূত ও উহাদের বাসনারূপা প্রভৃতি পঞ্চায়ি বিছায় জ্ঞানিবার যোগ্য বলা হয়, ঐ দুই প্রাপ্য ও ত্যাজ্য ভেদে মুমুক্শুদের দ্বারা জ্ঞানিয়া লইবার যোগ্য ।

মুমুক্ষাদি ভূত সনূহের সত্তার নাম ভূত ভাব, ইহার উৎপাদন কারী যে বিসর্গ অর্থাৎ পঞ্চম আহুতিতে জল, ‘পুরুষ’ বাচী ( বু উ ৫৩:৩ ) ; ঐ শ্রুতিতে সিদ্ধ যাহা স্ত্রীসম্বন্ধ জনিত বিসর্গ ( শুক্রত্যাগ ), তাহার নাম ‘কর্শ্ব’ ; উহাতে বিরক্ত ও উহাকে ত্যাজ্য বুঝিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে, মুমুক্শু পুরুষের সাক্ষোপাঙ্গ সহিত জ্ঞান প্রয়োজন । ইহাই বলা হইয়াছে ৮:১১ শ্লোকে ।

ঐশ্বর্যের জ্ঞান যে ভক্তেরা চাহে, তাহাদের জ্ঞান জ্ঞানিবার যোগ্য ‘অধিভূত কর ভাব’ । অর্থাৎ আকাশাদি ভূতে বর্তমান উহাদের কার্য বিশেষ, যাহা, নিজ আশ্রয় সহিত বিলক্ষণ শব্দস্পর্শাদি করণশীল ( বিনাশী ) ভাব ; উহাদের নাম অধিভূত ।.....যাহা অধিদেব বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে, তাহা পুরুষ । অভিপ্রায় এই, যাহা দেবতাদের উপর, তাহা অধিদেব ! তাই ইন্দ্র প্রজাপতি আদি সকল দেবতাদের উপর বর্তমান, ও



ইন্দ্রাদি দেবতাদের সকল ভোগ হইতে বিলক্ষণ, শব্দ স্পর্শাদি ভোগের ভোক্তা পুরুষের নাম অধিদেব ।....

অধিষষ্ঠ আমি স্বয়ং ; অর্থাৎ যজ্ঞের দ্বারা আরাধ্য দেবতার নাম অধিষষ্ঠ ; এ কথা, তিন প্রকারের অধিকারীর মহাযজ্ঞাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম করিবার সময় জানা চাই যে ইন্দ্রাদি দেবতা আমি অর্থাৎ পরমেশ্বরের শরীর, আর আমি নিজ আত্মরূপে স্থিত । আমিই যজ্ঞের দ্বারা আরাধ্য ( বলদেব রামানুজকে অনুসরণ করিয়াছেন ) ।

শঙ্কর । ( মধুসূদনের ব্যাখ্যায় ইহার অনেক কথা আছে, উহা দ্রষ্টব্য ) । পরম অক্ষর, ব্রহ্ম । হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনে ইত্যাদি ( বৃ উ ৩।৮।৯ ) ; বাহ্য কখন নষ্ট হয় না, এই পরমাত্মাই ব্রহ্ম । পরম বিশেষণের সহিত যুক্ত করাইবার কারণ, যে অক্ষর শব্দে ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম এই বাক্যে বর্ণিত ঔকারের গ্রহণ করা হয় নাই । পরম = নিরতিশয়, এই ব্রহ্মে যুক্তি যুক্ত । সেই পরম ব্রহ্মের বাহ্য প্রত্যেক শরীরে অন্তরাত্মাভাব, তাহার নাম স্বভাব ; এই স্বভাবকেই অধ্যাত্ম বলা হয় । অভিপ্রায় এই, বাহ্য আত্মা অর্থাৎ শরীরকে আশ্রয় করে, অন্তরাত্মাভাবে তাহাতে থাকে, ও পরিণামে বাহ্য পরমার্থ ব্রহ্মই, সেই তত্ত্বই ব্রহ্মই, সেই তত্ত্বই স্বভাব, তাহাকেই অধ্যাত্ম বলা হয় ।

ভূত ভাব উদ্ভবকর । ভূতভাব = ভূতদিগের সত্তা, তাহার উৎপত্তি = ভূতভাবোদ্ভবকর, অর্থাৎ ভূতবস্তুকে উৎপন্ন করে । এরূপ যে বিসর্গ, অর্থাৎ দেবোদ্ধেশে চরু পুরোডাশ আদি ( হব্য

করিবার যোগ্য ) দ্রব্যের ত্যাগ । এই ত্যাগরূপ যজ্ঞকে কশ্ম্ব বলা হয় । এই বীজরূপী যজ্ঞ হইতেই, বৃষ্টি আদির ক্রমে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ভূত প্রাণী উৎপন্ন হয় ।

যাহা প্রাণিনাত্মেরই আশ্রিত করা হয়, তাহার নাম অধিভূত ।

পুরুষ অর্থাৎ যাহার দ্বারা এই সব জগৎ পরিপূর্ণ, অথবা যাহা শরীর রূপ পুরে থাকে তাহা পুরুষ, এই সব প্রাণিদের ইন্দ্রিয়াদি করণের অনুগ্রাহক সূর্যালোকে অবস্থিত হিরণ্যগর্ভ, অধিদৈব ।

যজ্ঞই বিষ্ণু, এই শ্রুতি অনুসারে সব যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু নামক দেবতা, তিনিই অধিযজ্ঞ । এই দেহের যাহা যজ্ঞ, তাহার অধিষ্ঠাতা বিষ্ণুরূপ অধিযজ্ঞ আমি । শরীর হইতেই সিদ্ধ হইতেছে যে যজ্ঞের সহিত শরীরের নিত্য সম্বন্ধ ; ও শরীরের ভিতর ইহা হইতেছে ।

শ্রীশ্রবণ । ভগবান ক্রমানুসারে প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন ।  
অক্ষর = যাহা বিনষ্ট হয় না বা করে না । যদি বল জীবও অক্ষর, তাহাতে বলিতেছেন, যাহা পরম অক্ষর, জগতের মূল কারণ, তাহাই ব্রহ্ম । শ্রুতিতেও আছে, ব্রাহ্মণগণ ইহাকেই অক্ষর পুরুষ বলিয়া থাকেন । স্বভাব = ব্রহ্মের আপনারই অংশরূপে জীবভাবে অবস্থান । সেই জীবই আত্মা ; দেহকে আশ্রয় করিয়া ভোক্তা ভাবে থাকায়, অধ্যাত্ম বলা হয় । জরায়ুজ প্রভৃতি ভূতগণের ভাব অর্থাৎ অবস্থান বা উৎপত্তি । উদ্ভব = উৎকৃষ্টরূপে উৎপত্তি,



ইন্দ্রাদি দেবতাদের সকল ভোগ হইতে বিলক্ষণ, শব্দ স্পর্শাদি ভোগের ভোক্তা পুরুষের নাম অধিদেব ।—

অধিষষ্ঠ্য আমি স্বয়ং ; অর্থাৎ যজ্ঞের দ্বারা আরাধ্য দেবতার নাম অধিষষ্ঠ্য ; এ কথা, তিন প্রকারের অধিকারীর মহাযজ্ঞাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম করিবার সময় জানা চাই যে ইন্দ্রাদি দেবতা আমি অর্থাৎ পরমেশ্বরের শরীর, আর আমি নিজ আত্মরূপে স্থিত । আমিই যজ্ঞের দ্বারা আরাধ্য ( বলদেব রামানুজকে অনুসরণ করিয়াছেন ) ।

শঙ্কর । ( মধুসূদনের ব্যাখ্যায় ইহার অনেক কথা আছে, উহা দ্রষ্টব্য ) । পরম অক্ষর, ব্রহ্ম । হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনে ইত্যাদি ( বৃ উ ৩।৮।৯ ) ; যাহা কখন নষ্ট হয় না, এই পরমাত্মাই ব্রহ্ম । পরম বিশেষণের সহিত যুক্ত করাইবার কারণ, যে অক্ষর শব্দে ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম এই বাক্যে বর্ণিত ওঁকারের গ্রহণ করা হয় নাই । পরম = নিরতিশয়, এই ব্রহ্মে যুক্তি যুক্ত । সেই পরম ব্রহ্মের যাহা প্রত্যেক শরীরে অন্তরাত্মাভাব, তাহার নাম স্বভাব ; এই স্বভাবকেই অধ্যাত্ম বলা হয় । অভিপ্রায় এই, যাহা আত্মা অর্থাৎ শরীরকে আশ্রয় করে, অন্তরাত্মাভাবে তাহাতে থাকে, ও পরিণামে যাহা পরমার্থ ব্রহ্মই, সেই তত্ত্বই ব্রহ্মই, সেই তত্ত্বই স্বভাব, তাহাকেই অধ্যাত্ম বলা হয় ।

ভূত ভাব উদ্ভবকর । ভূতভাব = ভূতদিগের সত্তা, তাহা উৎপত্তি = ভূতভাবোদ্ভবকর, অর্থাৎ ভূতবস্তুকে উৎপন্ন করে । একরূপ যে বিসর্গ, অর্থাৎ দেবোদ্ধেশে চরু পুরোডাশ আদি ( হক

করিবার যোগ্য ) দ্রব্যের ত্যাগ । এই ত্যাগরূপ যজ্ঞকে কশ্ম বলা হয় । এই বীজরূপী যজ্ঞ হইতেই, বৃষ্টি আদির ক্রমে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ভূত প্রাণী উৎপন্ন হয় ।

যাহা প্রাণিনাত্মেরই আশ্রিত করা হয়, তাহার নাম অধিভূত ।

পুরুষ অর্থাৎ যাহার দ্বারা এই সব জগৎ পরিপূর্ণ, অথবা যাহা শরীর রূপ পুরে থাকে তাহা পুরুষ, এই সব প্রাণিদের ইন্দ্রিয়াদি করণের অনুগ্রাহক সূর্যালোকে অবস্থিত হিরণ্যগর্ভ, অধিদৈব ।

যজ্ঞই বিষ্ণু, এই শ্রুতি অনুসারে সব যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু নামক দেবতা, তিনিই অধিযজ্ঞ । এই দেহের যাহা যজ্ঞ, তাহার অধিষ্ঠাতা বিষ্ণুরূপ অধিযজ্ঞ আমি । শরীর হইতেই সিদ্ধ হইতেছে যে যজ্ঞের সহিত শরীরের নিত্য সম্বন্ধ ; ও শরীরের ভিতর ইহা হইতেছে ।

শ্রীশ্রবণ । ভগবান ক্রমানুসারে প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন ।  
অক্ষর = যাহা বিনষ্ট হয় না বা ক্ষরে না । যদি বল জীবও অক্ষর, তাহাতে বলিতেছেন, যাহা পরম অক্ষর, জগতের মূল কারণ, তাহাই ব্রহ্ম । শ্রুতিতেও আছে, ব্রাহ্মণগণ ইহাকেই অক্ষর পুরুষ বলিয়া থাকেন । স্বভাব = ব্রহ্মের আপনারই অংশরূপে জীবভাবে অবস্থান । সেই জীবই আত্মা ; দেহকে আশ্রয় করিয়া ভোক্তা ভাবে থাকায়, অধ্যাত্ম বলা হয় । জরায়ুজ প্রভৃতি ভূতগণের ভাব অর্থাৎ অবস্থান বা উৎপত্তি । উদ্ভব = উৎকৃষ্টরূপে উৎপত্তি,



“আদিত্য হইতে বৃষ্টি জন্মে ইত্যাদি” ক্রমে বৃদ্ধি। যাহা এ উভয়কে সম্পন্ন করে, সেই দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ কর্ম। ক্ষরভাব = বিনাশশীল দেহাদি পদার্থ; ভূত = প্রাণিমাাত্র। অবলম্বন করিয়া থাকে, এইজন্য তাঁহাকে অধিভূত বলা হয়। সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত ও স্বাংশরূপে সকল দেবতার অধিপতি যে বিরাট পুরুষ, তিনি অধিষ্ঠাত্রীদেবতা অর্থাৎ অধিদেবতা না খ্যাত; ঋতিতে আছে, সেই শরীরই প্রথম তিনিই পুরুষ না খ্যাত; তিনি সমস্ত প্রাণীর আদি কর্তা, ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত ছিলেন। এই দেহে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আমি অধিষ্ঠাত্রী অর্থাৎ যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যজ্ঞাদি কর্মে প্রবর্তকও হইল ফলদাতা। এই ভাবে দ্বিতীয় শ্লোকে “কিরূপে” প্রশ্নে উক্ত অন্তর্য্যামীর অসঙ্গত বা আসক্তি-হীনতা প্রভৃতি গুণের জন্য তিনি জীব হইতে পৃথগ্ ভাবে দেহে অবস্থিত। ঋতিও তাই বলে “দ্বা সুপর্ণা” ইত্যাদি। ‘দেহধারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ’ এই বাক্যে এই ভাব যে তুমিও এইরূপ অন্তর্য্যামীকে পরাধীন নিজপ্রকৃতি ও নিবৃত্তির অঘর ও ব্যতিরেক ভাবধয়ে বুঝিতে যোগ্য হও।

অন্নবিবদ : অর্জুনের প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ সংক্ষেপে উত্তর দিতে শুধু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করিতে গীতা কোথাও বেশীকণ দাঁড়ায় না। গীতা কেবল ততটুকুই এমন ভাবে দিয়াছে, যেন তাহা সত্যটি ধরিতে পারা যায়।.... প্রতিভাসিক (phenomena) জগতের বিপরীত স্বপ্রতিষ্ঠ (self existent) সত্তা বুঝাইতে উপনিষদ একাধিক বার “তদ্ ব্রহ্ম” এই বাক্য

ব্যবহার করিয়াছে, মনে হয় এই বাক্যের দ্বারা গীতা আত্মার অক্ষর প্রতিষ্ঠাকে the immutable self existence) বুঝিয়াছে, ইহাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ আত্মাভিব্যক্তি এবং ইহারই অপরিবর্তনীয় আনন্দের উপরে বাকী সব—যাহা কিছু চলিতেছে, বিকশিত হইতেছে সেই সব—প্রতিষ্ঠিত অক্ষরম্ পরম্। পরাপ্রকৃতিতে জীবের যে আধ্যাত্মিক ভাব ও মূল প্রকাশের ধারা—স্বভাব, গীতার মতে তাহাই অধ্যাত্ম। গীতা সৃষ্টির প্রেরণা ও শক্তিকেই কৰ্ম বলিয়াছে—বিসর্গ কৰ্মসংজ্ঞিত। ঐ প্রকার মূল আত্মপ্রকাশ বা স্বভাব হইতে কৰ্মই বস্তুতঃ সকলকে সৃজন করিতেছে, এবং এই স্বভাবের বশেই কার্য্য করিতেছে, সৃষ্টি করিতেছে, প্রকৃতিতে বিশ্বলীলা প্রকট করিতেছে। ক্ষণলীলার ফলে যাহা কিছুর আবির্ভাব হইতেছে, অধিভূত বলিতে সেই সমস্তই বুঝিতে হইবে। প্রকৃতিতে যে পুরুষ বিরাজ করিতেছেন—প্রকৃতিস্ব আত্মা—তিনিই অধিদৈব। তাঁহার মূল সত্তার যে সব কৰ্মস্বভাব কৰ্ম করিতেছে, প্রকৃতিতে প্রকট করিতেছে, পুরুষের চেতনায় সে সব প্রতিফলিত হইতেছে। অন্তর্য্যামী পুরুষ সেই সব দেখিতেছেন, উপভোগ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—‘কৰ্মের ও যজ্ঞের অধিপতি, অধিষষ্ঠ বলিতে আমাকেই বুঝায়। আমি ভগবান, বিশ্বদেব পুরুষোত্তম, এখানে এইসব দেহধারীদের মধ্যে আনি গুপ্তভাবে বিরাজ করিতেছি। অতএব যাহা কিছু আছে—সর্ববিদং—সবই, এই কয়েকটি শব্দের সূত্রের মধ্যে পড়িতেছে



( জগৎ লীলায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সমগ্রভাবে সেই সমুদায়কে বুঝাইতে উপনিষদে সাধারণতঃ “সর্বমিদং” এইবাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে ) ।....ঐ অপরিবর্তনশীল সর্বব্যাপী অখণ্ড আধার, ব্রহ্ম, যদি না থাকিত, তাহা হইলে দেশকাল নিমিত্তে বিভাব এবং নাম রূপের খেলা সম্ভব হইত না । কিন্তু নিজে ঐ অক্ষর ব্রহ্ম কিছুই করে না, কোন কিছুর কারণ হয় না কোন কিছু সঞ্চল করে না ; ইহা নিরপেক্ষ (impartial) সম ।....তাহা হইলে উৎপাদন করে কে ? সঞ্চল করে কে ? পরম পুরুষের দিবা প্রেরণা দেয় কে ? কর্মকে যে পরিচালিত করে এবং অনন্ত সত্তা হইতে কালের মধ্যে কার্য্যভঃ বিশ্বলীলায় প্রকট করে, সে কে ? স্বভাবরূপে প্রকৃতি । ভগবান ঐ দিব্য সত্তা, চৈতন্য, ইচ্ছা বা শক্তিকে বিস্তার করিতেছেন—যেদং ধ্যায়্যতে জগৎ—তাহাই পরাপ্রকৃতি ।....প্রত্যেক জীবের অন্তর্নিহিত সত্য এবং মূল অধ্যাত্মতত্ত্ব, যাহা নিজেকে লীলা মধ্যে কার্য্যভঃ প্রকাশ করিয়া ধরিতেছে, সত্তার মধ্যে যে দিব্যপ্রকৃতি সকল পরিবর্তন বিকৃতি বিপর্য্যয়ের ভিতরে দিব্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহাই স্বভাব ।...এই সব অভিব্যক্তি এবং অনবরতঃ অবস্থা হইতে অবস্থার পরিবর্তন—ইহাই কণ প্রকৃতির ক্রিয়া । প্রকৃতিই কর্ম্মী, সৃষ্টির দেবী । স্বভাবখন সৃষ্টি ক্রিয়ায় নিজেকে বিস্তার করে ( বিসর্গ ), তাহা কর্ম্মের প্রথম রূপ । সৃষ্টি দুই প্রকারের, ভূত ও ভাব । সৃষ্টি যে সকল বস্তু আবির্ভূত হইতেছে, তাহারাই ভূত (ভূতকর

এবং ঐ সকল বস্তু, অন্তরে ও বাহিরে, যে রূপ গ্রহণ করিতেছে, তাহাই ভাব ( ভাবকর ) ; কালের মধ্যে নিয়ত ঐ সকল জিনিষেরই উৎপত্তি হইতেছে ( উদ্ভব ) ; কক্ষের সৃষ্টি শক্তিই এই উদ্ভবের মূল ।.....এই সমুদয়ের মধ্যে জীবাশ্মাই দ্রষ্টা ও ভোক্তা স্বরূপ, প্রকৃতিস্থ দেবতা । মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের দিব্যশক্তি সমূহ, জীবাশ্মা আপন চৈতন্যের সত্তার যে সকল শক্তির দ্বারা প্রকৃতির খেলাকে নিজের মধ্যে প্রলিফলিত করে, তাহাদিগকে লইয়াই অধিদৈব । অতএব এই প্রকৃতিস্থ আত্মাই ক্ষর পুরুষ ; ইহাই পরিবর্তনশীল আত্মা, ভগবানের শাস্ত কৰ্ম্মলীলা ।...এখানে ভগবান প্রকৃতির কৰ্ম্মসমূহকে যজ্ঞরূপে গ্রহণ করিতেছেন, এবং মানুষ সম্ভ্রানে তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে, সেই অপেক্ষায় রহিয়াছেন ।...তঁাহা হইতেই জীবাশ্মা প্রকৃতির ক্ষর লীলায় আবিভূত হয় ; অক্ষর আত্ম-প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া জীবাশ্মা আবার তঁাহাতেই ফিরিয়া যায়, ভগবানের পরমপদ লাভ করে, পরং ধাম ।...

**ভূপেন্দ্রনাথ :** স্থূল দেহের সহিত সংগ্রহ ছিন্ন হইবার সময় জীব যজ্ঞগায় অস্থির হইয়া থাকে, নিজকৃত কৰ্ম্ম জীব অনুস্মরণ করিতে থাকে !....সগুণ ও নিগুণ ভেদে এই ব্রহ্মের দুই প্রকার বিভাগ । এখানে (১) কোন্ ব্রহ্ম জ্ঞেয় ? সোপাধিক অথবা নিক্রপাধিক ? (২) এই দেহকে অবলম্বন করিয়া যিনি অবস্থিত সেই অধ্যাত্মের স্বরূপ কি ? উহা চেতনরূপ বা ভৌতিক ? যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় উহা জড়বৎ



হইলেও উহা দ্বারা বোধ হয়—এই জ্ঞান চেতনাত্মক শক্তিই কি অধ্যাত্ম, (৩) কৰ্ম কি ? বৈদিক যজ্ঞাদি অথবা লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সমস্ত কৰ্মই কি কৰ্ম, (৪) পৃথিব্যাदि কার্যই অধিভূত, না কৰ্ম মাত্রকেই ইহা দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছ ? (৫) অধিদৈব কি ? ইহা দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণকে কি লক্ষ্য করা হইয়াছে ? অথবা “আদিত্যান্তর্গত সর্বজ্যোতির শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ সর্বভূতের হৃদয়ে জীবভূত যিনি; তাঁহাকে কি লক্ষ্য করিতেছ ? (৬) অধিষষ্ঠ কে ? তিনি কি দেবতা বিশেষ অথবা পরব্রহ্ম ? তাঁহাকে কি ভাবে চিন্তা করিতে হয় ? তিনি দেহের ভিতরে অথবা বাহিরে ? তিনি বুদ্ধিরূপে অথবা বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র বস্তু ? (৭) মৃত্যুকালে সংঘতচিত্ত ব্যক্তির তুমি কিরূপে জ্ঞেয় হও । সাত প্রশ্ন ।...যিনি একমাত্র সৎ, ক্ষয়হীন অবিনাশী, ...অন্তর বাহ্যব্যাপী, উৎপত্তি বিনাশবর্জিত, ষাঁহার ত্রিকালে কোন পরিবর্তন হয় না, মায়ার কুহক যেখানে নিরস্ত তিনিই ব্রহ্ম বা অক্ষর পুরুষ । ‘অক্ষর’ শব্দে জীবকেও বুঝায় সেই জ্ঞান পরম = ( নিরতিশয় ) শব্দ দ্বারা জীবোপাধি রহিত পরব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে ।...গার্গীর প্রশ্নে....“এই আকাশকে ধারণ করিয়া আছেন কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—“এই অক্ষরের প্রশাসনে চন্দ্র সূর্য্য যথাস্থানে ধৃত”; ইত্যাদি ও এই অক্ষরকে না জানিয়া যে যজ্ঞ করে, সে যজ্ঞের ফল অক্ষর নহে ।...স্বভাব ও অধ্যাত্ম “সেই পরব্রহ্মের দেহরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যগাত্মা বা জীবরূপে প্রবৃত্ত হওয়ার নামই অধ্যাত্ম । ভোক্তা জীবরূপে

“স্ব”-এর ভবন বা অবস্থিতির নাম “স্বভাব” এবং তাহাই অধ্যাত্ম। এই অধ্যাত্ম বা জীব ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত, তিনি আত্মারূপে থাকিয়াও যখন দেহকে অবলম্বন করিয়া ভৌতিকরূপে বর্তমান থাকেন, তখনই তাঁহাকে অধ্যাত্ম বলা হয়—ইহাই জীবভাব। ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃই কৰ্ম্ম—বিসর্গ অর্থাৎ ত্যাগই কৰ্ম্মঃ জীবের মধ্যে যে বহুধা শক্তি বর্তমান আছে, তাহা ফুটাইয়া তোলার নামই কৰ্ম্ম, ইহা বিনা ত্যাগে হয় না, তাই বলা হয় expenditure of energy, শক্তিব্যয় বিনা কোন কৰ্ম্ম হয় না।....শাস্ত্র, শক্তির সকল রূপ ব্যয়কে কৰ্ম্ম বলে না। দেবতার উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ, কৰ্ম্ম। ভূতভাব শব্দ জীবের উৎপত্তিও বুঝায়, এবং জীবের অন্তরভাব সমূহকেও বুঝায়। উভয়তঃই সৃষ্টি ক্রিয়া বর্তমান। সৃষ্টির অর্থই ভাবের বিকাশ। জগৎ-পিতার অন্তঃকরণে যাহা ভাবরূপে বিদ্যমান, তাহার বিকাশ সাধনের চেষ্টার নামই ঐশ্বরিক কৰ্ম্ম এবং মনুষ্যের অন্তঃকরণে যে বহুধা অস্ফুটন্ত ভোগ নিচয় প্রস্তুত অবস্থায় বর্তমান আছে, তাহা ফুটাইতে পারাই জীবের কৰ্ম্ম। কিন্তু শুধু ভাব ফুটাইলেই কৰ্ম্ম হয় হইল না। যে ত্যাগ জীবের ভাবের বিকাশক যাহা।দেবোদ্দেশ্যে বা বিষ্ণু-প্ৰীত্যর্থ্যে ব্যয়িত হয়, শাস্ত্র তাহাকে কৰ্ম্ম বলে।’ অর্থ উপার্জিত হয় বহু পরিশ্রমে, কিন্তু তাহা ‘কৰ্ম্ম’ নহে, যদি না পরদুঃখ মোচনের জন্ত, সর্ববভূতস্ব বিষ্ণুর প্ৰীতির সাধনে ব্যয়িত হয়। ( ভূপেন্দ্রনাথ, এই প্রকারের অনেক উদাহরণ দিয়াছেন ), তারপর আসে সাধনার কথা।



শ্রীকৃষ্ণই কৃষ্ণ চৈতন্য, ইহাকে জীবীকেশ বলা হয়, কারণ এই কৃষ্ণ চৈতন্য আছেন বলিয়াই ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব কার্যে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ইনিই কর্তা বা অধিষষ্ঠ পুরুষ। এই চৈতন্য সর্বভূতের তিতর প্রবিষ্ট তাই তাঁর নাম বিষ্ণু, সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ। ইনি সর্বগত বলিয়া বিদ্যুৎ, সর্বদুঃখ হইতে ত্রাণ করেন বলিয়া তারক।... অনন্ত জীবের অনন্তরূপ আমরা দেখিতেছি, কিন্তু সেই জীব মধ্যস্থ কৃষ্ণ চৈতন্য সর্বদা সকলের একরূপ, ইহাই সর্বব্যাপী বিষ্ণুর পরমপদ ; ( আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর মত সেই বিষ্ণুর পরমপদকে জ্ঞানীরা সর্বদা দর্শন করিয়া থাকেন ) ।... হিরণ্য কোষের মধ্যে সূক্ষ্মল ব্রহ্ম-স্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল, সেই শুভ্র সূক্ষ্মল জ্যোতিঃ যাহার জ্যোতিঃ, তিনিই আত্মা....যে সাধনার দ্বারা নিজের মধ্যে এই আত্মস্বরূপের দর্শন হয়, সেই সাধনাই অধ্যাত্ম সাধনা। ঐ সাধনায় আত্মাতে বুদ্ধি স্থির হয়, ক্রিয়ায় পরাবস্থা, ত্রিগুণাতীত অবস্থা.... আত্মার গুণময়ভাব ও গুণাতীত দুইটি অবস্থাই বিদ্যমান। গুণ ময় ভাবই প্রাণের স্পন্দনভাব, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার মধ্যগত অবস্থা। গুণাতীত অবস্থা, প্রাণের নিস্পন্দ অবস্থা, গুণের মধ্য দিয়া অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার সাহায্যেই লাভ করিতে ইহবে। ইহাকেই উপনিষদে ত্রিনচিকেত অগ্নির উপাসনা বলিয়াছেন ( ভূপেন্দ্রনাথ কৰ্ম্মের ১১১, ১৭, ১৮ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়াছেন )। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ।...যে কৰ্ম্মদ্বারা আমরা ব্রহ্মসংমিলনরূপ সুখলাভ করিতে পারি, তাহাই সর্ববিশেষতঃ

অধ্যাত্ম কৰ্ম ।...অচঞ্চল প্রাণ যখন চঞ্চল হয় তখনই জীবভাব, ভূতভাব ; প্রাণ বহির্মুখী হইয়া শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ কৰ্ম উৎপন্ন করে । ইহা হইতেই সৃষ্টি ইত্যাদি, সংসার প্রকৃতি ইত্যাদি । নিবৃত্ত হইতে হইলে উল্টা পথ ধরিতে হয়, অর্থাৎ শ্বাস যে ভাবে প্রবাহিত হইয়া এই জীবভাবকে সজীবিত করিয়া রাখে তাহাই জীবপ্রবাহের ( জন্মমৃত্যুলীলার ) 'উদ্ভবকর' ; শ্বাসের বহির্গমন-গমনই সেই ভূতভাবোদ্ভবকর ভাব । এই ভাব হইতে আত্মার ফিরিতে ফিরিতে শেষে সেই অনাদি এবং অব্যক্ত ভাবে আসিয়া জীব সংমিলিত হয় । ইহাই অব্যক্ত আত্মবিসর্জন, শিবভাব, ব্রহ্মভাব, জীবভাবের বিসর্গ, অব্যক্ত আত্মবিসর্জন সমস্ত প্রকৃতি প্রবাহ সঙ্কুচিত হইয়া অপরিণামী বিন্দুতে আসিয়া বিলীন হয় ।

**ভূপেন্দ্রনাথ :** অধি অর্পে বুদ্ধি । যখন বুদ্ধি আত্মাকে ছাড়িয়া এই দেহ লইয়া খেলা করেন, এই দেহকেই আপনার স্বরূপ বলিয়া বুঝেন, তখনই অধিভূত অবস্থা । আকাশ বায়ু তেজ জল পৃথিবী ও তাহাদের গুণ বা সূক্ষ্মাবস্থা শব্দস্পর্শাদি, ইহাই পঞ্চভূত । এই পঞ্চ ভেদে ( মুলাধার—ক্ষিতি, স্বাধিষ্ঠান—জল মণিপুর—তেজ, অনাহত—মরুৎ, বিশুদ্ধ—ব্যোম, আঞ্জা—মন রাখিয়া সাধন করিতে হইবে । এই সাধনে যে স্থিরতা বা অক্ষর ভাব আসে, মন তাহাই হইয়া যায় । তাহার পর অধিদৈব, ইহাই পুরুষ ভাব ।...আকাশই সব, তাহাকে প্রাচীর দিয়া ঘেরিলেই তাহা তখন পুর হয় । আমাদের দেহরূপ পুর মধ্যে যে চৈতন্যরূপ আকাশ বা চিদাকাশ রহিয়াছে, তাহাই অধিদৈব ।...



দেহপুর মধ্যে যে চিজ্জ্যোতির প্রকাশ দেখা যায়, তাহাই, অধিদেব পুরুষ, আদি অধিদেব পুরুষের উহা প্রতীক ।... দেহপুরে, ব্রহ্ম চক্রে আত্মহংস ঘুরিতেছেন । সাধকেরা এই ক্রিয়াবান চক্র আজ চক্রে দেখিতে পান । এই কূটস্থ তেজ, অপ্ অন্নস্বরূপ ; তিনি গায়ত্রী, পরমসূক্ষ্মধ্বনিক্রুপা নিত্য, ইনিই দুর্গা এই শরীর রূপ দুর্গে রহিয়াছেন । সেই কূটস্থ ব্রহ্ম, অমৃত অক্ষর ও সূর্য্যাস্বরূপ, সেই সূর্য্যেই বরণীয় শক্তি । তাঁহার উপাসনায় বিদ্যা, শান্তি প্রতিষ্ঠা নিরন্তরুপা চারি শক্তি প্রকাশিত হয় ।—এই শরীর ঔকার স্বরূপ, ঔকার ক্রিয়ার কাল ক্ষেত্রজ্ঞ ও প্রধানকে অর্থাৎ মহাবিশ্ব (পরবশ্বায় সর্বদা স্থিতি), বিশ্ব (অল্পস্থিতি), ও ব্রহ্মাণ্ডে অস্থিতি) জানিতে পারা যায় । অব্যক্ত পদ সদসদাত্মক ; যাহা দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয় ইত্যাদি, তিনিই ব্রহ্ম ।...প্রথমে শ্বাস ব্রহ্মযোনির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে গায়ত্রী পদ প্রাপ্ত হন ।...যখন কিছুই উৎপন্ন হয় নাই, তখন সমস্তই প্রকৃতির মধ্যে অব্যক্ত ভাবে ছিল । এই অব্যক্তাবশ্বাই সদসদভাব অর্থাৎ বিকৃত, অবিকৃত নিত্য ও অনিত্য, দুই ইহার মধ্যে আছে । ব্রহ্মই এই দুই অবশ্ব প্রাপ্ত হন, কূটস্থ ও অক্ষরভাব ।...জগৎ কালের অধীন কিন্তু কালও মহাকালের মধ্যে লয় হইয়া যায় ।...আত্মাস্বরূপ শিব ও প্রকৃতি স্বরূপা শিবা স্বভাবে থাকিলে দুইই সমান । কূটস্থ দেখিতে দেখিতে পরে উত্তম পুরুষকে দেখা যায়, বাহাকে শাস্ত্রে পরমাত্মা বলে ।...মহাদেব জলে বীজ রোপণ করিলেন, অর্থাৎ প্রকৃতি-যোনিতে বীর্য্য পতন হইল । তাহা হইতে সোনার মত

অণ্ড । এই জন্ম এই পুরুষকে হিরণ্যগর্ভ বলে, ও প্রথমে ব্যক্ত হওয়াতে আদিত্য বলা হয় ।...পুরুষ, অব্যক্ত ও পঞ্চতত্ত্ব এই সপ্ত প্রকৃতিতে অণ্ড আবৃত ( ভূপেন্দ্রনাথ লক্ষী, সরস্বতী লিখর, রুদ্র ইত্যাদির আলোচনা করিয়াছেন ) । 'ষোঁসাবাদিত্য পুরুষঃ সোঁসাবহম্ ; যিনি আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ তিনিই আমি, ইনিই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপক ব্রহ্মসূত্র । ইনিই অধিষক্ত পুরুষ । ইহাতে মন রাখিয়া সমুদয় কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার নাম অধিষক্ত ভাব । ইনিই যজ্ঞের কর্তা ও ফলদাতা তাই যজ্ঞেশ্বর, সর্বভূত অনুপ্রবিষ্ট তাই বিষ্ণু ; বাসুদেব ইঁহার নামান্তর ।...গীতার ভগবান যেখানে অহং শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন সেইখানে এই অধিষক্ত পুরুষকে বুঝিতে হইবে ।...এই অহংএর স্বরূপ কি ? তিনি কৃষ্ণ বা রাম বা বিষ্ণু অথবা কোন দেবতা বিশেষই .. তাঁহার আমাদের মত আকৃতি বটে, কিন্তু সে আকারে স্থূল জড় দেহের ধর্ম্য নাই, তাহা শুদ্ধ চিদাকাশ স্বরূপ ।...

**Krishna Prem.** All manifestation springs from the self-limitation of that Brahman. Brahman as subject sees Itself as object and thus we get the first, though all manifest, quality, The essential nature ( স্বভাব ) of the One as transcendent Subject, here called অধ্যাত্ম, separates out, as it were, leaving other aspect of the ব্রহ্ম to stand as the eternal Object, মূল প্রকৃতি ।



This मूल प्रकृति the unmanifest basis of all objectivity is, from its very nature, the source of all the manifested Many. Reflecting as it does, the light of the One Atma, It is the root of all plurality. In its dark being lie all the seeds of action, seeds that under the Sun's bright rays, will shoot and grow into the Great World Tree. Because it is thus the root of all action, the Gita terms it "Karma", but it should be borne in mind that it is not any sort of primordial "brute matter" existing in its own right, as speculated on by nineteenth century Scientists, but merely the objective aspect of Brahman, the unmanifest Substratum in which forms live and move and have their being. It cannot stand alone apart from the Brahman of Which it is an aspect, It was a failure to perceive this that led the later Sankhyas into dualism. Remove the dualistic knowing and the मूलप्रकृति collapses into Brahman of Which it is but the appearance. If the Brahman is to appear as an object at all, it is only as the मूल

প্রকৃতি that It can so appear [ This dualistic "knowing" is however not individual, but cosmic. It springs from the mysterious extra-cosmic Something, called by various schools, the Will of God, লীলা ( the Divine play ) Eternal Law, or মায়ী। All these names express some aspects of it, but, being beyond the manifested Cosmos it is beyond the reach of words, Its nature is too mysterious to be speculated on, but its reality is proved by the fact of manifestation having taken place at all. In attempting to describe it, শঙ্কর was forced into paradox and contradiction while the বুদ্ধ preferred to keep silent altogether ]. Verse 4. Passing now to the manifested Cosmos, we find that the interaction of these two, the Unmanifested Subject and the Unmanifested object, gives rise, on the one hand, to the changing world of forms, the "perishable nature" ( অধিভূত ) and on the other hand to the witnessing consciousness, the one life, the অধিদৈব, termed in the কঠোপনিষদ the Great or the মহৎ আত্মন (also known in some traditions



as the third Logos ). Then comes the অখিষজ্জ, the Mystic Sacrifice, by which Krishna, the One Life, unites Himself with the passing forms. Just as the Unmanifested Two find their unity in the Supreme Un-manifested Brahman, so do the manifested Life and Form find union, in the sacrificial act of কৃষ্ণ । This is that Mystic Sacrifice mentioned in the Rig Veda in which the পুরুষ was dismembered to create the world of beings. And this the Crucifixion of the Christ, pouring out His life blood on the Cross of matter, redeeming this the duality of the world. The One Self, Seeing Itself reflected in the myriad forms by its mystic Yoga to identify Itself with them and share their imitations, Thus were the individuals formed, the central being of men, sometimes termed ( higher ) মনস, sometimes অহঙ্কার, the scattered limbs of the Divine Osiris. These are the Immortal Sparks, the shining Threads, dying in myriad forms and yet, unseen, passing from life to life in age-long immortality. [ অহঙ্কার,

literally the I-maker, is a term that can be applied either on the level of the personal Self or on that of the higher Self, the true individual. In later writings, it is usually employed in the lower sense, but in the Gita, মনস is generally used for the lower Self and অহঙ্কার for the higher. The term higher মনস is not used in the Gita, though as previously mentioned it is referred to in মৈত্রী উপনিষদ as শুদ্ধ মনস, The term অহঙ্কার has the same significance, but emphasises not its cognitive but ego nature.)

**ভিলক :** এই অধ্যায়ে কর্মযোগের অন্তর্গত জ্ঞান বিজ্ঞানেরই নিরূপণ হইয়াছে, এবং ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ, এই যে পরমেশ্বরের স্বরূপের বিবিধ ভেদ বলা হইয়াছে, প্রথমে উহার অর্থ বলিয়া বিচার করিয়াছেন যে উহাতে কি তথ্য আছে। পরন্তু, এই বিচার এই শব্দগুলির কেবল ব্যাখ্যা করিয়া অর্থাৎ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত রীতিতে করা হইয়াছে। অতএব এখানে উক্ত বিষয় কিছু অধিক পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। বাহ্য সৃষ্টি অবলোকন করিয়া উহার কর্তার কল্পনা অনেক লোক অনেক প্রকারে করিয়া থাকেন। (১) কেহ কেহ বলেন যে সৃষ্টির সকল পদার্থ পঞ্চমহাভূতেরই বিকার, এবং এই পঞ্চভূত ছাড়িয়া মূলে অন্য কোনও তত্ত্বই নাই। (২) অপর কেহ কেহ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে



যেসকল বর্ণনা আছে, প্রতিপাদন করেন যে এই সনস্ত  
 জগৎ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং পরমেশ্বর যজ্ঞ  
 নারায়ণ রূপী, যজ্ঞ দ্বারাই তাহার পূজা হয়। (৩) অপর কেহ  
 কেহ বলেন, স্বয়ং জড় পদার্থ সৃষ্টির ব্যাপার করে না, কিন্তু  
 উহার প্রত্যেকের মধ্যেই কোন-না-কোন সচেতন পুরুষ বা  
 দেবতা থাকেন, যিনি এই ব্যাপার করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের  
 আরাধনা করা উচিত। উদাহরণার্থ, জড় পাঞ্চভৌতিক  
 সূর্য্যের গোলকে, সূর্য্যানামধারী যে পুরুষ আছেন, তিনিই প্রকাশ  
 করা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন, গভাব তিনিই উপাস্য।  
 (৪) অন্য কেহ কেহ বলেন পঞ্চমূল মহাভূতে সূক্ষ্ম তন্মাত্রা  
 এবং হস্ত পদাদি স্থূল ইন্দ্রিয়ে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলির মূল ভূত থাকে।  
 এই চতুর্থ ভেদেই উপর সাংখ্যের এই মতও অবলম্বিত যে  
 প্রত্যেক মানবের আত্মাও পৃথক পৃথক এবং পুরুষ অসংখ্য। ...  
 উক্ত চারিপক্ষকেই যথাক্রমে অধিভূত অধিযজ্ঞ অধিদৈবত এবং  
 অধ্যাত্ম বলা হয়। “অধি” উপসর্গে অর্থ হয়—তমধিকৃত্য, তদ্বিষয়ক  
 ঐ সম্বন্ধের, উহাতে স্থিতিশীল ঐ অর্থ অনুসারে অধিদৈবত  
 অর্থ অদেক দেবতাতে স্থিতিশীল তত্ত্ব। সাধারণতঃ সেই শাস্ত্রই  
 অধ্যাত্ম যে শাস্ত্র প্রতিপাদন করে যে সর্ববত্রই এক আত্মা আছে;  
 কিন্তু এই অর্থ সিদ্ধান্ত পক্ষের। পূর্ব্বপক্ষের কথা, প্রত্যেক  
 পদার্থের সূক্ষ্ম স্বরূপ বা ওজা পৃথক পৃথক, এবং এ স্থলে  
 অধ্যাত্ম শব্দের এই অর্থই অভিপ্রেত। .... মহাভারতকার ইন্দ্রিয়  
 সমূহের এই ভাবে বিচার করেন—উদাহরণ চক্ষুর দ্বারা বাহ্য দেখা

যায়, কাণ দিয়া যাহা শোনা যায়—সব অধিভূত ; ইন্দ্রিয়দের ( সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত ) সূক্ষ্ম স্বভাব অর্থাৎ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণ, ইহাদের, অধ্যাত্ম ; ইহাদের আবার দেবতা আছেন, যথা চক্ষুর সূর্য্য, উহা অধিদৈবত । উপনিষদে উপাসনার জন্য ব্রহ্মস্বরূপের মনকে অধ্যাত্ম, এবং সূর্য্য অথবা আকাশকে অধিদৈবত প্রতীক বলা হইয়াছে ।...সারাংশ এই যে অধিদৈবত, অধিভূত, অধ্যাত্ম প্রভৃতি ভেদ প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে ।... মনুষ্যের দেহে সকল প্রাণীতে ( অধিভূত ) সকল যজ্ঞে ( অধিষষ্ঠ ), সকল দেবতাকে ( অধিদৈবত ), সকল কর্ম্মে ও সকল বস্তুর সূক্ষ্মস্বরূপে ( অধ্যাত্ম ) একই পরমেশ্বর ব্যাপ্ত আছেন ।

Radhakrishnan, স্বভাব = Brahman assumes the form of জীব । অধ্যাত্ম = the lord of the body, the enjoyer, the Divine, constituting the individual self. Brahman is the immutable self-existence. Self is the spirit of man and nature. কর্ম্ম is the creative impulse out of which life's forms issue. The whole cosmic evolution is called কর্ম্ম । The Immutable, which is above all dualities of subject and object, becomes from this cosmic end the eternal subject অধ্যাত্ম, facing the eternal object, which is mutable



ininsture, প্রকৃতি, the receptacle of all forms, while কৰ্ম is the corrective force, the principle of movement, All these are not independent but are the manifestations of the One Supreme... The distinction between Godhead and God, the Absolute and the Personal God, Brahman and Iswara is clearly given in the উপনিষদ । 4th verse. The basis of all created things is the mutable nature ; the basis of the divine elements is the cosmic spirit, And the basis of all sacrifices, here in the body is Myself,....This is integral knowledge of the Divine—the Immutable Divine ব্রহ্ম the Personal God ঈশ্বর ( the object of all devotion), the Cosmic self হিরণ্যগর্ভ the presiding deity of the cosmos, and the Jiva the individual soul which partakes of the higher nature of the Divine, and প্রকৃতি the mutable nature.

(৫) বাসুদেব—স্মরণের ফল—

৫। অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্তা কলেবরম্

যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ।৫।

পদচ্ছেদঃ । অন্ত-কালে চ মাম্ এব স্মরন্ মুক্ত  
কলেবরম্ । যঃ প্রযাতি সঃ মদ্ভাবম্ যাতি ন অস্তি সংশয়ঃ

অন্তর্য : চ যঃ অন্তকালে মাম্ এব স্মরেন্ কলেবরম্ মুক্তা  
প্রযাতি সঃ মন্তাবম্ যাতি, অত্র সংশয়ঃ ন অস্তি ।

কঠিন শব্দ : অন্তকালে = মৃত্যুকালে । কলেবরং মুক্তা =  
দেহ ত্যাগ করিয়া ; “শরীরের উপর যে “আমি, আমার”  
ইত্যাকার অভিমান থাকে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া” (মধুসূদন) ।  
প্রযাতি = প্রকৃষ্টরূপে গমন করে ; পরলোকে যায় ; “তিনি যদি  
সংগুণ ব্রহ্মের চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তাহা  
হইলে পিতৃধানমার্গ অপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে অগ্নি, জ্যোতিঃ অহঃ  
শুক্ল পঞ্চ ইত্যাদি বক্ষ্যমান দেবমার্গে যান ও পরে হিরণ্যগর্ভ  
লোকে থাকিয়া তথাকার ভোগাবসানে, মদভাব অর্থাৎ মৎকরপতা  
অর্থাৎ নিগুণ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ; আর যিনি নিগুণ ব্রহ্ম চিন্তা  
করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তাহার পক্ষে ‘কলেবর ত্যাগ  
করিয়া প্রমাণ করেন’ এই যে উক্তি ইহা লোকদৃষ্টি অনুসারে  
বুঝিতে হইবে, বাস্তবিক কিন্তু ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির প্রাণ উৎক্রমণ  
করে না, অর্থাৎ উর্দ্ধগামী হয় না, এইখানে থাকিয়াই তাহা লীন  
হইয়া যায় ; মদভাব = ব্রহ্মভাব = বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্ত হন”  
(মধুসূদন) । বৈষ্ণবেরা কিন্তু পঞ্চ প্রকারের অবস্থা (সাপ্তি ;  
সালোক্য, সামীপ্য, সাক্ষপ্য, সায়ুজ্য) চাহেন না, তাহার দাসোহং  
হইয়া ভগবৎ সমীপে থাকিতে চান । মদভাব = আমার সহিত  
অভিন্ন ভাবে স্থিতি (সমুদাস) । মদভাব = আমার স্বরূপ ;  
গুণাতীত ভাব । চ = অপি, অর্থাৎ অন্ততঃ অন্তকালেও । ( ছা,  
৩১৭১ ; প্রশ্ন ৩১০ ( ভাববত ১৯২৩ ) ।



অনুবাদ : মৃত্যুকালেও যে আমাকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়া পরলোকে যাত্রা করে, সে আমার স্বরূপকে ( গুণাতীত ভাবকে, বা আমাকেই ) পায়, ( বা আমাতে বিলীন হইয়া যায়, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই । ( যে যথা মাং প্রপত্তন্তে ) ।

‘মদভাব’ বাক্য গীতায়, ৪।১৩ ; ৮।৫ ; ১০।৬ ; ১৩।১৮ ও ১৪।১৯ শ্লোকে আসিয়াছে। অর্থ সাধারণতঃ “বিলীন হইয়া যায়”, বা “গুণাতীত অবস্থা পায়” । সর্বদা স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা ; দশম অধ্যায়, ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত ।

মধুসূদন : আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন কিনা, জৈশ্ব হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন ইত্যাদি সংশয় । মদভাব প্রাপ্ত হইয়া ইত্যাদি বলায়, জীব জৈশ্ব হইতে অভিন্ন বলা হইল ।

শ্রীধর : অচ্চিরাদি পথে, উত্তরায়ণ মার্গে যান ; আমার সারূপ্য পান । স্মরণই জ্ঞানের উপায়, আগার ভাব প্রাপ্তিই ফল ।

আশু দাস : মৃত্যুকালে অধ্যাত্মাদি স্মরণ করিলে ইত্যাদি

রামানুজ : মদভাব = মৃত্যুসময়ে আমার যে রূপ ধ্যান করে, আমার সেইরূপ সে পায় ।

শঙ্কর : মদভাব = বিষ্ণুর পরমস্বরূপ

Shuttleworth. Life's evening, we may rest assured, will take its character from the day which has preceded it :

বলদেব ও বিশ্বনাথ : মনুষ্য স্মরণাত্মক ধ্যান

দ্বারা, আমার ভাব পরিষ্কৃত হইয়া থাকে, এবং আমিও তাহাদিগকে স্মরণানুরূপ তদ্রূপ ফল দি। মস্তাব = আমার স্বভাব, আনি, অপহতপাপ্‌গাহাদি আট প্রকার গুণ বিশিষ্ট।

কৃষ্ণগানন্দ : জীবিত কালে ভোবাসক্ত থাকিয়াও, মৃত্যুকালে মনে যদি স্মরণকরে, নিগুণ সগুণ যে রূপেই হউক, ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি। আজীবন স্মরণে অভ্যাস হয়, দেহ অবশ হইলেও স্মরণ হয়।

ভূপেন্দ্রনাথ : অন্তকালে কূটস্থকে স্মরণ পূর্বক যে কেহ শরীর ত্যাগ করে যে আমাতেই মন থাকার দরুন আমারই ভাব অর্থাৎ আমাতেই স্থিতি হইয়া মুক্ত হয় ; অন্তকালে কূটস্থের স্মৃতি উদয় হইলে মন তাহাতেই থাকে। ...আমাদের দেশে মৃত্যুকালে জীবকে নাম শুনায়।...“মরণের সময়ে সেই হৃদয়ের অগ্রভাগের জ্বলন দ্বারা দীপ্তি হয়, সেই তেজ-মালা চক্ষু মুক্কা ইত্যাদি দ্বার দিয়া উৎক্রমণ করে।...উদান বায়ুর নাড়ী দ্বারা পুণ্য বান পুণ্যলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে যায়, আর পাপী মনুষ্য লোকে যায়”।

(৬) মৃত্যুকালের স্মরণ। ( আমাকে স্মরণ ছাড়া, আর কাহারও স্মরণে কিছু হয় না, তাহা নহে।

( ৬ ) যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ

পদচ্ছেদ : যম্ যম্ বা অপি স্মরন্ ভাবম্ ত্যজতি অস্তে কলেবরম্, তম্ তম্ এব এতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ।



অনুন্ন : কোন্তেয়, অন্তে যম্ যম্ বা অপি ভাবম্ স্মরণ  
কলেবরম্ ত্যজতি, তম্ তম্ এব এতি সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ।

কঠিন শব্দ : এতি = পায় । তদ্ভাব ভাবিতঃ = সেই  
ভাবই চিন্তা করিতে থাকিলে ; because of his constant  
contemplation on the same ( ভক্তি প্রদীপ ) “সেই  
দেবতাবিশেষ আদিত্যে যে ভাব বা বাসনা তাহাই তদ্ভাব,  
সেই তদ্ভাব যাহার দ্বারা ভাবিত হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি সর্বদা  
সেই চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন” ( মধুসূদন )

অনুবাদ : হে কোন্তেয় ( অৰ্জুন ) মৃত্যুকালে যে, যে  
যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করে, সর্বদা যাহা চিন্তা করিয়া  
আসিয়াছে এমন যে সেই, সে সেই সেই ভাব সর্বদা প্রাপ্ত হয় ।

দেবতা স্মরণে আসিলে দেবভাব পায় ; পশু পক্ষী স্মরণে  
আসিলে পশু পক্ষী দেহ পায় । ভরত মুনির তাঁহার পালিত  
হরিণ শাবকের কথা স্মরণে আসিয়াছিল, মৃত্যুর পর তাঁহার  
হরিণ জন্ম হইয়াছিল । নন্দিকেশ্বর শিব চিন্তা করিয়া এই  
দেহেই শিবত্ব পাইয়াছেন । ( গীতা ৭২৩ ; ৮।১৩ ; ৯।২৫ ; ছা উ  
৩।১৮।১ ) অন্তঃকালের স্মরণ অভ্যস্ত বিষয়েই হয় ।

Radhakrishnan. It is not the casual fancy  
of the last moment but the persistent endeavour  
of the whole life that determines the future.

( প্রশ্ন উ ৩।১০ ; ছা ৫।১০।৭ ; বৃ উ ৪।৫।৬ ; কঠ ৩।৫-৮ ;  
কোশী ১।২ , শ্বে ৫।৭।১২ ; মৈত্রী ৩।২ ; ৬।৩৪ ; যাজ্ঞবল্ক্য ধর্ম

সূত্র ৩২০৭, মহাভা ১৪।৩৫।৩০, ৩১; মনুস্মৃতি ১২।৫৫। ছা  
৩।১৪।১) ( গীতাপ্রেমী—অধ্যায় ৫।১৪ ) ।

ব্যোমজ্ঞান : সর্বদা সেই সেই বিষয়েই চিন্তারত থাকিলে, সেই সেই বাসনা সিদ্ধির উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয় ।

সচ্চিদানন্দ : তদ তদ ভাব ভাবিতঃ অর্থাৎ জীবদশায় এক বার ষোড়শরূপ হইলে কৰ্ম্মসম্মানসই করা কর্তব্য ।

গিরীন্দ্র : মৃত্যুকাপের চিন্তা অনুযায়ী জীবের পরজন্মের গতি হয়, এই বিশ্বাস অধিবাদের অন্তর্গত ।

কৃষ্ণানন্দ : তৈলপায়িকা অত্যন্ত ভয়ের জন্য ভ্রমর কীটের ( কাঁচ পোকার ) চিন্তাবশতঃ দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে নিজদেহ পরিহার পূর্বক ইত্যাদি । চিন্তায় মনোময় সূক্ষ্ম শরীর তদভাবাপন্ন হয় । মৃত্যুর পরে সূক্ষ্ম শরীর তদনুরূপ সূক্ষ্ম শরীর রচনা করিয়া লয় ।....আত্মজ্ঞানীর মুক্তি ।...নিবৃত্তি মার্গের সূক্ষ্ম শরীর সুষুম্না দিয়া বাহির হয় ।

শঙ্কর : উপাস্ত দেববিষয়ক ভাবনার নাম তদভাব ; তাহাতে বারম্বার চিন্তনে অভ্যাস ইত্যাদি ।

রামানুজ : অন্তকালের প্রতীতি পূর্বেকার অভ্যাস বিষয়েই হয় ।

শ্রীশর : কেবল আমাকে স্মরণ করিলে, আমার ভাব প্রাপ্ত হইবে, এরূপ নিয়ম নহে, অন্য দেবতাকে স্মরণ করিতে করিতে যদি দেহ ত্যাগ হয়, তবে সেই স্মৃতির অনুরূপ ভাব প্রাপ্ত হয় ।



মতিলাল। ষাদৃশী ভাবনা যন্ত্র সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

ব্যোমজ্জ্বল। নাগ্যগামিনঃ = অগ্নি বিষয়ে ধাবমান হয় ব।  
এগন মনের দ্বারা।

বলদেব। দিব্যং পুরুষম্ পরম = শ্রী সহকৃত নাগ্য  
বান্দেব। মনকে “তৎতুল্য” হওয়ার বিষয়ে কীট-ভৃৎ আয়ে  
উল্লেখ করিয়াছেন।

গোয়েন্কা। যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহা  
ধারণা ও ধ্যানের অভ্যাসের নাম, অভ্যাস যোগ।

সন্তদাস। সর্বশ্রেষ্ঠ স্বপ্রকাশ আত্মাকে পায়।

কৃষ্ণানন্দ। নিরন্তর পরমাত্মা চিন্তন অভ্যাসই সমাধি  
যোগ। জীবিতাবস্থায় ও জীবনাবসানে পরমাত্মস্বরূপে স্থিতি  
জীবনমুক্তি বিদেহ কৈবল্য বলে। নিদিধ্যাসন দ্বারা চিন্তে অ  
চিন্তা উদয় হইতে না পাইলেই চিন্তা শুদ্ধি হয়, এবং সেই নিরু  
চিন্তে ভগবানের চিন্মাত্র সত্তার বিকাশ হইয়া থাকে।

মহানামব্রত। মৃত্যুর জয়প্রদ বিভীষিকার সম্মুখেও ভর  
বেঁহু হইয়া পড়েন না, ইটকে ভাবেন। স্মরণের ফলে মস্তাব  
যান্তি। মস্তাব, অদ্বৈত বাদীরা বলেন নিগুণ ব্রহ্মভাব; ভক্তিবার  
বলেন পার্শ্বদেহে আমার সেবানুকূল ভাব লাভ। এই কথা  
গীতাকার বলেছেন, স্বার্থস্মাগতা (১৪) কথায় ;...ঈশ  
গুণাতীত, ভক্তও গুণাতীত হন (১৮২৬)...ইহা মায়াতীত  
গুণাতীত, এক অপূর্ব সিদ্ধ ভাব। মৃত্যুকালে ভগবৎ স্মরণ  
থাকিলে ঐরূপ ভাব প্রাপ্ত হয় (৮।৫)।

মহানামম্ভত ! সারা জীবন যে সেভাবে থাকিলে, মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা আসিবে না, সেই জন্ম সদাকাল ঈশ্বর চিন্তায় থাকিতে বলিয়াছেন ( তদভাব ভাবিতা )

ভূপেন্দ্রনাথ ! প্রত্যেকের দেহই নিজ নিজ ভাবানুরূপ হইয়া থাকে ; কৰ্ম্মানুরূপ ভাব উৎপন্ন হয় ।...আমরা বুঝিতে না পারিলেও, শিশু দেখিলেই বুঝিতে পারে ।...জীবিত কালে বহুভাবের পরিবর্তন হইতে থাকায়, সব লক্ষ্য করা যায় না ; কিন্তু মৃত্যুকালের ভাবটি সূক্ষ্ম দেহে স্থায়ী হইয়া যায়, অর্থাৎ মনোময় সূক্ষ্ম শরীরটি তদভাব ভাবিত হইয়া রহিল । নূতন দেহ গ্রহণের সময়, ভাবময় বা মনোময় সূক্ষ্ম শরীরের অনুরূপ ভাবে রচিত হইয়া থাকে । মরণ মুহূর্ত্তে, অবশ্য ভাবে কৃত কৰ্ম্মের প্রতিচ্ছবিগুলি আমাদের মানস পটে আসে, সেই চিন্তাগুলি পিণ্ডীকৃত হইয়া যেন সন্মুখে ভাসিতে থাকে, আমরা যেন তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাই হইয়া যাই । ঈশোপনিষদে আছে “মৃত্যুকালে শ্রোণ-বায়ুরূপ সূক্ষ্ম শরীর বায়ুরূপ সূত্রাত্মকে প্রাপ্ত হউক... কৃত কৰ্ম্ম স্মরণ কর ।...সাধনাভ্যাসে আত্মার সহিত তন্ময়তা হয় ।

( ৭ ) সেইজন্ম, আমাকে যদি পাইতে চাও, আমাকে সর্ববক্ষণ স্মরণ করিতে থাক ; ইহাতে নিজের কাজ বন্ধ করিবার কোন কথা নাই ।

৭। তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু গামনুস্মর যুধ্য চ

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্গামেবৈশ্বাত্ত্যসংশয়ম্ । ৭।



পদচ্ছেদ : তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর যুধ  
চ, ময়ি অপিত মনঃ-বুদ্ধিঃ মাম্ এব এষ্যসি অসং শয়ম্ ।

অন্বয় : তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর চ যুধ্য, ময়ি  
অপিত মনোবুদ্ধিঃ অসংশয়ম্ মাম্ এব এষ্যসি ।

কঠিন শব্দ : যুধ্য = “চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত যুদ্ধ, প্রভৃতি  
স্বধর্মের অনুষ্ঠান কর ; নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মে, চিত্তের অশুদ্ধি  
কর” ( মধুসূদন ) । সুদ্ধ অর্থে স্বধর্ম পালন উপলক্ষ্য  
হইয়াছে । ( যুধ্য, যুধ্যাচ্চ পদের স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, আদি  
প্রয়োগ ) ( মধুসূদন ) । মধ্যপিত মনোবুদ্ধি = “আমার অর্থাৎ  
ভগবান বাসুদেবের উপর অপিত হইয়াছে সংকল্পাত্মক মন ও  
অধ্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি যাহা কর্তৃক ( মধুসূদন ) ; ( “এই প্রকারে  
সমুণ ব্রহ্মোপাসনা কর্ম্মী দিগের জন্ম কথিত হইল, যাহার  
নিষ্ঠুর ব্রহ্মবিৎ তাঁহাদের জ্ঞানোৎপত্তির সমকালেই, অজ্ঞান  
নিবৃত্তিরূপ মুক্তি হয়” ( মধুসূদন ) । যুদ্ধে স্থূল অর্থ লইলেও কঠিন  
নাই ; যুদ্ধে মৃত্যুর সময়, অভ্যাস যদি থাকে, আমাকে স্মরণ  
হইবে ও আমাকে পাইবে ।

অনুবাদ : অতএব সকল সময়ে আমাকে চিন্তা কর  
এবং যুদ্ধ কর ( কষ্টকর হইলেও তোমার স্বধর্ম পালন কর  
আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ যে করে, নিঃসন্দেহে সে আমাকেই  
পায় । ( যে যথা মাম্ প্রপত্তন্তে, ৪।১১ ) । ( ৩।৩০ ; ১৮।৪৫  
৫৬ ; ১২।১১ ) ।

কাজ বন্ধ করিতে আমি বলিতেছি না, কাজ করিয়া চল

কর্তব্য যুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া চল, কর্তব্যে পলাতক হইও না, কিন্তু আমাকে অর্থাৎ ভগবানকে সর্বদা স্মরণ রাখিবে। মরণ কখন আসিবে তাহার ঠিক নাই, আর, সকল সময়ে চিন্তা করিবার অভ্যাস না থাকিলে, মৃত্যুকালে, অরামরণের মুহূর্ত্তান অরস্থায়, আমাকে স্মরণ করিতে পারিবে না।

ভগবানকে পাইবার প্রথম ক্রিয়া, আর প্রয়াণ কালে বাহা বিশেষ কর্তব্য, তাহা স্মরণ, এই স্মরণে কি হয়, পরের শ্লোকে বলিতেছেন।

শঙ্করঃ : শাস্ত্রাজ্ঞানুসার স্বধর্মরূপ যুদ্ধও কর।...আমার যথাচিন্তিত স্বরূপ পাইবে।

স্বামানুজঃ : বর্ণাশ্রম অনুকূল শ্রুতি স্মৃতিবিহিত যুদ্ধাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্যও কর।...নিজ ইচ্ছারূপ আমি পর-মেশ্বরকে পাইবে।

শ্রীশঙ্করঃ : অন্ত্যকালে বিবশ পুরুষের স্মরণ সম্ভব নহে, অতএব সর্বদা স্মরণ অনুচিন্তণ কর। চিত্ত শুদ্ধির জন্ত যুদ্ধাদি স্বধর্মের অনুষ্ঠান কর।...অভিনাষ ময় মন ও নিশ্চয়ময়ী বুদ্ধি অপিতা থাকিলে, ইত্যাদি

Gandhi-Desai. It was not only the actual warfare in front of them that was meant, but the fight, moral and spiritual, that is man's lot on earth,

Radhakrishnan. It is not fight on the



material plane that is intended here, for it cannot be done at all times. It is the fight with the powers of darkness, "Just as a dancing girl fixes her attention on the water pot she bears on her head, even when dancing to various tunes, so also a truly pious man does not give up his attention to this blissful fact of the Supreme Lord, even when he attends to his many concerns ?

Aravinda. A man may not always be praying, but should always be ready to pray

ভাষ্যদাস । ইহাই গীতার ভাক্তি-মোগ, অন্তরঙ্গ সাধন :  
লৌকিক পূজাদি তো বহিঃরঙ্গ সাধন ।

তিলক । ষাঁহাহা গীতাতে এই বিষয় প্রতিলিপিত বলে  
যে সংসারকে ছাড়িয়া দাও, এবং কেবল ভক্তিকেই অবলম্বন কর।  
তঁাহাদের এই সপ্তম শ্লোকের দৃষ্টান্তের প্রতি অবশ্য দৃষ্টি দেওয়া  
আবশ্যক ।

বলদেব ! যুধ্য = লোক সংগ্রহের নিমিত্ত কৰ্ম্ম সম্পাদ  
ব্যোমজ্ঞান ! যুদ্ধ কর, অর্থাৎ প্রাণপণে চেষ্টা কর  
আমাকে পাইতে ।

সচ্চিদানন্দ । যুধ্য অর্থাৎ যোগারবুদ্ধি দশাতে  
চিত্তশুদ্ধির অন্তঃসংঘর্ষাচরণের সময়েও ঈশ্বরের একত্ব মনে রাখ

অরবিন্দ ! শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'যে কেহ অন্তিমকালে আমাকে অনুস্মরণ পূর্বক তাহার দেহ ত্যাগ করিয়া গমন করে, সে আমার ভাব, অর্থাৎ পুরুষোত্তমের ভাব প্রাপ্ত হয় ; ভগবানের মূল সত্তায় সহিত সে মিলিত হয় । তাহাই জীবাত্মার চরম গতি ( পরোভাব ) এই খানেই কর্মের শেষ পরিণতি....কর্ম এইখানে নিজের মধ্যে আপনার উৎসে ফিরিয়া আসিয়াছে । বিশ্ব লীলার মধ্যে আসিয়া জীবাত্মার মূল অধ্যাত্ম প্রকৃতি স্বভাব ঢাকা পড়িয়া যায়—তাহার চৈতন্যের অগাধ প্রতিভাসিক ভাবের বিকাশ হয়—তন্ম তন্মভাবম্ । জীবাত্মা যখন এই বিকাশের লীলা অনুসরণ করিয়া তাহার সকল প্রতিভাসিক ভাবের ভিতর দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে, তখন সে তাহার মূল প্রকৃতিতে ফিরিয়া যায় ; এবং এইরূপে ফিরিয়া গিয়া সে তাহার প্রকৃত অধ্যাত্ম সত্তার, আত্মার সন্ধান পায় এবং শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে ( মদ্ভাবম্ ) ; সে ভগবানের প্রকৃতির সহিত মিলিত হয় ।....অরবিন্দ, মৃত্যুকালীন মনের ভাবের ও চিন্তার উপর গীতা কেন বিশেষ জোর দিয়াছে, তাহার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, যথা—চিন্তা আন্তরিক শক্তি শ্রদ্ধা এবং পূর্ণ ও ঐকান্তিক সহিত যাহার উপর নিবদ্ধ হয়, আমাদের আন্তরিক সন্তাসত্ত তাহা পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা হয়, ইত্যাদি । কিন্তু সমস্ত জীবন মনে না করিয়া কেবল মৃত্যুকালে মনে করিলে, অথবা আমাদের সমস্ত জীবন ধরিয়া যথেষ্ট ভাবে প্রস্তুত না হইলে শুধু মৃত্যুকালে অনুস্মরণ আমাদের এইরূপ উদ্ধার করিতে পারে না । (লৌকিক ধর্ম



সকল মুক্তিসাধের যে সব সহজ পথ দেখাইয়া চলে, তাহাদের সহিত গীতার শিক্ষার সাদৃশ্য নাই...অতএব সকল সময়ে আমাকে স্মরণ কর, এবং যুদ্ধ কর, কারণ যদি তোমার মন ও বুদ্ধি, সকল সময়ে আমাতে নিবদ্ধ রাখিতে পার এবং আমাকে অর্পণ করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তুমি আমাতেই আসিবে, কারণ সর্বদা যোগ অভ্যাসের দ্বারা অনন্তচিত্ত হইয়া তাঁহাকে ভাবিতে ভাবিতে লোক দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। এখানে আমরা পরম পুরুষের প্রথম বর্ণনা পাইতেছি—ইনি ভগবান, ইনি অক্ষর অপেক্ষাও বৃহত্তর ও মহত্তর, গীতা পরে ইহাকেই পুরুষোত্তম নাম দিয়াছে।

**মহানামব্রত :** সর্বদা আমার ভাবে থাক, স্মরণ করিতে করিতে সংসার যুদ্ধ কর। গৃহীত ইব কেশেযু মৃত্যুনা ধর্ম্যমাচরেৎ।

**ভূপেন্দ্রনাথ :** চির জীবন ফাঁকি দিয়া আসন্নকালে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তুমি পার হইয়া যাইবে তাহা ভাবিও না, যদি না পূর্ব পূর্ব জন্মের খুব বেশী পুণ্য থাকে।... পূর্বব্রত কর্ম্ম সমূহের সংস্কার নষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর, যুদ্ধ কর।... অর্জুনের কত্রিয় ; কত্রিয় ভাবাপন্ন সাধকের স্বধর্ম্মই যুদ্ধ, অর্থাৎ প্রাণপণে সাধনাভ্যাস। আত্মসমর্পণ চাই। “আমি আমার” জয় করিতে। ...মুণ্ডক উপনিষদের শর সন্ধানের বর্ণনা। তদ্ভাব গঠন = লক্ষ্য স্বরূপ অক্ষর পুরুষকেই বেদব্যবলিয়া জানিবে।

( ৮ ) কিন্তু অভ্যাস চাই, তবেই—

৮। অভ্যাস যোগ যুক্তেন চেতসা নান্য়গামিনা

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ।৮।

পদচ্ছেদ । অভ্যাস-যোগ-যুক্তেন চেতসা ন-অন্য-গামিনা, পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থ'-অনুচিন্তয়ন্ ।

অল্পস্ব । পার্থ', অভ্যাসযোগযুক্তেন নান্য়গামিনা চেতসা, অনুচিন্তয়ন্ পরমং দিব্যম্ পুরুষম্ যাতি । ( চেতসানৈন্যগামিনা, পাঠান্তর ) ।

কঠিন শব্দ । অভ্যাস যোগ যুক্ত = অভ্যাসরূপ সাধনায় যুক্ত ; “বিজ্ঞাতীয় প্রত্যয়ের দ্বারা অনন্তুরিত ( বিচ্ছেদহীন ) যে মদবিষয়ক অর্থাৎ জৈশ্বর বিষয়ক সজ্ঞাতীয় ( একজ্ঞাতীয় ) প্রত্যয় প্রবাহ অর্থাৎ জ্ঞানধারা = অভ্যাস ( বর্ষ্ঠ অধ্যায় ) ; ঐ অভ্যাসরূপ যে যোগ বা সমাধি, তাহাতে ব্যাপ্ত । অর্থাৎ আত্মাকারী বৃত্তি ছাড়া অন্তরকম যে সব বৃত্তি আছে তাহা বিরহিত” ( মধুসূদন ) । with constant practice of Yoga ( ভক্তিপ্রদীপ ) নান্য় গামিনা = অন্যদিকে গতিহীন ; “যাহা অভ্যাসের পটুতা নিবন্ধন, নিরোধ বিষয়ে প্রযত্ন না করিলেও যাহা স্বভাবতঃই আর কোন বিষয়ান্তরে যায় না”, ( মধুসূদন ) । পরমম্ দিব্যম্ = প্রকাশময় মহান্ পুরুষকে ; “নিরতিশয় স্বয়ম্ প্রকাশ আদিত্য-মণ্ডলাবস্থিত যে পুরুষ, অর্থাৎ পূর্ণ স্বরূপ তত্ত্ব” ( মধুসূদন ) । The Supreme Lord with all His



splendour ( ভক্তিপ্রদীপ ) । অনুচিন্তয়ন্ = নিরন্তর চিন্তা করিতে থাকিলে,। পরম পুরুষ = “অন্তর্য়ামী অধিষ্ঠ পুরুষ” ।

অনুবাদ : হে পার্থ, অভ্যাসরূপ সাধনায় যুক্ত ও অশুদ্ধিকে গতিহীন চিন্তের দ্বারা, আমাকে নিরন্তর চিন্তা করিতে থাকিলে, সেই অভ্যাসকারী, প্রকাশময় মহান পুরুষকে, ( অর্থাৎ আমাকে ) প্রাপ্ত হয় । ( স্মরণ মননের পরের ধাপ অভ্যাস বা নিদিধ্যাসন ) । ( অভ্যাস না থাকিলে, মৃত্যুকালের বিবশতায়, সেই তমসার পারে অবস্থিত পরমপুরুষকে, স্মরণ হয় না ) । ( পুরুষোত্তমই পরম পুরুষ ) ( নিরন্তর অভ্যাসেই দ্বারাই বহু স্মরণে থাকে ) । প্রথমে আনা হইয়াছে নিগূর্ণ ভাবের অনুচিন্তন, যথা ওঁকারের অনুচিন্তন ।

শঙ্কর : অভ্যাস = বিজাতীয় প্রতীতির ব্যবধান রহিত, তুল্য প্রত্যয়ের আবৃত্তি । ... আকাশস্থ সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত পুরুষকে পায় ।

শ্রীশ্রী : নিরন্তর স্মরণের অভ্যাসই অন্তরঙ্গ সাধন । অভ্যাস = একই প্রকারের বিশ্বাসের প্রবাহ । যোগ = উপায় । যুক্ত = একাগ্র । ছোতনশীল পরমপুরুষ ইত্যাদি ।

স্বামানুজ : ভরত ও মৃগশাবক । ঐশ্বর্য্যের বিশেষতায় আমার সমরূপ বিশিষ্ট ।

নীলকণ্ঠ : অভ্যাস = বিরাট, সূত্রাত্মা ও অন্তর্য়ামীতে মন স্থির করিবার জন্ত যত্ন, চিত্ত স্থৈর্য্যের জন্ত যত্নের মাম অভ্যাস ( পাণ্ডুল্লব যোগসূত্র ১।১২ ) দিব্য = সৃষ্টি আদি ক্রীড়া যুক্ত ( মোক্ষ )

( ৮৯ )

৮—৭৫

Radhakrishnan. It is not death-bed repentance that will save us, but constant practice and unwavering dedication to the Supreme.

মহানামভত : অনন্তগামী চিত্তদ্বারা অনুচিন্তন করতঃ সেই পরম পুরুষকে পাওয়া যায়

ভূপেন্দ্রনাথ : চিত্তকে সাধনদ্বারা একাগ্র ও অনন্তগামী করিবে। চিত্তে সজ্জাতীয় প্রত্যয়ের দ্বারা প্রবাহিত করিবার যে পুনঃ পুনঃ প্রয়াস, তাহার নাম অভ্যাস। মৌখিক বেদান্তাদির আলোচনাই ব্রহ্মবিচার নহে, ব্রহ্মসত্তার অবস্থানের প্রযত্ন ব্রহ্মবিচার বা ব্রহ্মে বিচরণ। (পৌরুষ প্রযত্ন চাই “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য, ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যালিঙ্গাৎ ইত্যাদি (মুণ্ডক ৩,৪

মধুসূদন : পরমম্ দিবাম্ = নিরতিশয় জ্যোতনাত্মা অর্থাৎ স্বয়ম্ প্রকাশ আদিত্যমণ্ডলাবস্থিত যে পুরুষ, অর্থাৎ পূর্ণ স্বরূপ তত্ত্ব।

Telang, He who thinks of the Supreme divine Being, with a mind not running to the objects and possessed of abstraction in the shape of continuous meditation about the Supreme, goes to him.



(৯) যাহাকে স্মরণ করিতে হইবে

সেই পুরুষ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

৯। কবিং পুরাণমনুশাসিতার মণোরণীয়াংসমনুস্মরেতঃ

সর্বশ্চ ধাতারমচিন্ত্যরূপ মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

পদচ্ছেদ : কবিং পুরাণম্ অনুশাসিতারম্ অণে  
অণীয়াংসম্ অনুস্মরেৎ যঃ সর্বশ্চ ধাতারম্ অচিন্ত্যরূপম্ আদিত্য  
বর্ণম্ তমসঃ পরস্তাৎ ।

অর্থঃ । যঃ কবিং পুরাণম্ অনুশাসিতারম্ অণে  
অণীয়াংসম্ সর্বশ্চ ধাতারম্ অচিন্ত্যরূপম্ আদিত্যবর্ণম্ তমসঃ  
পরস্তাৎ অনুস্মরেৎ ।

কঠিন শব্দ : কবি = সর্বজ্ঞ । পুরাণং = প্রাচীন বি  
চিরকাল একভাবে বর্তমান, চিরন্তন । অনুশাসিতারম্ = সর্বনিয়ম  
All controlling Principle ( ভক্তি প্রদীপ ) অণোঃ অণীয়া  
সম্ = অণু, অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম । সর্বশ্চ ধাতারম্ = সর্ব  
ধারণক, কর্মফলদাতা, বিধান কর্তা । অচিন্ত্য রূপম্ = চিন্তাতী  
তম বুদ্ধির অগোচর । আদিত্যরূপম্ = মহান্জ্যোতির্ময়, সূর্য্যর  
শব্দপ্রকাশ, ও সব কিছু প্রকাশ করিতেছেন । তমসঃ পরস্তাৎ  
যিনি প্রকৃতির অতীত, বা যিনি গুণাতীত চিদরূপ ; মায়া  
অবিষ্টারূপী অন্ধকারের পরপারে অবস্থিত । ( ভগবান চমৎক  
ভাবে উত্তর দিলেন, যাহা কোন সাম্প্রদায়িকতায়, কোন বি  
ক্ষেত্রে বা আশ্রয়ে সীমাবদ্ধ হয় নাই ; অতি উচ্চ, কাব্য  
abstract তত্ত্ব ) ।

( ৮৯ )

৮—৭৭

অনুবাদ : যিনি সর্ববৃক্ষ, চিরকাল একভাবে বর্তমান, সর্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, সর্বধারক, বিধান কর্তা, মন বুদ্ধির অগোচর, মহান্ জ্যোতির্ময় সূর্যের মত স্ব-প্রকাশ ও সব কিছু প্রকাশ করিতেছেন, যিনি প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ মায়া বা অবিভ্যাক্রপী অন্ধকারের পরপারে অবস্থিত—সেই তাঁহাকে যে চিন্তা করিবে । ( পরের শ্লোক ইহার সহিত পড়িলে ভাল হয় ) । ( কেন ২১২০, শ্বে উ ৩৫,২০ ১৮ ; শ্বে ৩৮,৯ , যু ২১২৬, মহাভা ৫৪৫১২০ ছা, ৭১২৬১২ )

ভগবানের অচিন্তা স্বরূপের বার্থ উপলব্ধি মন বুদ্ধির দ্বারা হইতে পারে না, কিন্তু তাঁহার অলৌকিক লক্ষণ গুলির স্মরণ ও মনস তো হইতে পারে ।

মধুসূদন : কবি = ক্রান্তদর্শী, অতীত বিষয়ের জ্ঞানশালী, সর্ববৃক্ষ । পুরাণ = সকলেরই কারণ বলিয়া তিনি অনাদি ।... অণু হইতেও অণুতর, অর্থাৎ সূক্ষ্ম আকাশাদি পদার্থ হইতেও সূক্ষ্ম, ( কেন না তিনি ইহাদেরও উপাধান ।—নিখিল বিশ্বের অবভাসক—এইরূপ পুরুষকে যে চিন্তা করে....

শঙ্কর : বিচিত্র রূপে বিভাগ করিয়া সকল প্রাণীর কর্মফল দেন । ..ঐহার স্বরূপ সর্বদা নিয়ম ও বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, চিন্তন অসম্ভব ।

শ্রীশঙ্কর : আকাশ, কাল, দিক, হইতেও অধিক সূক্ষ্মতর । প্রকৃতির পরস্তাৎ = অতীত হইয়াও বর্তমান । প্রকৃতি অতীত মহাপুরুষকে জানি ।



রামানুজ । অচিন্ত্যরূপ = সব হইতে ভিন্ন, বিলক  
স্বরূপ যুক্ত ।

কৃষ্ণগানন্দ । চিন্তা দ্বারা ভগবানের রূপ সাক্ষাৎ করা যায় না, কেননা চিন্তা-কালে পার্থক্য বুদ্ধি থাকে, ভেদভাব অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে আপনাকে পৃথক কল্পনা করাই “অবিজ্ঞা” অভিন্নভাবে আত্মসংস্থ হইলে তিনি প্রকাশিত হন ।

চৈতন্যমল্লিক । খাতা = পালক, রক্ষাকর্ত্তা ।

ভূপেন্দ্রনাথ । যং মনসা ন মনুতে ।... অব্যক্ত পূর্ণত্ব  
স্বরূপ পরমাত্মা ক্রিয়ার পর অবস্থায়, তাঁহাকে তেজো বিন্দুরূপে  
দেখা যায়, সাধক সেই তেজোরূপকে দেখিতে দেখিতে পূর্ণত্ব  
স্বরূপ হইয়া যায় ।

মধুসূদন । সেই অনুচিন্তিতব্য পুরুষ, তিনি ক্রান্ত্যর্থ  
( অতীত বিষয়ের জ্ঞানশালী, চিরন্তন, নিখিল জগতকে নিয়ন্ত্রণ  
সূক্ষ্ম আকাশাদি পদার্থ হইতেও সূক্ষ্ম কেন না তিনি ইহাদের  
উপাদান, সকলের খাতা অর্থাৎ প্রাণিগণের অশেষ প্রকারে  
কর্ম্মের ফল বিচিত্ররূপে তাহাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দি  
থাকেন । অচিন্ত্যরূপে = অপরিমিত মহিমা বলিয়া বাহা চি  
করিতে পারা যায় না । এতাদৃশরূপ বাহার । আদিত্যবর্ণ  
আদিত্যের বর্ণ যেমন জগৎ প্রকাশক, ...তিনি নিখিল বি  
অবভাসক ; আর এই কারণেই তমসঃ পরস্তাৎ’ অর্থাৎ অজ্ঞান  
মোহান্ধকারের বাহিরে ;

Tetang. আদিত্যবর্ণঃ তমসঃ পরস্তাৎ = whole brilliant

is like that of the sun and who is beyond all darkness.

মাতলাল : প্রাণ উদ্বোধনে উত্তোলিত হইলে, দিব্য পরম পুরুষকে সন্দর্শন করা যায়, এবং ইহাই প্রায় কালে করিতে হইবে। সারা জীবনের অভ্যাস যোগেই ইহা সম্ভব পর।....মনের প্রভাবে প্রাণ আচ্ছন্ন।

(১০) ইহা পূর্ব শ্লোকের সহিত পঠিতব্য—

১০। প্রাণকালে মনসাহচলেন ভক্ত্যামুক্তো যোগ বলেন চৈব  
 ভ্রুবামধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক সত্যং পরং পুরুষ মুপৈতি  
 দিব্যম্।১০।

পদচ্ছেদ : প্রাণ-কালে মনসা অচলেন ভক্ত্যামুক্তঃ  
 যোগ বলেন চ এব ভ্রুবোঃ মধ্যে প্রাণম্ আবেশ্য সম্যক্ সঃ তম্  
 পরম্ পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্।

অন্তর : সঃ ভক্ত্যামুক্তঃ প্রাণকালে যোগবলেন ভ্রুবোঃ  
 মধ্যে প্রাণম্ সম্যক্ আবেশ্য চ অচলেন মনসা (স্মরণ) তম্  
 দিব্যম্ পরম্ পুরুষম্ এব উপৈতি।

কঠিন শব্দ : যোগ বলেন = সমাহিত হইবার শক্তি যুক্ত  
 হইয়া। ভ্রুবোঃ = আচ্ছা চক্রে। প্রাণ, ইহার অর্থ, জীবন, বা পঞ্চ  
 প্রাণ বা মুখা প্রাণ, বা ইন্দ্রিয়, এখানে খাটিবে না; আচ্ছাচক্রে  
 ইহাদের উত্তোলন—ইহাতে কোন সম্ভতি পূর্ণ অর্থ আসে না।  
 যোগশক্তি লিখিলে কি রূপ যোগশক্তি, তাহা অস্পষ্ট থাকিয়া  
 যায়। এই সব কারণে আমরা প্রাণ অর্থে স্মৃতি শক্তি দিলাম



৮—৮০

( ৮১১০ )

( কেন দিলাম তাহা পরে ব্যাখ্যায় বলিয়াছি ) । আমরা সকলো জানি, স্মৃতি শক্তি উদ্ভুদ্ধ না করা হইলে, চাপা বা কুণ্ডলিত হইবে অনেক কিছুর নীচে পড়িয়া থাকে । এই স্মৃতির বা ভগবৎ স্মৃতি জাগরণ কি যোগের বা তন্ত্রের কুণ্ডলিনী-জাগরণ? শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে প্রচলিত নানা সাধনার কিছু না কিছু বর্ণনা বা ইঙ্গিত, সংস্কারি ভাবে দিয়াছেন । আমাদের মনে হয় তিনি এখানে আজ্ঞা চক্রে কুণ্ডলিনী উত্তোলন নামক সাধনার ইঙ্গিত দিলেন । আমাদের মোটা বুদ্ধি অনুসারে আমরা এখানে “অবোমধ্যে প্রাণমাবেশ” ইহার অর্থ ‘ভগবৎ স্মৃতিশক্তিকে জাগাইয়া তোলা’ দিলাম, এ কেন দিলাম, ও ক্রমধোয় সহিত ইহার কি সম্বন্ধ, পরে তাহার ব্যাখ্যা দিলাম ।

**অনুবাদ :** মৃত্যুকালে, ভক্তিয়ুক্ত স্থিরমনা হইয়া, অকপটগভীর চিন্তারূপ ) যোগবলের দ্বারা, চাপাপড়া স্মৃতিকে তুলিয়া আজ্ঞা চক্রে সম্যক রূপে স্থাপিত করিয়া, সে ( সেই ক্রিয়াকারী ) অলৌকিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয় ।

উপনিষদে আছে এরূপ ভাবের শ্লোক, যথা বেদাহমেতৎ পুরুষং মহান্তুং আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ, তমেব বিদিত্ব অতি মৃত্বা মেতি, নাশশ্চ বিজ্ঞাতে অয়নায় ।

ক্রমধা-বিন্দুতে প্রাণকে রাখা, ইহার নানা অর্থ নানা লেখা দিয়াছেন ; পড়িলেই দৃষ্ট হইবে যে মনে কোনটাই লাগে না অধ্যায়ের প্রধান কথা স্মরণ ইহা যেন মনে থাকে । আমাদের দোষ কয়েক প্রকারের প্রাণ শক্তি, potential বা কুণ্ডলিত অবস্থা

থাকে, যথা, যে শক্তি পেশী সমূহে বর্তমান, যে শক্তি স্মৃতিতে বর্তমান, ইত্যাদি। এ গুলি স্মৃতি থাকে, উদ্ভূত হইলে কাজ করে। ভগবৎ-স্মরণ করিবার শক্তিও potential প্রাণ শক্তি। গৌরবে স্মৃতিশক্তিকে প্রাণ বেশ বলা চলে, কারণ সে অতি প্রিয় শক্তি। যে ভাগাহীন স্মৃতিশক্তি-বঞ্চিত, জীবনে সে মৃত। আমাদের অন্য প্রশ্ন ছিল, কোন্ সে শক্তি তাঁহাকে উদ্ভূত করিয়া ক্রমধাবিন্দুতে আনা যায়, স্মৃতি শক্তিকে সেই শক্তি লইলে, তাহাও ব্যাখ্যাত হয়। ইহা সকলেই দেখিয়াছেন কোন জিনিষকে তীব্রভাবে স্মরণ করিবার সময়, বা ভাল করিয়া কোন জিনিষে প্রবেশ করিবার সময়, আমরা আপনা আপনি ক্রকুঞ্চিত করি। তোতাপুরীর উপদেষ্ট, নিবিশেষ ব্রহ্মার চিন্তায় পরমহংস দেবের গন যখন বসিতেছিল না, তখন নোতা পুরী পরমহংস দেবের ক্রমধাবিন্দুতে একটুকরা কাঁচ ফুটাইয়া দিয়া বলিলেন, এইখানে চিন্তা কর। প্রায়ান কালেরও সহিত স্মৃতির সম্বন্ধ আছে; শোনা যায় সেই সময়ে অভীতের সকল ঘটনা দ্রুতবেগে মনে ফুটিয়া উঠে। ঈশোপনিষদের শেষের দিকে আমরাই ইহার কিছু ইঙ্গিতও পাই। দেখা গেল, এখানে প্রাণ অর্থে স্মৃতি বেশ খাটে; আরও ভাল ভাবে খাটে, যদি এই স্মৃতি, তাহার একটু ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। এ অধ্যায় ভগবৎ স্মরণের অধ্যায়; এখানে, সেই কৃত্র প্রাণ অর্থে, ভগবৎ স্মরণ বিষয়ক স্মৃতি লইলে আরও সুসঙ্গত হয়। আর, প্রায়ান কালে উপযোগিতা তো সেইরূপ স্মৃতিরই। কি রূপ যে স্মৃতি হইবে, পূর্বের শ্লোকে আশ্রয় তাহারও বর্ণনা পাই। গীতার



প্রহেলিকায় মীমাংসা, গীতা নিজেই করিয়া দেন, আর তাহা করিয়া দেন, কাছাকাছি শ্লোকে ; ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি এই ব্যাখ্যা হইতে কুণ্ডলিনী শক্তি বিষয়ক অনেক কথা আন যায়। প্রথমতঃ, স্মৃতি শক্তি, একটি অব্যক্ত, একটি কুণ্ডলিত শক্তি বাহাকে জাগাইতে হয়। দ্বিতীয়, আমাদের সকলের মনে ভগবৎ কথা কিছু না কিছু থাকে, জ্যৈষ্ঠ দৈবিক ও মানসিক, তামসিক ও রাজসিক, সহস্র সহস্র ব্যাপারের নীচে ঐ চিন্তা থাকে, সাধারণ জাগতিক জীবনে গ্রাসিত হইয়া তাহাকে স্মরণ পথে আনে না ; ইহাই কুণ্ডলিনী ক্রিয়ায় ভাষায় ঐ স্মৃতি, কুণ্ডলীকৃত নাগিনীর মত সর্ব নিম্ন চক্র মূলাধারে নিদ্রিত থাকে। ঐ স্মৃতিকে সকলের উপরে তুলিতে বিশেষ প্রয়াণ কালে। কুণ্ডলিনী ভাষায়, ইহাকেই বলা হইয়াছে সূপ্ত নাগিনীকে জাগাইয়া, মূলাধার হইতে উপরে তুলিতে হইবে স্বাধিষ্ঠান ও গণিপুর চক্র ভেদ করাইতে হইবে। আমাদের শরীরের নিম্নার্দ্ধ, পুরীষ, মূত্র ও প্রজননাদি দৈহিক ব্যাপার সমূহে সহিত সংযুক্ত ; ঐ সকল দৈহিক ব্যাপারের স্মৃতির উপর ভগবৎ স্মৃতিকে তুলিতে হইবে। ইহাকেই ঐ ভাষায় বলা হয় ব্রহ্মা গ্রহী ভেদ করা। তাহার পর আরও তুলিতে হইবে, মানসিক স্মৃতি সমূহের উপরে ; অর্থাৎ অনাহত ও বিশুদ্ধাখ্য চক্র ভেদ করাইতে হইবে। ইহাকেই বলা হয়, বিষ্ণু গ্রন্থিভেদ। এই ভগবৎ স্মৃতিতে রাখিতে হইবে যেখানে বোধি আছে, বাহাকে আত্মা চক্রের ক্রমধ্য-বিন্দু বলে। ইহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, ভগবানের কোন

মূর্তির ধ্যানে থাকা, দিব্য পুরুষের ধ্যানে থাকা। ইহার উপরে উঠা যায়, সহস্রার চক্রে, যেখানে সেই স্মৃতি, ভগবানে বিলুপ্ত হইয়া যায়, যেখানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান সব এক হইয়া যায় ; ইহাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। উহাই বিচার দৃষ্টিতে সর্ববোচ ব্যাপার। কিন্তু প্রয়াণ-কালে, মনে শূণ্য আনা কিছু নয় ; মন ভরপুর রাখা দরকার দিব্য পুরুষের জ্ঞানে। এই ভগবৎ চিন্তায় নিজের মনকে ক্রমে ক্রমে আনিয়া রাখার জগৎ নেতি ধৌতি ইত্যাদির প্রয়োজন নাই, বাহ্য মৃত্যুপথ যাত্রীর পক্ষে করা অসম্ভব। শুধু চাই, সকল চিন্তার উপর ভগবৎ চিন্তাকে আনা ও তাহাতে নিমগ্ন থাকা।

আমাদের এ ব্যাখ্যায় সকল দিক রাখা হইয়াছে, অথচ সরলও হইয়াছে এবং অসঙ্গতি কোথাও আসে নাই। মূখ্য আমরা, ভুল ভ্রান্তি সুখী জনেরা যেন ক্ষমা করেন।

মধুমূদনঃ যোগবলেন চৈব ইত্যাদি = সমাধিপ্রভাবে ব্যুত্থানকালী সংস্কারের বিরোধী যে সমাধিযুক্ত সংস্কার। তদযুক্ত হইয়া ( এইরূপ প্রাণকে প্রথমে হৃদয় পুণ্ডরীকে বশীকৃত করিয়া, তাহার পর উর্দ্ধগামিনী সুষুম্নানামক নাড়ীর মধ্য দিয়া, গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট মার্গ অনুসারে, ক্রমে অগ্রিম ভূমিগুলি জয় করিতে থাকিয়া, অদ্বয়ে মধ্যে অর্থাৎ আত্মা চক্রে প্রাণকে স্থাপিত করিয়া, সকল রকম অনবধানতা বিহীন হইয়া এই জাতীয় উপাসক ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া উৎক্রান্ত হইয়া ছোতনান্ন পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হলো।



রামানুজ ! যোগবলের দ্বারা দৃঢ় সংস্কার যুক্ত হওয়া  
জন্ম, অচল চিন্তে....তঁাহকে পায়, অর্থাৎ তঁাহার ভাব পায়,  
অর্থাৎ সমান ঐশ্বর্যশালী হয়

শঙ্কর ! যোগবল = সমাধিজনিত সংস্কার সংগ্রহ হইতে  
উৎপন্ন চিন্তা স্থিরতা ।....প্রথমে হৃদয়কমলে চিন্তা স্থির করিয়া, পরে  
উপর দিকে গিয়াছে এইরূপ নাড়ী দ্বারা চিন্তার প্রত্যেক ভূমি  
ক্রমে ক্রমে জয় করিতে থাকিয়া, অমধ্যে প্রাণকে ইত্যাদি । সেই  
কবি পুরাণম্ ইত্যাদি লক্ষণশীল চেতনাত্মক, পরম পুরুষকে পায় ।

শ্রীশঙ্কর ! যিনি প্রপঞ্চের সহিত প্রকৃতিকে ভেদ করিয়া  
অবস্থান করেন । মনের নিশ্চলতা বিষয়ের লক্ষণ—যোগবলে  
স্বপ্নমার্গে অদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে আদেশ করেন । দিব্যম্ =  
ছোতনাত্মক ।

ব্যোমভাস্কর ! মনসা চলেন = একাগ্র মনে ।...দেহভাগ  
ঘটিলে ঐ মানুষ দিব্য অবস্থা পায় ।

Dr. S. N. Das Gupta (p. 44), It is difficult  
to say what is exactly meant by taking the প্রাণ  
on to the head or between the eye brows. There  
seems to have been a belief in the অথর্ব শিরস  
উপনিষদ and also in the অথর্ব শিখা উপনিষদ that the  
প্রাণ can be driven upwards.

ভূপেন্দ্রনাথ ! বাদরায়ণ বেদান্ত সূত্রে বলিয়াছেন যে  
জীবের মরণ কাল উপস্থিত হইলে জীবের সমুদয়ই ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও

প্রাণ বৃদ্ধি সূক্ষ্ম দেহে সপিণ্ডিত হয়।...জীব ও সূক্ষ্ম শরীর লইয়া পরলোকে যায়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সূক্ষ্ম শরীর নষ্ট হইয়া যায় না, ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হয়, যেমন নারদাদির। ( কয়েক পৃষ্ঠা ব্রহ্মলোকে থাকা ইত্যাদির আলোচনা আছে, আমরা পূর্বের দিয়াছি। যোগে দেহত্যাগের ও বর্ণনা আছে। যথা ভীষ্মের, জীবাত্মাকে পরমাত্মায় আবিষ্ট করিয়া প্রাণরুদ্ধ করিয়া মহা প্রয়াণ করিলেন )।...কুণ্ডলিনী শক্তি সদা বাহার জাগ্রত, তিনি যোগে দেহত্যাগ করিতে সমর্থ। যা দেবী বায়বী শক্তিঃ....

**বিশেষকানন্দ :** যোগিগণের মতে মেরু দণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিজলা নামক দুইটি স্নায়বীয় শক্তি প্রবাহ ও মেরুদণ্ডস্থ মজ্জার মধ্যে সুষুম্না নামে একটি শূণ্য নালী আছে। এই শূণ্য নালীর নিম্ন প্রান্তে কুণ্ডলিনীর আধারভূত পদ্ম অবস্থিত।... যোগীদিগের রূপক ভাষায় ঐ স্থানে কুণ্ডলিনী শক্তি কুণ্ডলাকৃতি হইয়া বিবাজমান; যখন এই কুণ্ডলিনী জাগরিতা হন, তখন তিনি এই শূণ্য নালীর মধ্য দিয়া পথ করিয়া উঠিবার চেষ্টা করেন, আর যতই তিনি এক এক সোপান উপরে উঠিতে থাকেন, ততই মনের স্তরের পর স্তর যেন খুলিয়া যাইতে থাকে, আর সেই যোগীর নানারূপ অলৌকিক দৃশ্য দর্শন ও অদ্ভুত শক্তি লাভ হইতে থাকে। যখন সেই কুণ্ডলিনী মস্তিষ্কে উপনীত হন, তখন যোগী সম্পূর্ণরূপে শরীর ও মন হইতে পৃথক হইয়া যান, এবং তাঁহার আত্মা আপন মুক্তভাব উপলব্ধি করেন।...কুণ্ডলিনী চৈতন্য করাই তত্ত্বজ্ঞান, জ্ঞানাতীত অনুভূতি ও আত্মানুভূতির এক



মাত্র উপায়, কুণ্ডলিনীকে চৈতন্য করিবার অনেক উপায় আছে, কাহারও কেবল মাত্র ভগবৎ প্রেণ বলে কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হয়। কাহারও বা সিদ্ধ মহাপুরুষগণের কৃপায় উহা ঘটয়া থাকে, কাহারও বা সূক্ষ্ম জ্ঞান বিচার দ্বারা কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হইয়া থাকে।...স্বযুম্মাকে উন্মুক্ত করাই যোগীর একমাত্র উদ্দেশ্য।... শক্তিবহুল কেন্দ্রগুলি, যোগীদিগের মতে তাহারা স্বযুম্মার মধ্যেই অবস্থিত।....( ইহাদিগকে পদ্ম, বা চক্রও বলে। উহাদের মধ্যে সকলের নিম্নদেশস্থটি স্বযুম্মার নব্বই নিম্ন ভাগে অবস্থিত উহার নাম ( ১ম ) মূলধার, তৎপরে ( ২য় ) স্নাধিষ্ঠান, পরে ( ৩য় ) মণিপুর ( ইহা নাভিস্থানে ), ( ৪র্থ ) অনাহত ( ইহা হৃদয়ে ) ( ৫ম ) বিশুদ্ধ ( ইহা কণ্ঠে ), ( ৬ষ্ঠ ) মাজ্জা ( ইহা ক্রমধ্যে ), সর্বশেষে ( ৭ম ) মস্তিস্কস্থ সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম।

( ইহার সহিত, মুখ আমরা, দুই একটি কথা যোগ দিলাম।— বহু বিষয় এই চক্র গুলির সহিত সম্বন্ধিত ) আনাদের ভিতর self যেন lower self ও higher self ভাবে আছে। নিম্নদেশ হইতে মণিপুর চক্র বা নাভিদেশ পর্য্যন্ত যেন lower self। এই প্রদেশে পরিপাক, মলমূত্র ত্যাগ, প্রজনন ইত্যাদি ক্রিয়া হয়। এই তিন চক্র ভেদ করাকেই বোধ হয় ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করা বলা হয়—ব্রহ্মার সহিত ইহারা যেন সম্বন্ধিত, প্রজনন ইত্যাদি প্রাপ্তির কাজ। এই ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করার অর্থ lower self কে আয়ত্তে আনা। পঞ্চভূতের ক্ষিতি, অপ এবং অন্নময় কোশ ও প্রাণবয় কোশ যেন ইহাদের সহিত সম্বন্ধিত। অনাহত

চক্র ভেদ করা, যেন বিষ্ণু গ্রন্থি ভেদ করা। ইহার সহিত তেজ ও মনোময় কোশ সম্বন্ধিত। বিশুদ্ধ চক্রের সহিত যেন মরুৎ সম্বন্ধিত এবং আত্মা চক্রের সহিত যেন বিজ্ঞানময় কোশ, ও আনন্দ ময় কোশ ও ব্যোম সম্বন্ধিত। এই রকম আরও অনেক সম্বন্ধ দেখাইতে পার যায়। পূর্বের কিছু বলিয়াছি। আত্মা চক্র ভেদ করা যেন রুদ্র গ্রন্থি ভেদ করা। সহস্রারে যাইবার পথ খুলিয়া যায়।

(১১) ঔকার সাধনা, মূল্যবান সাধনা,—তত্ত্ব বাচক প্রণব ; ইহা সকল বীজমন্ত্রের মূল।

১১। যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি, বিশন্তি যদ্ব্যতয়ো বীতরাগঃ

যদিচ্ছন্তা ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে। ১১।

পদচ্ছেদ : যৎ অক্ষরম্ বেদ বিদঃ বদন্তি, বিশন্তি যৎ যতয়ঃ বীতরাগঃ যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যম্ চরন্তি তত্তে পদম্ সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে।

অন্তর্য্য : বেদবিদঃ যৎ অক্ষরম্ বদন্তি বীতরাগঃ যতয়ঃ যৎ বিশন্তি যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যম্ চরন্তি তৎ পদম্ তে সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে।

কঠিন শব্দ। অক্ষর = অপরিবর্তনশীল অবিনাশী বাহা, অথবা বাহা ঔকার (ব্রহ্মের বাচক ও প্রণব)। বিশন্তি = প্রবেশ করেন, অর্থাৎ সমাহিত হন। সংগ্রহেণ = সংক্ষেপে। (ঔকারের মহিমা যোগসূত্র, বহু উপনিষদে, ব্রহ্ম সূত্র, ইত্যাদি বহু গ্রন্থে বিশদ ভাবে কথিত হইয়াছে। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষাংশ



ব্রহ্মবা। “In the beginning there was Word, and the Word was God”, Bible-এর এই উক্তি ও অনাহত ধ্বনি ওঁ যাহা তত্ত্ববাচক প্রণব—ইহারা বোধ হয় একার্থক।

অনুবাদ : বেদজ্ঞগণ যীহাকে অপরিবর্তনশীল অবিনাশী বলেন ( বা অক্ষর ওঁ কার বলেন ) নিঃস্পৃহ সন্ন্যাসীগণ যীহাতে সমাহিত হন, যীহাকে জানিবার বা পাইবার ইচ্ছায় সাধকগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে বিচরণ করেন ( নানাবিধ কুচু সাধন করেন ), সেই পরম পদ বা পরমস্বরূপের বিষয় তোমাকে সংক্ষেপে বলিব।

“সর্ববেদা যৎ পদমামনন্তি”—কঠ । পরম পদ অর্থাৎ পরমস্বরূপ :—তৎ বিষ্ণো পরমম্ পদং । এই শ্লোকের পূর্ববর্ত্ত অর্থতঃ ও শেষাৰ্দ্ধশব্দশঃ, কঠ ২।৯৫ )

মধুসূদন : বেদবিদঃ বদন্তি—যথা, গার্গি, এই সেই অক্ষর যাহাকে ব্রহ্মবিদগণ অনুল অতনু বলেন ( বৃঃ উ ৩।৮।৮ ) ইত্যাদি । ব্রহ্মচর্য্যম্ চরন্তি = গুরুকূলে বাস ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি তপস্তা যাবজ্জীবন অবলম্বন করিয়া থাকেন । তৎপদম্ = অক্ষর নামক পদনীয় ( প্রাপ্য ) তত্ত্ব ।.... এ স্থলে অক্ষর এই শব্দটিকে ব্রহ্মের বাচকরূপে অথবা প্রতিমাদি যেমন বিষ্ণু আদি দেবতার প্রতীক সেইরূপ প্রতীক উপাসনা করিবার বিষয় বিধান করাই ভগবান অভিপ্রেত করিয়াছেন । এই কারণে এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত যোগ ও ধারণার সহিত ওঙ্কারের উপাসনা, ফল, ফল প্রাপ্তির মার্গ ইত্যাদি কথিত হইয়াছে । প্রশ্নোপনিষদে ওঙ্কারের ব্রহ্মের প্রতীকরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে

ওঁকারকে সন্তুণ ব্রহ্মের প্রতীক ভাবিয়া উপাসনা করিলে  
ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি পর্যন্ত ফল হইয়া থাকে।

শঙ্করঃ পিপ্পলাদ সত্যকামের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন  
'ওঁকারই পরব্রহ্ম ও অপব্রহ্ম। একাক্ষর ওম্, কঠ, ১।২।১৪-  
১৫। ওঁকার সাধন পরের শ্লোকে।

রামানুজঃ পদ = পত্নতে গম্যতে অনেন ইতি।

শ্রীধরঃ প্রণবের অভ্যাসকে অন্তরঙ্গ করা হইতেছে।

Krishna Prem describes the Stages of the  
Path, taking that from the Kathopanishad

বশিষ্ঠগীতাঃ সর্ববেদা যৎ পদমামনন্তি, তপাংসি  
সর্বানি চ যদ্ বদন্তি যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যম্ চরন্তি, তৎতে পদং  
সংগ্রহেণ ব্রবীম্যেমিত্যেতৎ।

Bhandarkar (from Modi). These verses 4  
to 15 are very important as they show the rela-  
tion between the Upanishads and the Gita, The  
attributes of the Supreme Being, the Gita always  
draws from the Upanishads.

গোয়েন্কাঃ পরমাত্মা তো নিজ স্বরূপ হওয়ায় নিত্য  
প্রাপ্ত; সেই নিত্য প্রাপ্ত তব্ধ যে অপ্রাপ্তি রূপ ভ্রমে থাকা হয়,  
সেই অবিভারূপ ভ্রমে মিটিয়া যাওয়াই, পরমাত্মায় প্রবেশ করা।  
ব্রহ্মচর্য্য = যে সাধনাদি দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তির মার্গে অগ্রসর হইতে



পারা যায়, তাহারই আচরণ করা ; প্রধান আচরণ, উর্দ্ধে হওয়া । ব্রহ্মচর্যাশ্রম সর্ব প্রথম আশ্রম ।

ভূপেন্দ্রনাথ : গাণ্ডূকো আছে ‘ওমিত্যোতদক্ষরমি-  
কঁঠে আছে ‘সর্ববেদা ইত্যাদি ( ১২।১৫ ) ও “এত ত্বেবাক্ষর-  
ইত্যাদি ( ১২।১৬ ) ও, অপর ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম ; ( অপরব্রহ্ম-  
হিরণ্যগর্ভ ) এই স্থূল পঞ্চভৌতিক শরীর, সপ্তদশ অবয়ব যু-  
সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর, এবং তদতিরিক্ত ( তুর্ীয় ) ব-  
বিন্দু কলা ও কলাতীত অবস্থা—একত্রে ঔকার । ইহাকে  
সূক্ষ্ম কারণ ও কারণাতীরূপে জানিলেই সাধক ব্রহ্মরূপ হই-  
যান ।.....আত্মবিদগণ সেই নিরবয়ব ব্রহ্মকে জ্যোতির্ময়াকা-  
অবস্থিত আছেন দেখেন ( মুণ্ডক ২।২।১০; জৈশ ১৫, ১৬ ) । পর-  
পুরুষের সহিত মনের সংযোগের নামই যোগ ।

( ১২ ) ঔকার সাধনার পদ্ধতি ।

১২ । সর্বদ্বারানি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ

মূর্ধ্বাধায়াত্মনঃ প্রাণ-আস্থিতো যোগধারণাম্ । ১২।

পদচ্ছেদ : সর্বদ্বারানি সংযম্য মনঃ হৃদি নিরুধ্য চ  
মূর্ধ্বি আধায় আত্মনঃ প্রাণম্ আস্থিতঃ যোগধারণাম্ ।

অন্তর্য : সর্বদ্বারানি সংযম্য মনঃ হৃদি নিরুধ্য চ আত্ম-  
প্রাণম্ মূর্ধ্বি আধায় ( আত্মনঃ ) যোগধারণাম্ আস্থিতঃ ।

১৩ । ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ গামনুস্মরন্

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স বাতি পরমাং গতিম্ । ১৩।

পদচ্ছেদ : ওঁ ইতি এক-অক্ষরম্ ব্রহ্ম ব্যাহরন্

অনুস্মরনং যঃ প্রয়াতি তাজন্ দেহম্ সঃ যাতি পরমাম্ গতিম্ ।

অন্তরঃ ১ যঃ ওঁ ইতি একাক্ষরম্ ব্রহ্ম ব্যাহরনং গাম্  
অনুস্মরনং দেহম্ তাজন্ প্রয়াতি সঃ পরমাম্ গতিম্ যাতি ।

কঠিন শব্দ ১ মূর্ধ্নি আধায়, হয়তো ইহার অর্থ,  
মস্তকের অন্তরালে ক্রিয়ুগলের মধ্যবর্তী বিন্দুতে ( ৮।১০ ) স্থাপিত  
করিয়া । মনঃ হৃদি নিরুধ্য = চিত্ত বৃত্তি নিরোধ করিয়া ;  
“keeping the mind steadied in the heart”  
ব্যাহরণ = মনে মনে উচ্চারণ করিয়া । আত্মনঃ যোগধারণাম্  
আস্থিতঃ = Being deeply absorbed in Samadhi by  
the practice of yoga ( ভক্তি প্রদীপ ) । প্রাণ = ( ৮।১০ )  
শ্লোকে “প্রাণ” শব্দের আমরা এক নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছি, তাহা  
দেখিতে অনুরোধ করি । ( উহা ভগবৎ স্মরণ রূপ স্মৃতি-  
শক্তি ) । আত্মনঃ মূর্ধ্ণা বা আত্মনঃ প্রাণম্ দুইই হইতে  
পারে, আত্মনঃ অর্থাৎ নিজের ।

অনুবাদ ১ সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা সংযত করিয়া, ( সঙ্কল্প  
বিকল্পাত্মক মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া, ভগবৎ স্মরণের স্মৃতিকে  
উদ্ধৃত করিয়া ও উহাকে ক্রিয়ুগলের মধ্যে ( আত্মা চক্রে )  
স্থাপিত করিয়া, অন্তর্ধামীতে সমাহিত ভাবে ( তদা দ্রষ্টুঃ  
স্বরূপেহবস্থান ) । এই ভাবে অবস্থিত হইয়া, ওঁ, এই একাক্ষর  
ব্রহ্মরূপী শব্দটি মনে মনে উচ্চারণ করিতে করিতে, আগাকে  
অর্থাৎ ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করিয়া  
প্রস্থান করেন, তিনি পরমগতি, অর্থাৎ যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর



পারা যায়, তাহারই আচরণ করা ; প্রধান আচরণ, উর্দ্ধে হওয়া । ব্রহ্মচর্যাশ্রম সর্ব প্রথম আশ্রম ।

ভূপেন্দ্রনাথ : গাণ্ডূকো আছে ‘ওমিত্যেতদক্ষরমি-  
কঁঠে আছে ‘সর্ববেদা ইত্যাদি ( ১২।১৫ ) ও “এত জেবাক্ষর-  
ইত্যাদি ( ১২।১৬ ) ও, অপর ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম ; ( অপরব্রহ্ম-  
হিরণ্যগর্ভ ) এই স্থূল পঞ্চভৌতিক শরীর, সপ্তদশ অবয়ব যু-  
সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর, এবং তদতিরিক্ত ( তুরীয় ) ন  
বিন্দু কলা ও কলাতীত অবস্থা—একত্রে ওঁকার । ইহাকে  
সূক্ষ্ম কারণ ও কারণাতীরূপে জানিলেই সাধক ব্রহ্মরূপ হই-  
যান ।.....আত্মবিদগণ সেই নিরবয়ব ব্রহ্মকে জ্যোতির্ময়াকা-  
বস্থিত আছেন দেখেন ( মুণ্ডক ২।২।১০; জৈশ ১৫, ১৬ ) । পর-  
পুরুষের সহিত মনের সংযোগের নামই যোগ ।

( ১২ ) ওঁকার সাধনার পদ্ধতি ।

১২ । সর্বদ্বারানি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ

মূর্ধ্বাধায়াত্মনঃ প্রাণ-আস্থিতো যোগধারণাম্ । ১২।

পদচ্ছেদ : সর্বদ্বারানি সংযম্য মনঃ হৃদি নিরুধ্য চ  
মূর্ধ্বি আধায় আত্মনঃ প্রাণম্ আস্থিতঃ যোগধারণাম্ ।

অন্তর্য : সর্বদ্বারানি সংযম্য মনঃ হৃদি নিরুধ্য চ আত্ম-  
প্রাণম্ মূর্ধ্বি আধায় ( আত্মানঃ ) যোগধারণাম্ আস্থিতঃ ।

১৩ । ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ গামনুস্মরন্

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স বাতি পরমাং গতিম্ । ১৩।  
পদচ্ছেদ : ওঁ ইতি এক-অক্ষরম্ ব্রহ্ম ব্যাহরন্

অনুস্মরন্ যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহম্ সঃ যাতি পরমাম্ গতিম্ ।

অনুস্মর : যঃ ওঁ ইতি একাক্ষরম্ ব্রহ্ম ব্যাহরন্ গাম্  
অনুস্মরন্ দেহম্ ত্যজন্ প্রয়াতি সঃ পরমাম্ গতিম্ যাতি ।

কঠিন শব্দ : মুর্ধ্ব আধায়, হয়তো ইহার অর্থ,  
মস্তকের অন্তরালে অক্ষুণ্ণের মধ্যবর্তী বিন্দুতে ( ৮।১০ ) স্থাপিত  
করিয়া । মনঃ হৃদি নিরুধ্য = চিত্ত বৃত্তি নিরোধ করিয়া;  
“keeping the mind steadied in the heart”  
ব্যাহরণ = মনে মনে উচ্চারণ করিয়া । আত্মনঃ যোগধারণাম্  
আস্থিতঃ = Being deeply absorbed in Samadhi by  
the practice of yoga ( ভক্তি প্রদীপ ) । প্রাণ = ( ৮।১০ )  
শ্লোকে “প্রাণ” শব্দের আমরা এক নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছি, তাহা  
দেখিতে অনুরোধ করি । ( উহা ভগবৎ স্মরণ রূপ স্মৃতি-  
শক্তি ) । আত্মনঃ মুখ্যা বা আত্মনঃ প্রাণম্ দুইই হইতে  
পারে, আত্মনঃ অর্থাৎ নিজের ।

অনুবাদ : সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা সংযত করিয়া, ( সঙ্কল্প  
বিকল্পাত্মক মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া, ভগবৎ স্মরণের স্মৃতিকে  
উদ্ধৃত করিয়া ও উহাকে অক্ষুণ্ণের মধ্যে ( আত্মা চক্রে )  
স্থাপিত করিয়া, অন্তর্ধামীতে সমাহিত ভাবে ( তদা দ্রষ্টুঃ  
স্বরূপেহবস্থান ) । এই ভাবে অবস্থিত হইয়া, ওঁ, এই একাক্ষর  
ব্রহ্মরূপী শব্দটি মনে মনে উচ্চারণ করিতে করিতে, আগাকে  
অর্থাৎ ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করিয়া  
প্রস্থান করেন, তিনি পরমাগতি, অর্থাৎ যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর



কোন গতি নাই, তাহা লাভ করেন, অর্থাৎ মদভাব লাভ করেন, আমাতে বিলীন হন ( ৮।২১ ) বৈষ্ণবরা বিলীনতা চাহেন না, দাসোহংভাবে তৎসমীপে থাকিতে চাহেন । শুধু ওঁ উচ্চারণ চলিবে না। তাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে । ( ওঁকারের বিষয় কঠ, মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য প্রশ্ন ইত্যাদি বহু উপনিষদে যোগদর্শনে ও ব্রহ্মসূত্রে ও ১৭।২৩, ২৪ গীতার শ্লোকে আছে । অ ও উ ব্যাক্তস্বর ম্ অব্যাক্ত বা অক্ষুটস্বর, ঔনাদ বা ধ্বনি, বীজাবস্থা । বৈখরী, মধ্যমা, পশ্চিমী, পরা । নানাপ্রকারের আলোচনা আছে । ওঁকার সম্বন্ধে লিখিতে গেলে একখানি পুস্তক হয় ।

মধ্বসূদন : সংখ্যা = পুনঃ পুনঃ “বিষয়ে দোষ দর্শন করতঃ শ্রোত্র আদি ইন্দ্রিয়গুলিকে তাহা হইতে বিমুখ করিয়া তাহাদের দ্বারা শব্দাদি বিষয় প্রবণ না করিয়া ইত্যাদি । বহির্বিদ্রিয় নিরোধ করা হইলেও মন তো বহির্দিকে যাইতে পারে তাই বলিলেন ‘মনঃ হৃদি’ নিরুধ্য চ ।....ওঁ ইহা মাত্র একটি একাক্ষর, এই জন্ত বলিলেন, যে অন্তকালে ওঁ উচ্চারণ আয়াস সাধ্য হইবে ।

শঙ্কর : মনকে সঙ্কল্প বিকল্পরহিত করিয়া, তারপর বশীকৃত মনের সাহায্যে, হৃদয় হইতে উপরে গিয়াছে যে সব নাড়ী, তাহাদের মস্তকে প্রাণকে স্থাপন করিয়া, ইত্যাদি ।

রামানুজ : ওঁ এই একাক্ষর রূপ ব্রহ্মের অর্থাৎ আমার নাম উচ্চারণ ও নামীকে স্মরণ করিতে থাকিয়া । পরমগতি = আমার সমান আকৃতিবিশিষ্ট, প্রকৃতি সংসর্গ রহিত পুনর্জন্মহীন

( ୮୧୩ )

୪—୨୭

ଆତ୍ମସ୍ବରୂପ ପାୟ । ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ବକେହି ଅକ୍ଷର ଓ ପରମ ଗତି ବଳା  
ହଇয়াছে । ( ଗୀତା ୮.୨୦, ୨୨ ) ।

କ୍ରିଷ୍ଣ : ଓଁ, ବ୍ରହ୍ମେର ବାଚକ, ଆବାର ପ୍ରତିମାଦିର ଗ୍ରାସ  
ପ୍ରତୀକ ।

ଗିରୀଜାଦେଶଖରୀ : ଚିନ୍ତକେ ଦେଶ ବିଶେଷେ ବନ୍ଧନ କରିয়া  
ରାଧାର ନାମ ଧାରଣା ( ପାତଞ୍ଜଳ ସୂତ୍ର ୩୫ ) । ଯଦ୍ବନ ଯୋଗୀ ନାସିକାତ୍ରେ  
ଦୃଷ୍ଟି ରାଧିୟା ଧ୍ୟାନ କରନ୍, ନାସିକାତ୍ରେହି ତାହାର ଯୋଗେର ଧାରଣା ।  
( ୮.୧୦ ) ଶ୍ଳୋକେ ଭ୍ରମୁଗଲେର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନେ, ଓ ୮.୧୨ ଶ୍ଳୋକେ ମୂର୍ଧାର  
ଯୋଗ ଧାରଣାର ସ୍ଥାନ ବଳା ହଇয়াছে ।

ସନ୍ତଦାସ : ପ୍ରାଣ ବାୟୁକେ ଗନ୍ତୁକେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣ କରିয়া  
ଇତ୍ୟାଦି । ଯୋଗଧାରଣାମ = ସମାଧି ।

ଆଶୁଦାସ : ଓଁକାରେର ମଧ୍ୟେ ବୈଖରୀ, ମଧ୍ୟାମା, ମହାନ୍ତୀ ଓ  
ମହାଶକ୍ତେର ଚାନ୍ଦି ଅବସ୍ଥାହି ବର୍ତ୍ତମାନ । ଇହା ନିର୍ଗୁଣ ଓ ସଗୁଣ  
ବ୍ରହ୍ମବାଚକ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ।

ବିଷ୍ଣୁନାଥ ଓ ବଳଦେବ : ମହାତ୍ମା ଗତିମ୍ = ଭଗବତ୍ ସାଲୋକ୍ୟ  
ପ୍ରାପ୍ତି ।

ଗୋବିନ୍ଦନକା : ୮-୧୦ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ଜିହ୍ବେର ଓ ୧୧-୧୩  
ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମେର ଉପାସନା ।

କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ : ମନକେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦେଶେ ନିରୁଦ୍ଧ କରିବାର ସମୟ  
ଦୈତଭାବ ଥାକେ ; ପ୍ରତ୍ୟାଗ୍ଚେତନ୍ତେ ସମାହିତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟାଓ  
ଦୈତଭାବ ଶୂନ୍ୟ ନହେ ।

ଗିରୀଜାଦେଶ : ପ୍ରାଣ ସ୍ଥାପନା । ଶରୀରେର ସାହା କିଛି କର୍ମ



নিষ্পন্ন হয়, প্রাণ বায়ুর সাহায্যেই তাহা হইয়া থাকে। সাংখ্য প্রবচনভাষ্যেও আছে, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, করণগুলির সারারণী বৃত্তি। করণ শব্দে মন বুদ্ধি ও অহঙ্কাররূপ অন্তঃকরণত্রয়, ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় বুঝায়। মনই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা, মন নিশ্চল না হইলে ইন্দ্রিয়ের প্রাণ ক্রিয়া সংঘমিত হইবে না। মনের স্থান হৃদয়ে, এজ্ঞ্য হৃদয়ে মনকে নিরুদ্ধ করিতে উপদেশ। সর্ববিধ শারীরিক চেষ্টাই প্রাণের ক্রিয়া। শরীর নিশ্চল না হইলে কোন কর্ম হয় না। এ জ্ঞ্য প্রাণ সংঘম আবশ্যক। প্রাণ ক্রিয়া দুই প্রকারের—ইচ্ছা সহকারে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল কাজ করা যায়, তাহা ঐচ্ছিক ক্রিয়া। মন নিরুদ্ধ হইলে ঐচ্ছিক ক্রিয়াও নিরুদ্ধ হয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলিও নিশ্চল হয়। ঐচ্ছিক ক্রিয়া ব্যতীত শরীরের আর একপ্রকার ক্রিয়া আছে, যথা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, বিভিন্ন স্থানের স্পন্দন। ইহা আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার অত্যধিক বিক্ষেপ থাকিলেও যোগ সিদ্ধ হয় না। ( পেট কামড়াইলে মনস্থির হয় না )।...

যোগ অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ অধিবাদীদের সাধনার এক অঙ্গ : ব্রহ্ম ব্রহ্ম দিয়া প্রাণ নির্গত হইলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। এই কারণে অধিবাদী সাধক প্রাণত্যাগের পূর্বের প্রাণকে মূর্ধ্য স্থাপিত করেন। ১১০ শ্লোকে ও ১২, ১৩ শ্লোকে দুই প্রকারের সাধকদের কথা বলা হইয়াছে। ইচ্ছামৃত্যুই উভয়ের

সাধনা, কেবল উপায় সম্বন্ধে পার্থক্য এখন যেমন তারকব্রহ্ম নাম করা হয়, ৫ শ্লোকে সেইরকম ইত্যাদি ।

**ভূপেন্দ্রনাথ :** প্রাণ-কালে যোগী যেভাবে দেহত্যাগ করিলে পরমগতি লাভ করেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ।.... কুণ্ডলিনী শক্তিই ঈশ্বরের পরা শক্তি জীবভূতা প্রাণ ।... প্রাপ্ত ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীর সাময়িক জাগ্রত ভাব আসে— এই সাধন ক্রিয়াকে যোনি মুদ্রা বলে ।... শরীরভ্যন্তরে যে ৭২০০ নাড়ী আছে, যোগীর প্রাণবায়ুর সাহায্যে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্বই পরিজ্ঞাত হইতে পারেন । কয়েক পৃষ্ঠায় বর্ণিত ) ।

**ভূপেন্দ্রনাথ :** যে সাধনার দ্বারা ব্রহ্মগতি লাভ হয় তাহার সুদীর্ঘ বর্ণনা ( যোগীর প্রক্রিয়া ) । প্রাণবায়ুকে মূলধার হইতে ব্রহ্মারন্ধ্রে লইয়া যাইবার প্রক্রিয়া ( শ্রীমদভগবতে ৪।২৩।১৪-১৭ বর্ণনা দেখ ) ।

**মাতলাল ও জগদীশ্বরানন্দ :** আনন্দগিরি বলেন, গতির পূর্বের পরম শব্দ থাকাতে, উহা ক্রম-মুক্তির নির্দেশ দেয় । বলদেব বলেন, যথা ভগবানের সালোক্য প্রাপ্ত । শঙ্কর কোন অর্থ দেন নাই ।

( ১৪ ) শুধু যে যোগে ও ধ্যানে তিনি প্রাপ্য, তাহা নহে, অনন্তচেতা ভক্তিতেও প্রাপ্য, আর সহজে । ঐশ্বর্য ও কৈবল্য প্রার্থীদের কথা বলিয়া জ্ঞানীর কথা বলিতেছেছেন, ( রাগানুজ )



১৪। অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ

তস্মাহং সুলভঃ পার্থ নিত্য যুক্তস্য যোগিনঃ । ১৪।

পদচ্ছেদ : অনন্য-চেতাঃ সততম্ যঃ মাং স্মরতি নিত্যশঃ

তস্য অহম্ সুলভঃ পার্থ নিত্য-যুক্তস্য যোগিনঃ ।

অন্বয় : পার্থ, যঃ অনন্যচেতাঃ নিত্যশঃ সততম্ মাং স্মরতি, তস্য নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ অহম্ সুলভঃ ।

কঠিন শব্দ : অনন্যচেতা = অন্যদিকে চিন্তা না দিয়া (বিষয়ে নহে, অন্য দেবতাতে নহে) । নিত্যযুক্ত = সর্বক্ষণ আমায় সমাহিত, ever intent on Me (ভক্তি প্রদীপ) ।

অনুবাদ : হে পার্থ যিনি অন্যদিকে চিন্তা না দিয়া নিত্য ও সর্বদা আমাকে স্মরণ করেন, সেই রূপ, সর্বক্ষণ আমায় সমাহিত সাধকের পক্ষে আমি সহজলভ্য । ( অব্যক্তের ব্যক্তের দুই উপাসনাই আনিয়াছেন ) ( ভক্তিই ভগবানের অনুমোদিত সাধন মার্গ ) ।

আহায়ে নিদ্রায় সর্বক্ষণ সর্ব কার্যে আমাকে স্মরণ করিয়া আমার ধ্যানযোগ হইবে, গীতাকার নিরাকার নিগুণ ব্রহ্ম হইতে নিরাকার সগুণ ব্রহ্মে চলিয়াছেন ; ক্রম ভক্তি শব্দ আনিবে শুধু স্মরণ নহে ।

মধুসূদন : অনন্যচেতাঃ = যাহার চিন্তা আমা (ঈশ্বর) ছাড়া আর কোন বিষয়ে নাই । নিত্যশঃ = যাবজ্জীবন । নিত্যযুক্ত = সতত সমাহিত চিন্তা... যদি মূর্খ নাড়ী পথে প্রাণের উৎক্ৰমণ হয় ভালই, না হয় না হইবে ।

শঙ্কর । সততং নিত্যশঃ = নিরন্তর প্রতিদিন (বা যাবজ্জীবন) ।

রামানুজ : নিত্যযুক্ত = নিত্য আমার সংযোগ যে চায় ।

সুলভ = সে চাহে আমাকে, আমার ঐশ্বর্য্যাদি নহে । সহজ ভাবেই  
সে পায় । অর্থাৎ তাহাকে না পাওয়া আমি সহ্য করিতে না  
পারিয়া, তাহাকে আমিই বরণ করিয়া লই । আমার প্রাপ্তির  
অনুকূল উপাসনা আমিই তাহাকে দি ( গীতা ১০।১০-১১,  
তেষাং সতত যুক্তানাং ইত্যাদি ) ( যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য,  
মু ৩২।৩ ) ।

ইহার পর অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত জ্ঞানীর আর কৈবল্য  
( আত্মসাক্ষাৎকার প্রার্থীর পুনরাগমন না হওয়া, আর ঐশ্বর্য্য  
প্রার্থীর পুনর্জন্ম হওয়ার কথা ।

শ্রীশঙ্কর : অনন্তচেতা = যাহার অন্তবিষয়ে মন সংযুক্ত  
নাই । বিনা শ্রমেই লভ্য অণ্ডের পক্ষে নহে ।

বলদেব, বিশ্বনাথ : আর্ত ইত্যাদি চার রকমের ভক্তের  
জবামরণ মোক্ষ পর্য্যন্ত কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে ।  
এইবার কবি পুরাণম্ ইত্যাদি শ্লোকে যোগমিশ্রা ভক্তির বিষয়  
বলা হইল । এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নিগুণা কেবলা ভক্তির কথা  
চলিবে ।

কৃষ্ণানন্দ : প্রাণায়াম ও ধ্যান দ্বারা যোগিগণ যে  
ভগবানকে লাভ করে থাকে, তাহা পূর্ব্বের বলা হয়েছে, এক্ষণে  
বলছেন, প্রাণায়াম যোগাদি না করেও যদি কেহ চিরদিন  
অবিচ্ছেদে, আহারে শয়নে সর্ব্বক্ষণই আমাকে স্মরণ করে,  
তাহা হইলেও আমাকে পান । যাহার চিত্ত সর্ব্বদা একাগ্র



ভূমিকায়, দৈনিক কার্যাদি নিদ্রিতের ন্যায় করেন, তাহার  
বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া যায়, কেননা জৈশ্বর প্রণিধান দ্বারাই, যি  
প্রাণায়ামাদি সাধ্য সমাধি, বা চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ  
লাভ করেন।

ভূপেন্দ্রনাথ : ১৭২৪ বার প্রাণায়াম ও জড় সমা  
নানা কথা আছে।...দীর্ঘকাল নিরন্তর স্মরণাভ্যাস চাই।...অ  
আত্মাতে ডুবিয়া যাইবে, লোভাত্মক চিন্তে করিলে, শ  
আসে না।

আমাকে পাইলে কি হয় বলিতেছেন।

১৫। গামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশান্তম্

না প্লুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ। ১৫।

পদচ্ছেদ : গাম্ উপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখ-আল  
অশান্তম্, ন আপ্লুবন্তি মহা-আত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাম্ গতঃ

অন্তঃ। পরমাম্ সংসিদ্ধিং গতাঃ মহাত্মানঃ গাম্ উপে  
দুঃখালয়ম্ অশান্তম্ পুনর্জন্ম ন আপ্লুবন্তি।

কঠিন শব্দ : পরমাং সংসিদ্ধি = পরম সিদ্ধি অর্থাৎ  
পরম কৃতকৃত্যতা, পরম কাম্য যাহা তাহা পাওয়া, মদু  
গাগতা হওয়া, having attained the acme of the  
desires ( ভক্তিপ্রদীপ ) ; পরমশান্তি ; মৃত্যুকালে স্মরণ সাধ  
বা স্মরণে সমর্থ হওয়া।

অনুবাদ : জীবনের যাহা পরম কাম্য ইহা যাহারা ল  
করিয়াছেন এইরূপ পুণ্যভাগণ আমাকে পাইয়া আর দুঃখ

আগার, অনিত্য অর্থাৎ যাহা মাত্র ক্ষণিকের জন্য এরূপ জন্ম (দেহগ্রহণ) আর প্রাপ্ত হন না। (দেহস্থিতি, আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ ও চঞ্চলতায় পূর্ণ; বিনা দুঃখ ভরা কোন কস্মই হয় না। পূর্ব শ্লোকাদির সাধনা, (ওঁকার সাধনা) কঠিন সাধনা; ভক্তি 'সুসুখম্ সাধনা'।

মধুসূদন : দুঃখালয় = গর্ভবাস ইত্যাদি ইত্যাদি। অশা-  
শ্বতনু = দৃঢ়নয় স্বরূপ। মহাত্মা = ইহাদের অন্তঃকরণ রজঃ ও  
তমঃ মুক্ত। পরমাং সংস্ক্রিয় = সর্বোৎকৃষ্ট মুক্তি এখানে  
আমায় প্রাপ্ত হইয়া, অনন্তর তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন,  
এইরূপে বলায় ক্রমমুক্তির কথা বলা হইল।

স্বামানুজ : আমাকে পাইলে, সমস্ত দুঃখের স্থান রূপ  
এই অনিত্য জন্ম আবার আর পায় না। তাহারা আমাকে  
যথার্থরূপে জ্ঞানে বলিয়াই মহামনা; আমাতে অনন্ত প্রেম  
ধাকায়, আমা বিনা জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ হয়। পরম  
সিদ্ধিরূপ আমি পরমেশ্বরকে পায়।

শ্রীধর : আমাকে পাইয়া আবার দুঃখের আধার অনিত্য  
জন্ম লাভ করেন না, কারণ তাহারা সম্যক সিদ্ধি মোক্ষই  
পাইয়াছেন।

শঙ্কর : আমি অর্থাৎ জৈশ্বরকে পাইলে, অর্থাৎ আমায়  
ভাব পাইলে পুনরায় সেই মহাপুরুষের পুনর্জন্ম পান না।  
আধ্যাত্মিক আদি তিন প্রকার দুঃখের স্থান পুনর্জন্ম। মহাত্মা =  
সন্ন্যাসীগণ। পরম সিদ্ধি = মোক্ষ।



বলদেব : পরমা সংসিদ্ধি = সৎলীলা সহচররূপ ।

কৃষ্ণগামন্দ : শৈবগণের আনন্দধাম রুদ্রলোক, বৈষ্ণবগণের বৈকুণ্ঠ ।

অববিন্দ : ( ৮-১৫ ) । তিনি এই জগতই অনির্দেশ্য যে মানুষের মন যত বেশী সূক্ষ্ম ভাব ধারণা করিতে পারে, তিঁহা তাহা হইতেও সূক্ষ্ম, তাঁহার অনন্ত দৃষ্টি ও জ্ঞানে তিনি সমগ্র বিশ্বের শাস্তা, বিশ্বের বাবতীয় বস্তুকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছেন ;...বেদবিদগণ যে স্বয়ম্ভু অক্ষর ব্রহ্মের কথা বলেন, এই পরমাত্মাই সেই ব্রহ্ম ।...যোগী অস্তিগ কালে মনের যে ভাবে থাকিয়া জীবন হইতে মৃত্যুর ভিতর দিয়া, যে পরম দিব্য স্থানে পৌঁছান, গীতা তাহারই বর্ণনা করিতেছে। অচঞ্চল মন, যোগবলে বলীয়ান আত্মা, ভক্তিতে ভগবানের সহিত যোগ ( জ্ঞানের দ্বারা নিরাকারে সহিত যোগ থাকে বলিয়া, ভক্তিযোগ নিষ্করয়োজন হয় না ; শেষ পর্য্যন্ত এই ভক্তি পরম যোগশক্তির অঙ্গরূপেই বিद्यমান থাকে ) । এবং প্রাণশক্তি ক্রমধ্যে দিব্য দৃষ্টির অধিষ্ঠানে সংগৃহীত সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ হয়, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করা হয় প্রাণশক্তিকে বিক্ষেপ হইতে সংগ্রহ করিয়া গন্তুকের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয় । বুদ্ধি, এই পবিত্র অক্ষরের উচ্চারণ এবং ইহার ভাব ধারণা করিতে এবং পরম পুরুষকে স্মরণ করিতে একাগ্র হয় ( গামনুস্মরণ ) । ইহা দেহত্যাগের প্রচলিত যৌগিক পন্থা—বিশ্বাতীত অনন্তের নিকট সমগ্র শেষ সমর্পণ ।

(৮১৬)

১৫১

তথাপি ইহা কেবল একটি প্রক্রিয়া মাত্র ; মূল প্রয়োজন হইতেছে, জীবনে, এমন কি যুদ্ধ ও ক্রমের মধ্যেও সর্বদা অব্যভিচারী ভাবে ভগবানকে স্মরণ করা, মামনুষ্যের যুধ্য চ, এবং সমগ্র জীবন যাত্রাকে বিরতিহীন যোগে পরিণত করা ( নিত্য যোগ ) । ভগবান বলিলেন যে ইহা করে সে অনায়াসে আমাকে লাভ করে, সেই মহাত্মাই পরম সিদ্ধি লাভ করে ।

**ভূপেন্দ্রনাথ :** যখন আত্মতত্ত্ব সাধকের নিকট প্রকাশিত হয় তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে তিনি স্বয়ংই সেই বিশুদ্ধ তত্ত্ব শিবস্বরূপ বিদ্যমান হইয়া গেলে, ইচ্ছাও থাকে না । এই ইচ্ছা রহিত অবস্থাকেই পরমাগতি বলে ।

(১৬) ব্রহ্মার লোকেরও শেষ আছে ; আমাকে পাইলে অশেষ ভাবে পাওয়া হইবে, জন্ম তো হইবেই না ।

১৬ । আব্রহ্মভুবনালোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন

মামুপেত্য তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিত্ততে । ১৬।

**পদচ্ছেদ :** আব্রহ্ম-ভুবনাং লোকাঃ পুনঃ আবর্তিনঃ অর্জুন, মাম উপেত্য তু কোন্তেয় পুনঃ জন্ম ন বিত্ততে ।

**অন্বয় :** অর্জুন, আব্রহ্ম ভুবনাং লোকাঃ পুনরাবর্তিনঃ তু কোন্তেয় মাম উপেত্য পুনর্জন্ম ন বিত্ততে ।

**কঠিন শব্দ :** আব্রহ্ম ভুবনাং লোকাঃ = ব্রহ্মার লোক হইতে আরম্ভ করিয়া সকল লোক । পুনরাবর্তিনঃ = পুনরায় এ সংসারে ফিরিয়া আসা হয়, কোথাও স্থায়ী বাস হয় না ।

**অনুবাদ :** অর্জুন, ব্রহ্মার লোক হইতে আরম্ভ করিয়া



সকল লোকের পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবার স্থান হয়, কোথাও স্থায়ী বাসের স্থান হয় না, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে পুনর্জন্ম আর হয় না।

মানুষ মরণের পর, নিজ নিজ কৰ্ম্মানুসারে এই সব লোকে যায়, নিজ পুণ্যার্জিত সুখ ভোগ করিতে। সেই ভোগ সমাপ্ত হইলে আবার দুঃখালয় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়, আবার আবার জন্ম লইতে হয়। ইহা পূর্বের বলা হইয়াছে এবং আবার বলা হইবে যে, যে দেবতার ভজন করে, সে সেই দেবতার লোকে যায়, এবং প্রাপ্য সুখ ভোগান্তে কীণে পুণ্য মর্ত্যলোকে বিশ্রুতি ( ৭।২০-২১, ৭।২৮, ২৯ )। বহু বহু পুণ্যফলে ব্রহ্মলোক ( ব্রহ্মার লোক ) প্রাপ্তি ঘটে। ব্রহ্মলোকের দিনগুলি সকল লোকের দিনাপেক্ষা অধিক দীর্ঘ হওয়ায়, অতি দীর্ঘকাল সেখানকার প্রাপ্য সুখভোগ হইতে থাকে। যাহারা পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া না আসে, তাহারা সেখানে ব্রহ্মজ্ঞানের শিক্ষা পাইতে থাকে ; শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, “ক্রম মুক্তি” পাইল বলা হয়। এই ক্রম মুক্তি পাইতে যে সমর্থ হয় না, বা যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না, তাহাদের, ব্রহ্মলোকে প্রাপ্য সুখ ভোগান্তে ( এ সুখভোগ অন্ত লোকাপেক্ষা বেশী এবং বহু বহু দিন পর্য্যন্ত ঘটে, তবুও ) আবার জন্ম লইতে হয়। যাহারা পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া আসে, বা সেখানে ক্রমমুক্তি পাওয়ার ভাবে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান পাইতে সমর্থ হয়, মাত্র তাহারাই, ব্রহ্মা যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন জীবিত থাকে ; ব্রহ্মার মৃত্যুর সহিত

তাহাদেরও মৃত্যু ঘটে। ব্রহ্মা অমর নহেন, ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল ৪৩২০০০০০০০ X ২ X ৩৬৫ X ১০০ মানব বৎসর। তাহা হইলে, অণু লোক অধিবাসীদের বা অণু দেবতাদের কি কথা, ব্রহ্মলোক অধিবাসীরা এমন কি ব্রহ্মাও অমর নহেন। তাই ভগবান বলিলেন, মাত্র তাঁহাকে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। তদুভাব প্রাপ্তি ঘটে, তৎস্বরূপ হয়। যে সাযুজ্যাদি ( বিলীনতা প্রাপ্তি আদি ) মুক্তির, ভক্তিতে যে মুক্তি পাইবার যোগ্য হয়, যে সেই মুক্তিপায় ; সে মুক্তি পুনর্জন্ম নহে, তাঁহার ধামে চিরবসবাস। পুনর্জন্ম গ্রহণ হইতে মুক্তি। যে দাসোহং হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবায় থাকিতে চায়, সে তাহাই পায়।

পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধদেশে অবস্থিত পুরাণের সপ্ত লোক—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জলঃ, তপঃ, সত্যঃ বা ব্রহ্মলোক ( ব্রহ্মার লোক ) ( ইহা সর্ববাক্ষে স্থিত )।

অনেকের মতে ইন্দ্রাদি পদের মত ব্রহ্মা হওয়াও একটা পদ প্রাপ্তি ; তাহার একটা ভোগ কাল আছে, তাহাকেই ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল বলা হয়। ব্রহ্মা মরেন না, পদ ছাড়ার পর ব্রহ্মা জ্ঞানে অবস্থিত থাকেন বা অব্যাক্তে লীন ভাবে অবস্থিত থাকেন। পুরাণের মতে, সৃষ্টি বিকাশোন্মুখ সময়ে, কারণান্বশায়ী নারায়ণের নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। তিনি সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা পাইবার জন্য তপস্বী করিবার আদেশ পান ; তপস্বী হইয়া সৃষ্টির আরম্ভ করেন ইত্যাদি। সৃষ্টির পর স্থিতির কাল, সে কাল সমাপ্ত হইলে ধ্বংস, প্রলয়। উহার পরিণতি কারণার্ণব ;



আধেয় ভাবে সব কিছু তাহাতে বিলীন ভাবে থাকে। ব্রহ্ম তাঁহার উদ্ভব স্থান নারায়ণে বিলীন হইয়া যান। নারায়ণ, কারণ-  
বের উপর শেষ নাগের উপর যোগ নিদ্রায় থাকেন। শেষ নাগ,  
কুণ্ডলীকৃত জাগতিক শক্তি সমূহ। প্রলয়াবস্থার কাল সমাপ্ত  
হইলে আবার উপরি উক্ত ভাবে সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

**ক্ৰীষ্ণ :** বাঁহারা উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত  
হইয়াছেন, তাঁহাদেরই জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় ব্রহ্মার সহিত মোক্ষ  
হয়, অতের হয় না। .... ব্রহ্মার পরমাযুগ অবসানে, ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত  
হইয়া শ্রেষ্ঠ স্থানে প্রবেশ করেন। .... কৰ্মের দ্বারা বাঁহাদের  
ব্রহ্মলোক লাভ হইয়াছে, তাঁহাদের মোক্ষ নাই।

**স্বামানুজ :** আমাকে প্রাপ্ত হইলে বিনাশের প্রসঙ্গ  
উঠেই না।

**আশুদাশ :** আমাকে বাঁহারা লাভ করেন, তাঁহারা  
ত্রিগুণময় সংসার অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে আমার যে  
নিত্যধাম, বাহা দেশকাল পরিচ্ছিন্ন ( ভোগ ভূমি নয় ), সেই স্থানে  
গমন করেন। তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে থাকিয়া, সেই স্থান  
হইতে ব্রহ্মার দিবারাত্রির সমস্ত ব্যাপার দেখিতে থাকেন ;  
তাঁহারা ই অহোরাত্রবিৎ।

**ব্যোমব্রহ্ম :** ব্রহ্ম = রজোগুণাত্মক সৃষ্টি কারণ। ব্রহ্মার  
পতন = অব্যক্তে লীন হওয়া।

**ভূপেন্দ্রনাথ :** সমাধিস্থান পুরুষ হইলেই যে তাহার কৰ্ম  
নিঃশেষে নিবৃত্তি হইয়া যাইবে তাহা নহে, সমাধি ভঙ্গ হইলে

আরার সংস্কার ঘেরিয়া বসে, স্মৃতরাং সেই সাধককে উচ্চাবস্থা হইতে নিম্নে অবতরণ করিতে হয়।

**মধুসূদন :** ব্রহ্মা জীবন্মুক্ত পুরুষ, প্রারব্ধ বশে ব্রহ্ম লোকের অধিকারী। প্রারব্ধময়ে তাঁহার অধিকার ক্ষয় হইলে তিনি মুক্তি লাভ করিবেন, এবং তাঁহার লোকে অবস্থিত ব্যক্তি-গণের মধ্যে, যে সমস্ত ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান হইবে, কেবল মাত্র তাঁহারাই মুক্ত হইবেন। আর ঐহিক সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বিহীন হইয়াও, পঞ্চাগ্নি বিজ্ঞা প্রভৃতির প্রভাবে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী।

**শঙ্কর :** যাহাতে প্রাণী উৎপন্ন হয় ও নিবাস করে, তাহাকে ভুবন বলে।

( ১৭ ) ব্রহ্মলোকও বিলীন হইয়া যায়, কারণ তাহা কাল পরিচ্ছিন্ন ; করূপ ভাবে কার-পরিচ্ছিন্ন তাহাই বলিতেছেন।

১৭। সহস্রযুগ পর্য্যন্তমহর্ষদ ব্রহ্মণো বিদুঃ

রাত্রিং যুগ সহস্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ । ১৭।

**পদচ্ছেদ :** সহস্র-যুগ-পর্য্যন্তম্ অহঃ ৪৭ ব্রহ্মণঃ বিদুঃ, রাত্রিম্ যুগ-সহস্র অন্তাম্ তে অহো-রাত্রবিদঃ জনাঃ।

**অন্বয় :** ব্রহ্মণঃ ৪৭ অহঃ সহস্র যুগ পর্য্যন্তম্ রাত্রিম্ যুগ-সহস্রান্তাম্ ( যে ) বিদুঃ তে জনাঃ অহোরাত্রবিদঃ।

**কঠিন শব্দ :** সহস্র যুগ = সহস্র মহাযুগ ; একমহাযুগ = সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি চারযুগের সমান। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির কাল, যথাক্রমে ১৭২৮০০০, ১২৯৬০০০, ৮৬৪০০০,



৮—১০৬

( ৮।১৭ )

৪৩২০০০ মানব বৎসর । এই হিসাবে  $৪৩২০০০০ \times ৪$ ,  
 $৪৩২০০০ \times ৩$ ,  $৪৩২০০০ \times ২$  ও  $৪২০০০ \times ১$ , মানব বৎসর।  
 এই হিসাবে ৪৩২০০০০ মানব বৎসর = এক মহাযুগ । এক  
 হাজার মহাযুগ ত্রক্ষার এক দিবস ; ঐ কাল ত্রক্ষার এক রাত্রিও।  
 এই হিসাবে ত্রক্ষায় এক দিবসাত্র  $২ \times ৪৩২০০০০০০০$  মানব  
 বৎসর এবং ত্রক্ষার এক বৎসর =  $৩৬৫ \times ২ \times ৪৩২০০০০০০০$  মানব  
 বৎসর । ত্রক্ষার আয়ুষ্কাল ত্রক্ষার বৎসরের একশত বৎসর, অর্থাৎ  
 $১০০ \times ৩৬৫ \times ২ \times ৪৩২০০০০০০০$  মানব বৎসর =  $৩১৫৩৬০০০০০০০০০$  মানবীয় বৎসর, বিষ্ণু পুরাণ মতে ; অহোরাত্র  
 বিদগ্ধের মতে, উহা  $\times ১০০/৩$  ; মনুর মতও তাহাই । ত্রক্ষার  
 অর্দ্ধেক আয়ুষ্কাল গত হইয়া গিয়াছে ।

ত্রক্ষার এক দিবসকে ( $= ৪৩২০০০০০০০০$  মানব বৎসর) এক  
 কল্প বলে । ইহাতে ১৪ মনুর রাজত্ব হয় ; এক এক মনুর রাজত্ব  
 $১০০০ \div ১৪ =$  প্রায় ৭১ চতুর্যুগ অর্থাৎ ত্রক্ষার একদিবসে, মোট  
 মুটি ভাবে ৭১ বার সত্যাদি প্রত্যয়ুগ হয় । যুগের পর যুগ  
 আসিতে থাকে । ত্রক্ষার দিবসান্তে রাত্রি আসে, অর্থাৎ  
 ত্রক্ষা নিদ্রা ঘান, সব অব্যক্তে বিলীন হয় । ত্রক্ষার রাত্রি অগ্নে  
 ( ইহাও দিবস পরিমাণ কাল ) আবার ত্রক্ষার দিবস আসে  
 অর্থাৎ ত্রক্ষা জাগিয়া উঠেন, অর্থাৎ অব্যক্তে বাহ্য বিলীন  
 হইয়াছিল তাহা বাহির হইয়া আসে । ত্রক্ষার প্রতিদিনে ত্রিলো  
 কের উৎপত্তি ও প্রতিরাত্রে ত্রিলোকের প্রলয় হয় ।

ত্রক্ষার অর্দ্ধেক আয়ু গত হইয়া ৬ কল্প হইয়া গিয়াছে ।

( ৮।১৭ )

৮—১০৭

কার কল্পের নাম শ্বেতবরাহ কল্প । ইহারও ছয় মন্বন্তর হইয়াছে ; সপ্তম অর্থাৎ এখনকার মনুর নাম বৈবস্বত মনু । এই সপ্তম মনুর ২৭ মহাযুগ চলিয়া গিয়াছে ; এখন অষ্ট বিংশতি মহাযুগের শেষ যুগ কলিকাল ; ১৩৭১ সাল কলির ৫০ ৬৯ বর্ষ ; কলির জীবন . ৪৩২০০০ বৎসর । ( মনুস্মৃতি ১।৭৩ ) এক ব্রহ্মার পরে অষ্ট ব্রহ্মা হইবেন । অনাদি অনন্ত এ জগৎ ।

ব্রহ্মলোক অর্থে ব্রহ্মার লোক, ব্রহ্মের লোক নহে ; ব্রহ্ম কালাতীত দেশাতীত, যে বিদ্বান বা যোগী যোগবলে ( বা শ্রীকৃষ্ণের পরম ধাম হইতে ), ব্রহ্মার দিবার দৈর্ঘ্য ও ব্রহ্মার রাত্রির দৈর্ঘ্য ও তাহাতে কি হয়, জানিতে বা দেখিতে সমর্থ হন । তিনি দিবা ও রাত্রির তত্ত্ব জ্ঞাত। বলিয়া কথিত হন ।

ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ, এই তিন লোকের উপর ষষ্ঠাক্রমে মহঃ, জন ও তপঃলোক ; এই তপঃলোকই ব্রহ্মার লোক ।

অনুবাদ : সহস্র মহাযুগ পরিমিত ব্রহ্মার যে এক দিবস ও সহস্র মহাযুগ পরিমিত ব্রহ্মার যে এক রাত্রি হয়, ইহা বাহারা জানিতে সমর্থ হন; তাহাদিগকে দিবরাত্রির বেত্তা বলা হয় ।

অব্রবিন্দ : জন্মান্তর চক্র হইতে মুক্তিলাভ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা দিবার জন্য গীতা এখানে জগৎচক্রের পরিবর্তন সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে যে মত সুপ্রচলিত ছিল, তাহাই গ্রহণ করিয়াছে ।

শঙ্কর : ব্রহ্মা অর্থাৎ বিরাট। শ্রীশঙ্কর, ব্রহ্মা শব্দ দ্বারা মহঃ-লোকাদিবাসিগণও লক্ষিত । রামানুজ। বাহারা আমার ইচ্ছায়, মনুষ্য



হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলকার দিনরাতের ব্যবস্থা জানে ইত্যাদি।

**ভূপেন্দ্রনাথ :** যোগী ব্যতীত কাল রহস্য কেহ বুঝিতে পারে না। পরিমিত কালই মায়ার স্বরূপ। মহাকাল, অনন্ত। সেই কাল ঘটস্থ হইলে তবে তাহার পরিমাণ হয়। ভোক্তা ও ভোগ্য সূর্য্য ও চন্দ্র মিথুন। এই মিথুনই ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ ( খে উ ) পরমাত্মাই মহাকাল, মহাকালের সীমা কেহই নির্দ্ধারণ করিতে পারে না, মর্শ্ব কেহই জানিতে পারে না, “বিধি হরি শম্ভু নারায়ন হারা”।...সীমাবদ্ধ কাল লইয়াই নামরূপময় জগৎ। সীমাবদ্ধ এই কাল, জীবের আয়ু, অজ্ঞপা। জীব দিবারাত্রি ২১৬০০ বার শ্বাস ফেলে ও গ্রহণ করে। পূর্ব্বকর্মানুসারে জীব এই শ্বাসের পুঞ্জি লইয়া জন্মায়। যোগী প্রাণায়াম দ্বারা আয়ু ও বল বৃদ্ধি করিতে পারেন। প্রতি মিনিটে সাধারণতঃ ১২ হইতে ১৫ বার শ্বাস প্রশ্বাস চলে ( দিবারাত্রি ২১৬০০ বার ) ; যিনি উহা কমাইয়া ২৩০০ বারে আনিতে পারেন, ( অর্থাৎ ৪৪ সেকণ্ডে একবার ) তিনি মহর্ষি ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হন।

**মধুসূদন :** তাৎপর্য্য এই, তাহার কেবল সূর্য্যের ও চন্দ্রের গতি অনুসারে দিবারাত্রি অবধারণ করেন, তাহার অহোরাত্রিবিৎ নহে, কারণ তাহার অল্পদর্শী।

আর জগৎ ও প্রাণিদমূহ ? ব্রহ্মার দিবসাগমও রাত্রি আগমের সহিত সৃষ্টি ও প্রলয় সম্বন্ধিত।

১৮। অব্যক্তাদ্ ব্যক্তায়ঃ সর্ব্বা প্রভবন্ত্য হরাগমে, ...

রাত্রাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈ বান্যন্ত সংজ্ঞকে। ১৮।

**পদচ্ছেদ :** অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সৰ্বাঃ প্রভবন্তি অহঃ  
আগমে, রাত্রি আগমে প্রলীয়ন্তে তত্র এব অব্যক্ত সংজ্ঞকে ।

**অন্বয় :** সৰ্বাঃ ব্যক্তয়ঃ অহরাগমে অব্যক্তাৎ প্রভবন্তি  
রাত্র্যাগমে তত্র অব্যক্ত সংজ্ঞকে এব প্রলীয়ন্তে ।

**কঠিন শব্দ :** অহরাগমে = ( ব্রহ্মার ) দিবা আগত হইলে ।  
অব্যক্ত = যাহা প্রকাশিত নহে, যাহা ইন্দ্রিয়াতীত, অর্থাৎ মূল  
কারণ প্রকৃতি causal Unmanifest Principle । ( ভক্তি-  
প্রদীপ ) ব্যক্ত = প্রকাশিত সকল বস্তু ।

**অনুবাদ :** ব্রহ্মার দিবা আগত হইলে, “অব্যক্ত” অর্থাৎ  
মূল কারণ, ইন্দ্রিয়াতীত, প্রকৃতি হইতে, ব্যক্ত অর্থাৎ নামরূপে  
ব্যক্ত ইন্দ্রিয় উপলব্ধ বস্তু সকল উৎপন্ন হয় । ( ব্রহ্মার ) রাত্রি  
আগত হইলে ইহা, “অব্যক্ত” দান যাহার, সেই তাহাতে অর্থাৎ  
ইন্দ্রিয় বোধগম্য নহে, সেই মূল কারণ প্রকৃতিতে প্রলীন হইয়া  
যায় । ( তৈ ৩।১ ; যুগু ২।১।৯ ; শ্বে ৪।১ মৈ ৬।১৫।১৭ ; মহাভা  
৫।৪৪।৩০, মনু ১।৫২।৫৭ )

প্রকৃতি তো ভগবানেরই শক্তি ; তিনিই ইহাকে ক্ষুরিত  
করিয়া কাজে লাগান আবার নিজেতে বিলীন করিয়া লন  
( ৯।৭, ১০ ; ১৪।৩ ) । প্রলয়, অব্যক্তে বিলীন ; ব্রহ্মার রাত্রি বা  
তাহার নিদ্রা যাওয়া, সব একই কথা একই ভাব ব্যঞ্জক ।

**মধুসূদন :** অব্যক্তাদ্ এ স্থলে অব্যক্ত পদের অর্থ যে  
জগতের অব্যাকৃত অবস্থা তাহা নহে, কারণ এখানে দৈনন্দিন  
সৃষ্টি এবং প্রলয়ের মধ্যে আকাশাদি ( অব্যক্তান্ত পদার্থ ) অন্তর্ভূত



হইয়াই যাইতেছে বলিয়া তাহার আর পৃথক উল্লেখ অনাবশ্যক। অতএব 'অব্যক্ত' পদের অর্থ এখানে প্রজাপতির নিদ্রাবস্থা অর্থাৎ অব্যক্ত অর্থ নিদ্রাবস্থাপন্ন প্রজাপতি। বক্তব্যঃ সর্ব্বাঃ = সমস্ত ব্যক্তিগণ অর্থাৎ শরীর এবং বিষয় ইত্যাদি প্রকার ভোগ ভূমি সকল। শ্রীধরের ব্যাখ্যা ভিন্ন রকমের।

রামানুজ : (সকল বস্তু) ব্রহ্মার দিবসারম্ভে চতুর্ন্থ ব্রহ্মার দেহরূপ অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি অনেকেই ব্রহ্মার সূক্ষ্ম শরীর বলিয়াছেন।

অব্যক্ত = প্রজাপতির নিদ্রাবস্থা (শঙ্কর) ; কার্যের অপ্রকাশিত অবস্থা, কারণ স্বরূপ, অথবা প্রকৃতি (শ্রীধর)।

কৃষ্ণানন্দ : কারণে লয় হয়; ব্রহ্মার স্রষ্টি।

শ্যামব্রহ্ম : রাত্রি আসিলে সংহার কারণ তমঃ প্রভৃতি হয়।

Modi. Gives a very long list of passages in which ভূত occurs,

নাসদীন্নমুক্ত : In the beginning there was neither nouht nor ought.

ভূপেন্দ্রনাথ : যখন দিন রাত ইড়া পিঙলা স্থির হইয়া স্রষ্টিতে চলে, তখন বিজ্ঞান পদ।...সূর্য্য নাড়ী পিঙলায় শ্বাস বহিলে দিন, এবং চন্দ্র নাড়ী ইড়ায় শ্বাস বহিলে ষোগীদের রাত্রি। ইড়া হইতে পিঙলায় যাইবার মুখে ও পিঙলা হইতে ইড়ায়,

অর্থাৎ সুবুদ্ধায় যে শ্বাসের গতি হয় তাহাই অব্যক্তাবস্থা বিজ্ঞান পদ । যোগী সর্বগত হন ।

শঙ্কর : ব্রহ্মার দিনের আরম্ভকালে, অব্যক্ত অর্থাৎ প্রজাপতির নিদ্রাবস্থা হইতে সকল ব্যক্তি অর্থাৎ স্থাবর, জঙ্গম-রূপময় প্রজা প্রকট হয়, ইত্যাদি ।

শ্রীশঙ্কর : অব্যক্ত = কার্যের অপ্রকাশিত অবস্থা, অর্থাৎ কারণ ।.... অহোরাত্রজ্ঞ মানবগণ ব্রহ্মার যে দিব্য বিষয় জানেন, সেই দিব্য আগমনে, কারণ হইতে কার্যসমূহ প্রকাশিত হয় ; ইত্যাদি ।

Telang. On the admit of day, all perceptible things are produced from the unperceived.

(১৯) প্রলয়েই সব শেষ হইয়া যায় না ; কর্মফলের ভোগ-বলে, নূতন সৃষ্টি আবার জন্ম হয় ।

১৯ । ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূহা ভূহা প্রলীয়তে ।

রাত্র্যাগমে অবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে । ১৯।

পদটোছদ : ভূতগ্রামঃ সঃ এব অয়ন্ ভূহা ভূহা প্রলীয়তে রাত্রি আগমে অবশঃ পার্থ প্রভবতি অহঃ আগমে ।

অল্পর : পার্থ, সঃ এব অয়ন্ ভূতগ্রামঃ ভূহা ভূহা অবশঃ রাত্র্যাগমে প্রলীয়তে অহরাগমে প্রভবতি ।

কঠিন শব্দ : ভূতগ্রাম = প্রাণি সকল । ভূহা ভূহা = উৎপন্ন হইয়া হইয়া । অবশঃ = বাধ্যভাবে প্রকৃতির অধীনে ( নিজ নিজ কর্মের ফলে ।



অনুবাদ : পার্থ, সেই এই প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়াছে  
নিজ নিজ কৰ্মফলের জ্ঞান বাধ্যভাবে প্রকৃতির অধীনে ( থাকে )  
ব্রহ্মার স্বাক্ষর সমাগমে বিলীন প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মার দিবসাগমে আ  
উৎপন্ন হয়। ( শ্বে ৩:২ ; তৈ ৩:১ , মূ ২:১২, শ্বে ৮:১ ; তৈ  
৬:১৫:১৭ ; মহাভা, ৫:৪৪:৩০ , মনু ১:৫২:৫৭ )

“নাভুক্তং কীর্যতে কৰ্ম কল্প কোটি শতৈরপি” ; ইহা  
হইলে কৃতনাশ ও অকৃতভাগ্যম নামক দোষ হয়। মনে  
মনে বৈরাগ্য আনিবার জ্ঞানও এই শ্লোক ।

সৃষ্টি এই ভাবে চলিতে থাকে, বিরামহীন । বার বার ব্রহ্ম  
সমূহ উৎপন্ন হইতেছে, একই ভাবে সূর্য্যচন্দ্র উৎপন্ন হইতেছে ।  
সূর্য্যচন্দ্রমসৌ খাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবী চাক্ষু  
মখো স্ব । ‘অয়ং’ = এই = সেই পূর্ব্ব কল্পে যাহা ছিল সেই সমস্ত  
বস্তুতঃ কোনও নূতন জীবের সৃষ্টি হয় না ( কৃষ্ণানন্দ ) ।

কৃতনাশ = যাহা আছে, তাহাকে নষ্ট করা । অকৃতভাগ্যম  
যাহা নাই তাহা স্বীকার করা ।...

স্বামানুজ : ব্রহ্মলোকও লীন হয়, পৃথ্বী জলে,  
তেজে লয় হইয়া যায় । এই ক্রমে অব্যক্ত অক্ষর ও তমঃ প  
সব আঘাতে লয় হইয়া যায় ।... ঐশ্বর্য্য গতি প্রাপ্ত্য পূ  
পুনরাগমন অনিবার্য্য, কিন্তু আমাকে পাওয়া ভক্তের পুনর্জ  
প্রসঙ্গই হয় না ।

মধুসূদন : সেই এই ভূত সমুদায়ই এই কল্পে উ  
হইতে থাকিলেও তাহার অণু আকারে কল্পান্তরে ( অণু সৃষ্টি

( ৮২০ )

৮—১১৩

উৎপন্ন হইলেও বস্তুতঃ ভিন্ন নহে ; কারণ অসৎকার্য্যবাদ স্বীকার করা হয় না । অংশ = অবিভা, কাগনা কর্ম্ম প্রভৃতির অধীন ।

শ্রীশ্বর : আবার দিবাভাগের আগমনে কর্ম্মাদির অধীন হইয়া জন্মলাভ করে ।

শঙ্কর : ঐ প্রকারেই বিবশ হইয়া দিনের প্রবেশ কালে পুনরায় উৎপন্ন হয় ।

ভূপেন্দ্রনাথ : যেমন আগরা নিদ্রার সময় পূর্ব দিনের চিন্তা ও কর্ম্মের সংস্কার লইয়া সুপ্ত হই, জাগ্রত হইলে আবার সেই সংস্কার ও চিন্তা সহ জাগিয়া উঠি, সমুদায় জীব প্রলয়কালে তাঁহাদের কর্ম্ম ও চিন্তা লইয়া অব্যক্ত হইতে বাহির হইয়া আসে । সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা, ইত্যাদি ( ঋগ্বেদ ) । অবশভাবে সব জীবই এইরূপ প্রবাহের মধ্যে কতবার ডুবিতেছে উঠিতেছে ।...এই আত্মাকে জানিতে হইলে সত্যকে আশ্রয় করিতে হইবে ।

মতিলাল : ( ঠিক ব্রহ্মার মত ) জীব ও জাগ্রত কালে যে কর্ম্ম ও চিন্তার অভিব্যক্তি রাখে, নিদ্রায় তাহার লয় হইয়া যায় ।

( ২০ ) কিন্তু যিনি কারণের কারণ, তাঁহার নিত্যতা চলিতেই থাকে ।

২০ । পরন্তুস্মাতু ভাবোহন্তোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ

যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেশু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি । ২০

পদচ্ছেদ : পরঃ তস্মাৎ তু ভাবঃ অশ্যঃ অব্যক্তঃ  
অব্যক্তাৎ সনাতনঃ যঃ সঃ সর্ব্বেষু ভূতেশু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ।



অব্যক্ত ! তু তস্মাৎ অব্যক্তাৎ পরঃ অগ্নঃ যঃ সনা  
অব্যক্তঃ ভাবঃ সং সর্বেষু ভূত্বেষু নশ্বৎসু ন বিনশ্চতি ।

কঠিন শব্দ ! পরঃ = পৃথক ও তাহা হইতে শ্রে-  
সনাতন = নিত্য বর্তমান ।

অনুবাদ ! কিন্তু সেই অব্যক্ত হইতে পৃথক ও  
হইতে শ্রেষ্ঠ, অগ্নি যে নিত্য বর্তমান অব্যক্তভাব বা সত্তা  
তাহা ভূত সকল বিনষ্ট হইলেও বিনষ্ট হয় না ।

প্রপঞ্চের কারণ হিরণ্যগর্ভ, স্রষ্টি ইত্যাদিতে কথিত হইয়া  
ভগবান তাহারও কারণ ।... প্রভৃতি ও ভগবান দুইই অব্যক্ত  
তাহাদের বিবৃতি দেওয়া যায় না, সাধারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহাদের  
উপলব্ধ্য নহেন । প্রথমোক্ত অব্যক্ত অর্থাৎ ভগবৎ শক্তি প্রথম  
ভগবৎ ইচ্ছায় সক্রিয় হয় আবার ভগবৎ ইচ্ছায় নিষ্ক্রিয়  
দ্বিতীয় অব্যক্ত অর্থাৎ ভগবান, 'তস্মাৎ পরঃ', অর্থাৎ  
অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ । তাহার স্কুরণ নির্বাণ নাই, তিনি প্রথম  
কারণ ও সর্বদাই বর্তমান ।

পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ।

মধুসূদন ! অব্যক্ত = রূপাদি বিহীন হওয়ায় চক্ষুর  
অবিষয়, তাহা "ভাবঃ", সমস্ত কল্পিত কার্যের মধ্যেই সর্ব  
অনুগত ।

শ্রীশ্রী ! অব্যক্ত = কার্যের অপ্রকাশিত অবস্থা,  
স্বরূপ ।

শঙ্কর ! তু শব্দে বিলক্ষণতা প্রদর্শিত হইয়া

প্রথমোক্ত অব্যক্ত, ভূত সমুদয়ের বীজভূত অবিচাররূপ অব্যক্ত ।

**রামানুজ :** প্রথমটি জরপ্রকৃতিরূপ অব্যক্ত । দ্বিতীয়টি, জ্ঞানের একাকারতার জন্য শ্রেষ্ঠ । যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির দ্বারা জানা যায় না, তাহা অব্যক্ত কথিত হয়, দ্বিতীয় অব্যক্ত ( আত্মতত্ত্ব ) স্বয়ং সংবেদ্য । কার্য্য কারণ সহিত আকাশাদি সম্পূর্ণ ভূতসমূহের নাশ হইলেও, যদিও উহা উহাতে স্থিত, তবুও নাশপ্রাপ্ত হয় না ।

**কৃষ্ণানন্দ :** পরমার্থ সত্তা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ । চৈতন্য সহ মায়িক সম্বন্ধবশতঃই ইন্দ্রিয়াদির বোধশক্তির বিকাশ হয় । কাজেই চৈতন্য শক্তি ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য নহে । ব্রহ্মের চৈতন্যস্বরূপ স্বপ্রকাশ, তাহা মায়িক দিক কালের অতীত ।

**ভূপেন্দ্রনাথ :** ক্রিয়ার পর অবস্থায় সকল বস্তু হইতে চিন্তার নিবৃত্তি হয় ।...কূটস্থের জ্যোতিতেই এই প্রত্যক্ষ শরীরাদি ইন্দ্রিয় বর্গ প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু সেই কূটস্থ মণ্ডল হইতেও বিশুদ্ধ আর একটি অব্যক্ত ভাব আছে তাহাই ক্রিয়ার পরাবস্থা....উনিই সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী পুরুষ, উনিই নারায়ণ ।

(২১) যিনি কারণের কারণ, পাওয়া চাই তাঁহাকেই ।

২১ । অব্যক্তোহঙ্কর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমম্ মম । ২১।

**পদচ্ছেদ :** অব্যক্তঃ অঙ্করঃ ইতি উক্তঃ তম্ আহঃ পরমাম্ গতিম্ যম্ প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তৎ ধাম পরমম্ মম ।

**অন্বয় :** অব্যক্তঃ অঙ্করঃ ইতি উক্তঃ তম্ পরমাম্ গতিম্



আহুঃ যম্ প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তৎ মম পরমম্ ধাম ।

কঠিনশব্দ : অব্যক্ত, পূর্বেবল্লোকগুলিতে ব্যাখ্যা হইয়াছে। অক্ষর = পরিবর্তন ও বিনাশরহিত। পরমাং গতি = তাঁহার কাছে যাওয়াই শ্রেষ্ঠ যাওয়া, যে যাওয়ার উপরে আর কোন যাওয়া নাই ( ৮।১০ ) যে যাওয়ার অর্থ তদ্ভাবমাগত হওয়া। পরমধাম = পরম স্বরূপ। রাহুর শিষ্যের মত, পরমস্বরূপ, পরমগতি, পরমধাম, সব একার্থ বাচক। পরমাং গতিম্ = the highest ultimate end ( ভক্তি প্রদীপ )

অনুবাদ : (এই দ্বিতীয়) অব্যক্তকে অক্ষর ( অবিবর্তন ও পরিবর্তনহীন ) বলা হয় ; ঐ অক্ষর নামক অব্যক্ত ভাবে পরমগতি বলা হয়। আর, যে সনাতন অব্যক্তভাব পাইলে, মানুষ আর ফিরিয়া যায় না ( পুনর্জন্ম হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম ) । ( গীতা ১৬৬ ; ১৩২৮ ; ১৬২২ ; ৮।১০ ; ৩৩২ ; মৈত্রী ৬৩০ কঠ ৬।১০ ; গীতা ৪।১৩ ; ৯।৩২

শ্রীশব্দ : শ্রেষ্ঠগতি = প্রাপ্য পুরুষার্থ। পুরুষান্ন পর কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতি। ধাম = স্বরূপ। “আমার” এই শব্দ উপচারে ( অভেদে ) বস্তু, যেমন “রাহুর মস্তক” ( মস্তকংশই রাহু নামে পরিচিত ), অতএব আমিই অন্তিম শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য।

মধুসূদন : উৎপত্তি বিনাশ রহিত স্বপ্রকাশ পরমানন্দ স্বরূপ বলিয়া পুরুষার্থের বিশ্রান্তি। ‘মম ধাম’ = আমার স্বরূপ, ঐ বস্তু, রাহুর শিষ্যের মত। আমি বিষ্ণুই পরমাগতি।

রামানুজ : অক্ষরশব্দ আসিয়াছে ১২।৩ ও ১৫।১০

শ্লোকে । 'পরমাগতি' আসিয়াছে ৮।১৬ শ্লোকে । পরমধাম = পরমনিয়মন স্থান ; এক নিয়মন স্থান, জড় প্রকৃতি ; দ্বিতীয়-জীব-রূপা প্রকৃতি ; আর পরম নিয়মন স্থান, বাহ্য জড় সংসর্গ রহিত স্বস্বরূপে স্থিত মুক্ত স্বরূপ অপুনরাবৃতি গুণী, অথবা, ধাম = প্রকাশ ; প্রকাশের তাৎপর্য জ্ঞান ; জ্ঞানস্বরূপ মুক্তাত্মা, পরমধাম ।

শঙ্কর : পরম ধাম = বিষ্ণুর পরম পদ ।

মহানামভূত : সেই উর্দ্ধভূমির নাম দিয়াছেন পরমং ধামং । পরমাং গতি পাইলে আর ফিরিতে হয় না ।

ভূপেন্দ্রনাথ : এই অব্যক্তই অক্ষর পুরুষ, ইনিই পরমাগতি, এই স্থিতিকে পাইলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না....এই পরমনিবৃত্তিরূপ লয় বিক্ষেপ শূন্য অবস্থাই আমার পরম ধাম "তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং ।....এই ধামকে প্রাপ্ত হওয়া বা আমিই হইয়া যাওয়া ।....বুদ্ধিতে উপস্থিত পরমাগতাই জীবরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ।....প্রাণ নিরুদ্ধ হইলে, তৎসহ মন ও বুদ্ধি নিরুদ্ধ হইয়া যায় । তখন জীবভাব যাইয়া এক অখণ্ড পরমাগতাই বিরাজ করেন ।

(২২) সেই পরমধাম বা পরমপুরুষকে পাইবার উপায় বলিতেছেন

২২ । পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যঃ অনগ্ৰয়া ।

যশ্যন্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্

পদচ্ছেদ । পুরুষঃ সঃ পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যঃ তু অনগ্ৰয়া

যশ্য অন্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বম্ ইদম্ ততম্ । ২২



৮—১১৮

( ৮১২২ )

অন্তর্য : তু পার্থ যন্ত অন্তঃস্থানি ভূতানি যেন ইদম্ সর্বম্  
ততম্ সঃ পরঃ পুরুষঃ অনন্তয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ ।

কঠিন শব্দ : অন্তঃস্থানি = অন্তর্গত, ভিতরে অবস্থিত  
ইদং সর্বম্ ততম্ = এই সব জগৎ পূর্ণ, সর্বম্ ততম্ গীতার  
বহুস্থানে আসিয়াছে ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে তালিকা দেওয়া  
হইয়াছে ) । পরঃ = পরম্ । অনন্ত ভক্তি = অন্ত বিষয়াভিমুখী  
অন্ত দেবতাভিমুখী যে ভক্তি নহে, ( ইহাও পূর্বের ব্যাখ্যাত =  
হইয়াছে ) ভক্তি পরানুরক্তি ; পরম প্রেমস্বরূপা (দ্বাদশ অধ্যায়)  
অনন্তভক্তি অহৈতুকী হইবে । পুরুষ পূর্বের ব্যাখ্যাত হইয়াছে  
পরম পুরুষ, পুরুষোত্তম, ভক্তের ভজিবার ভগবান ; অস  
নির্বিশেষ ব্রহ্ম নহেন, ভক্তির সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই ।  
অধ্যায়ে ব্রহ্মের পর আনা হইয়াছে নিরাকার সগুণ ভগবানকে  
ব্রহ্মের জগৎ অনুচিন্তন, ভগবানের জগৎ ভক্তি : ওঁ কার ছি  
abstract সাধন, ভক্তি concrete ইহা কিরূপ, পরে পাইবে

অনুবাদ : পার্থ, যাহার ভিতর ভূত সকল অবস্থিত  
এবং যাহার দ্বারা সমস্ত ( অন্তরে বাহিরে ) জগৎ ব্যা  
বহিয়াছে, সেই পরম পুরুষকে ( কেবল ) অনন্ত ভক্তি  
দ্বারাই লাভ করা যায় ।

মধুসূদন : শ্রুতিবাক্য সমূহ দিয়াছেন, উপরি উ  
ভাবের ।

স্বামানুজ : গীতার ৭৩, ১৩ ; ৮।১৪ উদ্ধৃত করিয়াছেন

শ্রীশঙ্কর : কারণ-স্বরূপ যাহার মধ্যে সমস্ত ভূত অবস্থিত

ও যিনি কারণরূপে থাকিয়া এই সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত। অনন্য =  
যাহার অন্য কোন আশ্রয় নাই ঈদৃশী ঐকান্তিকী ভক্তি।

শঙ্করঃ। পুরুষ যাহা শরীররূপ পুরে শয়ন করিয়া  
আছে, বা যাহার দ্বারা সর্বত্র পরিপূর্ণ। পরঃ পুরুষ পরম পুরুষ,  
সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, ভগবান। তিনি পরম কারণ; কার্যরূপ ভূত  
তাহার ভিতর অবস্থিত, কারণ, কার্য, কারণে থাকে। অনন্য  
ভক্তি = আত্মবিষয়ক জ্ঞান।

Krishna Prema. Loving devotion is the  
easiest way which will carry the disciple out  
of himself to a higher Self in the Worshipped  
One. Plotinus said that only he attains the  
One who has the nature of a lover or philosopher,

অন্নবিন্দ। যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম সকল সম্বন্ধ-শূণ্য, তাহার  
প্রতি ভক্তি প্রয়োজন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু গীতা জোর  
দিয়াই বলিয়াছে, যদিও এই অবস্থা বিশ্বাতীত, এবং যদিও ইহা  
চির অব্যক্ত, তথাপি সেই পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তির দ্বারা লাভ  
করিতে হইবে, যাহার মধ্যে সর্বভূত বিরাজ করিতেছে।

সম্ভদাস। ভক্তি দ্বিবিধ—সাধন ভক্তি ও পরাভক্তি।  
সাধনভক্তি প্রকৃত ভক্তি নহে। ব্রহ্মে কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মফল অর্পণ  
পূর্বক অনাশ্রিত ভাবে যে কৰ্ম্মযোগাশ্রিত ভক্তি, তাহাকে  
সাধন ভক্তি বলে। কৰ্ম্মযোগে প্রতিষ্ঠা লাভান্তে ব্রহ্ম হইতে  
অভিন্ন বুদ্ধিতে স্থিতি লাভ হইলে, সাধনান্তর নিরপেক্ষ যে কেবলা



অন্তর্য : তু পার্থ যন্ত অন্তঃস্থানি ভূতানি যেন ইদম্ সর্বম্  
ততম্ সঃ পরঃ পুরুষঃ অনন্তয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ ।

কঠিন শব্দ : অন্তঃস্থানি = অন্তর্গত, ভিতরে অবস্থিত,  
ইদং সর্বম্ ততম্ = এই সব জগৎ পূর্ণ, সর্বম্ ততম্ গীতার  
বহুস্থানে আসিয়াছে ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে তালিকা দেওয়া  
হইয়াছে ) । পরঃ = পরম্ । অনন্ত ভক্তি = অন্ত বিষয়াভিমুখী  
অন্ত দেবতাভিমুখী যে ভক্তি নহে, ( ইহাও পূর্বের ব্যাখ্যাত =  
হইয়াছে ) ভক্তি পরানুরক্তি ; পরম প্রেমস্বরূপা (দ্বাদশ অধ্যায়)  
অনন্তভক্তি অহৈতুকী হইবে । পুরুষ পূর্বের ব্যাখ্যাত হইয়াছে  
পরম পুরুষ, পুরুষোত্তম, ভক্তের ভজিবার ভগবান ; অস  
নির্বিশেষ ব্রহ্ম নহেন, ভক্তির সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই ।  
অধ্যায়ে ব্রহ্মের পর আনা হইয়াছে নিরাকার সগুণ ভগবানকে  
ব্রহ্মের জগৎ অনুচিন্তন, ভগবানের জগৎ ভক্তি : ওঁ কার ছি  
abstract সাধন, ভক্তি concrete ইহা কিরূপ, পরে পাইবে

অনুবাদ : পার্থ, যাহার ভিতর ভূত সকল অবস্থিত  
এবং যাহার দ্বারা সমস্ত ( অন্তরে বাহিরে ) জগৎ ব্যা  
বহিয়াছে, সেই পরম পুরুষকে ( কেবল ) অনন্ত ভক্তি  
দ্বারাই লাভ করা যায় ।

মধুসূদন : শ্রুতিবাক্য সমূহ দিয়াছেন, উপরি উক্ত  
ভাবে ।

স্বামানুজ : গীতার ৭৩, ১৩ ; ৮।১৪ উদ্ধৃত করিয়াছেন

শ্রীশ্রী : কারণ-স্বরূপ যাহার মধ্যে সমস্ত ভূত অবস্থিত

ও যিনি কারণরূপে থাকিয়া এই সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত। অনন্য =  
যাহার অন্য কোন আশ্রয় নাই ঈদশী ঐকান্তিকী ভক্তি।

শঙ্করঃ। পুরুষ যাহা শরীররূপ পুরে শয়ন করিয়া  
আছে, বা যাহার দ্বারা সর্বত্র পরিপূর্ণ। পরঃ পুরুষ পরম পুরুষ,  
সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, ভগবান। তিনি পরম কারণ; কার্যরূপ ভূত  
তাহার ভিতর অবস্থিত, কারণ, কার্য, কারণে থাকে। অনন্য  
ভক্তি = আত্মবিষয়ক জ্ঞান।

Krishna Prem. Loving devotion is the  
easiest way which will carry the disciple out  
of himself to a higher Self in the Worshipped  
One. Plotinus said that only he attains the  
One who has the nature of a lover or philosopher,

অন্নবিন্দঃ। যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম সকল সম্বন্ধ-শূন্য, তাহার  
প্রতি ভক্তি প্রয়োজন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু গীতা জোর  
দিয়াই বলিয়াছে, যদিও এই অবস্থা বিশ্বাতীত, এবং যদিও ইহা  
চির অব্যক্ত, তথাপি সেই পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তির দ্বারা লাভ  
করিতে হইবে, যাহার মধ্যে সর্বভূত বিরাজ করিতেছে।

সম্ভদাসঃ। ভক্তি দ্বিবিধ—সাধন ভক্তি ও পরাভক্তি।  
সাধনভক্তি প্রকৃত ভক্তি নহে। ব্রহ্মে কস্ম ও কস্মফল অর্পণ  
পূর্বক অনাশ্রিত ভাবে যে কস্মযোগাশ্রিত ভক্তি, তাহাকে  
সাধন ভক্তি বলে। কস্মযোগে প্রতিষ্ঠা লাভান্তে ব্রহ্ম হইতে  
অভিন্ন বুদ্ধিতে স্থিতি লাভ হইলে, সাধনান্তর নিরপেক্ষ যে কেবল



ভক্তির উদয় হয়, তাহাকে পরাভক্তি বলে। যেমন সমাধিশ্রম বাস্তবিক অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থা বুঝায় ; সম্প্রজ্ঞাত অবস্থা অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থার সাধনমাত্র। তথাপি সম্প্রজ্ঞাতকেও সম রূপে বর্ণনা করে ; সমাধিকেও সম্প্রজ্ঞাত অসম্প্রজ্ঞাত এই প্রকার থাকা যোগশাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তদ্রূপ ভাষ্যশাস্ত্রেও জৈশ্বরনিষ্ঠ জ্ঞান ও নিকাম কর্ম প্রভৃতি ভক্তির সাধন হইলেও ভক্তিতে সাধন ভক্তি ও পরাভক্তি এই দুই প্রকার বর্ণনা করা হয়। এই শ্লোকে ও ১১।৫৪ শ্লোকে ভক্তি শব্দ ভক্তি, যাহাকে পরাভক্তি লাভ ১৮।৫৪.৫৫ বর্ণনা করা হইয়াছে।

চিন্তামনি! অষ্টম ও দশম শ্লোকে সগুণ ব্রহ্ম উপাসনার ফল দিব্য পুরুষের প্রাপ্তি। একাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে, পরম অক্ষর নিগূর্ণ ব্রহ্মের উপাসনার ফল পরমপুরুষের প্রাপ্তি আর চতুর্দশ শ্লোকে সগুণ সাকার শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার ফল ভগবানের প্রাপ্তির ফল বলা হইয়াছে, সকলই এক। তাহা এই শ্লোকে বলা হইল। মায়াবাদী ব্রহ্ম-চিন্তকের বিহীন ব্রহ্ম, ব্রহ্মভক্তের নিরাকার সগুণ ব্রহ্ম এবং বৈষ্ণবভক্তের সাকার সগুণ ব্রহ্ম—এ সকলই এক।

মহানামভূত! পরমপুরুষ ব্রহ্মরূপে ব্যাপিয়া আকাশের বিশ্ব, যেন সর্বমিদং ততং। এক স্বরূপে যিনি জগন্ময়, আর এক স্বরূপে তিনি ধামময়। চিত্তস্বরূপে সর্ববিষয়, আনন্দস্বরূপে পরাংপর, ধ্যানের লীলা পুরুষোত্তম। কেবল অনন্ত ভক্তি দ্বারা তিনি লভ্য। এই ভক্তির কথা আবার বলিবেন নবম

চতুর্দশ অধ্যায়ে ; পরমপুরুষের কথা পঞ্চদশ অধ্যায়ে ।

ভূপেতদ্ভনাথ : ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় অনন্তভক্তি ।  
ভক্তির লক্ষণ, স্ব-স্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যতি ধীরতে, স্বস্বরূপের  
অনুসন্ধানে । শঙ্কর বলিয়াছেন, অনন্তভক্তির স্বরূপ, আত্মবিষয়  
ব্যতীত যখন আর কিছু বলিতেও ইচ্ছা করে না ইত্যাদি ।....  
সর্বদা ক্রিয়া করিলে ত্রস্করস্ক হইতে সুখামৃত বর্ষণ হয়, মনে  
কোন চাঞ্চল্য থাকে না ।...হাঁহারা ভাল করিয়া ক্রিয়া করেন ।  
তাহারা নিজের মধ্যে সূর্য প্রভা বিশিষ্ট স্বর্ণ অণু দেখিতে পান,  
তাহা হইতে পুরুষোত্তমের উৎপত্তি । হিরণ্যবর্ণ কূটস্থের মধ্যে  
একটি কৃষ্ণবর্ণ গোলক দেখা যায়, তাহাই কারণ বর্ণ, তাহার মধ্যে  
নক্ষত্রস্বরূপ বীজ আছে । কূটস্থের এই দ্বার দিয়া গগন করিলে  
পুরুষোত্তমরূপ অনুভব হয়, তিনিই নারায়ণ, কারণ সলিলে  
স্থিতির জন্ম নারায়ণ ।

Telang. That Supreme Being, he in whom  
all these entities dwell, and by whom all this  
is permeated, is to be attained to by reverence  
not directed to another.

মতিলাল : এই শ্লোকে মোক্ষ অথবা লয়ের যে কাল্পনিক  
ব্যাখ্যান, তাহার মূলোচ্ছেদ হইয়াছে ।

( ২৩ ) উর্দ্ধগতি পাইতে হইলে, মৃত্যুর উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত,  
সময় সম্বন্ধে যে প্রচলিত মতবাদ আছে, তাহার কথা পাড়িলেন;  
বিশেষ উদ্দেশ্যেই ।



২৩। যত্র কালে অনাবৃতিমাবৃতিং চৈব যোগিনঃ

প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ৷২৩৷

পদচ্ছেদ : যত্র কালে তু অনাবৃতিম্ আবৃতিম্ চ যোগিনঃ প্রয়াতাঃ যান্তি তম্ কালম্ বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ।

অন্বয় : তু ভরতর্ষভ, যত্র কালে প্রয়াতাঃ যোগি অনাবৃতিম্ চ আবৃতিম্ এব যান্তি তম্ কালম্ বক্ষ্যামি ।

কঠিন শব্দ : যত্র কালে = যে সময়ে । তু = এইবার কালের অর্থ সময় মাত্র নহে, বা কালান্তিমাত্র নহে যে যে পরিস্থিতির ভিতর দিয়া এবং যে যে সময়ের ভিতর দিয়া, আত্মাকে যত্নের পর, তাহার প্রাপ্য লোকে যাইতে হইবে সেই পরিস্থিতিগুলি ও সেই সময়গুলি বা তাহাদের দেবভাগ্য এই 'কালের' অর্থ স্বরূপ ধরিতে হইবে । কাল শব্দ এখানে উপলক্ষণ মাত্র । যোগিনঃ = সাধকেরা, ইহার ভিতর পণ্ডিত যাহারা ইচ্ছাপূৰ্ত্ত পুণ্য কর্মসমূহ করেন এবং যাহারা সকল বিষয়ে নিকাম কর্মী হন নাই, বা যাহাদের পূর্ণ অহৈতুক ভক্তি বা পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই । প্রথমোক্তেরা ( পুণ্যকর্মকারীরা ) পিতৃযান মার্গে পিতৃলোকে যান, দ্বিতীয়োক্তেরা দেবযান মার্গে পুণ্যানুসারে দেবলোক সমূহে ও ব্রহ্মলোকে যান । ব্রহ্মলোকে কি হয় তাহা পূর্বের বলা হইয়াছে । পূর্ণ জ্ঞানীর উৎক্রমণ হয় না । পূর্বেরই কথিত হইয়াছে নিকামভক্ত পরম পদ লাভ করেন, নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ করেন, এবং দেবযানাди পথের ভ্রান্ত তাহার মাথা ঝামায় না ( ৮২৮ ) । পূর্ণ নিকাম কর্মীর পূর্ণ

( ১৮।২৩ )

৮—১২৩

নিষ্কাম ভক্তের মত অনাময় পদ লাভ করেন, ভগবান পূর্বেরই বলিয়াছেন ( ২।৫১ )। ( আগাদের মোটা বুদ্ধিতে আমরা এইরূপ অর্থ পাইলাম )।

( পাপীরা নরক ভোগান্তে অতি নীচ যোনি সমূহে ( যথা বিষ্ঠা-কীট ইত্যাদি ) জন্ম পায়। কালের অর্থ কালের বা যমের দূত সমূহও হইতে পারে। পরের শ্লোকে দেখ।

অনুবাদ : হে ভরত-কুল শ্রেষ্ঠ, যে সময়ে যে পরিস্থিতিতে মৃত্যু হইলে সাধকগণ অপুনরাগমন প্রাপ্ত হন এবং যে সময়ে মৃত্যু হইলে সাধকগণ পুনরাগমন প্রাপ্ত হন, সেই সময় দুইটির বিষয় বলিব।

( এখানে হয়তো বুঝিতে হইবে, যে তাঁহাদের মৃত্যু হয় না মৃত্যুকে তাঁহারা আসিতে দেন না যতক্ষণ না সেই পরিস্থিতি আসে বাহাতে মৃত্যু হইলে তাঁহাদের প্রাপ্য লোক তাঁহারা পাইতে পারেন। ভীষ্মকে উত্তরায়ণ আসা অবধি শরশয্যাশায়িত অবস্থায় অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, তাঁহার প্রাপ্য লোক পাইতে।

যোগীরা যোগে দেহত্যাগ করেন; আমাদের মনে হয় ইহার অর্থ এই যে তাঁহারা বাহিরের ব্রহ্মাণ্ডে কবে উত্তরায়ণ আসিবে তাহার জ্ঞান অপেক্ষা করেন না ; ভিতরে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও হয়তো উত্তরায়ণাদি আসে, এবং সময় অনুপাতে নিশ্চয়ই খুব শীঘ্র শীঘ্র আসে। যোগে থাকিয়া, এইরূপ উত্তরায়ণ আসিয়াছে যেই জানিতে পারেন তখন যোগে প্রাণত্যাগ করেন। বা, যোগশক্তিতে এইরূপ উত্তরায়ণাদি দেহের ভিতর আনেন, তখন দেহত্যাগ



করেন। দেহের ভিতর ইন্দ্রিয়াদির অধিপতিরূপে এবং নানারূপে অনেক দেবতা আছেন। যোগশাস্ত্রে কথিত, সূর্য্যনাড়ী পিঙ্গল শ্বাস বহিলে যোগীর দিন ও ইড়ায় শ্বাস বহিলে রাত্রি হয়।

দেবযান মার্গের নাম অর্চিমার্গ। ( ছা উ ৩।১৫।৫ ; ৫।২০।৫।৯।১ ) এ পথের যাত্রাকে শুষ্কগতিও বলা হয়, ইহা আলোকি পথ।

পিতৃলোক ও দেবলোক সমূহে ষাঁহার বাস, তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়। দেবযান-প্রাপ্তদিগের মধ্যে ষাঁহ প্রতীকের উপাসক, তাঁহার ঐ মার্গে তড়িৎ লোক পর্যাভুই করিয়া থাকেন। ( ইহাই বিভিন্ন স্বর্গ লোক )। সেই সব স্বর্গে সুখাদি ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসেন।

মহানামম্ভতঃ : যারা কোন পথেই চলে না, যাদের মন আত্মোন্নতির চেষ্টা কিছু মাত্র নাই, যারা আত্মহন, তাদের পাই অন্ধকার পথে, মনুষ্যোত্তর যোনিতে পুনঃ পুনঃ যাত্রায়া "অসূর্য্যা ( অশূর্য্যা ) নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃত।।

ভূপেন্দ্রনাথ : যোগবলে মরিতে পাবার মত শক্তি হইলে বাহ্য উত্তরায়ণে মরিলেও মুক্তিলাভ হয় না।... চিন্মাত্রে স্থিতি লাভ হইলে,...তখন সর্ববং ব্রহ্মময়ং জগৎ। এই অবস্থায় দেহটা শুষ্ক পত্রের মত পড়িয়া যায়। দেহী ব্রহ্ম অবস্থাতে ব্রহ্ম হইয়া গিয়াছেন,...উৎক্রান্তি হয় না। ষাঁহ একরূপে জীবমুক্ত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের দেহান্তের পরে বা কিছু কাল পরে, বিদেহ মুক্তি।...মুক্তাঙ্গার, সমস্ত লোক

তাহার ইচ্ছামাত্র গতি হয় ইত্যাদি ।... এই শরীরে যে পুরুষ  
 আছেন ইড়া ও পিঙ্গলা তাহার দুই পদস্বরূপ । ক্রিয়ার দ্বারা  
 তৃতীয় পদ প্রকাশিত হয় । নাভিদেশ হইতে সুষুম্নাই তৃতীয় পদ ।  
 তখন সর্বত্র তাহার মহিমা প্রকাশিত হয় । তখন তিনি  
 বিশ্বনাথ ।... মুক্ত পুরুষের বুদ্ধি সমতাকে প্রাপ্ত হয় ।... তাহাদের  
 প্রারব্ধ কর্ম বাহা ফলদানোন্মুখ হইয়াছে, তাহা সুখকর বা দুঃখকর  
 হইলেও, তাহাদের গতি বোধ করিতে তাহাদের স্পৃহা থাকে  
 না ।... সর্বের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখেন ।

মধুসূদন : দেবযান মার্গগামী দিগের মধ্যে বাহারা  
 প্রতীকোপাসক তাহারা দেবযানমার্গে তড়িৎ লোক পর্য্যন্তই গমন  
 করিয়া থাকেন এবং ভোগান্তে তথা হইতেই প্রত্যাবর্তন করেন,  
 আর বাহারা পঞ্চাগ্নি বিদ্যার উপাসক সেই সগুণ ব্রহ্মোপাসনা-  
 বিহীন ব্যক্তিরও দেবযান মার্গে গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহারা  
 ঐ মার্গে তড়িৎ লোক পর্য্যন্ত তত্ত্ব দেবতার অনুগ্রহে গমন  
 করিলে পর, অনন্তর অমানব দিব্য পুরুষ আসিয়া যদিও তাহা-  
 দিগকে তথা হইতে ব্রহ্ম লোকে লইয়া যান, তথাপি তাহাদিগকেও  
 ভোগাবসানে ফিরিয়া আসিতেই হয় । তবে বাহারা দহরাদি  
 বিদ্যার উপাসক তাহারা ( তৎসেতু অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসক হওয়ায়  
 ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় ভোগাবসানে জ্ঞানলাভ করিয়া )  
 ক্রমমুক্তি লাভ করেন ; তাহাদিগকে আর ভোগাবসানে ফিরিতে  
 হয় না ।



শঙ্কর : 'যৎ কালে' এই পদ, ২৪ শ্লোকের "প্রয়াতঃ" সহিত যুক্ত। যোগী = কন্মী।

স্বামানুজ : কাল অর্থাৎ মার্গ।

শ্রীধর : কাল শব্দ দ্বারা কালের অভিধানী (অধিষ্ঠাতা) দেবগণ কর্তৃক প্রাপ্য পথ লক্ষিত হইয়াছে।

মতিলাল : কাল শব্দের অর্থ সময় ধরিলে শ্রুতি স্মৃতি সহিত বিরোধ হয় এই জন্য শঙ্কর কাল শব্দের অর্থ নথি ধরিয়াছেন।

(২৪) সেই প্রহলিত কথন কি, তাহা শোনাইলেন—

২৪। অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ সন্মাসা উত্তরায়ণম্।

তত্র প্রয়াতঃ গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ। ২৪।

পদচ্ছেদ : অগ্নিঃ জ্যোতিঃ অহঃ শুক্লঃ সন্মাসাঃ উত্তরায়ণম্, তত্র প্রয়াতঃ গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ।

অনুব্রহ্ম : জ্যোতিঃ অগ্নিঃ অহঃ শুক্লঃ সন্মাসাঃ উত্তরায়ণম্।  
তত্র প্রয়াতঃ ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি।

কঠিন শব্দ : অগ্নিঃ জ্যোতিঃ = অগ্নি ও জ্যোতি বা জ্যোতির্জ্যোতিঃ অগ্নি দুই অর্থই হইতে পারে। পরের শ্লোকে, যাহা বিপরীত ব্যঞ্জক, তাহাতে এইরূপ স্থানে দুইটি কথা আসে নাই, "ধূম" এই কথা আসিয়াছে। এখানেও অগ্নি ও জ্যোতিঃ দুইটি কথা না লইয়া অগ্নি-জ্যোতিঃ করিয়া, অর্থাৎ একটা কথা করিয়া লইলে সমস্যা হয়, এবং উহা অর্থাৎ জ্যোতির্জ্যোতিঃ অগ্নি, ধূমের বিপরীত ও ওৎসাহ জগৎ সম্বন্ধে। শুক্ল = শুক্লপক্ষ। তত্র প্রয়াতঃ = যাহার ইচ্ছা

দেবতা, মৃত্যুর পর সেই মার্গের পথচারী। ব্রহ্ম = ব্রহ্মলোক।  
ব্রহ্মবিৎ জনাঃ = সগুণ ব্রহ্ম জ্ঞাতারা। ( নিগুণ ব্রহ্ম জ্ঞাতাদের  
উৎক্রমণই হয় না )।

অনুবাদ : জ্যোতির্শস্য অগ্নি, দিবস, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ  
মাহার ব্যাপ্তি ছয়মাস, এই সব কাল বা পরিস্থিতি যে পথের  
সহিত সম্বন্ধিত, মৃত্যু-অন্তে, সেই পথে মাহারা যান ( অর্থাৎ  
মাহাদের যাইতে হয় ), সেই সগুণ ব্রহ্মবেত্তারা ব্রহ্মার লোক  
প্রাপ্ত হন। ( ছান্দোগ্য ও কোশিতকী উপনিষদ ও ব্রহ্ম সূত্রাদি  
দ্রষ্টব্য )।

পূর্ব শ্লোক সমূহে কাহারো এই অচ্চিরাতি মার্গে বা দেবখানে  
যাইতে পান, কাহারো ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটে, কাহারো সেখানে  
এবং কতদিন সেখানে থাকিতে পান, তাহা বলা হইয়াছে।  
( এখানে, দুই 'ব্রহ্মের' পৃথক অর্থ। প্রথম 'ব্রহ্মের' অর্থ ব্রহ্মার  
লোক ; দ্বিতীয়ের অর্থ সগুণ ব্রহ্ম।

বলা হয়, মৃত্যুর পর, আত্মা দেহের আশে পাশে ঘুরিতে  
থাকে, যতক্ষণ না দেহের সংস্কার হয় ; সেই সংস্কারের সময়,  
যে আত্মা ব্রহ্মার লোকে যাইবার যোগ্য, সে অগ্নিশিখা ধরিয়া  
উর্দ্ধে উঠে, তাহার পর আলোকিত পথে তাহার গতি হইতে  
থাকে, যাহাকে দিব্য, শুক্ল পক্ষ, উত্তরায়ণ বলা হইয়াছে। নামগুলি  
পথের আলোকের ঔজ্জ্বল্য ও দৈর্ঘ্যের অনুযায়ী বা ঐ ঐ পথের  
দেবতাদের নাম, বা নামগুলি সময়ের, অর্থাৎ মৃত্যু যখন ঘটিয়াছে  
তখন কোন সময় ছিল, সেই সময়ের নাম। ঐ ঐ সময়ে, যে



ভাগ্যবানের মৃত্যু ঘটে যে দেবদান পথ পায়, ইহাই যেন ক  
হইতেছে। আমরা পূর্বের বলিয়াছি, ভীষ্ম উত্তরায়ণের জন্ম অপেক্ষ  
করিয়াছিলেন। যোগীরা যোগবলে কিভাবে মৃত্যু আনেন, তাহা  
আমরা ব্যাখ্যা দিয়াছি।

একটি প্রশ্ন উঠিবে যে, যদি কেহ ব্রহ্মলোকে যাইবার যোগ  
হয়, কিন্তু মৃত্যুর পরে তাহার অগ্নি সংস্কার না হয়, বা তাহার  
বা মৃত্তিকা সমাধি হয়, বা যদি তাহার দেহ-ত্যাগ উত্তরায়ণে  
হয়, তাহা হইলে সে ব্রহ্মলোকে যাইতে পাইবে না কি? ইহা  
উত্তর অনেকেই দিবেন যে, যে ব্রহ্মলোকে যাইবার যোগা, তাহা  
উপরি উক্ত ভাবে মৃত্যু হইতেই পারে না, যথা ভীষ্মের এবং যদ্যপি  
তিনি ইচ্ছা মৃত্যু পুরুষ ছিলেন বলিয়া এরূপ মৃত্যু ঘটাই  
পারিয়াছিলেন, তিনি তাহা নাও যদি হইতেন, প্রকৃতি তাহাকে  
মরিতেই দিত না উত্তরায়ণ বা কাম্য সময় না আসিলে। উপরি উক্ত  
প্রশ্নের আরও এক উত্তর আগাদের মোটা বুদ্ধিতে আসিজে  
তাহা এই যে জ্যোতিষ্ময় অগ্নি, অহঃ, শুক্ল পক্ষ, উত্তরায়ণ, ইহা  
হয়তো দেবভূতনমূহের নাম, সময় বা পরিস্থিতির নাম নহে।  
কল্পনা মানিয়া লইলে, অনেক গোস মিটিয়া যায়; সময়ের নাম  
কি পরিস্থিতির নাম, এ তর্ক ত্যক্ত হইয়া যায়। এরূপ লোকে  
মৃত্যু হইতে না হইতে, জ্যোতিষ্ময় অগ্নি নামক দূত আদি  
হাজির হয়। শ্রুতিতে আছে যে অগ্নি লোকদের অগ্ন্যান্ত না  
দিয়া প্রাণ বাহির হয়। কিন্তু ব্রহ্মবিদদের প্রাণ সুষুম্না নাড়ী দ্বি  
বাহির হয়, এবং সেই সময় ঐ নাড়ীর মূখ বা হৃদয় বৈশাখ

ইন্দ্রিয়াদি হইতে নিজেকে গুটাইয়া আনিয়া, প্রাণ আসিয়া হাজির হয়, তাহা দীপ্তিময় হইয়া উঠে । কল্পনা চালাইয়া বলিতে পারা যায়, উহা ঐ জ্যোতির্ময় অগ্নি নামক দূতের আগমনের চিহ্ন এবং সেই দূতের ঐরূপ নামের ইহা একটি কারণ । যদি প্রশ্ন উঠে দেবদূতদের অহঃ, শুরু পক্ষ ইত্যাদি নাম হইল কেন, কল্পনা চালাইয়া তাহারও উত্তর দেওয়া যাইতে পারে । বলা যাইতে পারে যে তাহাদের জ্যোতনশীলতার অনুযায়ী ঐরূপ নাম হইয়াছে ; অগ্নি-জ্যোতিঃদূত আত্মাকে গ্রহণ করিয়া অহঃ নামক দূতের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়, অহঃ দেয় শুরু পক্ষ নামক দূতকে, ইত্যাদি । ব্রহ্মলোকের যে যত নিকটে কাজ করে, সে দূত তত উচ্চপদস্থ এবং তাহার ঔজ্জ্বল্যও তত বেশী, এবং সেই ঔজ্জ্বল্য অনুসারে তাহাদের ঐরূপ নাম হইয়াছে, আর এক উত্তর এই হইতে পারে যে অহঃ নামক দূত জীবাত্মাকে তৎক্ষণাৎ শুরু পক্ষ নামক দূতকে দেয় না ; খাতির করিয়া তাহার প্রদেশের দর্শনীয় বস্তু সকল দেখাইতে থাকে ; কিন্তু প্রদেশ ছোট বলিয়া এ দেখান এক দিনেই শেষ হইয়া যায় ; এইভাবে শুরু পক্ষের প্রদেশ দেখা এক পক্ষে ও উত্তরায়ণের প্রদেশ দেখা ছয় মাসে শেষ হইয়া যায় । এই ভাবে প্রদেশে প্রদেশে আত্মার যাত্রা থামান সময় ( break journey time ) অনুযায়ী সেই প্রদেশের দেবদূত ঐরূপ নাম পাইয়াছে । কল্পনা চালাইয়া বলিতে পারা যায় যে যত্নাকামী যোগী, যোগবলে, জ্যোতিঃ-অগ্নি দূতকে আহ্বান করে ; সে আসিয়াছে বুঝিতে পারে, হৃদয়ে বা স্মৃত্যায় দীপ্তির উদয়ে ।



কল্পনা চালাইয়া বলিতে পারা যায় যে সাধারণ নিয়ম  
যে প্রথমে অগ্নি-জ্যোতিঃ নামক দূত আসিয়া জীবাত্মাকে  
লইবেন, লইয়া অহঃনামক দূতকে দিবেন ; তিনি উহাকে  
একদিন রাখিয়া শুক্ল পক্ষ নামক তাঁহা অপেক্ষা বেশী দ্ব্যন্তর  
দূতকে উহা দিবেন, ইত্যাদি । কিন্তু কোনও কারণে যদি অগ্নি-  
জ্যোতিঃ দূতের আগমন না ঘটে ( হয়তো, যে মন্দিরেছে তাহা  
ভাগ্য যদি ভেদন না হয়, হয়তো দেহযন্ত্রণায় দেবতাদির না  
স্মরণ করা তাহার যদি না ঘটে, তবে অনিশ্চিত কালের জ  
তাহার আত্মার উপরে উঠা বন্ধ হইয়া যায় । অগ্নি-জ্যোতিঃ  
না যাইলে অগ্ন্যদেবও যাওয়া হয় না । যোগী পারেন জ্ঞান  
করিয়া ( যথা কুম্ভকাদির সাহায্যে ) অগ্নি-জ্যোতিঃকে আনিবে,  
কিন্তু সকলের তো তাহা সাধ্যাত্ত নহে । কিন্তু উত্তরায়ণ-  
নামক দেবতার প্রতি হয়তো নিয়ম এইরূপ যে, যে ( সপ্ত )  
ব্রহ্মবেত্তা উত্তরায়ণে মন্দিবে, তাহার আত্মাকে গ্রহণ করিবে  
এবং উর্দ্ধে লইয়া যাইতে, 'উত্তরায়ণ' দূতকে যাইতেই হইবে, যে  
দেবতাদের স্মরণ করিতে পারুক বা না পারুক । এই কল্পনা  
উত্তরায়ণ দূতের ঐরূপ নাম কেন হইল, তাহার আরও একটা  
কারণের উল্লেখ হয়, এবং ভীষ্ম কেন উত্তরায়ণ অবধি অপেক্ষা  
করিয়াছিলেন, তাহারও কারণ আসে ; ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যু পুরুষ  
ছিলেন, তিনি হয়তো ভাবিয়াছিলেন যে, অগ্ন্য সময়ে মৃত্যু  
ইচ্ছা করিলে, হয়তো কোন কারণে যদি অগ্নি-জ্যোতিঃ না  
আসেন, উত্তরায়ণের উপর নির্ভর করাই ঠিক । তাহাকে

আসিতেই হইবে। অহং ও শুক্লপক্ষের, প্রতি হয়তো এ নিয়ম নাই যে অহংকে দিনের বেলায় এবং শুক্ল পক্ষকে শুক্লপক্ষে, আসিতেই হইবে, মরিতেছে এরকম ব্রহ্মবেত্তা ইচ্ছা দেবতা স্মরণ করুক বা না করুক। তাঁহাদের প্রতি এ নিয়ম নাই ধরিলে, ইহা ব্যাখ্যাত হইতে পারে যে ভীষ্ম কেন দিবসে বা শুক্ল পক্ষে মরিতে ইচ্ছুক হইলেন না, ইহাদের নাম কেন ঐরূপ, তাহার কারণ আমাদের কল্পনায় বৈজ্ঞান্য আসিয়াছে, বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, এ নামগুলিকে রূপক ভাবে লইয়া, metaphysical একটি ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হইবে। আমাদের কল্পনাগুলি যেন ক্ষমা পায়।

দেবযান ও পিতৃযান পথ, কাহারো কোন্ পথে যান, ঐ ঐ পথ কোন্ কোন্ কাল বা পরিস্থিতির সহিত সম্বন্ধিত, ইহা বহু বহু প্রাচীন আখ্যান; বেদ উপনিষদ ব্রহ্ম সূত্রে সর্বত্র এ আখ্যান আসিয়াছে। গীতা সব নামগুলি দেয় নাই, মাত্র একটু নমুনা দিয়াছে। ব্রহ্মসূত্রানুসারে দেবযান পথ এইরূপ (৪।১।১৩)—  
অর্চিঃ, অহং, শুক্ল পক্ষ, উত্তরায়ণ, সম্বৎসর, দেবলোক, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ, বরুণ ইন্দ্র ও প্রজাপতি ( ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ, কার্য্য ব্রহ্ম )। ব্রহ্মলোকঘাত্রী যখন বিদ্যুৎ লোকে পৌঁছায়, তখন এক অমানব (=দিব্য) পুরুষ, প্রজাপতি লোক হইতে আসিয়া, ব্রহ্মলোক ঘাত্রীকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। ( সেখানে কি হয়, তাহা পূর্বের বর্ণিত হইয়াছে। কোথাও আছে উত্তরায়ণ হইতে সম্বৎসর, সম্বৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্র, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎ। কোথাও আছে দক্ষিণায়নের পথে সম্বৎসর প্রাপ্তি



হয় না ; ষন্মাস হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ  
চন্দ্রমা । যেখানে সুখ ভোগের পরে, অর্থাৎ স্বকৃত কৰ্ম্মফল হইলে  
ফিরিয়া আসিতে হয় ।

বেদাদিতে যেখানে যেখানে এই আখ্যান আছে, তাহার একটি  
তালিকা :—ঋগ্বেদ ১০।৮।১৫ ; নিরুক্ত ১৪।৯ ; বেদান্ত সূত্র  
৪।৩।১, ৬ ; ছাঃ উঃ ৪।১৫।৫৬ ; ৫।১০।১, ২, ৩ বৃঃ উঃ ৫।১০।৩-৬ ;  
৬।২।১৫, ১৬ কৌষী উ ১।৩ মুণ্ডক ৩।১।৬ ; ১; ২; ৫; ৬; ৭-১০ ;  
প্রশ্ন ১।১০ ; ১।১০, মৈ ৬।৩০ । মহাভারত ১৭।১৫, ১৬, ১৯

শঙ্কর : অগ্নি ও জ্যোতিঃ দুই প্রসিদ্ধ বৈদিক দেবতা ।...  
কালের কথা বেশী থাকায় সব কালবাচক বলা হইয়াছে, যেমন  
যেখানে আগের গাছ বেশী, তাহাকে আশ্রয়ন বলে । এই সব  
দেবতাদিগের অধিকারে, শরীর ত্যাগ হইলে, ব্রহ্মোপাসনা তৎপর  
পুরুষ ক্রমানুযায়ী ভাবে, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন ।

শ্রীশঙ্কর : শ্রুতি বলিয়াছেন তাহার অর্চিদেবতার  
চালিত পথে শ্রীহরির ধামে উপস্থিত হন ।

ব্যোমব্রহ্ম : যে সময়ে জ্ঞানাগ্নি আত্মজ্যোতিঃ  
প্রকাশাবস্থা ও সর্ব সন্মুক্ত শূণ্যতার আবির্ভাব হয় এবং  
( মনোবুদ্ধি আদি ) দেবগণের জাগ্রতভাব বা ব্রহ্মাভিমুক্তা  
আসে, সেই সময় উত্তরায়ণ, ইত্যাদি । অগ্নি = জ্ঞানাগ্নি  
জ্যোতিঃ = অবিদ্যানাশক আত্মদৃষ্টি ; অহঃ = তমোনাশক সর্ববস্তুর  
প্রকাশক স্বৰূপ । শুক্ল = নিৰ্ম্মলতা । ষন্মাস = দেবতাদেব  
দিন যে সময়ে মনোবুদ্ধি আদি ইন্দ্রিয়গণ ব্রহ্মবিষয়ে জাগ্রত

থাকে। উত্তরায়ণ = শ্রেষ্ঠ গতি। ধূম = জ্ঞানাগ্নি আবরক-  
কাম; রাত্রি = তমোভাব। কৃষ্ণ = মালিণ্য। ষন্মাস =  
দেবতাগণের রাত্রি (মন বুদ্ধি ব্রহ্মবিষয়ে বিমুখ থাকে)।  
দক্ষিণায়ণ = অধমগতি। চন্দ্রমসংজ্যোতিঃ প্রাপ্য = চন্দ্রের যেমন  
ক্রমাগত অপ্রকাশাবস্থা ও প্রকাশাবস্থা হয়।

ব্রহ্মোপাসনা বিহীন পঞ্চাগ্নি বিচার উপাসক তড়িৎ লোক-  
পর্যন্ত যাইলে অমানক দিব্য পুরুষ আসিয়া তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে  
লইয়া যায়। কিন্তু সেখানে হইতে ভোগাবসানে তাঁহাদিগকে  
ফিরিয়া আসিতে হয়। ষাঁহার দহর বিচার উপাসক, মাত্র  
তাঁহারাই সেখানে থাকিতে পান, প্রাপ্যমুখ ভোগের পর,  
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্ম। তাহার পর কি হয়, পূর্বের বলা  
হইয়াছে

অব্রবিন্দ : এই রহস্যময় সিদ্ধান্ত; গীতা প্রাচীন বৈদান্তিক  
সাধকগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে।

Modi. Garbe and Belvalkar and Rudorf  
Otto take 23-28 as a later interpretation....In  
the case of যোগিনঃ, there is a time condition for  
reaching the Goal (V. 24)....ধ্যানযোগী has to be  
careful....Here 4 paths are mentioned namely  
যোগ or কর্মযোগ (V.7) the Sannyasa (V. 10), the  
Path of Devotion (V. 32) and the ধ্যান যোগ (V. 10.  
12-13), শঙ্কর had to take অহং শুদ্ধ as আতিবাহিক



দেবতা like অগ্নি জ্যোতিঃ But the verses lead with them.

**গোবিন্দক :** কাল শব্দ মার্গার্থক, যাহাতে অভিমানিনী ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদের নিজ নিজ সীমা পর্য্যন্ত অধিকার থাকে। যে সময় মরণ হউক না কেন, সেই লোক যে মার্গের অধিকারী সেই মার্গ পাইবে, যথা অর্চিমার্গের অধিকারী রাত্রিতে মরিলেও, অর্চিমার্গই পাইবে, তবে দিবাভিমানী দেবতার সহিত তাহার সম্বন্ধ সূর্যোদয়ে হইবে, তৎক্ষণাৎ নহে। সূর্যোদয় হওয়া পর্য্যন্ত সেই সময়টুকু সে অগ্নি অধিকারী দেবতার জিন্মায় থাকিবে। কৃষ্ণ পক্ষে মরণে শুক্ল পক্ষাভিমানী দেবতার সঙ্গে শুক্ল পক্ষের আগমনে হইবে।

**ভূপেন্দ্রনাথ :** চারিদিকে আগুণ তাহার মধ্যে বিদ্যুৎ ইত্যাদি। যাহারা পূর্ণ অধিকারী না হইলেন উচ্চাধিকারী, তাঁহাদিগের শরীর ত্যাগের পর ব্রহ্মলোকে থাকিতে থাকিতে পূর্ণ জ্ঞান পান। ছয়মাসে দিন রাত্রি ক্রিয়া করিতে করিতে, সম্মুখে কোটি সূর্য ও কোটি চন্দ্রের মতন শ্বেত বর্ণ জ্যোতির প্রকাশ অনুভব হয়। সমুদয় দিক যেন প্রজ্বলিত শিখার মত জ্বলিয়া উঠিবে।....বিদ্যুৎ বিকাশ, দিবালোক ইত্যাদি। ইহা উত্তরায়ণের পথ, অর্থাৎ যাহা দিয়া যাইলে উত্তীর্ণ হইয়া যায় যাহারা সারাজীবন ধরিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়াছেন তাঁহাদের সুষুম্নার দ্বার সর্বকালের জ্ঞান খুলিয়া যায়। সেই অবস্থায়, গুরুপদে ক্রিয়া করিয়া যোগীরা ব্রহ্ম ব্রহ্ম পথে

প্রাণকে বাহির করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করেন। যথা ভীষ্ম।

জীব মৃত হইলে, করণগ্রাম অপিণ্ডিত হয়। সে অবস্থায় একস্থান হইতে অণুস্থানে যাওয়া সম্ভব হয় না বলিয়া, বহনকারী দেবতারা ( বাঁহাদিগকে আতিবাসিক দেবতা বলে ) তাঁহাদিগকে লোকান্তরে লইয়া যান।...ইঁহারাই সাধনপথে বহু সাহায্য করেন। কিন্তু ইঁহার ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইতে পারেন না। বিদ্যাদধিষ্ঠাত্রী দেবলোক প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মলোক হইতে এক অমানবপুরুষ আসিয়া জীবকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। পিতৃলা অগ্নির ন্যায় তেজোময়, দেবযান মার্গ উহাকে বলে। ক্রিয়া করিলেই অগ্নিজ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। উহাই ক্ষিতি অপ্ তেজের, অগ্নি বা তেজ। ব্রহ্মবিদেরা এই পঞ্চাগ্নিকে ( অগ্নি বিদ্যুৎ সূর্য্য চন্দ্র ও কূটস্থ ব্রহ্ম ) জানিয়া দেহত্যাগ করেন।...কূটস্থের মধ্যে মণির মত যে নক্ষত্র দেখায়, তিনিই আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম।...সকল জীবেরই মৃত্যুকালে উপস্থিত বহিলে, তাহার বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ মনে, এবং গন মুখ্যপ্রাণে লয় হয়; মুখ্যপ্রাণ ভূত সূক্ষ্মকে আশ্রয় করে। এই অবস্থা পর্য্যন্ত জ্ঞানীও অজ্ঞানীর মধ্যে কোন ইতর বিশেষ নাই। তৎপরে অবিদ্বান তাহার কর্মোপধুক্ত নাড়ী দিয়া বহির্গত হইয়া স্বকর্মানুযায়ী লোক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিদ্বান পুরুষ মুর্দ্ধাভিমুখে যে একটি নাড়ী গিয়াছে, সেই সুষুম্নাকে অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধদিকে গমন করিয়া ব্রহ্মস্বরূপকে প্রাপ্ত হন। বিদ্বান পুরুষ উক্ত নাড়ীর দ্বারা নিজ্ঞান্ত হইয়া সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধে গমন করেন। প্রশ্ন উঠিবে, রাত্রিতে সূর্য্যরশ্মি বাহা ধরিয়া



উর্দ্ধে উঠা যায় তাহাতো থাকে না, রাত্রিতে মরিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি কি হইবে না? হইবে, বিদ্বান পুরুষের দেহ সম্বন্ধ রহিত হইলেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়; তাহা ছাড়া শঙ্কর বলিয়াছেন, দেহের সহিত নিয়ত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ আছে, আর শ্রুতি বলিয়াছেন সূর্য্য রাত্রিতেও রশ্মিদান করে। আর, হৃদয়াগ্র প্রকাশ দ্বারাই উর্দ্ধনাড়ী অর্থাৎ সুষুম্নার অর্থাৎ কূটস্থের প্রকাশ হয়।

মধুসূদন : উপাসকদিগের দেবধান মার্গে গতি হয়।... অগ্নিজ্যোতিঃ এ দুইটি শব্দ দ্বারা অর্চিরতি মানিনী দেবতার লক্ষণ করা হইল। অহঃ শুক্লপক্ষ ইত্যাদি, তদ্বৎ অভিমানিনী দেবতা নামানুজ : এই সব নামের সহিত শ্রুতি কথিত সংবৎস-রাদি যুক্ত।

মতিলাল : অগ্নি আদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দ্বারা নীত হইয়া ব্রহ্মলাভ করেন।

( ২৫ ) সেই কথনের আরও কথা—

২৫। ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষন্মাসা দক্ষিণায়ণম্

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতি যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে। ২৫।

পদচ্ছেদ : ধূমঃ রাত্রিঃ তথা কৃষ্ণঃ ষন্মাসাঃ দক্ষিণায়ণম্;

তত্র চান্দ্রমসম্ জ্যোতিঃ যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে।

অন্বয় : ধূমঃ রাত্রিঃ তথা কৃষ্ণঃ ষন্মাসা দক্ষিণায়ণম্ তত্র যোগী চান্দ্রমসম্ জ্যোতিঃ প্রাপ্য নিবর্ততে।

কঠিনশব্দ : কৃষ্ণ = কৃষ্ণ পক্ষ। তত্র = যে মার্গ ইহাদের ( ধূম ইত্যাদিদের ) সহিত সম্বন্ধিত সেই মার্গে অর্থাৎ

পিতৃধানমার্গে । যোগী = সকাম ইচ্ছাপূর্ত্ত ইত্যাদি পুণ্যকৰ্ম্মকারী ।  
চন্দ্রমসন্ম জ্যোতি প্রাপ্য = চন্দ্রমার জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া । দক্ষি-  
ণায়ণ, আষাঢ় সংক্রান্তি হইতে পৌষ সংক্রান্তি এখানে যোগী ও  
ষষ্ঠ অধ্যায়ের যোগী একার্থক নহে । এখানে যোগী অর্থে, সাধনার  
কোন পথে যিনি যুক্ত ।

অনুবাদ : ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, ছয়মাস দক্ষিণায়ণ এই  
সব যে পথের সহিত সম্বন্ধিত সেই পথে, মৃত্যু অন্তে যে সাধকেরা  
( যথা ইচ্ছাপূর্ত্তকৰ্ম্মকারীরা ) যান, তাঁহারা চন্দ্রমার জ্যোতিঃ ধরেন  
ও ( সুখ! ভোগান্তে “ক্ষীণে পুণ্যে” ) আবার ফিরিয়া আসেন ।  
ইহাই পিতৃধান বা কৃষ্ণাগতি । চন্দ্রমার জ্যোতিঃ ধরেন আমাদের  
মনে হয় ইহার অর্থ, চন্দ্র অপোময় ও মনের রাজা, তাঁহারা চন্দ্রময়  
অর্থাৎ মনোময় দেহ লাভ করেন । মনোময় দেহের এই গুণ যে  
উহা মনোময় হওয়াতে, তাঁহারা যাহা পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা  
পাওয়া হইল এইরূপ তাঁহাদের প্রতীতি হয় । গান শুনিতে ইচ্ছা  
হইলে, গান শুনিতোছেন, মনে হইবে । স্বর্গতো তাহাই, যেখানে,  
যাহা অভিলাষ করা যায়, তৎক্ষণাৎ তাহা ভোগ করিতে পাওয়া  
যায় । পিতৃলোক নরক নহে, ইহা বহু প্রকারের স্বর্গের সমষ্টি ।  
চন্দ্রমার জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া, ইহার ইহাও অর্থ যে চন্দ্র  
সুখাকর, অমরার সুখাপান ও নানাবিধ সুখাদি ভোগ করিয়া । এ  
অর্থও হইতে পারে যে চন্দ্রমার উপযোগী কিরণ ধরিয়া,  
তাঁহারা, প্রাপ্য সুখ ভোগ শেষ হইবার পর, পৃথিবীতে  
নামিয়া আসেন ।



আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই আখ্যান সমূহে কোন একটি পূত তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, কারণ এক আধজন খাষি নহে, সকলেই বিনা প্রতিপাদে ইহাকে মানিয়া লইয়াছেন। বেদ ও উপনিষদ, ব্যাখ্যা দেন নাই, উহা গুরুপরম্পরা ক্রমে চলে। হায়, আজ কেহই বলিতে সক্ষম নহেন, ঐ তত্ত্ব কি ছিল। আমরা সকলেই স্বকপোল কল্পিত ব্যাখ্যা দিতেছি।

অন্তর্বিন্দ ! এই তত্ত্বের পশ্চাতে জড়জগত ও মনোজগতের বিষয়ক যে কোন সত্য সঙ্কেতের সূত্রই থাকুক, প্রাচীন সাধকের প্রত্যেক জড়বস্তুর মনোজগতের প্রকৃত সঙ্কেত দেখিতেন। তাঁহারা ভিতরের সহিত বাহিরের আলোকের, জগতের অগ্নির সহিত তপঃশক্তির পারস্পরিক ক্রিয়াও কতকটা ঐক্য নির্ণয় করিতেন। অন্তরের আলোকের শক্তির সহিত অন্ধকারের শক্তির যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে আলোকের শক্তি সমূহ বৎসরের এবং দিনের আলোর সময়ে অধিকতর প্রভাবশালী হয় এবং অন্ধকারের শক্তি গুলির প্রভাব অন্ধকারের সময়ে বর্দ্ধিত হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত শেষ জয় না হয় ততক্ষণ এইরূপ প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে।

আমাদের মোটা বুদ্ধিতে আমরা যে সব ব্যাখ্যা দিয়াছি তাহার উপর, স্মৃধীজনের নিকট ক্ষমা চাহিয়া আরও দুইটি ব্যাখ্যা এখানে দিলাম।

আত্মা যখন দেহ হইতে বাহির হয়, তখন বিভিন্ন নাড়ী পথে বাহির হয়। মৃত্যুকালে আত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অর্থাৎ

প্রাণময় ও মনোময় কোষকে হৃদয়ের কাছে টানিয়া লয়। ইহা উপনিষদে বলে ও সাধারণ অভিজ্ঞতাও তাহাই। প্রথমে দেহের অন্তস্থিত হাতপাগুলি শীতল ও নাড়ীবিহীন হয়, চক্ষের জ্যোতিঃ চলিয়া যায় এবং ক্রমে শ্রবণ শক্তি ও বাক শক্তিও চলিয়া যায়, এবং সেই সময়ে মৃত্যু যাত্রীর স্মৃতিতে নিজের কৃত সারা জীবনের সমস্ত কর্ম্ম দেখিতে পায়। উপনিষদাদিতে এইরূপ স্মৃতিকে অগ্নি বলা হইয়াছে। মৃত্যু যাত্রীর মনে স্মৃতির বিকাশ ও তাহার হৃদয়ে একটা অগ্নি দীপ্তির মত বিকাশ হয়। উপনিষদাদিতেও এইরূপ পাওয়া যায়। Theosophyতেও বলা হয় যে মৃত্যুকালে মনের ভিতর স্মৃতির বিকাশ হয়। যাহারা জলে ডোবা মৃত-প্রায় অবস্থা হইতে ফেরে, তাহারাও বলিয়া থাকে যে ডুবিয়া যাইবার সময় সমস্ত জীবনের কার্যকলাপ এক সঙ্গে মনে উদয় হয়। ঈশোপনিষদে পাওয়া যায়, মৃত্যুকালে মানুষ বলিতেছে, হে অগ্নি তুমিতো আমার আত্মোপাস্ত সকলই জ্ঞান ইত্যাদি ; সেখানে অগ্নি অর্থে উপরে বর্ণিত স্মৃতিই বুঝিতে হইবে। তাহার পর, অর্থাৎ অগ্নিরূপী স্মৃতিবিকাশের পর, আত্মা নিজের কর্ম্মানুসারে যে নাড়ীর পর যে নাড়ী দিয়া বাহির হয়, তাহাদের একদলের নাম পিতৃদান, ও অন্য দলের নাম দেবদান। প্রথম দলের নাড়ীগুলির নাম ধূম, রাত্রি ইত্যাদি, ও দ্বিতীয় দলের নাড়ী গুলির নাম অগ্নি-জ্যোতিঃ ইত্যাদি। মৃত্যুযাত্রীর কর্ম্ম-মূহের বা পুণ্যপাপের যে স্মৃতি মনে জাধিয়া উঠে, তাহাই ঠিক করিয়া নেয়, কোন্ দলের নাড়ী গুলির ভিতর দিয়া আত্মা বাহির হইবে নিষ্কাম কর্ম্মী, অথবা



ব্রহ্মের পরোকজ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাহার আত্মা দেবযানো পথে বাহির হয় ; বোধ হয় এই দলের শেষ নাড়ী সুষুম্না, কাহ্ন বলা হয় ( সপ্তম ) ব্রহ্মবিদগণের আত্মা সুষুম্না নাড়ী দিয়া ব্রহ্মরূপভেদ করিয়া বাহির হয় । বাহির হইতে হইতে তাহার প্রাণময় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ময় দেহ খসিয়া যায় ; আত্মা তখন মনোময় দেহে অবস্থিত হয় । এই ভাবে আত্মাগুলি চন্দ্রলোকে বা মনোময় লোকে অর্থাৎ স্বর্গে যায় । মনই ইন্দ্রিয়াদি হয়, মনই যাহা চরাচর আত্মা তাহার মনেতেই তাহা পায় এবং মনেতেই ভোগ করে স্বপ্নের চাওয়া ও স্বপ্নের ভোগের মত । সুখের অর্থ আনন্দ । এই আত্মাগুলি আরও উর্দ্ধে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে যাইবার যোগ্য, তাহার আরও উর্দ্ধে যাইতে পারে ; এই উর্দ্ধ গমনের সময় মনোময় দেহ খসিয়া পড়ে, এবং তাহার ভিতরের, বিজ্ঞানময় দেহে তাহার তখন অবস্থিত হয় এবং এই ভাবে উপরে উঠে । চন্দ্রলোকে বা স্বর্গে কিছুদিন থাকিবার পর, ও মনের মত ভোগসুখ, মনোময় দেহে ভোগ করিবার পর, “কীণে পুণ্যে মানুষ আবার কর্ম্মভূমি পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে ।

যোগী যদি খুব ক্ষমতাপন্ন হন, তাহা হইলে তিনি চৈতন্য দ্বারা দেবযান নাড়ী পথে আত্মাকে বাহির করিতে পারেন । হয়তো দিনের বেলায়, এবং তাহা হইতে বেশী শুক্ল পক্ষে, এবং তাহা হইতে বেশী উত্তরায়ণে, দেবযান নাড়ী আত্মার পক্ষে সহজে প্রবেশগম্য হয় । উত্তরায়ণে দেহত্যাগ করিবেন, ইচ্ছামৃত্যু ভীত হয়তো সেই জগৎ ইহা স্থির করিয়াছিলেন । হয়তো সেইজন্য

মৃত্যুকালে মানুষকে ঘরের ভিতর মরিতে দেওয়া অনেকে চাহে না, মৃত্যু যাত্রীও চাহে না।

আমাদের অন্য ব্যাখ্যাটি এইরূপ। গীতা সার্বজনিক, এবং সেইজন্য, ব্যাখ্যা বাহাতে সহজ বুদ্ধি অনুযায়ী হয়, সেই ভাবের ইহা করা হইল। ব্রহ্মজ্ঞানের চর্চায়, পরোক্ষ ভাবের হইলেও, আত্মা কিছু না কিছু আলোকিত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ উভয়ই সাস্থিক গুণশালী ও প্রকাশময় হয় ও বিজ্ঞানময় কোষ প্রাধান্য পায়। মৃত্যুতে তাহার আত্মা সেই আলোকিত অবস্থাতে অর্থাৎ জ্যোতির্স্বয় অগ্নির পরিস্থিতি প্রাপ্ত হইয়া বাহির হয়, ও তাহার সেই কারণে ব্রহ্মের সহিত কিছু সম্বন্ধ থাকার জন্ম, ব্রহ্মলোকের দিকে তাহার গতি হয়। যত ব্রহ্ম লোকের দিকে তাহার যাওয়া হইতে থাকে তত ব্রহ্মজ্ঞান সম্পূর্ণ ভাবে পাইবার ইচ্ছায়, এবং কখন সেই ব্রহ্মলোক পাইব এই তীব্র উদ্গ্রীবতায় তাহার বিজ্ঞানময় কোষে ধাপে ধাপে আরও উজ্জলতা, আরও ব্রাহ্মিক ভাব আসিতে থাকে ; ইহাকেই অহঃ শব্দ পক্ষ ও উত্তরায়ণ প্রাপ্তি পরিস্থিতি বলা হইয়াছে। পথে, রাজসিক মনোময় কোষ খসিয়া যায়। ইহাই, বেশী আরও বেশী প্রকাশময় দেবগণ কর্তৃক তাহার বাহিত হওয়া। যাহারা সকাম ভাবে পুণ্য করে, তাহাদের মনোময় কোষ প্রাধান্য পায়। মৃত্যুর সময় তাহাদের কামনাসকল ধূমের মত তাহাদের আত্মাকে ঘেরিয়া থাকে। তাহাদের আত্মা যত তাহাদের জীপ্সিত স্বর্গের দিকে যাইতে থাকে, তত তাহাদের সকাম মনে, কখন স্বর্গস্থ ভোগে আসিবে'



এইরূপ লোভ বাড়িতে থাকে। তাহাদের আত্মা লোভের জ্বালায়  
 কায়ে আরও যেন আবৃত থাকে। বর্দ্ধিতমান লোভের জ্বালায়  
 তাহাদের মনোময়কোষে মনে হইতে থাকে, পথ যেন দীর্ঘ হইতে  
 দীর্ঘতর হইতেছে। ইহাই রাত্রি কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ণ।

উত্তরায়ণে দিনক্রমে বড় হইতে থাকে, সূর্য্য যেন উত্তর দিকে  
 যাইতেছে মনে হয়। তিলক বলেন, যে দুই কালের বর্ণনা করা  
 হইয়াছে, তাহারা উত্তর মেরু প্রদেশের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণের  
 বর্ণনা, কারণ একমাত্র মেরু প্রদেশেই উত্তরায়ণ ছয়মাস, শুক্ল  
 জ্যোতিঃ সম্পন্ন এবং দক্ষিণায়ণের ছয়মাস অন্ধকারময়।  
 তিলকের মতে মেরু প্রদেশেই আর্য্যদের আদিম বাসভূমি, এ  
 শুক্ল কৃষ্ণ গতিদ্বয়ে বিশ্বাস সেই আদিম সময় হইতে চলি  
 আসিতেছে।

( যাহা দিবস, শুক্ল পক্ষ ও উত্তরায়ণ হইবে না, এইরূপ  
 দক্ষিণায়ণের কৃষ্ণ পক্ষীয় রাত্রি, প্রায় ৯০টি পড়ে )।

গিরীতন্ত্র শেখরের মতে পুরাকালে উত্তর মেরু  
 ব্রহ্মলোক ও তাহার অধিপাতিকে ব্রহ্মা বলা হইত। আয়ুর্ধি  
 মঙ্গোলিয়া ও পূর্ব্ব তুর্কিস্তান, স্বর্গলোক, ও তাহার অধিপতি  
 ইন্দ্র বলা হইত। সেইরূপ চন্দ্রলোক ইত্যাদি, ভৈরব  
 মঙ্গোলিয়া হইতে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসেন; এই  
 মঙ্গোলিয়াকে পিতৃলোক বলা হইত। পিতৃলোক ও ভারত  
 হইতে অনেকে ব্রহ্মলোকে যাতায়াত করিতেন, পথের নাম ধি  
 দেবধান। যে পথে পিতৃগণ ভারতবর্ষে আসিতেন, তাহার

পিতৃযান। কালক্রমে ব্রহ্মলোকে ও পিতৃলোকে গমনাগমন বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, তাহার ষথার্থ তত্ত্ব লোকে ভুলিয়া গেল, ও ঋষিগণ ব্রহ্মলোকে যাওয়া ও ব্রহ্মপ্রাপ্তি সমার্থবাচকমনে করিলেন ব্রহ্মলোকের পথ দুর্গম হওয়ায় সেখান হইতে কদাচিৎ কেহ ফিরিয়া আসিতেন, কিন্তু স্বর্গলোক বা পিতৃলোক হইতে অনেকেই প্রত্যাবর্তন করিতেন। ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলে প্রত্যাবর্তন হয় না তাহারই রূপক।

মধুমুদন। যোগী = ইচ্ছা-পূর্ণ-দত্তকারী কৰ্ম্মযোগী।

চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ = চন্দ্রলোক ভোগরূপ ফল।

বিনোবা। বহুলোক এই রূপক পড়েন, কিন্তু বুঝিতে পারেন না। যদি এই চাও যে পুণ্যমরণ হউক, তো অগ্নি সূর্য্য চন্দ্র আকাশ এই দেবতাদের কৃপা থাকা চাই। অগ্নি, কশ্মীর চিহ্ন, যজ্ঞের চিহ্ন, সর্বদা যজ্ঞের অগ্নি জ্বলিতে থাকা চাই। ন্যায়মূর্তি রাণাড়ে বলিতেন যে সতত কর্তব্যের পালন করিতে করিতে যদি মৃত্যু আসে তো সে ধন্য। মরণ সময়েও কৰ্ম্ম করিতে থাকা, প্রজ্বলিতমান অগ্নির অর্থ। সূর্য্যের কৃপার অর্থ, অন্তর্পর্য্যন্ত বুদ্ধির প্রভা চমকাইতে থাকা। চন্দ্রের কৃপার অর্থ মৃত্যু পর্য্যন্ত পবিত্র থাকা। চন্দ্র মনের, চিন্তার দেবতা। শুক্ল পক্ষের চন্দ্রের মত মনের প্রেম ভক্তি উৎসাহ পরোপকার ইত্যাদি শুক্ল ভাবনার বুদ্ধি। উত্তরায়ণ আকাশের অর্থ মনের আকাশে আসক্তি রূপ মেঘ যেন না থাকে।

শ্রীশ্বর। এইরূপে নিবৃত্তি মার্গের কৰ্ম্ম সহিত উপাসনা



দ্বারা ক্রমমুক্তি, কার্য্য-কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গ ভোগের পর পুনঃ  
প্রত্যাবর্তন, নিষিদ্ধ-কর্ম্ম দ্বারা নরক ভোগান্তে পুনর্জন্ম।

ক্ষুদ্রকর্ম্মকারী জীবগণের এ স্থানেই পুনঃ পুনঃ জন্ম হইয়া থাকে।

স্বামীজী : যোগী = পুণ্যকর্ম্মা পুরুষ। শঙ্কর : যোগী  
ইচ্ছাপূর্ত্ত কর্ম্মকারী ; চন্দ্রমার জ্যোতিঃ পাইয়া = কর্ম্মফল পাই

শঙ্কর : যোগী = ইচ্ছা-পূর্ত্তাদি কর্ম্মী, চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ  
কর্ম্মফল।

মহানামভত : এই ২৪,২৫ শ্লোকদ্বয়ের তাৎ  
অনেকে দিয়াছেন, কেহ কালার্থে, কেহ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা  
কেহ তৎতৎ উপলক্ষিত মার্গার্থে। বোঝা যায় না ; অগ্নি বা  
কালার্থক নহে। আবার, ভীষ্ম, কালের অপেক্ষা করিয়াছিল  
আষাঢ় সংক্রান্তি হইতে পৌষ সংক্রান্তি দক্ষিণায়ণ। উত্তর  
দেবতাদের দিবা। ভারতের উত্তর দিক ক্র.মার্গ, এই  
সাধকের উর্দ্ধগতি = উত্তর গমন। যখন মানুষ দেহভূমিতে, তখন  
পশুর স্তরে ; মন-ভূমিতে মনন শীল মানব ; আত্মা-ভূমিতে  
তখন হয় দেবতা। মনের অধিপতি চন্দ্র, আত্মার প্রতীক সূর্য্য  
সূর্য্যের উত্তর-দিকে চলন = আত্মার ভগবানের দিকে চলন ;  
মাথার উপর আসিতে থাকে। যাহা ধ্রুব, তাহা অচল, তাহা  
সনাতন সত্যের প্রতীক। ব্রহ্মের পরিচয়, নিত্যং সর্ব্বগতং  
ব্রহ্মচলোয়ং সনাতন।...দক্ষিণ দিক ভোগাভিমুখী, উত্তর দিক  
আরোহণ। শুক্ল পক্ষ, মনঃ স্বরূপ চন্দ্রে ( চন্দ্রমা মনসা ) জ্ঞান  
আত্মাস্বরূপ সূর্য্যের আলো পড়ে। শুক্ল পক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ, অর্থাৎ  
ও বিপরীত দিকে স্থিতি। দিবা, সূর্য্যের রাজত্ব, আত্মার

কারণ। রাত্রি, নিদ্রা, দেহের ভোগের কাল; দিবা দেবখানে লইয়া যায়; পিতৃধান অনেক পথ ঘুরাইয়া, আবার নরদেহ দেয়।.... মোহিত হয় না=পুনঃ সংসার প্রাপক ভোগমার্গে না চলিয়া, মোক্ষ মার্গে ত্যাগ মার্গে চলে।...গুরু মুখে পথের সন্ধান জানাই জানা।

**ভূপেন্দ্রনাথ :** দৌণ্ডিমান সোমই ব্রাহ্মণের রাজা, দেবতা দিগের অন্ন; পিতৃধান দ্বারা যাহারা দেবলোকে যান, তাহারা চন্দ্রমার সহিত মিলিয়া দেবতাদের উপভোগ্য হন। ভক্ষণ খাইয়া ফেলা নহে, ভোগ উপকরণ-ভূত হওয়া, দেবতাদের সহিত ক্রীড়া করেন।....চন্দ্র হওয়ার অর্থ ইন্দ্রিয় শক্তি মনোময় হইয়া যায়, কারণ চন্দ্র হইলেন মন। ..পিতৃলোক হইতে ফিরিবার পথ, প্রথমে অন্তরিক লোক, অন্তরিক হইতে বায়ু তারপরে ধূমাকার, তারপরে অন্ন অর্থাৎ সজ্জল মেঘাকার। তারপরে বৃষ্টিতে আসা, তারপরে ধাতু যব তিল আদি হওয়া। এই অবস্থা হইতে জীবের নির্গমন কষ্টকর। তবে যবাদির পেষণে বা কৰ্ত্তনে ইহাদের কষ্ট হয় না, কারণ তাহারা ভোগদেহে থাকে না, আর অজ্ঞানবৎও থাকে।

যে যোগীদিগের ভৌতিক সুখের দিকে মন গিয়াছে, তাহাদের বিভূতি নষ্ট হইয়া যায়, মৃত্যুর পর আবার ফিরিয়া আসিতে হয়। অল্পকালের ক্রিয়াতে, কূটস্থ জ্যোতির তেমন প্রকাশ হয় না। মনে, রাত্রির অল্পকালের গ্নায় তামসী শক্তির বিকাশ হয়।.... ভক্তিমান যোগী যখন দেখেন মনে বিষয়ের ছায়া পড়িয়াছে, তিনি আরও পরিশ্রম করিয়া ছয় মাস দিবা রাত্রি প্রাণায়াম করেন।



২৬। শুক্লকৃষ্ণে গতি হেতে জগতঃ শাস্ত্রে মতে

একয়া যাত্যনাবুত্তিমন্তয়া বর্ততে পুনঃ । ২৬।

পদচ্ছেদ : শুক্ল-কৃষ্ণে গতী হি এতে জগতঃ শাস্ত্রে  
মতে একয়া যাতি অনাবুত্তিম্ অন্তয়া আবর্ততে পুনঃ ।

অন্বয় : হি জগতঃ এতে শুক্লকৃষ্ণে গতী শাস্ত্রে মতে  
একয়া অনাবুত্তিম্ যাতি অন্তয়া পুনঃ আবর্ততে ।

কঠিন শব্দ : এতে গতী = এই দুই মার্গ । শুক্ল  
কৃষ্ণে = দেবযান ও পিতৃযান । শাস্ত্রে মতে = চিরদিনই রহিয়াছে  
এই আমার অভিমত ।

অনুবাদ : জগতে “আলোকিত ও অনালোকিত” অর্থাৎ  
দেবযান ও পিতৃযান এই দুই গতি চিরদিনই রহিয়াছে এই আমার  
অভিমত । একটির দ্বারা পুনর্জন্ম না পাওয়া ও অন্যটির দ্বারা  
পুনর্জন্ম পাওয়া হয় ।

শ্রীশ্রবণ : এই মার্গদ্বয় যথাক্রমে জ্ঞান ও কর্মের অধি-  
কারীর পক্ষে । সংসার অনাদি হওয়ায়, এই মার্গদ্বয় অনাদি ।

স্বামানুজ : শ্রুতি বলিয়াছেন ( ছা উ ৫।১০।১,৩ ) যাহারা  
ইহা জানেন ও বনে শ্রদ্ধার সহিত তপস্যা করিতে করিতে উপা-  
সনা করেন, তাঁহারা অচি প্রাপ্ত হন ; যাহারা গ্রামে থাকিয়া  
ইষ্টাপুত্র ও দানাদি সকাম পুণ্য কর্ম করেন তাঁহারা ধূম মার্গ  
প্রাপ্ত হন ।

শঙ্কর : জগৎ অর্থে ‘সকলে’ নহে, যাহারা উপরি উক্ত  
পন্থের অধিকারী ।

**ভূপেন্দ্রনাথ :** জীব এই দুইটি পথকে বুঝিয়া লইয়া সাবধান হইতে না পারিলে, কৃষ্ণা গতি বা এতদপেক্ষা নিকৃষ্টা গতি হয়। কৃটস্থ মণ্ডলে, যে সব সাধু পার হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বসিয়া আছেন দেখা যায় ইহাকেই সালোক্য মুক্তি বলে।

**মধুসূদন :** শুক্লা, কারণ ইহা জ্ঞান প্রকাশময় শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ। জগতঃ = সত্ত্ব বিজ্ঞা ও কৰ্ম্মাধিকারী সমগ্র জগতের, অর্থাৎ ভাদ্রশ সকল পুরুষগণেরই হইয়া থাকে। শাস্ত্র মতে = সংসার অনাদি, গতিদ্বয়ও অনাদি।

(২৭) কিন্তু যোগী, এ সব গ্রাহ্য করে না, করিবার প্রয়োজন নাই।

২৭। নৈতে স্ততী পার্থ জ্ঞানন্ যোগী মুহুতি কশ্চন।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাজ্জুন। ২৭।

**পদচ্ছেদ :** ন এতে স্ততী পার্থ জ্ঞানন্ যোগী মুহুতি কশ্চন, তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ ভবাজ্জুন।

**অন্বয় :** পার্থ, এতে স্ততী জ্ঞানন্ কশ্চন যোগী ন মুহুতি তস্মাৎ অজ্জুন সর্বেষু কালেষু যোগ-যুক্তঃ ভব।

**কঠিন শব্দ :** স্ততী = দুইটি পথ। যোগ = উপযুক্ত সাধনা। মুহুতি = মুহ্যমান হন না; বাসিয়া পড়েন না; পরোয়া করেন না।

**অনুবাদ :** পার্থ, পথ এই দুইটিই ইহা জানিয়াও কোন সাধক ঘাবড়াইয়া যান না, ( অথবা এ বিষয়ে পরোয়া করেন না। অতএব, অজ্জুন সর্বকালে তুমি সাধনা যুক্ত হও। ( সমস্ত যোগ, ইত্যাদি কয়েক ব্রহ্মের সাধনা বলা হইয়াছে, এ অধ্যায়ের সাধনা



“মামনুস্মর” যোগ ) । ইহা কোন্ সাধন, কোন্ যোগ ? যে সাধনা  
কথা এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, এ ষট্কেবর সেই সাধন বা যোগ  
ভক্তিযোগ । বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে এমন কি তাঁহার অবতার  
বিভাবকে স্মরণ করিয়া যে দেহত্যাগ করে, যে যাতি পরমাণু গতি  
( ৮৫, ৭৮, ১০, ১৩ ) অনন্তভক্তিতে তাঁহার স্মরণে আর পুনর্জন্ম  
হয় না । এই যে দীর্ঘ বিরুতি ব্রহ্মার দিনের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে, এ  
এই যে এমন ব্রহ্মলোক তাহাও বিনশ্বর, এবং সেখানে থাকি  
চিরদিনের জন্ম হয় না, তাহা দেওয়া হইয়াছে ইহাই জানাই  
যে, মাত্র মামুপেত্য হইলেই পুনর্জন্ম হয় না । বাসুদেব ভগবানে  
ভক্তই “মস্তাবং” পায়, তাহাকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না ।  
স্বর্গ চাহে না, ব্রহ্মলোক চাহে না, নির্ব্যাণ চাহে না, সে চিনি চায়  
না, চিনি খাইতে চায় । সে চতুর্বিধ মুক্তির কোনও মুক্তি চায়  
না, সে চাহে দাসোহং হইয়া থাকিতে । দেবযান পিতৃযান, ব্রহ্ম  
লোক স্বর্গ, এই সময়ে মরা উচিত, এই সময়ে নহে, ইত্যাদি  
লইয়া, মাথা ঘামান না । “এতে স্মৃতি জানন্ ন মুহ্যতি”; তাহা  
দরকার কি, এ সব জানিবার । এই, মাথা ঘামাইবার দরকার নাই  
ইহা জানাইয়া, ভগবান অর্জুনকে বলিলেন “তস্মাৎ সর্বৈ  
কালেষু, এই অনন্ত ভক্তিযোগে মামনুস্মর যোগে, অর্জুন, তুমি  
যুক্ত হও । পকের শ্লোকে স্পষ্ট ।

এই দেবযান ও পিতৃযানের কথা স্মদূর অতীত হইতে চলি  
আসিতেছে ( বেদ ও উপনিষদ দ্রষ্টব্য ) ভীষ্মের সম্পূর্ণ বিবরণ  
ইহার উপর ছিল । গীতায় দেখিতে পাওয়া যাইবে যে যে

মতবাদের বিশেষ কিছু ভিত্তি নাই, ভগবান কোশলে তাহা জানাইয়া দিয়াছেন; বাহাতে সেই বিশ্বাসে বাহার যুক্ত, তাহাদের মনে ঘেন আঘাত না লাগে। এখানেও তাহাই করিলেন, জানাইলেন যে, সাধক এই সব লইয়া মাথা ঘামায় না।

টীকাকারেরা অনেকেই এই শ্লোকে নানাবিধ অর্থ পাইয়াছেন, এই অধ্যায়ের এবং এই ষট্কেয় মর্শ্ব কি, তাহাতে ধ্যান দেন নাই; যোগীর অর্থ কেহ জ্ঞানযোগী, কেহ কেহ কর্মযোগী, কেহ পাতঞ্জল যোগী করিয়াছেন।

**ভূপেন্দ্রনাথ :** সমাধি-স্থিতি না পাইলে বিষয়ের মোহ কাটে না। যোগাভ্যাস কর। যোগাভ্যাসের ফলে ধারণা, ধ্যান আয়ত্তীকৃত হইতে পারে, ধ্যানের গভীর অবস্থায় আপনাকে ভুলিয়া যাইবে, মায়ার স্পর্শের বহির্দেশে গিয়া পৌঁছাবে।

**মধুসূদন :** কোনও ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তি মুগ্ধ হন না। অর্থাৎ ধূমাদি মার্গ-প্রাপক যে কেবলই কন্স্ট, তাহাকেই মাত্র কৰ্তব্যরূপে অবধারণ করেন না, অভাব যোগ অর্থাৎ উপাসনা যখন অপূর্ণা-বৃত্তিফলক সেই কারণ...যোগযুক্ত অর্থাৎ সমাহিত চিত্ত হও।

**শ্রীশ্রী :** এই মার্গদ্বয়...জানিয়া কোনও ভক্তিযোগী স্তম্ভ বোধে স্বর্গাদি কামনা করেন না, কেবল পরমেশ্বরেরই নিষ্ঠাবান হইয়া থাকেন।

**রামানুজ :** মরণকালে মোহিত হয় না, কিন্তু নিজের জ্ঞান নিশ্চিত করা দেবদান মার্গে চলিয়া যায়; সেই জ্ঞান তুমি প্রতিদিন অর্চি আদি গতির চিন্তনরূপ যোগে যুক্ত হও।



শঙ্কর : সলল সময়ে সমাধিস্থ থাকা।

ভিলক : কর্মযোগী যে মার্গ উত্তম তাহাই বাছিয়া লইবেন।

সম্ভদাস : অর্চি আদি মার্গ লাভের জন্ত নিকাম কর্মযোগ অবলম্বন করেন।

স্বামদন্ডাল : ধূমাদি মার্গে পড়িতে হইবে জানিয়া, তাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন কর্ম পরতন্ত্র হন না। জগদীশ :—মোক্ষ প্রাপক মার্গ অবলম্বন করেন।

Krishna Prem, It does not matter when a mau may die ; if he has knowledge, he will tread the Upward Path.

চিন্তামণি : সংসার প্রাপক কাজ কর্মে লিপ্ত হন না।

অরবিন্দ : এইরূপে সমস্ত জীবনকে, চিন্তা বা ধ্যানকে, সবকেই, ভগবানের অনুস্মরণে পরিণত কর।

বলদেব ও বিশ্বনাথ : কোন ভগবান-ভক্ত মোহগ্রস্ত হন না ; কর্ম পরতন্ত্রতা অবলম্বন করেন না।

গোয়েনকা : নিজে কোনও প্রকার ভোগে আসক্ত হয় না; এবং পরমেশ্বর প্রাপ্তির সাধনায় নিরন্তর যুক্ত থাকে; ইহাই মোহিত না হওয়া। যোগযুক্ত = সমবুদ্ধিরূপ যোগ যুক্ত বা আমার প্রীতির জন্য ভক্তি-প্রধান কর্মযোগে যুক্ত।

কৃষ্ণানন্দ : এ জানিয়া সগুণ ব্রহ্মধ্যান পরায়ণ যোগী সংসার মায়ায় বিমুক্ত হন না। যোগ বলে দেবধানের অধিকারী হন।

**Telang.** Knowing these two paths, no devotee is deluded. (i.e. does not desire heaven, but devotes himself to the Supreme Being) seeing that heavenly bliss is only temporary.

**মভিলাল :** সংসার ও মোক্ষ প্রাপ্তির পথের কথা জ্ঞাত হইয়া, যোগনিষ্ঠ কোন ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হন না।

( ২৮ ) অধ্যায়ের শেষ কথা। অর্জুন তুমি সেই ভক্তিমার্গী সাধক হও।

২৮। বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব, দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিক্ষ্ম, অতোতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা, যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাত্মম্। ২৮

**পদচ্ছেদ :** বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চ এব দানেষু যৎ পুণ্যফলম্ প্রদিক্ষ্ম অতোতি, তৎ সর্বম্ ইদম্ বিদিত্বা যোগী পরম্ স্থানম্ উপৈতি চ আত্মম্।

**অন্বয় :** যোগী ইদম্ বিদিত্বা বেদেষু চ যজ্ঞেষু তপঃসু দানেষু যৎ পুণ্যফলম্ প্রদিক্ষ্ম তৎ সর্বম্ এব অতোতি চ আত্মম্ পরম্ স্থানম্ উপৈতি।

**কঠিনশব্দ :** বেদেষু = বেদ পাঠে বা শাস্ত্র জ্ঞানে। ইদং = এই তত্ত্বজ্ঞান, যাহা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইল তাহা। যোগী = ভক্তিযোগে যোগী। অতোতি = অতিক্রম বা উল্লঙ্ঘন করিয়া। আত্মম্ = সকল কারণের কারণ ( প্রকৃতিরও কারণ, অব্যক্তাৎ পর ১৫।৪ )। পরমস্থানম্ = পরম্পদ, পরমস্বরূপ।



যজ্ঞ, দান, তপস্যা এই তিনটি কথা, গীতায় প্রায়ই একসঙ্গে আদিয়াছে।

**অনুবাদ :** যোগী এই সব বুঝিয়া, বেদ পাঠে, যজ্ঞ, তপস্যায়, দানে যে পুণ্যফল নিরূপিত হইয়াছে, তাহা অতিক্রম করিয়া, সেই যোগী বাহা সকল করণের কারণ সেই পরমস্বরূপকে প্রাপ্ত হন।

স্বর্গে নিবাস, ব্রহ্মলোকে নিবাস, নানাবিধ মুক্তি, এ সবকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তাহাদের আকর্ষণে তিনি বদ্ধ হন না। সেই সকল ফল হইতে আরও উর্দে অবস্থিত বস্তুর লাভে, অর্থাৎ সেই আদি পরম পুরুষের অনাগম্য পদলাভে যত্নশীল হন।

**জ্ঞানেশ্বরী :** তোমায় যোগযুক্ত হওয়াই চাই ; তাহাতে সাম্যতা সর্বদা আপনা আপনি হয়। তখন যেখানে, যেকালে, যেথাক বা ঐথাক, নিত্য ব্রহ্মভাবে তাহার কিছু অন্তর হইবে না।

**কৃষ্ণানন্দ :** ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ ঐ সব ফল অতিক্রম করেন।

**ব্যোমজ্ঞান :** যোগী স্বর্গ সুখ অতিক্রম করেন, উচ্চ চাহেন না ; সনাতন ব্রহ্মাবস্থা প্রাপ্তি করেন।

**মধুসূদন :** ইদং বিদিত্বা = পূর্বকথিত সাতটি প্রশ্নের নিরূপণকে দ্বার করিয়া এই যে সমস্ত বিষয় বলা হইল, ইহা সম্যকরূপে জানিয়া, অর্থাৎ ইহার অনুষ্ঠান পর্যন্ত অবধারণ করিয়া যোগী = ধ্যান নিষ্ঠ ব্যক্তি। আত্মস্থানম্ = সকলের কারণস্বরূপ

( ৮২৮ )

৮—১৫৩

যে সর্ববাৎকৃষ্ট জৈশ্বরীয় স্থান। ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এই অধ্যায়ে  
তৎ পদার্থকে ধ্যেয়রূপে বর্ণনা করা হইল।

**শঙ্কর :** মধুসূদনের ব্যাখ্যা, শঙ্করের মত।

**ভূপেন্দ্রনাথ :** ক্রিয়ার পর অবস্থায় “আমি ও আমার”  
থাকে না। সব ব্রহ্মময় হয়। যিনি সর্ববদা ক্রিয়া করেন, এবং  
মধ্যে মধ্যে এক মনে ২০৭৩৬ বার প্রাণায়াম করেন—এই  
অবস্থায় যিনি থাকেন, তিনিই মুক্ত পুরুষ।

**স্বামানুজ :** বেদাদিতে যে পুণ্যফল বলা হইয়াছে, যোগী  
ভগবানকে উপলব্ধ করিয়া তাহা অতিক্রম করিয়া, পরম আদি  
স্থান প্রাপ্ত হন।

**শ্রীশ্রী :** বেদ সমূহ অধ্যয়নাদি দ্বারা, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা  
শরীর শোষণ তপস্বাদি দ্বারা, সৎপাত্রে দানাদি দ্বারা যে সমস্ত  
পুণ্যফল শাস্ত্র সমূহে উপদিষ্ট হইয়াছে, যোগী সেই সমস্ত  
অতিক্রম করেন, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন,  
এই অর্থে প্রশ্নের তত্ত্বাদি জানিয়া। তাহার পর যোগী ( শুদ্ধ )  
জ্ঞানী হইয়া উৎকৃষ্ট আত্ম অর্থাৎ জগতের মূল কারণ বিষ্ণুর  
শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হন।

**জগদীশ্বরানন্দ :** যোগ সিদ্ধি হইলে যোগী এই  
সকল পুণ্যফল তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞান করেন, ( যামুনাচার্য্য )।

মধ্বাচার্যের গীতাভাষ্যের Subba Rao কর্তৃক ইংরাজি  
অনুবাদ হইতে গৃহীত।

(২) অধিষজ্জ is not an অব্যয়ীভাব compound, it is



derived thus :— অধিগত ষড্ভূতম্ = অধিষড্ভূত । অক্ষর = imperishable. অক্ষর is a well known name of বিষ্ণু । The addition of পরম is to distinguish ব্রহ্ম the অক্ষর from the 2 Prakritis, that have also been called অক্ষর । অধ্যাত্ম = আত্মনম্ + অধি, that which is attached to. আত্মন or জীব, namely the body, the organs of sense and the mind. The same is expressed by the term স্বভাব ; স্ব = self or জীব. ভাব = that which exists as help, body, organs. অধ্যাত্ম is also the name of a work treating of the soul. স্বভাবঃ—স্ব = জীব, and ভাব one that is eternality of the same nature ; on that অধ্যাত্ম work, the জীব who is of eternal and immutable essence is spoken of. ভূত and ভাব are respectively used in the sense of jivas and জড় or non intelligent things. The production of these is the gross activity of creation ( কৰ্ম ) on the part of the Lord. ( ৪ ) অধিভূত = the perishable product of non intelligent matter, which is helpful to soul. ভূত is the soul together with the body. ভাব is that which is produced, the gross effect of non intelligent matter. অধিদৈবত = what relates to gods ; the

( ৮২৮ )

৮—১৫৫

which is the ruler or foremost among gods. If is Purusha or জীব। Purusha=that which abides in the body. He is the presiding divinity over all other souls. As the case may be, he is সংকর্ষণ or ব্রহ্ম। অধিষষ্ঠ = অধিগতং ষষ্ঠ or he to whom the sacrifice is offered (in the body); the Ruler of the body is the Lord. 'দেহে' is important otherwise অগ্নি etc. would have been meant (See 5|24). Summary....ব্রহ্ম is Lord's all pervading form. স্বভাব may also mean Independent Existence, the omnipotent nature of the Lord; the same is the idea in অধ্যাত্ম, the Great Atma. In অধিভূত the Jivas are higher than non-intelligent matter. অধ্যাত্ম may also mean Jivas collectively. পুরুষ = মহালক্ষ্মী। পুরু = great, and ষ = power. There is one who is higher than Her, and that is নারায়ণ। Human-like is অধিদৈবত Supreme Deity) অধিষষ্ঠ is to be worshipped as the Supreme (৫) মস্তাব = the State of being in Me. (৬) ভাব in the widest sense, means 'a thing', here any State of embodied existence. তদভাব = mind lost into a particular thing. ভাবিতা = habituated. (৮) যুক্ত =



way or course. दिव्य = That Which is engaged in the blissful sport of creating the world. The Lord is called पुरुष, for He is abiding as Ruler in the bodies of all Beings. पुरुष also means perfect. (৯) तमसः परस्तात् = beyond প্রকৃতি or not subject to the influence of either. (১০) The bringing of प्राण between the eyebrows, applies only to those who have acquired the control over the vital airs. This is not a common condition to all departing. মুক্তি is possible through devotion and renunciation, for as has been said, he who controlled the vital airs. (১০) Restrained in হৃদ, and fixed his life-breath in the heart. ব্রহ্মচর্য = Sending of mind to ব্রহ্ম। দ্বারানি = নাজী through which vital airs pass. হৃদ (= নাজী) comes from the root হৃ, to take away or bear, he who bears the world. (১১) the worlds, the world of ব্রহ্ম। (১২) পরব্রহ্ম being eternal and working through boundless eternity; the division of day and night depends upon the attributing to Him, the active and inactive States, according to our limited range

understanding. (২১) ধাম = Supreme essence ( nature ). (২৪) অহঃ = Deity presiding over it, together with deity অভিজিৎ । (২৫) যোগী = কৰ্মযোগী । (২৯) No Yogi ( Seeker after wisdom, one who has attained, to the direct realisation of Brahman ) gets bewildered, i.e. he does not fail to remember the Lord at the last moment.

ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী কৃত রামকণ্ঠের টীকার অনুবাদ হইতে গৃহীত । ৩-৫, অক্ষর ব্রহ্মের ক্ষরণ সঞ্চলন নাই, স্বরূপ চ্যুতি ঘটে না । অক্ষর চিদ্রূপ । অক্ষর ব্রহ্ম বি-প্রকার, ব্রহ্মরূপ ও জীবরূপ । ব্রহ্মরূপই পরম, কদাচ স্বরূপ হইতে সঞ্চলন নাই তার । সকল বিশ্বাভাসক তিনি বিশ্বরূপ ও জীবরূপ, কূটস্থে অবস্থিত হইলে অক্ষর হন । কিন্তু অক্ষরব্রহ্ম জীব পরত্রে তিনি স্থিত নহেন, কেন না মায়াবশে অহং প্রত্যয়াবলম্বনে দেহাদি প্রাকৃত ভাববৎ যেন বা জন্মমরণ অনুগামী, স্বরূপ প্রচ্যুত হন পরা ও অপরা প্রকৃতিতে । আত্মাই পরমেশ্বর । জড় চেতন বিভাগে, স্বেচ্ছায় নিজেকে আভাসিত করেন ।... ( দ্বি-প্রকার প্রকৃতি লক্ষণ-স্বভাব আত্মা-ধীনত্ব হেতু অধ্যাত্ম বলা হইল । “বিসর্গ” বলা হয় পরব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত সৃষ্টি কৰ্ম্মকে । জৈশ্বেচ্ছায় অনাদি প্রবাহে জড় চেতনের সংযোগহেতু স্বপ্রপঞ্চময় সৃষ্টিকে কৰ্ম্ম বলা হয় ।... জড়া প্রকৃতির বিবিধ সৃষ্টি এবং... জীবভূত প্রকৃতির বিবিধ সৃষ্টি, উভয়ের সংযোগকে বিসর্গ বা কৰ্ম্ম বলা হয় । অধিভূত বলা হয়, পরিণামরূপে



স্বরূপ প্রচ্যুতি-পর যে ভাব, বিভিন্ন কার্য কারণ কলাপাত্ত  
পদার্থ যাহারা ভূতাবীন ভূতরূপাকৃতি কার্যাকারণ রূপে সর্গ  
বিপরীণাম প্রাপ্ত হয়। 'অধিদৈব' পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ। পুরুষ  
বাসনা হেতু পরিণাম প্রবিভক্ত হয়, ক্ষর ভাবরূপে অবস্থিত হইয়া  
অধিদৈব অভিহিত হন।...ক্ষেত্রজ্ঞ দেহে অধিষ্ঠিত হইলে, যাহা  
কল্পভাভিমানী মুখ্য কর্তা যে আমিই অধিষজ্ঞ (অহং হি সর্বময়  
নাং ইত্যাদি)।

(৫)। অনবচ্ছেদ্য আমি, মুখ্য অহঙ্কার নির্ণায় অধি  
হইলে অধিষজ্ঞ হই। এই বিচারেই আমিই ভূতভাবে স্থিত, হ  
রাং অধিভূত।...পরমাত্মাকে সংচিন্তন করিয়া, মৎস্বরূপ প্র  
মর্শ পূর্বক শরীর ত্যাগের পর, স্বাতন্ত্র্যে নিযুক্ত হইয়া যিনি  
হইতে উৎক্রান্ত হন, তিনি মদৌয়া সত্তা প্রাপ্ত হন।...সারি  
রাজস বা তামস যে কোন পদার্থ সাত্বিকী রাজসা ও ত  
বুদ্ধিতে ধ্যান করতঃ পুরুষ যখন দেহত্যাগ করেন, সেই  
দেহান্তরই প্রাপ্ত হন, কেন না পুরুষের ভাবনাতাদৃশ সাত্বিক  
ভাবেই ভাবিত। সেই সংস্কারই অবশ্য স্মরণে থাকে, যাহা  
স্মরণ করিয়া দেহ হইতে উৎক্রমণ হয়, তাহারাই কারণে স  
রাল অণু দেহ লাভ অনিবার্য। (৭), স্মরণাং....স্বরূপানু  
অবহিত হও, স্বকর্মানুষ্ঠানও কর, তাহা হইলে আমাকে  
দেই প্রাপ্ত হইবে। (৮), নিত্য অনুস্মরণ যত্নরূপ সম  
সম্বন্ধ হইয়া অণু কোন বস্তুতে চিন্তা যেন প্রবেশ না করে, স  
ধ্যান করিতে করিতে পরব্যোমস্থিত আত্মার সহিত তাদাত্ম

করেন, তিনি সকল ক্ষেত্রেই মধ্য একজনই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। (৯, ১০), সাধ্য যোগ-সাধন বুঝাইতেছেন। এবস্থিধ যোগী পরম যোগে লীন জৈথরকে প্রাপ্ত হন। তাদৃশ যোগী দিবসে প্রভাতে সন্ধ্যায় স্বরূপ-নিকরূপ সমাধি সাগর্থাবান হইয়া, অচঞ্চল অন্তঃ-করণে দুই ভ্রম মধ্যে অন্তরের মারুৎকে মধ্যমমার্গে প্রবেশ করাইয়া, পরম কারণকে অনুচিন্তন করেন; অজ্ঞান হইতে অত্যন্ত বিবিক্ত, কবি ইত্যাদি বিশেষণে বিশিষ্ট, অচিন্ত্য অনাদি দ্রষ্টা, সকল চরাচরের নিয়ন্তাকে যিনি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অদ্বয় জ্ঞানৈক-বিষয়, তাঁহাকে স্মরণ করেন; সেই যোগী তাঁহার সমীপে উপনীত হন।

৮। (১১), যোগক্রম বলিতেছেন।...বেদার্থ বিশারদ জ্ঞানিজন এই পদকে অক্ষর বলিয়া বর্ণনা করেন। জ্ঞানে কনিষ্ঠ যতিগণ এই পদে সমাপন্ন হন। এই পদপ্রাপ্তিতে অভিলষী বেদাধ্যায়ীগণ অধ্যয়ন শ্রবণাদি সহিত চর্যাচরাশ্রিত হন। ব্যাখ্যা এমতও হইতে পারে,—বেদবিৎ অর্থে গৃহস্থ, বাণপ্রস্থগণ, ধাঁহারা শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান নিষ্কাত, যতিগণ কৃতকৃত্যতাহেতু সেই পদে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মচারিগণ স্বাধ্যায় শাস্ত্রাদিতে বোধনিষ্ঠ হইয়া সেই পদ প্রাপ্তিব্রত বিশেষ আচরণ করেন। (১২, ১৩) যে যোগী পরমাগতি লাভ করেন, তিনি কে? এই দেহত্যাগ কালে শুধু আমাকেই স্মরণ করেন, যোগ ধারণায় সুব্যবস্থিত হইয়া, পরম কারণ ওকার বাচ্য ব্রহ্মতত্ত্বই অনুষ্ঠান করেন, (সমাধির আলম্বন ভূত চিত্ত নিয়ন্ত্রণরূপ ভূমিকায় স্থিত হইয়া) তখন চক্ষুরাদি



ইন্দ্রিয় নিচিয়কে বিষয় হইতে প্রত্যাহত করিয়া, মনকে দ্বন্দ্ব  
নিরোধ করিয়া ( সর্ববসংবিৎ অধিকরণ স্থান ) অন্তঃস্থ মাকুল-  
ব্রহ্মরসে প্রবেশ করাইয়া শব্দ-তত্ত্ব উচ্চারণ করেন। এই ব্রহ্ম  
প্রাণকে মূর্ধ্বায় ধারণ, প্রাণব উচ্চারণ, প্রাণব-বাচ্য মৎস্বরূপে  
অনুস্মরণ সর্বৈন্দ্রিয়-মনোনিয়ন্ত্রণ পূর্বক যুগপৎ সম্পাদিত হইয়া  
দেহ বিসর্জিত ঘটে যাহার সেই যোগী পরমপদ পান। (১৪), বি  
সতত অব্যবধানে যথোক্ত প্রকারে এক তত্ত্ব পরমাত্মাতে অব  
চিহ্ন হইয়া আত্মবৎ প্রত্যবগম্য করেন, এরূপ দৃঢ় সংস্কারে আ  
সর্বদাই তাঁর আত্মভূত। স্বয়ং আত্মা কিরূপে দুঃখাপ্য হইয়া

(১৫), জ্ঞানপরিশীলক হেতু পরমাত্মাই যাহাদের আত্মা, এ  
মহাত্মাগণ ভক্তি সমাশ্রিত হইয়া সংসার হইতে প্রস্থান করে  
অভেদ সমাপত্তি লক্ষণা পরমাসিদ্ধি প্রাপ্ত হন, তাহাদের দুঃখ  
আলয় অশাস্বত পুনর্জন্ম ঘটে না। ইত্যাদি।

(১৬), ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেও ক্রিয়ানুষ্ঠাতৃগণ যথেষ্ট  
জ্ঞান-শূণ্যতা হেতু ক্রিয়ানুষ্ঠানের ফল অবসানে, ইত্যাদি। পর  
ন্তরে জ্ঞান-নির্মলা একাভক্তির মার্গে যাহারা পরব্রহ্মস্বরূপ গ  
মেশ্বরকে তাদাত্ম্য প্রতিপত্তিতে আশ্রয় করেন, তাঁহার ইত্যাদি  
(১৭), যাহারা শুধু জাগর-স্বপ্নাদি অবস্থা হেতুভূত, সূর্যোদয়ে  
সূর্যোস্তে উপলব্ধিত কাল বিশেষকে অহোরাত্র মনে করে  
তাঁহার প্রকৃত অহোরাত্রবিৎ নহেন। তদ্বৎ অহোরাত্রবিৎ  
প্রজ্ঞাপতির দিব্য সংখ্যায় চতুষ্টয় সহস্র অবধি।... ব্রহ্মলো  
বাসের সময় লক্ষ্য করিয়াই প্রজ্ঞাপতির অহোরাত্র গণনা। (১৮)

১৯), অব্যাক্ত (ঈশ্বরোদ্ভাবিত জগত কারণ, গুণ-সাম্যপ্রধান বা অপরা প্রকৃতি) হইতে যাবতীয় পদার্থ, ঘূষসংস্পর্শপরিমাণ ব্রহ্মার দিবসে ব্যাক্ত হইয়া প্রাদুর্ভূত হয়, যেমন সূর্য্যোদয়ে পদার্থ মিচয় প্রকাশিত হয়, সকল প্রাণীর ক্রিয়াবিশেষের প্রাদুর্ভাব হয়; তজ্জন ব্রহ্ম-নিশাগমে অব্যাক্ত-সংস্কৃত তত্ত্ব ব্যাক্তরূপতা পরিত্যাগ করিয়া শক্তি মাত্রত্ব অবস্থান করে। রাত্ৰ্যাগমে অন্তঃ প্রলীন হয়। একরূপ সৃষ্টি প্রলয়ের প্রবাহ অব্যাহত থাকে, শুধু মায়া শক্তি মোহিতাব-স্থায় কলেবরাদিরই অভাব হয়।...ভূতগ্রামও যথোক্ত-ক্রমে সৃষ্টিতে অভিব্যও ব্রহ্মরাত্ৰ্যাগমে প্রলীন হয়। (২০.২১), সেই অব্যাক্ত বা প্রধান হইতে স্তম্ভ, পরমার্থ সৎপদার্থ, বিদ্যমান সনাতন ভাবে, সর্বকালে নিত্য। জগৎ প্রপঞ্চ বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও বিনাশ প্রাপ্ত হন না।....তিনি অচিন্ত্য মায়ায় দ্বারা মোহ-প্রাপ্ত জনের নিকট প্রকাশমান নহেন, তাঁহার স্বরূপ প্রচলুতি কদাচ ঘটে না, অক্ষর। এসম্বন্ধ পরমার্থ সত্তাকেই তত্ত্ববিৎগণ অনু-ত্তরা প্রাপ্তি বলিয়াছেন। আত্মায় প্রতিপাদন করিয়া যোগিগণ পুন-র্ববার সংসারে অবতরণ করেন না। তাহাই তাঁহার নিরুত্তর স্থান। ইহাতে পুরুষ গেলে যোগিগণের অপুনরাবৃত্তির কারণ কি? (২২), সেই পুরুষ ক্ষেত্রজ হইলেও নিরতিশয় প্রভাব বশতঃ সকলের দেহে অন্তঃশায়ী পুরুষ, পরমাত্মা। তাঁহাকে আমি বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞাত হইলে সেই প্রাপ্য যোগিগণ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন না। সেই এক পরমপুরুষের সাংগাত্য সংবিৎ হৃদয়ে নিখিল চরাচর বিন্দুস্থিত ইত্যাদি। (২৪,২৫) বাঁহারা ব্রহ্মবিৎ, পরম



কারণ স্বরূপ দিষ্টাত আছেন, তাঁহারা এই অগ্নিজ্যোতি উপলক্ষ  
 কালে শরীর ত্যাগ করিলে অপুনরাবৃত্তি, মোক্ষপ্রাপ্তি ই  
 ইত্যাদি। [শৈবাগমে এই কালের বিচার ব্রহ্ম সংবেদন দ্বি  
 (১) স্বসংবেদনে সাক্ষাৎকার, (২) গুরূপদিষ্ট হইয়া পরম কারণে  
 স্বরূপ সম্বন্ধে অবগতি। প্রথম প্রকারে প্রাপ্য প্রাপ্ত হও  
 যায়, এজন্ত ব্রহ্মবিৎগণের কাল সামগ্রীর কোনই অপেক্ষা নাই  
 দ্বিতীয় পক্ষে যাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞ বলা হইতেছে, তাঁহারা পরমার্থ  
 তত্ত্বসাক্ষাৎকার করেন নাই। বর্ণিত কাল বিশেষ প্রাপ্তি করিলে  
 যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে, এমত কথা চিন্তা করা যায় না। সুতরা  
 উভয় পক্ষেই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুর পক্ষে কাল প্রাপ্তি করিলেই ব্র  
 প্রাপ্তি হইবে, তাহা সম্ভব মনে হয় না। সমাধি বিশেষ অঙ্গীকা  
 করিয়া, সেই সমাধি বলেই বর্ণিত কাল বিশেষ প্রাপ্তি  
 পুনরাবর্তন হইবে, ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে।...সুদৃঢ় ভাবনা ভাবি  
 ভাবের বাস্তবচার ঘটিবে না, মন্থর ভাবে ভাবিত ব্যক্তির সেই কা  
 স্মরণে থাকিবে না, কাজেই পুনরাবৃত্তি স্থির নিশ্চয়; এ বিষয়  
 কাল সামগ্রী কি করিতে পারে? যদি বলা যায় মহামতি ভী  
 উত্তরায়ণ প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন কেন? তাহাই যদি ব্রহ্ম প্রা  
 হয়, সকলেই তো সেই কালের জন্ত তজ্জনা করিবে। অধিক  
 সকলের মরণে স্বাতন্ত্র্য নাই, ভীষ্ম স্বেচ্ছামৃত্যু ছিলেন।...  
 কোনও হেতু যাহাতে সম্ভব হইতে পারে তাহাই বলা হইতে  
 বহু শাস্ত্রে কালের দ্বিপ্রকার ভেদ, বাহ্য ও অভ্যন্তর। প্রচলিত  
 সূর্য চন্দ্র বারোপলক্ষিত বাহ্য প্রকার, প্রাণাপান সূর্যচন্দ্রে

( ১৮২৮ )

৮—১৬৩

লক্ষিত আভ্যন্তর কাল। যখনই জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির অন্ত  
কালে ব্রহ্মরূপ হিঙ্গু দ্বারা প্রাণ-বায়ুসহী সংবিৎ শ্রোত সামান্য  
সংবিৎ সমুদ্ভূত প্রবিষ্ট হইয়া সামরস্য প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদেরই  
ব্রহ্ম প্রাপ্তি অব্যবহিত হয়। ইহাই দেবযান মার্গ ও শাস্ত্রী  
গতি। যিনি শুধু যোগাভ্যাস অঙ্গীকার করিয়াছেন মাত্র, যথোক্ত  
তত্ত্বজ্ঞান নাই, ব্রহ্মবেদিত্বের অভাবে দেহাদিতে অহং প্রত্যয়,  
পর্বতের ন্যায় সে শ্রোতকে প্রতি হত করে। তিনি প্রত্যাবৃত্ত  
হন। এই প্রত্যাবর্তন ও বহুশ্র-শাস্ত্রে ধূমাদি দক্ষিণায়ণ শব্দে বর্ণিত  
অপান বৃত্তি, ইহাই পিতৃযান গতি। যোগাভ্যাস প্রকর্ষের দ্বারা  
বিশিষ্ট শরীরে প্রাণ প্রবেশ করে, পূর্বাভ্যাস দ্বারা ক্রিয়মান হইয়া  
আয় ও উৎসাহের সহিত যতমান হয়, যোগী বা যোগভ্রষ্ট, পরা-  
সিক্তির জগৎ। সংক্ষেপার্থ এই যে বাঁহারা ব্রহ্মবিৎ, অন্তকালে প্রাণ  
শক্তি অবলম্বনে পরতত্ত্ব অবিস্মৃত হইয়া অব্যবহিত ভাবে ব্রহ্ম  
প্রাপ্ত হন। বাঁহারা শুধু প্রাণ বৃত্তির আশ্রয়ে যোগী হইয়া প্রাণ  
ত্যাগ করেন, জ্ঞানাভাবে দেহাদিতে তখনও অহং প্রত্যয় থাকে,  
অপান বৃত্তিমার্গে পুনরায় বিশিষ্ট দেহ ধারণ করেন। যোগী ও  
ব্রহ্মবিৎজনের এই প্রকরণে এই পার্থক্য। (২৬), ব্রহ্মবিৎ ও  
যোগীর মধ্যে এই বিশেষ যে উর্দ্ধবাহ প্রাণরূপী শুক্ল গতিতে  
অনাবৃত্তি বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি, যোগীর পক্ষে অপানরূপ কৃষ্ণা গতিতে  
বিশিষ্ট দেহান্তরে সংক্রমণ। (২৭,) যোগী মোহপ্রাপ্ত হন না,  
কেন না জ্ঞানান্তরে তাঁহার ক্রমসিদ্ধি লাভ হইবে। (২৮) আত্ম-



৮—১৬৪

বিশ্লেষণ করিয়া যথোক্ত সমাহিত যোগী, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস, দাগদি অন্তবৎ পুণ্যক্রিয়া-ফল অভিক্রম করেন, কেননা সমুদয় আনন্দময়ত্ব হেতু উৎকৃষ্ট খামে, পরমাত্মায় স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

( কাল বা মার্গ আভ্যন্তর প্রাণ-গতি লক্ষ্য করিয়াই কহি হইয়াছে। ইহা সাধন সাপেক্ষ বিষয়। শৈবগমদর্শনে পরমাত্মাদিতে যেমন তন্ত্রালোকে অভিনব গুপ্ত দ্বারা ব্যাখ্যাত।

## পরিপ্রশ্নমালা

১-৮। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট কি কি জানিতে চাহিলেন কেন জানিতে চাহিলেন? ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিদৈব, অধিভৌম ও অধিষষ্ঠের ভগবান বিস্তারিত কি ব্যাখ্যা দিলেন? আমরা উপদেশ পাই? অক্ষর ব্রহ্মপরমং ইহা ব্যাখ্যা কর। অন্তঃকরণ কেন তাঁহাকে স্মরণ করিতে বলিলেন? “সর্বদা তাঁহাকে স্মরণ রাখিয়া যুদ্ধ কর, এখানে যুদ্ধের কি অর্থ? অভ্যাস যুদ্ধের যে অনন্তগামী চিন্তে পরমপুরুষকে চিন্তা করিতে থাকে, তাহা কি হয়? অনন্তগামীর অর্থ কি?

৯-১৪। যে পরমপুরুষকে স্মরণে রাখিতে হইবে, তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে ভগবান কি বলিলেন? ভগবান কাহার পক্ষে সুলভ? ভগবৎ প্রাপ্তির ফল কি?

১৫-২২। পুণ্যাদিতে স্বর্গ লোক ব্রহ্মলোক সব প্রাপ্তি ঘট; ভগবৎ উপাসনায় ভগবানকে পাওয়া যায়। কোন্টি পাইলে আর পুনরাবর্তন হয় না। ব্রহ্মলোকে বাসও চিরস্থায়ী নহে, ইহা ব্যাখ্যা কর। প্রথমে কি হয়, এবং কি ভাবে পুনরায় সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মার সন্ধ্যা ও প্রভাত কি? কি হয়? অহোরাত্রিৎ কাহার? অব্যক্ত এবং সনাতন অব্যক্তে, বা অক্ষর অব্যক্তে প্রভেদ কি? পরমাগতি তৎধাম, পরমপদ, এগুলির অর্থ কি?

২৩-২৮। যে দুইটি পথে মৃত্যুর পরে জীবাত্মা পরলোকে যায়, তাহাদের বিবরণ বল। কাহারো কোন্ পথে যায়? কোন্ প্রকারের যোগী ইহাদের লইয়া মাথা ঘামায় না, এবং কেন ঘামায় না? বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান ও তপস্তার দ্বারা যে ফল পাওয়া যায় 'যোগী' তাহা অতিক্রম করে, ইহা ব্যাখ্যা কর। এখানে যোগীর অর্থ কি?

মস্তাব ও তস্তাব ভাবিত ইহাদের অর্থ কি? ইহাদের অর্থ বল—দিব্য পুরুষ, কবি, পুরাণ, তমসঃ পরস্তঃ, মুখনি, ব্যাহরন, নিত্যশঃ, সংস্কৃতি, "সহস্রযুগ", ভূহা ভূহা প্রলীয়তে, যেন সর্ববিদং তত্তম্। চান্দ্রমসং প্রাপ্য।

জ্ঞানব্যাঞ্জক শ্লোকঃ—৩, ৪, ৫, ৬, ১২, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৮ কৰ্ম্মব্যাঞ্জক শ্লোকঃ— ৭, ৮, ১০, ১২, ১৩, ২৭



ভক্তি ব্যঞ্জক শ্লোকঃ—সমস্ত অধ্যায়ই ভক্তিগর্ভ।

অনন্তভক্তি । ৫, ১১, ১৪, ১৬, ২১, ২২, ২৭

মস্তাব—৫, ৮, ১০, ১১, ১৩, ১৫, ২৯

দুই পথের বর্ণনা—২০, ২৪, ২৫, ২৯

প্রকৃতির কার্য ; প্রলয়, সৃষ্টি—১৭, ১৮

মনে রাখিবার মত শ্লোক—৫, ৭, ৮, ১৪, ১৫, ১৬, ১৯, ২১, ২২

## দশম অধ্যায়

### বিভূতি যোগ :

( ভূমিকা )

ভগবান পূর্বের অধ্যায় গুলিতে জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাবে নিজের বিষয় অনেক কিছু বলিয়াছেন—তিনি কে, কখন ও কেন অবতারের ভাবে আসেন, তিনি বিশ্বাতিগ, তিনি বিশ্বাতীত, ( immanent and transcendent ), তিনি সকল জিনিষের প্রাণ, যাহা না থাকিলে, যে জিনিষ সে জিনিষই থাকে না ( ৭'৮-১১ )। তিনি সূত্রে মণিগণাইব, তিনি কাহারও পাপপুণের দ্বারা প্রভাবাস্থিত হন না, তিনি “সম”, তিনি নিগুণ নির্বিশেষ নির্লিপ্ত ব্রহ্ম, আবার তিনিই ভোক্তারং যজ্ঞতপসং, তাঁহার ভিতর সব কিছু আছে, আবার কোন কিছু নাই, তিনি “নাহং প্রকাশঃ সর্ববস্ত্র যোগমায়া সমাবৃতঃ, প্রকৃতি তাঁহাই অধ্যাক্তায় কাজ করে। তিনি অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং, তিনি অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূত, অধিযজ্ঞ, নানা দৃষ্টিতে নানাভাবে তিনি দৃষ্টহন যথা অহং ক্রতুঃ, অহং যজ্ঞঃ, তিনি পিতা, গাতা, খাতা, পিতামহ, অমৃত, মৃত্যু—সব। পরে আরও অনেক কথা বলিবেন। এখন যেন, তিনি কেবলিবার পর, যেন আশ্চর্য্যরকম কি করেন, তাহা জানাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। আশ্চর্য্য তাহার সব ক্রিয়াই, সব ; সৃষ্টি প্রলয়, সব ; এবং পূর্বের আনুসঙ্গিক ভাবে



তাহা বার বার জানাইয়াছেন। এখানে তাক্ লাগান কথা  
 আনিলেন—একটি বিভূতি প্রদর্শন ও অণুটি যোগ প্রদর্শন।  
 প্রথমটির উদাহরণ, মাছ তিনি নানারকমের তৈরী করেছেন,  
 কিন্তু একটি অদ্ভুত ও বিকট রকমের মাছ (হাসর) তৈরী  
 করিলেন, যে তাহা দেখিলেই মানুষ বলিয়া উঠিবে, বাবা,  
 এ মাছ! কি ভীষণ! ধন্য ভগবান, কত কিনা তুমি করিতে  
 পার! পাহাড় তো অনেক আছে, কিন্তু হিমানয়কে দেখিলেই  
 মানুষ বলিয়া উঠিবে, কি মহান্, এ তো ভগবানের প্রকাশ।  
 ভগবানের নাম আপনিই মুখে আসিবে, ভগবানের, সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ  
 সমূহের, অগ্ন্যাগ্ন বস্তু অপেক্ষা তাক্ লাগাইয়া দেওয়া এইরূপ  
 বস্তুর কথা মনে আসিলে বা এরূপ বস্তু দেখিলে ইহার  
 ভগবানের সৃষ্টি শক্তির বিশেষ রকমের প্রকাশ, (ভূতি = প্রকাশ)  
 তৎক্ষণাৎ বোধে আসিবে। ভগবানের সৃষ্ট বস্তু। যে গুলিতে  
 এইরূপ বিভূতি বা শক্তির বিকাশ পরিদৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে  
 বিভূতি বলা হয়। এ অধ্যায়ে এই বিভূতির কথা, ও পরের  
 অধ্যায়ে তাঁহার আর এক শক্তির কথা (যোগ যাহাকে বলে),  
 তাহা আসিয়াছে। এ অধ্যায়ের নাম তাই বিভূতি যোগ।  
 সাধারণ বুদ্ধিতে যে ব্যাপারকে বলিবে যে ইহা ঘটতেই পারে না  
 ঐরূপ ক্ষেত্রে যাহাকে যোগ বলা যায় সেই নিজ সঙ্কল্পে তাহাকে  
 প্রতীয়মান করা, ইহাকেই যোগমৈশ্বর্যম্ বলা, হইয়াছে, যথা,  
 বিরুদ্ধধর্মী দুই কথা হওয়ায়, (যথা ভগবানের ভিতর সব  
 আছে, অথচ কিছু নাই, তাহা সিদ্ধ করান); যথা বিশ্বরূপে

মত কোন মূর্তি হইতে পারে পারে, বুদ্ধি ইহা কল্পনাও করিতে পারে না, সেই বিশ্বরূপকে দেখান, ইত্যাদি।

কোথায় কোথায় বিভূতির প্রদর্শন হইয়াছে, ইহা জানার উপযোগিতা আছে, এবং সেই জগুই এই দশম অধ্যায়, অৰ্জুনের যে প্রশ্নের উত্তরে ভগবান এই বিভূতির তালিকা দিয়াছেন (বিভূতির নাম করিয়াছেন; “আমি তাহা আমি তাহা” এই বলিয়া, তাহার ভাবার্থ ছিল এই, যে, জগতের সাধারণ সববস্তু, চোখ্‌সওয়া হইয়া গিয়াছে, ভগবানের নাম মনে আসিবার মত কিছুই নাই; ভগবান তাহাকে এমন কতকগুলি বস্তু বা ব্যক্তির নাম করুন, যাহাদের নাম মনে আসিলে বা যাহাদের দেখিলে, তাক্ লাগিয়া যাইবে এবং ভগবানের কথা মনে আসিবে। ভগবান অৰ্জুনের প্রার্থনায় বিভূতির পরে বিভূতির নাম করিয়া যাইতে লাগিবেন। গোটা সন্তুর বাহান্তর নামের পর, ভগবান বলিলেন সোজা কথা এই, যেখানে তুমি দেখিবে, ঐশ্বর্য্য, শ্রী, শক্তি ইত্যাদি ফুটিয়া উঠিয়াছে, বুঝিয়া লইও, তাহা বিভূতি, এবং উহা উদ্ভব হইয়াছে; আমারই তেজের অংশে। তাহা ছাড়া, প্রয়োজন কি এত জানিবার? এই বিরাট জগৎ, ইহা মাত্র আমার একাংশে স্থিত, পরম বিভূতি, পরম উপযোগী জানা ভাবে ইহাকে জান।

শঙ্কর । সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে ভগবানের তত্ত্ব ও বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে। এখন যে যে ভাবে; ভগবৎ চিন্তন হওয়া উচিত সেই ভাবগুলির বর্ণিত হইবে। শঙ্করের এই কথার অর্থই বা কি বিভূতিই বা কি ইহা প্রদর্শনের যোগ্য হওয়ার, আনন্দগিরি



১০—৪

বলিয়াছেন তত্ত্ব সোপাধিক ও নিরুপাধিক, সৰ্বিশেষ ও নির্বিশেষ—প্রতিপত্তির ( সিদ্ধির ) উপযোগী বিভূতি । শাস্ত্রী  
বিভূতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে বিভূতিগুলি যখন প্রাণী, তখন  
ভক্তিমুক্তির জন্ম নহে ( গীতা যমস্বয় ) ।

মধুসূদন : এইরূপে সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে  
'তৎ' পদার্থ ভগবানের সোপাধিক ও নিরুপাধিক তত্ত্ব ( স্বরূপ )  
দেখান হইল । আর সপ্তম অধ্যায়ে "রসোহহম স্পৃ ইত্যাদি  
শ্লোকে এবং নবম অধ্যায়ে "অহংজ্ঞাহু ইত্যাদি শ্লোকে সংক্ষেপে  
ভগবানের বিভূতি সকল বর্ণিত হইয়াছে যেগুলি সোপাধিক  
ব্রহ্মের ( জগৎ ) ধ্যানের উপায়স্বরূপ উপযোগী, আর  
নিরুপাধিক ব্রহ্মের জ্ঞানের উপায় স্বরূপ । এক্ষণে যেগুলি  
যাহাতে ( সোপাধিক ব্রহ্ম ) ভগবানের ধ্যানের উপযোগী  
তজ্জন্ম তাহার বিস্তৃত বিবরণ বলিতেছেন ।

"বিভূতি" ইহার একজন অর্থ দিয়াছেন । the Glory  
and Wonder of Reality's external manifestation

বঙ্কিম সেন : শ্রীভগবানের বিভূতি বলিতে তাঁহার  
নিত্য বিভূতি ও মায়াবিভূতি এই দুইটি বুঝায় ( ছাঃ ৩।১২।৬ )  
এই দুইটি এক করিয়া, বিশ্বের সহিত বিশ্বাত্মদেবতার সংযোগ  
সূত্রটি উপলব্ধি করিতে হইবে । ত্রিপাদ বিভূতি মায়াভীত তাঁহার  
ধাম, মায়াত্মিকা একপাদ বিভূতি এই জগৎ ( সনাতন গোস্বামী )  
নিত্যধামে ও জগতে জীব ও দুইপ্রকার, নিত্যমুক্ত ও সংসারী  
( চৈতন্য চরিতামৃত ২।২২।২ )

## সূচী

১-৩। ভগবান অর্জুনকে বলিলেন তুমি আমার প্রিয়, আমার আরও তত্ত্ব শ্রবণ কর। দেবতারা ও ঋষিরা আমার তত্ত্ব কি করিয়া সব জানিবেন, কারণ তাহারা আমা হইতেই সব জন্মিয়াছেন? যে. আমাকে অনাদি ও লোকমহেশ্বর বলিয়া জানিবে, সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে।

৪-১১। আমিই বুদ্ধি জ্ঞান ইত্যাদি। আমার মানসজাত মহর্ষিরা আমা হইতে শক্তি পাইয়া, প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমার বিভূতি, ও যাহাকে বলী হয় আমার যোগ, এ শক্তি দ্বয়ের ব্যাপারসকল, যিনি অনুধাবন করিতে সমর্থ হন, তিনি আমাতে যুক্ত থাকেন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সবই আমি, যাহারা ইহা উপলব্ধি করেন, যাহারা মদগত প্রাণ, আমাকেই লইয়া থাকেন, তাঁহাদের আমি আমার সকল বিষয় জানাইয়া দি।

১২-১২। অর্জুন বলিলেন, আপনি যাহা বলিলেন সবই ঠিক; কেহই আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না। আপনার বিভূতির বিষয় আপনি ছাড়া, কেহই জানে না। আপনার কিছু বিভূতির বিষয় আমাকে বলুন, যাহা দেখিলে, যাহা জানিলে আপনার চিন্তা আমার মনে উদয় হইতে পারে।

১৯-৪২। ভগবান বলিলেন, বিভূতি ভাবে আমিই আত্মা, আমি আদি, মধ্য ও অন্ত, উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ, এই বলিয়া



১০—৬

তিনি তাঁহার প্রধান প্রধান বিভূতি গুলির নাম করিয়া বর্ণনা  
লাগিলেন। ৭০-৭২ নামের পর বলিলেন, অর্জুন যেখানে  
'বৈভব বা মহিমা' ক্রী ও শক্তি দেখিতে পাইবে জানিবে  
আমার বিভূতি, তাহা আমি, আমারই তেজের অংশ তাহা  
ফুটিয়াছে। তাহা ছাড়া, অত নামের প্রয়োজন কি? অর্জুন  
বিভূতি পূর্ণ এই জগৎ, ইহা মাত্র আমার একাংশে স্থিত, ইহা  
তো মস্ত বিভূতি, তোমাকে আমার কথা সর্বদা স্মরণ করাই  
দিতে সমর্থ।

জ্ঞানাত্মক শ্লোক—২, ৪, ৫, ৬, ১০, ১২, ২০ ২৩-৪২  
কমনাত্মক শ্লোক—৬

ভক্তি আত্মক—বিভূতিদর্শনে ভগবানের কথা মনে আ  
ভক্তি। এ অধ্যায়ে, যাহাতে ভগবানের কথা মনে আ  
অর্জুন তো তাহাই জানিতে চাহিয়াছিলেন

## দশম অধ্যায়

(১) করুণাময় ভগবান নিজের হইতে আপন বিষয় আরও কিছু শুনাইতে চাহিলেন।

১। শ্রীভগবানুবাচ। ভূয়ঃ এব মহাবাহো শৃণু মে পরমম্ বচঃ  
যদেহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকামায়া। ১।

পদচ্ছেদ : ভূয়ঃ এব মহাবাহো শৃণু মে পরমম্ বচঃ,  
যৎ তে অহম্ প্রীয়মাণায় ভক্ষ্যামি হিত-কামায়া।

অঙ্কুর : মহাবাহো, ভূয়ঃ এব মে পরমম্ বচঃ শৃণুঃ, যৎ  
অহম্ তে প্রীয়মাণায় হিতকামায়া বক্ষ্যামি।

কঠিন শব্দ : পরমং বচঃ—তৎসমৃদ্ধ, বহু ও প্রভাব  
যুক্ত কথা সমূহ; পরমাত্মনিষ্ঠ ( শ্রীধর ), পরম, উত্তম বস্তু  
প্রকাশক ভাষ্য ( শঙ্কর ); উৎকৃষ্ট বাক্য'। প্রীয়মানায়—আমাকে  
তুমি ভালবাস, ও আমি তোমাকে ভালবাসি; এমন যে তুমি,  
তোমাকে।

অনুবাদ : শ্রীভগবান বলিলেন, মহাবাহো ( অর্জুন ),  
আমার তত্ত্ব সমৃদ্ধ কথা সমূহ, আরও একবার শ্রবণ কর;  
বাহা, তোমায় ও আমায় অতি প্রিয়ভাব আছে বলিয়া, তোমার  
হিতার্থে তোমাকে বলিতে চাহি।

ইহার পূর্বে, অর্জুনের হিতের জন্য ভগবান নিজ সম্বন্ধে  
অনেক কথা বলিয়াছেন, তাই “পুনরায়” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।



মধুসূদন : সপ্তম অধ্যায়ে বসোহহম্ ইত্যাদি শ্লোকে এবং নবম কথ্যায় অহং ক্রতু ইত্যাদি শ্লোকে, সংক্ষেপে ভগবানের বিভূতি সকল বর্ণিত হইয়াছে। সোপাধিক (ঈশ্বরের) ধ্যানের উপযোগী আর নিরুপাধিক ব্রহ্মের জ্ঞান উপায় স্বরূপ। এক্ষণে সেগুলি বাহাতে ভগবানের (সোপাধিক ব্রহ্মের) ধ্যানের উপযোগী হয়, তজ্জগত তাহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইল। আর, তদ্বিষয়ে ও দুর্বিস্তার, কাজেই তদ্বিষয়ে জ্ঞানের জগত তাহা পুনরায় বলা উচিত। পুনঃ পুনঃ উক্ত দেওয়া আবশ্যিক। এই কারণে বলিলেন “ভূয় এব”।

সপ্তম নবম ও দশম অধ্যায় গুলিতে আমরা দুটি ধারা (১), তাহার আমা ভিতর, আমি কিন্তু তাহাদের ভিতর (২) আমি বীজ, এ অধ্যায়ে শুধু বীজ নহে, বাহির আমা আমি, বলা হইতেছে।

সচিদানন্দ : সপ্তম অধ্যায়স্থ সূত্রীর অনুসারে ৮ম অধ্যায় ১২ শ শ্লোকে কথিত, প্রয়াগ কালের পূর্বের অবস্থা বর্ণনা করিয়া উপদিষ্ট ও অষ্টমাধ্যায়ে সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত আখ্যাতের বিজ্ঞান দশমাধ্যায়ে কহিবেন।

Modi. Sankara is right in saying partly the contents of adhyas 7 and 8 are similar.

ভিলক : পূর্ব অধ্যায়ে কর্মযোগের সিদ্ধির পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপের উপাসনার যে রাজমার্গ উক্ত হইয়া তাহাই এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়া চলিয়াছে।

অবিন্দ : ৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী কয়েক অধ্যায়ে ( গীতার পরমবাক্য, বিভূতি রূপে ভগবান, বিভূতি তত্ত্ব ) অবিন্দ আলোচনা করিয়াছেন !...শাস্ত্র ও অনন্তের দিকে যাইবার প্রয়াস,—এই প্রয়োজন হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ভক্তিমূলক ও কর্মমূলক ধর্মসকল ।...এমনকি বৌদ্ধধর্ম আভ্যন্তরীণ আত্মা ও বাহ্যবস্তুর উভয়কেই কঠোর ও অকুণ্ঠভাবে “নেতি নেতি” করা সত্ত্বেও নিজেকে প্রথমতঃ কর্মের দিব্য সাধনার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে, এবং ভক্তির স্থলে এক সার্বজনীন প্রেম ও অনুকম্পার অধ্যাত্ম ভাবালুতা আনিতে বাধ্য হইয়াছিল....এমনকি মায়াবাদ যে অতিমাত্রায় যুক্তি তর্কের অনুসরণ করিয়া কর্ম ও মানসিক সৃষ্টি সকলের প্রতি তীব্র অসহিষ্ণুতা দেখাইয়াছে, সেও মানুষকে, বিশ্বকে ও বিশ্বে ভগবানকে একটা সাময়িক ও ব্যবহারিক সত্তা দিতে বাধ্য হইয়াছে, যেন প্রথমে দাঁড়াইবার মত একটা স্থান, ধরিবার মত একটা সূত্র পাওয়া যায় । মানুষের বন্ধন এবং তাহার মুক্তির সাধনাকে কতকটা বাস্তবতা দিবার জন্য মায়াবাদ, যেটিকে অস্বীকার করে, সেইটিকেই স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে । কিন্তু কর্মমুখী ও হৃদয়াবেগমূলক ধর্মসমূহের দুর্বলতা এই যে তাহারা ভগবানের কোনও বিশেষ ব্যাক্তরূপে, এবং সান্ত্বনাই দিব্যভাব সকলে অতিমাত্রায় নিমগ্ন হইয়া যায় !...তাহারা আমাদের জ্ঞানের পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না । অন্তর্গত শুধু ধ্যানপরায়ণ । নিবৃত্তি মূলক আধ্যাত্মিকতার দুর্বলতা হইতেছে এই যে তাহা মানবাত্মাকে একটা অবস্থ বা মিথ্যা কল্পনা



মাত্র করিয়া তোলে, অথচ বরাবর এই আত্মার আকাঙ্ক্ষাই ঐ মিলন প্রয়াগ, নতুবা তাহার কোনই অর্থ থাকে না কারণ আত্মাকে এবং আত্মার আকাঙ্ক্ষাকে ছাড়িয়া দিলে, মিলন ও মিলন সম্পূর্ণ অর্থহীন হইয়া পড়ে ।

গীতার যে মুখ্য চিন্তাধারায় গীতার সকল সূত্র গুলি সংগৃহীত ও মিলিত হইয়াছে তাহার মহত্ব হইতেছে এমন এক পরিকল্পনার সমন্বয় মূলক শক্তি, যাহা বিশ্ব মাঝে মানবায় সমগ্র প্রকৃতিটিরই হিসাব লয় ।

উপনিষদ গুলিতে অসুজ্ঞান মূলক দৃষ্টি এবং রূপবান ভাষার জ্যোতির্ময় আচ্ছাদনে আবৃত থাকায় যাহা বুদ্ধির নিম্ন অধিগম্য, তাহাকেই গীতা পরবর্তী বুদ্ধিবৃত্তি মূলক চিন্তা বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকাশ করিয়া ধরিয়াছে। গীতার এই পরমবাক্য হইতেছে প্রথমতঃ এই স্পষ্ট ঘোষণা সৃষ্টিতে যাহা কিছু রহিয়াছে যে সবেদই পরম ও দিব্য উৎস। সকল বস্তু যাহার সত্তা হইতে উদ্ভূত, জগতের এবং জগৎব্যপী সকল জীবের সেই মহান অধীশ্বররূপে শাস্ত্রতকে জানা আরাধনা করা—ইহাই হইতেছে শাস্ত্রতের উচ্চতম জ্ঞান, উচ্চ আরাধনা । দ্বিতীয়তঃ ইহা হইতেছে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় শ্রেষ্ঠতম যোগ বলিয়া ঘোষণা ।....অজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করি হইল কি উপায়ে ব্যবহারতঃ প্রকৃতির সকল বস্তুতেই ভগবান দেখিতে পাওয়া যায় ।...বিশ্বাতীত ভগবৎসত্তা কোন একটা নহে, অথবা বিশ্বের সহিত সকল সম্বন্ধ শূণ্য নির্বিবশেষ তৎস্বরূপ

নহে । তাহা এক পরম সদ্বস্ত, সকল পূর্ণতার পূর্ণতা । দেবতার বহু ও বিশ্বরূপী—তাহার সত্তার মূল তত্ত্বগুলি এবং তাহার সহস্র বৈচিত্র্য লইয়া, একর এই নানামুখী লীলা রচনা করিতেছেন ।

**মহানামকৃত :** ভালবাসার স্বভাবই প্রিয়জনের মঙ্গল কামনা ।

**মতিলাল :** সোপাষিক ব্রহ্মজ্ঞানের বিভূতি বিষয়ক ধ্যানই পরম সহায় ।

তাহাকে জানা দুজ্ঞেয়—

২। ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ

অহম্ আদির্হি দেবানাম্ মহর্ষীগাং চ সর্বশঃ । ২

**পদচ্ছেদ :** ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবম্ ন মহর্ষয়ঃ,

অহম্ আদিঃ হি দেবানাম্ মহর্ষীগাম্ চ সর্বশঃ ।

**অনুবাদ :** মে প্রভবম্ ন সুরগণাঃ, ন মহর্ষয়ঃ বিদুঃ, হি অহম্ সর্বশঃ দেবানাম্ চ মহর্ষীগাম্ আদিঃ

**কঠিন শব্দ :** প্রভব = উৎপত্তি, বা প্রভাব ( দুই অর্থই হয় ) বা , বিভূতির সহিত লীলায় প্রকট হওয়া ; নানা অবতারের রূপে প্রকাশিত হওয়া ।

**অনুবাদ :** না দেবতাগণ, না মহর্ষিগণ, আমার উৎপত্তি বা প্রভাব জানেন, কারণ দেবতাগণের ও মহর্ষিগণের সকল প্রকারে, আমি আদিকারণ

ইহারা আমার দ্বারাই সৃষ্ট, আমি কি করিয়া হইলাম,



ইঁহারা কি করিয়া জানিবেন ? আমি কি করিয়া হইলাম ইহা  
কোনও অর্থ হয় না, কারণ আমি অজ্ঞ, স্বয়ম্ভূ। আমার  
প্রভাবও যাহারা আমার সৃষ্টি তাহারা কি করিয়া জানিবে  
আমি তো তাহাদের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ, দুইই  
আনার প্রভাবে তাঁহারা এবং সমস্ত জগৎ সৃষ্টি। যে ঘটনা  
জানিয়াছে, সে আমারই নিকট হইতে জানিয়াছে। আমার  
অনুগ্রহ বিনা কেহ আমাকে তিনলার্কিও জানিতে পারে না  
( দেবতারা ও মহর্ষিরা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় জানিতে সমর্থ  
ইঁহারাও আমার প্রভব জানিতে সমর্থ নহেন )। স্বাগ্বেদে  
নাসদীয় সূক্তের ঋষি এই কথাই বলিয়াছেন ( ১০।১৯।৯ )

শ্রীশ্রী : প্রভব = প্রকৃষ্ট ভব = আমার নানা বিভূতি  
সহিত আবির্ভাব।

আনন্দগিনি : প্রভব অর্থে ঈশ্বরের নিরুপাধিক স্বরূপ

স্বামানুজ : প্রভব = নামরূপ স্বরূপ স্বভাবাদি।

Radhakrishnan; All manifested is from Him

কৃষ্ণানন্দ : বস্তুতঃ ভগবান স্বয়ং কাহারাও নির্দেহ  
বুদ্ধিতে আকৃষ্ট না হইলে বুদ্ধি বিচার দ্বারা কেহ তাঁহাকে জানি  
পারেনা।

বলদেব : নাসদীয় সূক্ত ইত্যাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন  
কে-ই বা তাঁহাকে জানে, কে-ই এই তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন  
দেবতারা তো ইহার দ্বারা সৃষ্টি।

মহাগমভূত : আমার পরমতত্ত্ব কেহই জানে না

১০—১৩

( ১০।৩ )

আমি দয়া করিয়া না জানাইলে কেহই জানিতে পারে না।  
যমেষৈষ বৃণুতে ইত্যাদি। মোহ শূণ্য হইবার একমাত্র উপায়  
আমাকে জানা।

জগদীশ্বরানন্দ : ভৃগু মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলহ'  
ক্রতু মনু দক্ষ বশিষ্ঠ, পুলস্ত্য—এই দশ মহর্ষি পুরাণে প্রসিদ্ধ।

ভক্তি প্রদীপ। মে প্রভব = The Divine nature of  
my descent.

মধ্ব—প্রভব is to be taken in three senses ;  
(1) The Gods and the Rishis cannot fully  
comprehend My glory (2) they cannot think of  
My birth (3) they cannot be the witness of My  
creation activity, for they subsequently came  
into existence

(৩) আমাকে জানা বিষয়ে, ফল বলিলেন ( শ্রীধর )—

৩। যো মামজ্ঞ মনাদিঃ চ বেত্তি লোক-মহেশ্বরম্  
অসংযুত স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।৩

পদচ্ছেদ : যঃ মাম্ অজ্ঞম্ অনাদিম্ চ বেত্তি  
লোক-মহেশ্বরম্, অ-সংযুত চ মর্ত্যেষু সর্ব-পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

অজ্ঞান : যঃ মাম্ অজ্ঞম্ অনাদিম্ চ লোক মহেশ্বরম্ বেত্তি  
সঃ মর্ত্যেষু অসংযুত সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

কর্তিন শব্দ : লোক—মহেশ্বর = সকল লোকের, বা  
ত্রিলোকের মহান ঈশ্বর, মর্ত্যেষু = মনুষ্যাগণের মধ্যে।



**অনুবাদ :** যিনি আমাকে জন্মগ্রহিত ও অনাদি, ও লোক সকলের ঈশ্বর, সেই দেবসমূহেরও ঈশ্বর, বা নিয়ন্তা বা প্রভু বলিয়া জানেন, মনুষ্য মধ্যে তিনিই ভ্রান্তিশূণ্য, তিনিই সমস্ত পাপ হইতে প্রকৃষ্ট ভাবে মুক্ত হন।

**রামানুজ ও বলদেব :** প্রকৃতি ও কাল, অজ ও অনাদি, কিন্তু লোকমহেশ্বর নহে ; আমি লোকমহেশ্বর।

**গিরীন্দ্র শেখর :** ভগবান সর্বলোকের অধীশ্বর হইয়াও যে নির্লিপ্ত আছেন, ইহাই লোকমহেশ্বর বা ভূতমহেশ্বরের প্রধান কথা।

কিন্তু লোক-মহেশ্বর নহে ; আমি লোক মহেশ্বর।

**Radhakrishnan .** When we learn to look at things as derived from One Transcendent Reality we are delivered from all groping.

**ক্ৰীষ্ণ :** আত্মজ্ঞানের বিষয়ে ফল বলিলেন।

**শঙ্কর :** লোকসমূহের মহানসম্বর, অর্থাৎ অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য রহিত ( জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি রহিত ; চতুর্থ অবস্থা যুক্ত।

**রামানুজ :** যিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও বেদসমূহ প্রদান করিয়াছেন, ইত্যাদি ( দামোদর )

**রামদয়াল :** আমার সন্তান পরমভাবই, এই মূর্ত্তি ধরিয়াছে, ঐ ভাবকে তুমি মনুষ্য মূর্ত্তিতে না দেখিয়া, জন্মের সর্বকারণের কারণ বলিয়া জান।

**কৃষ্ণানন্দ :** ত্রিবিধ পাপ, ত্রিকালভূত পাপরাশি পাপবুদ্ধির বীজভূমি অবিচ্ছিন্ন ও মহামোহ নিবৃত্ত হয়।

( ১০৪,৫ )

১০—১৫

মধুসূদন : অবিচাররূপ কারণ থাকিলেই সংস্কার থাকিবে....  
ভগবৎ ভক্তি অবগত হইলে, অবিচার ও অবিচার কার্য বিনষ্ট  
হয়, সংস্কার থাকিতে পারে না। এই কারণে তাহার আত্যন্তিক  
মুক্তি হইয়া থাকে।

ভক্তি প্রদীপ : লোক মহেশ্বর As the Supreme  
Lord of the Universe

মন্ত্র : অনাদি = অন + আদি the cause of মুখ্য  
প্রাণ।

( ৪, ৫ ) সবই তাঁহা হইতে জাত—

৪। বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহঃ কমা সত্যং দমঃ শমঃ

সুখং দুখং ভবোহভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ।৪।

পদচ্ছেদ : বুদ্ধিঃ জ্ঞানম্ অসংমোহঃ কমা সত্যম্ দমঃ  
শমঃ, সুখম্ দুঃখম্ ভবঃ অভাবঃ ভয়ম্ চ অভয়ম্ এব চ।

অন্নয় : বুদ্ধিঃ জ্ঞানম্ অসংমোহঃ কমা সত্যম্ দমঃ শমঃ  
সুখম্ দুঃখম্ ভবঃ চ অভাবঃ ভয়ম্ চ অভয়ম্ এব।

৫। অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ

ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ।৫।

পদচ্ছেদ : অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ তপঃ দানম্ যশঃ  
অযশঃ ভবন্তি ভাবাঃ ভূতানাম্ মত্তঃ এব পৃথগ্বিধাঃ।

অন্নয় : অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ তপঃ দানম্ যশঃ অযশঃ  
ভূতানাম্ পৃথগ্বিধাঃ ভাবাঃ মত্তঃ এব ভবন্তি।

কঠিন শব্দ : বুদ্ধি = নিশ্চয়ভাবে বুঝিবার বা সূক্ষ্মবিষয়ে



১০—১৬

( ১০১৪,৫ )

প্রবেশ করিবার শক্তি। জ্ঞান = তত্ত্বজ্ঞান। অসংমোহ = নিজেকে  
অপ্রভাবাস্থিত রাখিবার শক্তি। দমঃ বাহেন্দ্রিয় সংযত রাখা  
শমঃ = অন্তরিন্দ্রিয় সংযত রাখা। ভবঃ ও অভাবঃ = উৎপত্তি ও  
বিনাশ সম্বন্ধীয় বা অস্তিত্ব ও অভাব বা সত্তা ও অসত্তা সম্বন্ধীয়  
বোধ। সমতা = রাগদ্বेषাদিতে সমচিত্ততা বা সমদৃষ্টি সম্পন্ন  
হওয়া। মত্ত = আমা হইতে। এব = এগুলি এইরূপে সর্বলোক  
প্রসিদ্ধ ( মধুসূদন )।

অনুবাদ : নিশ্চয়ভাবে বুঝিবার বা সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রবেশ  
করিবার শক্তি, জ্ঞান, নিজেকে অপ্রভাবাস্থিত রাখিবার শক্তি,  
সত্য কথা বাহেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সংযত রাখা, সুখ দুঃখ,  
উৎপত্তি ও বিনাশ সম্বন্ধীয়, অথবা অস্তিত্ব ও অভাব সম্বন্ধীয়  
বোধ, অহিংসা, রাগদ্বেষাদিতে সমচিত্ততা, বা সমদৃষ্টি সম্পন্ন  
হওয়া, সন্তোষ, তপস্বী, দান, লোকের প্রশংসা বা নিলা  
পাওয়া—প্রাণীগণের অর্থাৎ মানুষের, এইসব ভিন্নভিন্ন প্রকারে  
ভাব বা অবস্থাসমূহ, আমা হইতেই উৎপন্ন হয়। এখানে কুড়ি  
ভাব উল্লিখিত হইয়াছে।

জীব সমূহ একরকম তাঁহারই সৃষ্টি ; ভাব সমূহও সেই ভাবে  
তাঁহারই সৃষ্টি। কৰ্মফলে সংস্কার ও সংস্কারে স্বভাব, এ মা  
তাঁহারই নিয়মে সংঘটিত হইতেছে।

এখানে যেমন সুখ দুঃখ, উৎপত্তি বিনাশ, ভয় অভয়, বল  
অবশ, এইরূপ পরস্পর বিরোধী কথাগুলি স্পষ্টভাবে দেওয়া  
রহিয়াছে, সেইরূপ অন্য কথাগুলিতেও পরস্পর বিরোধী কথা

( ১০৪,৫ )

১০—১৭

উহ রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে। সু ও কু দুইই ভগবানের দেওয়া। লোকে কর্মফলে নানাবিধ প্রকৃতি পায়। মন্তঃ স্মৃতি জ্ঞানমপোহনং ( ১৫।১৫ )।

বুদ্ধি, মনের দ্বারা চিৎ ও অচিৎ বস্তু বুঝিবার সামর্থ্য (রামানুজ) কার্গ্যাকার্য্য বিনিশ্চয় (মাধ্ব)। জ্ঞান, আত্মাদি পদার্থ বোধ (শঙ্কর মধুসূদন) ; প্রতীতি (মাধ্ব) আত্মবিষয়ক জ্ঞান (ক্ৰীষ্ণর) ; আত্মানাত্মবিবেক (বিশ্বনাথ) অসংমোহ, ব্যাকুলতার অভাব (ক্ৰীষ্ণর) ; উপস্থিত বোধ্য বিষয় সমূহে বিবেকপূর্বক প্রবৃত্তি (শঙ্কর) ; অভ্রান্ততা (ব্যোমরঙ্গ)। ক্ষমা—যে বৃত্তি দ্বারা দণ্ডাদি প্রদান নিবৃত্তি হইয়া যায় (রামদয়াল)। সুখ, দুঃখ=অনুকূল ও প্রতিকূল মনোবৃত্তি (রামদয়াল)। ভয়=আগামী দুঃখের হেতু দর্শন জনিত দুঃখ (রামদয়াল)। অহিংসা=কোন জীবকে দুঃখ না দিবার ইচ্ছা (রামদয়াল) তুষ্টি=কোন ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হইলেও “ইহা কি হইবে? এই-ই পর্যাণ্ত” এইরূপ বুদ্ধি (রামদয়াল)। তপঃ=শাস্ত্রমতে ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক শরীর নিগ্রহ।

ভিলক : সাংখ্যশাস্ত্র বলেন লিঙ্গ শরীরের বুদ্ধির বিভিন্ন অবস্থা পায় বলিয়া, পশুপক্ষী, মানুষ মৃত্যুর পরে হয়।

গিরীন্দ্র : ভব=উৎপত্তি, কিন্তু এখানে মানসিক ভাব সমূহ লওয়া হইয়াছে বলিয়া, যোগসূত্রে ভব অর্থে অবিজ্ঞা, এই অর্থ লইলে ভাল হয়।



সচিদানন্দ : নিজের অধিদৈব তত্ত্ব সংক্ষেপে বলিয়াছে, ইহারই নাম বিভূতি যোগ ।

গোয়েন্দা : এখানে অনেক গুলি ভাবের বিরোধী ভাবগুলিও উল্লেখ পাইয়াছে, অনেক গুলির, যথা ক্ষমা, সত্য, দম ও অহিংসা, ইহাদের বিরোধী কথাগুলি দেওয়া হয় নাই তাহার কারণ দুঃখ, অভাব, ভয়, অপযশ, উহারা প্রারম্ভ জে করাইবার জন্য উৎপন্ন হয় ; কিন্তু অন্তেরা দুঃখ ; ভগবান হইতে উৎপন্ন হয় না ।

রামানুজ : ভব = হওয়ার নাম ; মানসিক উৎসাহের নাম ভব ।

মহানামসত : জগতের যতযত অবস্থা যত যত ভাব ও মানস বৃত্তি সকলই আমা হতে আসে ।

মণ্ডিলাল : রামানুজ বলেন, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি যে মনোবৃত্তি ভগবান হইতেই নিয়মিত হয় । বলদেব ব্রহ্মদেবমানবদিগের প্রকৃতি যে ভিন্ন ভিন্ন, ভাগবত সঙ্কল্পই তাহার হেতু ।

মধুসূদন : শ্লোকে যে দুইটি 'চ' শব্দের প্রয়োগ আছে তন্মধ্যে একটি উক্ত-বিষয়ের সমুচ্চয় অর্থাৎ সাহচর্য্য জ্ঞাপক করিতেছে ; আর অপরটি অনুক্ত অজ্ঞানাদির সমুচ্চয় অর্থাৎ সাহচর্য্য জ্ঞাপক ।

ভক্তিপ্রদীপ : ভবঃ অভাবঃ = Birth and death  
পৃথগ্বিধাভাবাঃ All these diverse qualities .

৬। মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বৈ চত্বারো মনবন্তথা।

মদভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ।৬।

পদচ্ছেদ : মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বৈ চত্বারঃ মনবঃ তথা,  
মদভাবাঃ মানসাঃ জাতাঃ যেষাং লোকে ইমাঃ প্রজাঃ ।

অন্তর্য : সপ্ত মহর্ষয়ঃ চত্বার পূর্বৈ তথা মনবঃ মদভাবাঃ  
মানসাঃ জাতাঃ যেষাম্ লোকে ইমাঃ প্রজাঃ ।

কঠিন শব্দ : সপ্ত মহর্ষয়ঃ = ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলহ,  
অঙ্গিরস, ক্রতু ও পুলস্ত্য ।

মধুসূদন : অঙ্গিরসের পরিবর্তে বশিষ্ঠ দিয়াছেন—  
ইহারাই সপ্তর্ষি মণ্ডলের নক্ষত্র । মহাভারতে শান্তি পর্বের ও  
ভাগবতে মরীচি অঙ্গিরস, অত্রি, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠঃ ;  
( কোন কোন স্থলে অঙ্গিরসের পরিবর্তে ভৃগুর নাম আছে,  
কোথাও দক্ষের নাম ( গিরীন্দ্র শেখর, বায়ুপুরাণ ) । কেহ কেহ  
কশ্যপ অত্রি ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্র গৌতম জমদগ্নি ও বশিষ্ঠকে  
বর্তমান যুগের সপ্তর্ষি ধরিয়াছেন । তিলক লিখিয়াছেন যে কেহ  
কেহ “পূর্ব” অর্থে এ মন্বন্তরের সাত মহর্ষি ছাড়া পূর্ব মন্বন্তরেরও  
সাত মহর্ষি ধরিয়াছেন, ইহার ভৃগু, নভ, বিবস্বান, সুধামা,  
বিরজা, অভিনামা ও সহিসু ; এ মন্বন্তর বৈবস্বত ও পূর্ব মন্বন্তর  
চাক্ষুষ মন্বন্তর ছিল । তিলক বলেন ইহা কষ্ট কল্পিত ।  
তিলক—১৪ মনুর ভিতর প্রথম সাত, স্বায়ম্ভুব, স্বরোচিষ  
ওত্তমৌ, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত ( এখন, ইহার রাজত্ব ) ;



পরের মনুরা সাবর্ণি মনু যথা, সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ত্র্যম্বক সাবর্ণি, ধৃ  
সাবর্ণি রুদ্র সাবর্ণি, ইন্দ্র সাবর্ণি ।

পূর্বের = সৃষ্টির আদিকালে ( মধুসূদন ) ; মহর্ষিদের পূর্বে  
গোড়াতে ।

চত্বার শব্দের অনেকে অনেক রকম অর্থ করিয়াছেন ।

ভিলকেন্স মতে বাসুদেব ( আত্মা ), সঙ্কর্ষণ ( জীব ),  
প্রজ্ঞান ( মন ), ও অনিরুদ্ধ ( অহঙ্কার ), এই চারমূর্তি ( চতুর্ভুজ )  
সাত ঋষির পূর্বের উৎপন্ন হইয়াছিল । Gandhi—Desari  
Bhide Shastriর মতে ইহাদের নাম দিয়াছেন, নারদ, অশ্বি  
দেবল, ব্যাস ( ১০১৩ )

মধুসূদন, চত্বারকে “মনবঃ” শব্দের বিশেষণ ধরিয়া  
সাবর্ণ ( সবর্ণার পুত্র, এই নামে প্রসিদ্ধ যে চারজন মনু আছে  
তাহারা ( কিন্তু ইঁহারা তো ভবিষ্যৎ মনু ), আর বিকল্পে ত্র্যম্বক  
মানস পুত্র সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎ কুমারকে লইয়াছে  
( চতুঃ সন ) । কিন্তু ইঁহারা জন্মাবধিই নিবৃত্তি মার্গাবলম্বী,  
কাজেই প্রজাবুদ্ধি, তাঁহাদের ভিতর পড়িতে পারে না । উন্নত  
বলা হয়, প্রজা অর্থে শিষ্যাদিও হয়, সেই হিসাবে ইঁহারা  
প্রজাবুদ্ধিকারীগণও হইয়াছেন । সনকাদি নিম্নার্ক সম্প্রদায়ের  
মূলপ্রবর্তক ।

C. M. Vaidya . No correct interpretation can  
be given of চত্বারো মনবঃ unless we remember the  
place of the Gita—the history of the develop

ment of thought in ancient India Vaidya after discussion concludes that at that period only 4 Manus were known. He gives 2 sets of মণ্ডি and thinks the earlier set is mentioned here.

Belvalkar চার মনুর নাম দিয়াছেন স্বায়ম্ভুব, সাবর্ণা, সাম্বরগি, বৈবস্বত । মণ্ডমহর্ষি ও তদপেক্ষা পূর্বের সৃষ্টি, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রাথমিক চতুর্ন্থ ব্রহ্মা, দুই একজন টানিয়া বুনিয়া এ অর্থ দিয়াছেন । জ্ঞানেশ্বরী অর্থ দিয়াছেন, ১৪ মনুর ভিতর মুখ্য চারজন ।

একটা আরও ব্যাখ্যা আমাদের মোট বুদ্ধিতে আসিয়াছে, তাহা এইরূপ—মহর্ষিগণ ও মনুসকলের পূর্বে সৃষ্টি হইল চার ব্রহ্মের প্রাণবন্ত বস্তু, যাহাদের প্রজাতাবে, অর্থাৎ যাহাদিগের হইতে উৎপন্ন হইল এই সকল অর্থাৎ এই প্রাণী সমূহ—তাহাদিগকে বর্গীকরণে বলা যায়, আদিম জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ, অণুজ ও অযোনিজ অর্থাৎ product of a sexual breeding যথা bacteria ). এই অযোনিজকে হয় তো স্বেদজ বলা হইত ॥ ভগবান যেন বলিলেন, এই আদিম চার ব্রহ্মের প্রাণবন্ত বস্তুসকল আমারই পরিকল্পনায় উদ্ভূত হইয়াছে । আমাদের এই ব্যাখ্যা সৃষ্টি সম্বন্ধীয় সঙ্গতি রাখিয়াছে ; নানা জীবানু, গাছ গাছড়া, সামুক মশা মাছি সাপ, পাখ পাখালি, পশু ও আদিম মানুষ—ইহার পর, অর্থাৎ মানুষ মানসিক উন্নতি পাইবার পর, হইল তখন মহর্ষিগণ ও মনুগণ ।



অযোনিজ জন্ম যথা মানসপুত্র (যাঁহার সর্ব প্রথমেই জন্মিয়াছেন)  
ও জীবানু আদি। (জরাযুক্ত, অশুভ, উদ্ভিজ্জর সহিত যেদ  
বলিয়া একটা কথা শাস্ত্রে আছে; বৈজ্ঞানিকেরা জানেন যে  
হইতে কোন জীবের জন্ম হয় না; উহার স্থলে 'অযোনিজ'  
বাক্য দিলে সবটা বৈজ্ঞানিক সত্য হইবে। অযোনিজ জন্মের  
শাস্ত্রীয় উদাহরণ ব্রহ্মার মানসপুত্র সমূহের। আর অযোনিজ  
জন্ম জীবানু (bacteria.) আদির। (ব্রহ্মা নিজেই ভগবানের  
মানস জাত)।

মদভাবা = আমাতে মন রাখায়, তাহার ফল, আমার ভাব-  
অর্থাৎ আমার জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য (সৃষ্টি ক্ষমতা ইত্যাদি বাহ্যে)  
লাভ হইয়াছিল; আমাতে সমাধিযুক্ত, আমার সঙ্কল্পে  
অনুবর্তী (রামানুজ); আমার চিন্তা করিতে থাকায়, আমার  
ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়াছিল। আমাতেই বাহাদের মন (নীলকণ্ঠ);  
প্রভাব। Modi অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন বাহা  
ভাব কথা আছে। আমরা আগাদের তালিকা দিয়াছি। পরমেশ্বর  
ভাবনা বা চিন্তা বাহাদের, তাঁহারা মদভাব (ঈশ্বর চিন্তা হে)  
তাঁহাদের মধ্যে আমার জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের শক্তি আবির্ভূত  
হইয়াছিল (মধুসূদন)।

মানসা জাতা = মনের সঙ্কল্পে উৎপন্ন, যোনিজ নহে  
(মধুসূদন)।

অনুবাদ। গোড়াতে চারসৃষ্টি (ইহা উপরে ব্যাখ্যায়  
হইয়াছে) তারপর সপ্ত মহর্ষি ও মনুগণ; এই ইহা

( ১০৬ )

১০—২৩

( মহর্ষিগণ ও গনুগণ আমার মানসিক সঙ্কল্পে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং আমার প্রভাব বা সৃষ্টি করিবার ও লোক সংগ্রহ ও লোক রক্ষা করিবার সামর্থ্য পাইয়াছিলেন; এই (দৃশ্যমান) লোক সমূহ ইঁহাদেরই প্রজা। (মন্ডাব শব্দ কিছু কিছু ভিন্ন, অর্থ আরও কয়েক স্থলে আসিয়াছে; ১৩।১৪ দ্রষ্টব্য)। সপ্তর্ষিরা ব্রহ্মার মানস পুত্র। ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ প্রকৃতি স্থানীয়, মমষোনি মহদ্ ব্রহ্ম। এই ভাবে ইহারা ভগবানের মানসজাত বলা যাইতে পারে। বা, ভগবানের পরিকল্পনায় ইহাদের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া মানস জাত। অথবা নারায়ণের মানস জাত ব্রহ্মা, ব্রহ্মার মানসজাত ইঁহারা; মানসজাত হওয়ার দ্বারা বজায় থাকায়, ইহাদেরও ভগবানেরই মানসজাত, তাঁহাদেরই পরিকল্পনায় উদ্ভূত বলা যাইতে পারে।

সচিদানন্দ : নিজের স্বভাব অর্থাৎ অধ্যাত্ম সংক্ষেপে বলিতেছেন। ইহারা ই নাম যোগ, অর্থাৎ পরম্পর প্রকৃতিদ্বয় সংযোগপূর্বক, ভগবানের বহু হইবার শক্তি

Radhakrishnan . These are the powers in charge of the many processes of the world. Chidbhabanando চত্বার = Four ancient Manus-স্বেরচিষ, স্বয়ম্ভু, রৈবত, উত্তম।

গিরীন্দ্র শেখর : দশমহর্ষি—ভৃগু, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, অত্রি, মরীচি, নারদ (মৎস্য পুরাণ)। নয় মহর্ষি—ভৃগু, অহিরা, দক্ষ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু,



বশিষ্ঠ, মরীচি, অত্রি ( বিষ্ণু পুরাণ ) । কোন কোন ঋষি  
প্রচেতার পরিবর্তে মনু ।

অন্নবিন্দু : যে সকল মহর্ষিকে বেদের দ্বারা এখানে  
সপ্ত আদি ঋষি বলা হইয়াছে, তাঁহারা হইতেছেন ভগবৎ  
প্রজ্ঞার ধী শক্তি...প্রজ্ঞাপুরানী ও নিজের—মূল সত্তার সাক্ষী  
তত্ত্ব ক্রম অনুসারে বিকশিত হইয়াছে । এই ঋষিগণ হইতেছেন  
বেদের সপ্তর্ষিরা , সর্ববিধারক সর্বপ্রকাশক সপ্ত ধী শক্তি  
বিগ্রহমূর্তি ;—উপনিষদ সকল জিনিসকেই বর্ণনা করিয়া  
সপ্তে সপ্তে সাজানো । ইহাদের সহিত যুক্ত হইয়াছে মানস  
পিতা, চারি শাস্ত্র মনু—কারণ ভগবানের যে কর্মপরা প্রকৃতি  
তাহা চতুর্মুখী, এবং মানুষ তাহার চতুর্মুখী স্বভাবের ভিত্তি  
দিয়া এই প্রকৃতিকে প্রকাশ করিতেছে । ইহারাও মানসিক সত্তা  
তাঁহাদের নাম হইতেই তাহা প্রকাশ পায় ।... জগতের এই  
সকল সজীব প্রাণী তাহাদের দ্বারাই উদ্ভূত হইয়াছে । এই সকল  
মহর্ষি ও চার মনু, ইঁহারা নিজেরাও হইয়াছেন পরমাত্মার নিত্য  
মানস সৃষ্টি মদ্রুতাবা মানসা জাতা ।...তিনি সৎ ( the Being )  
আর সব কিছুর তাঁহারই প্রকাশ ( Becoming ) । তিনি  
একটা “শূন্য” হইতে, একটা “নাস্তি” হইতে, অথবা একটা  
স্বপ্নের মধ্য হইতে সৃষ্টি করেন না । তিনি নিজের মধ্য হইতেই  
সৃষ্টি করেন, নিজেই স্রষ্টা হন ।

স্বামানুজ : অতীত মন্বন্তরে ভৃগু আদি সাত মহর্ষি নিজ  
জগতের রচনার জন্য ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন

( ১০।৬ )

১০—২৫

আর যে সাবানিক নামধারী চার মনু জগতের নিত্য পালন করেন।

শঙ্কর : প্রথমে হইয়াছিল যে চার মনু, যাহাদের অতীত কালের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে আর যাহারা সাবর্ণ এই নামে পুরাণে প্রসিদ্ধ। মদম্বা = ঈশ্বরীয় সামর্থ্যের সহিত যুক্ত।

শ্রীধর : মানসজাত = হিরণ্যগর্ভরূপ আমার মন-সঙ্কল্প হইতে জাত। সম্ভদাস : তৎপূর্বজাত চতুঃসন। মহাগম্ভত : জীবকুল সব আসিয়াছে আমার মানস সঙ্কল্প হইতে চত্বার = চতুঃবাহ। তাঁহারা করিলেন লোক সৃষ্টি।

Telang—মদম্বা মানসা জাত = Were all born from my mind ( by mere operation of my thought ), partaking of my powers.

মতিলাল : ঋষিদিগের শক্তি বা স্ত্রীদিগের নাম—সমুত্তি মরীচির, অনসূয়া অত্রির, ক্ষমা পুলহের, প্রীতি পুলস্ত্যের, শ্রী ক্রতুর, অরুন্ধতী বশিষ্ঠের, লজ্জা অঙ্গিরার। বশিষ্ঠ ব্রহ্মার বসনা হইতে উদ্ভূত ; ক্রতু বাগ চক্ষু হইতে, ইত্যাদি।

ভক্তি প্রদীপ : পূর্বের চত্বারঃ = চতুঃ সন। মদম্বা মানসা জাত = were all endowed with my manifestative potency and born of হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, who came of Me. যেসাম্ লোকে ইমাঃ প্রজাঃ = The human race, in this world, has been multiplied with their progeny.



মঞ্চ : ব্রহ্মা, thought to be creator, is only a way, as it were, for my work.

(৭) ভাল করিয়া বিভূতি ও যোগের মূল্য উপলব্ধি করিতে কি ফল হয়, বলিতেছেন

৭। এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ

সোহ বিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।৭

পদচ্ছেদ : এতাম্ বিভূতিম্ যোগম্ চ মম যঃ বেত্তি তত্ত্বতঃ, সঃ অ-বিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে ন অত্র সংশয়ঃ।

অর্থ : যঃ এতাম্ মম বিভূতিম্ চ যোগম্ তত্ত্বতঃ বেত্তি সঃ অবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে অত্র সংশয়ঃ ন। কে অবিকম্পস্থলে অবিকল্প লইয়াছেন।

কঠিন শব্দ : তত্ত্বতঃ = যথার্থরূপে ; ভিতরের তত্ত্ব সহিত। ( তত্ত্বতঃ বাক্য অনেকবার গীতায় আসিয়াছে ও ইহা পূর্বের আলোচিত হইয়াছে )। অবিকম্পেন = অবিচলিত ভাবে ; কেহ অর্থ করিয়াছেন, দ্বৈতরহিত ভাবে। যোগেন যুজ্যতে = সাধনার দ্বারা, বা ভক্তি যোগের দ্বারা ( আমাতে যুক্ত থাকে। ( ইহা দ্বিতীয় পংক্তির যোগের অর্থ ) প্রথম পংক্তির যোগের অর্থ এইবার আসিবে। বিভূতিম্ যোগম্ = বিভূতি ও যোগ, দুইটি শব্দ, টীকাকারদিগের নিকট প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অর্থ পাইয়াছে। আমরা আমাদের মোটাবুদ্ধি নিম্নলিখিতভাবে অর্থ করিলাম। বিভূতি—সাধারণ জ্ঞান একটা আশ্চর্য্য কিছু হওয়াইয়া দিবার শক্তি ; ঐশ্বর্য্য

বৈভব। ভগবান তাহার সৃষ্টবস্তু সমূহের প্রতি শ্রেণীর সবগুলিকে এক প্রকারের করেন নাই। প্রতি শ্রেণীর একটিকে লইয়া, তাহাতে তাক্ লাগাইয়া দেওয়ার মত, যাহা সেই শ্রেণীর পক্ষে সাধারণ গুণ নহে, এইরকম কোন অসাধারণ গুণ প্রকাশ করিয়াছেন। অসাধারণ কিছু প্রকাশ করার নাম বিভূতি প্রদর্শন। ইহা ইন্দ্রজালের মত প্রতীয়মান ব্যাপার নহে; সৃষ্ট হইবার পর হইতেই উহা ঐরূপই হইয়া আছে। কোন ব্যক্তি বা বস্তু, বা মনের কোন ক্রিয়া, যদি তাহার নিজের শ্রেণীস্থ অত্যাগ ব্যক্তি বা বস্তু বা মনের ক্রিয়াদি, কোন বিশেষ গুণে চিহ্নিত দেখা যায়, আমরা স্বতঃই বলিয়া ফেলি ভগবানের যেন বিশেষ প্রকাশ তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাহাড় দেখিয়া দেখিয়া মানুষের চোখসহা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নগাধিরাজ হিমালয়কে যে যখনই দেখিবে সে তখনই স্বতঃই বলিয়া উঠিবে “কি মহান্, ইহা দেবতাত্মা, ইহা ভগবানের অপূর্ব প্রকাশ”। পাশা খেলা, এমন কিছু পুণ্য ক্রিয়া নহে, কিন্তু তাহাতে বুদ্ধি কোশলের আত্যন্তিক প্রয়োগ থাকায়, সে খেলা যে দেখিতে থাকিবে সে খানিক বাদেই বলিয়া উঠিবে, এ দৈবী খেলা, নিশ্চয়ই ভগবানের আবিষ্কৃত। ভগবানের বিভূতি সমূহ জানিবার উপযোগিতাই ইহা, যে ইহাদের দেখিলেই ভগবানের নাম আপনিই মুখে আসিবে, “মহান্ হইতে তুমি মহীয়ান্” বলিয়া তিনি স্মরিত হইবেন। এই উপযোগিতা আছে বলিয়াই, অর্জুনি ভগবানের নিকট তাহার বিভূতি সকলের তালিকা



চাহিয়াছিলেন ( ১০১৭ ) । যাহা কিছুতে এইরূপ বিভূতি  
বিকাশ হইয়াছে ভগবান “আমি তাহা, আমি তাহা”  
বলিয়াছেন । ইহার অর্থ ইহা নহে যে ভগবান সেই বস্তু । এক  
হিসাবে, সব বস্তুই ভগবান, সর্ববৎ খন্দিদং ব্রহ্ম । “আমি তাহা”  
অর্থ ভগবানের আশ্চর্য্যময়তার একটু যেন বেশী বিকাশ ঘেঁ  
বস্তুতে পাইয়াছে । তাঁহারই কোন না কোন গুণ, দেখিয়া  
মত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, বলিয়া ‘আমি তাহা’ উক্তি  
বিভূতি মাত্রেরই যে পূজ্য তাহা নহে ; সহজ বুদ্ধিতে, এ  
শাণ্ডিল্য সূত্রে, দুইয়েতেই ইহা পাই—(১) প্রণিতান্ন বিভূতি  
(৫০); (২) দ্যুত রাজসেবয়োঃ প্রতিষেধ্যাচ্চ (৫১); তবে  
সেই বিভূতি প্রণম্য যাহা ভগবান নিজে হইয়াছেন (৫২, ৫৩,  
৫৪ ও ৫৫ শাণ্ডিল্য সূত্র), যথা বাসুদেব, রাম ইত্যাদি  
( এই সকল আবির্ভাব গৌণতঃই বিভূতি, মুখ্যতঃ বৃক্ষকুলে  
গৌরব বর্দ্ধন ইত্যাদি ) । ( অষ্ট সিদ্ধি ইত্যাদিকেও বিভূতি  
বলে, এখানে তাহা বিবক্ষিত নহে ) । বিভূতি কি, ভগবান  
নিজেই, বলিয়াছে ১০২১ শ্লোকে । বিভূতির বিষয় জানা  
প্রয়োজন এই জ্ঞাত যে কোন্ কোন্ বস্তুতে তাঁহার প্রভাব কিরূপ  
একটু বিশেষ ভাবে লীলায়িত হইয়া আছে’ তাহার দিকে  
চক্ষু পড়িলে, সেই লীলাময়কে আপনিই মনে পড়িয়া যাইবে  
আছেন তো তিনি সর্ববত্র, সর্ববদিকে সর্বব বস্তুতে, সাধারণ ভাবে  
যোগ, এই শব্দকে আমরা এইরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিলাম  
ইহা ভগবানের সেই ঐন্দ্রজালিকবৎ শক্তি, যে শক্তি বা সজ্জ

দ্বারা, যাহা দেখা যায় না বা ভাবা যায় না, বা সাধারণ বুদ্ধিতে যে ব্যাপারকে “ইহা হইতেই পারে না” বলিবে ভগবান তাহাকে প্রতীয়মান করেন। ভগবানের ভিতর সকলই আছে এবং কেহই নাই, এ দুই একসঙ্গে হয় না, অথচ হয়; ভগবানেতেই ভগবানের সঙ্কল্পে হয়, এবং যুক্তি তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য হয়; বিশ্বরূপ প্রদর্শিত হইবার পূর্বে, ঐরূপ একটা কিছুযে হইতে পারে, ইহা কেহ কখনও ভাবিতে পারে নাই। ইহা, হিমালয়ের মত স্থায়ী ব্যাপার করা হয় নাই; ইন্দ্রজালের মত ক্ষণিকের ব্যাপার হইয়াছিল। যোগকে তাহা হইলে ভগবানের সেই সঙ্কল্প বা শক্তি বলা যাইতে পারে যাহা ইন্দ্রজালের মত কিছুকে প্রতীয়মান করাইতে সমর্থ। বিভূতি প্রদর্শিত হইয়াছে এই অধ্যায়ে, ও যোগ পদের অধ্যায়ে।

**অনুবাদ :** আমার এই সকল বিভূতি ও যোগ ( উপরে ইহার। ব্যখ্যাত হইয়াছে ) যিনি ইহাদের তথ্যাদি সহ যথার্থ রূপে জ্ঞাত হন, তিনি অবিচলিত ভাবে আমার সাধনায় অর্থাৎ ভক্তিযোগে যুক্ত থাকেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

**ভক্তি প্রদীপ :** He who is truly acquainted with the knowledge of my Real self (the climax of all philosophical Truths) and with the knowledge of my Sovereign powers and the principle of devotion (the climax of all philosophy of action ) is undoubtedly harmonised by অবিকল্প



যোগ, that is যোগ which is calculated to attain Me.

মধুসূদন : বিভূতি = পূর্বোক্ত বুদ্ধি আদি রূপ, এং মহর্ষিরূপ যে ভাব, সেই রূপে আমার যে অবস্থিতি । যোগ-সেই বিষয় নির্মাণ করিবার যে সামর্থ্য অর্থাৎ আমার পরমৈশ্বর্য । যুক্ত্যতে = যুক্ত হন । যোগেন = সম্যক জ্ঞানের স্থিরতারূপ সমাধিতে ।

ক্রীষ্ণ : যিনি এই ভৃগু প্রভৃতি আমার যোগৈশ্বর্যরূপ বিভূতি অবগত হন তিনি অবিকম্প নিঃসংশয়িত যোগ—সবার দর্শনের সহিত যুক্ত হন ।

Gandhi. বিভূতি = Divine manifestation, revealing immanence. In singular, Lord's power and pervasiveness.

মধ্ব : ধি = excellent. ভূতি = in state of being perceived by the Lord. যোগ = supreme power.

রামানুজ : বিভূতি = ঐশ্বর্য । আমার অধীন সকলের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রবৃত্তি, ইহাই আমার বিভূতির স্বরূপ । এই রূপ আমার বিভূতি হার অগুণের বিরোধী কল্যাণময় গুণগণরূপ আমার যোগ যে তত্ত্বতঃ জানে, নিশ্চয়ই ভক্তি যোগে যুক্ত হয় ইত্যাদি ।

শঙ্কর : বিভূতি = বিস্তার । যোগ = যুক্তি অর্থাৎ নিম্নমাত্তিক ঘটনা অথবা যোগোৎপন্ন সর্ববস্তুরূপ সামর্থ্য.....

পুরুষ পূর্ণ জ্ঞানের স্থিরভারূপ নিশ্চল যোগে যুক্ত হয় ।

Modi and Hill. বিভূতি contains an idea of power or Lordship and also an idea of pervasive or immanence ( see বিভূম্ in 12 and in 16. 16 seems to mean that it is through the bibhuti taken together that the Lord pervades the world, বিভূতি has power; ...it means ঐশ্বর্য and শ্রী+preeminence ( উর্জিত ). 'ভাব' in 17 seems to have been used in the sense of বিভূতি : So বিভূতি has both the meanings of the word 'manifestations' an abstract and a concrete use. 'যোগ' as in যোগমৈশ্বর্যম্ ( 11 / 4 ) is the রূপ of the Lord revealed by Him. It is not only to be known but also to be seen as as in 9/4,5, it means that form of the Lord in which the beings exist and also do not exist (10/7, 18) ( 11/3,8,9 ).

ব্যোমব্রহ্ম : বিভূতিযোগ = বিশ্বনিয়ামকরূপ আশ্রয় ঐশ্বর্য ।

গোলেন্কা : জগতে যেখানে কিছু বিশেষতা আছে, তাহাই তাঁহার বিভূতি । ভগবানের যে অলৌকিকতা যাহার দ্বারা তিনি উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার ও জ্ঞানের নিয়মন করেন, যাহার দ্বারা যজ্ঞাদির ভোক্তা হন.....সকল কর্মে নির্লিপ্ত থাকেন, তাহাই যোগ শক্তি । যোগবলে সৃষ্টি চক্র চলিতেছে ।



সন্তদাস : বিভূতি নির্মাণ সামর্থ্য । মহানামভা।  
 আমার বিভূতির কথা ও ষোগৈশ্বরের মহিমা যে  
 তত্ত্বতঃ জানে, সেই আমার সহিত যোগযুক্ত হয়, এমন ভাবে  
 যে আর আমা হতে বিচলিত হয় না। অধিক ন্য  
 চিত্র কামনা শূন্য হইলেই শান্ত হয় ; শান্ত হইলেই কক্ষ  
 হয় না।...সৃষ্টির সময়ে প্রতি শ্রেণীর বস্তুতে, প্রতি শ্রেণী  
 প্রাণীতে, প্রতি শ্রেণীর ক্রিয়াতে, সেই সেই শ্রেণীর এক একটি  
 আশ্চর্য্য বস্তু প্রাণী ও ক্রিয়া সৃষ্টি করেছেন, যাহা মানুষের দ  
 আকর্ষণ করিতে পারে ও ভগবানকে মনে করাইয়া দিতে পারে  
 বা ব্যক্ত বিভাগকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য সৃষ্টির নানা স্থান  
 ভিন্ন শ্রেণীর বস্তুতে, দেবতা ঋষি মনুষ্য পশু পক্ষী ইত্যাদিতে  
 নানা ব্যাপারে, সেই সেই শ্রেণীর কোনও এক বস্তুতে ও কোন  
 এক ব্যাপারে, বিভূতি এই নামে তাঁহার সৃষ্টি চাতুর্য্য ফুটাই  
 দিয়াছেন ( ১০।৪২ )। সৃষ্টি রচনাদি পরম বৈচিত্র্যময় ও বিস্ত  
 কর ঘটনা সংঘটন করিতে যে সমাহিত ইচ্ছার বলে ভগব  
 করেন তাহাকে যোগ বলা যাইতে পারে। ঐ অন্তরঙ্গ শক্তি  
 যোগমায়া ; ইহার দ্বারা তিনি নিজের জন্য যখন যাহা দরকা  
 হয় তখন তাহা সংঘটিত করেন।

Telang. Whoever correctly knows the  
 powers and emanations of mine, become  
 possessed of devotion, free from undecision.

৮। অহং সর্বশ্চ প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে  
ইতি মহা ভক্তন্তে মাম্ বুধা ভাবসমম্বিতাঃ।

পদচ্ছেদন : অহম্ সর্বশ্চ প্রভবঃ মন্তঃ সর্বম্ প্রবর্ততে  
ইতি মহা ভক্তন্তে মাম্ বুধাঃ ভাবসমম্বিতাঃ।

অম্বল : অহম্ সর্বশ্চ প্রভবঃ মন্তঃ সর্বম্ প্রবর্ততে ইতি  
মহা ভাবসমম্বিতাঃ বুধাঃ মাম্ ভক্তন্তে।

কঠিন শব্দ : প্রভব = উৎপত্তির কারণ অর্থাৎ  
উৎপাদক। মন্ত = আগা হইতে। প্রবর্ততে = প্রবর্তিত অর্থাৎ  
ক্রিয়াম্বিত বা চালিত। ভাবসমম্বিত = প্রীতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার  
সহিত বিবেক পূর্বক তত্ত্ব ভাব অবগত হইয়া। পরমার্থ তত্ত্ব  
গ্রহণ রূপ প্রেম সংযুক্ত হইয়া ( মধুসূদন )। পরমার্থতত্ত্বের  
ধারণাতে যুক্ত।

অনুবাদ : আমি সমস্ত জগতের উৎপাদক, আমার দ্বারা  
এই সব চালিত হইতেছে ( জগৎ চক্রের চালক ), ইহা জানিয়া  
জ্ঞানিগণ প্রীতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত আমার ভজনা করেন।  
( জন্মাদশ্চ যতঃ )। ( কপিল দেবভূতি সংবাদ, ভাঃ ৩।২৫।২৮ )

নামদস্মাল : প্রবর্তক = মনুষ্যের যীশক্তির প্রেরণা  
আমিই করি, চন্দ্রসূর্য্যের গতি আমিই প্রদান করি, বায়ু সমুদ্রে  
আমিই চালাই, ফলে সমস্ত জগতের প্রেরক আমিই।

বলদেব : অথর্ব বেদোক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন 'যো  
ব্রহ্মাণং বিদধাতি ইত্যাদি অর্থাৎ যিনি পূর্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি  
করিয়াছেন, যিনি আদিকালে বেদগান করিয়াছেন, তিনিই কৃষ্ণ।



ক্লীষক্স : আমা হইতেই এই সকলের বুদ্ধি, জ্ঞান, অর্থ  
হীনতা ইত্যাদি সমস্ত প্রবৃত্ত হইতেছে ।

ব্রাহ্মানুজ : আমার স্বাভাবিক অহঙ্কার রহিত ( সর্বত্র  
স্বতন্ত্র ) ঐশ্বর্যের এবং সৌশীল্য, সৌন্দর্য্য, বাৎসল্যাদি কল্যাণ  
গুণগণরূপ যোগ...কল্যাণগুণ সম্পন্ন আগাকে ভজে ।

মহানামভত : এইরূপে অন্তরে বাহিরে আত্ম  
জানিয়া, অনুভব করিয়া, বুদ্ধিমান জ্ঞান প্রেমাবিস্তি হইয়া  
সমাহিত আমার ভজনা করেন ।

Telang. The wise, full of love ( ভাব সমৃদ্ধি  
etc. শঙ্কর renders the word here by perser-  
ance in pursuit of truth.

ভক্তিপ্রদীপ : ভাব সমৃদ্ধি = with unadul-  
terated devotional love

৯। মচ্চিত্তা মদগত প্রাণা বোধয়ন্তুঃ পরম্পরম্

কথয়ন্তুঃ চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ । ৯।

পদচ্ছেদ : মৎ-চিত্তাঃ মৎ-গত-প্রাণাঃ বোধ

পরম্পরম্, কথয়ন্তুঃ চ মাম্ নিত্যম্ তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ

অন্বয় : মচ্চিত্তাঃ মদগত প্রাণাঃ নিত্যম্ পর

বোধয়ন্তুঃ চ মাম্ কথয়ন্তুঃ চ তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ।

কঠিন শব্দ : মচ্চিত্তাঃ = আগাকে যাহারা মনে

করিয়াছেন । মদগত প্রাণাঃ = যাহাদের প্রাণ আমাতে

থাকে । বোধয়ন্তুঃ = পরম্পরকে বুঝাইয়া, কথয়ন্তুঃ = আ

করিয়া। রমন্তি = লাগিয়া থাকিতে আনন্দ পান ; আত্মাকে পরমাত্মা বা ভগবানের সহিত সর্বদা যুক্ত রাখেন। (মহাপ্রভু সনাতনকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে সাধু সঙ্গে সব কিছু আসে)

অনুবাদ : আমাকে যীহার্য মনে স্থাপন করিয়াছেন, যীহাদের প্রাণ আমাতে পড়িয়া থাকে। তাঁহার আমার রূপ গুণ কুপা ইত্যাদি বিষয়, যুক্তি, ঐতিহ্য, অনুভব ও কাহিনী ইত্যাদির দ্বারা নিরন্তর পরস্পরকে বুঝাইয়া ও পরস্পরের সহিত আলোচনা করিয়া তৃপ্তি বোধ করেন ও করান ; ও তাহাতে লাগিয়া থাকিতে আনন্দ পান।

ভক্তিপ্রদীপ : বোধয়ন্তু = Meet together and enlighten one another as to the nature of my Real self তুষ্যন্তি = contribute to one another's spiritual progress with intense satisfaction. রমন্তি = everlasting delight.

ভগবানই সর্বকারণ-কারণ, এই জ্ঞান মনে বসিলে, অহৈতুকী ভক্তি আপনা হইতেই মনে উদগত হয়। ভগবানের লীলা কথা কিরূপ, তাহা ভাগবতের ১০।৩১-৬ শ্লোকসমূহ সুন্দর ভাবে কথিত হইয়াছে, “তব কথায়ুতং তপ্ত জীবনম্ কবিভির্যুড়িতং কল্যাণাপহম্, শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভূবি গুণন্তি যে ভুরিদা জনা ;

কৃষ্ণগানন্দ : ভাগবদভক্তগণ পরস্পর আলাপে, পরস্পর বিমুক্ত, ও গদগদচিত্ত হন।



**Bhandarkar.** A special characteristic of the Bhakta school is that all the bhaktas meet together, and contribute by discourses on His to each other's elevation and satisfaction

**শ্রীশ্রবণ :** মদগতপ্রাণ = ইন্দ্রিয় গ্রাম আমাকেই প্র  
হইয়াছে, বা আমাতেই জীবন অর্পন করিয়াছেন। বোধ  
ইত্যাদি = পরস্পর বিচারযুক্তিপ্ৰাপ্ত বেদাদি প্রমাণ বা  
বুঝাইয়া ও বুঝিয়া। আমার নামরূপাদির, ইত্যাদি, শাস্তি প

**মধুসূদন :** শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা পরস্পরের নি  
আমারই তত্ত্ব বোধিত করেন। কথয়ন্ত = নিজ শিষ্যগণের নি  
আমারই বিষয়ে কথা কহিয়া থাকেন। রমন্তি = আ  
উপভোগ করেন

**স্বামানুজ :** মদগত প্রাণ আমা বিনা জীবনধারণ  
করিতে পারে না। বক্তাগণ সমুদয় থাকে, ও শ্রোতাগণ  
অতিশয় প্রিয় গুণ শ্রবণে পরম আনন্দ লাভ করে।

**শঙ্কর :** জ্ঞান, বল, সামর্থ্যযুক্ত আমি পরমেশ্বরে  
স্বরূপের বর্ণনা করিতে থাকিয়া.....কোন অতিশয় প্রিয়  
লাভের রীতি প্রাপ্ত হয়।

**সম্ভদাশ :** বোধয়ন্তঃ = প্রবোধিত করিতে থাকে  
**মধ :** প্রাণ = energy

**মহানামভত :** নবম অধ্যায়ে মন্যনা, এখানে মজ্জি  
হরির রূপ গুণ লীলায়, যার অন্তঃ করণ নিত্য রূপায়ত

( ১০১০ )

১০—৩৬

মর্চ্চিত। যার চিন্তা, ভাবনা, সঙ্কল্প, বিকল্প ভগবদ্ বিষয়ক বস্তু  
মাত্র লইয়া, সে মগ্ননা। যিনি মর্চ্চিত, তিনি মদগত প্রাণ... থাকেন  
পরমানন্দে ( রমন্তি )

১০। তেষাং সতত যুক্তানাং ভক্ততাং প্রীতিপূর্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্ উপযাস্তি তে।

পদচ্ছেদ : তেষাং সতত যুক্তানাং ভক্ততাম্ প্রীতি-  
পূর্বকম্, দদামি বুদ্ধি যোগম্ তম্ যেন মাম্ উপযাস্তি তে।

অম্বল : তেষাং সতত যুক্তানাং প্রীতি পূর্বকম্ ভক্ততাম্  
তম্ বুদ্ধি যোগম্ দদামি, যেন তে মাম্ উপযাস্তি।

কঠিন শব্দ : সততযুক্ত = নিরন্তর আমাতে যুক্ত অর্থাৎ  
আসক্তচিত্ত। বুদ্ধি যোগ = বুদ্ধি উপযুক্ত করাই, আমার সাধনা  
করাইতে ; বুদ্ধিতে সেই উপায় জাগাইয়া দি, যে উপায় দ্বারা  
আমি প্রাপ্তব্য হই, অর্থাৎ ভক্তিযোগে যুক্ত হইবার উপায়।  
এই অধ্যায় ভক্তি যোগ ঘটকের ; সেইজন্য, বুদ্ধি যোগ অর্থে,  
এখানে ভক্তি যোগে যুক্ত হইবার বুদ্ধি, কৰ্ম্মঘটকেও 'বুদ্ধি যোগ'  
কথা ছিল, অর্থ যেখানে দেওয়া হইয়াছে কৰ্ম্মযোগে যুক্ত হইবার  
বুদ্ধি। মানুষের বুদ্ধি বা শক্তি কতটুকু যে তাহার  
দ্বারা তাঁহাকে যে নিজে পাইতে পারে?  
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য—যমেবৈষ বণুতে...। = উপযাস্তি  
প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধিযোগ = জ্ঞাননিষ্ঠা ( নীলকণ্ঠ ) ; উপায়  
( শ্রীধর ) ; ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক সম্যক দর্শন ( মধুসূদন ) ;  
আমার তত্ত্ববিষয়ক সম্যক দর্শন সহ যোগই বুদ্ধি যোগ।



শঙ্কর; power by which the disciple gains the wisdom which see, the One in all the forms which change and pass ( Krishna Prem ).

অনুবাদ : যাহারা এইরূপে আমাতে আসক্তচিত্ত থাকেন, ও তৃষ্টির সহিত আমার ভজনা করেন, তাঁহাদের বুদ্ধিতে আমি সেই উপায় জাগাইয়া দি। (এখানে ভক্তি যোগে যুক্ত হইবার উপায়) যাহাতে আমাকে তাহারা পায়।

শঙ্কর : আমার তত্ত্বের স্বার্থজ্ঞানেয় নাম বুদ্ধি, তাহাতে যুক্ত হবার উপায়।

ভিলক : বুদ্ধিযোগ; তাঁহাকে আমিই এমনই (সম্ব) বুদ্ধির যোগ দি ইত্যাদি।

বিশেষকানন্দ : বস্তুতঃ পরাবিছা ও পরাভক্তি এক। কৃষ্ণকানন্দ : জৈশ্বের কৃপাদৃষ্টির গুণে হৃদয়ে নির্মলা বুদ্ধি উদয় হয়। সেই ভগবদ বোধিনী বুদ্ধির দ্বারাই সাধক পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করেন। শ্যামভক্ত : বুদ্ধি যোগ সেইরূপ জ্ঞানের যোগ।

Modi. In the case of those devotees, the preliminary qualification of চিত্তশুদ্ধি is not necessary; the only requisite demanded of them being self surrender to the Lord. The Gita holds that those whose minds and souls are full of Gods' love, who delight in constantly

talking and thanking of God, and always adore God with love, are dear to Him; and God through His great mercy and kindness, grants them the proper wisdom and destroys the darkness of their ignorance by the light of Knowledge. Modi quotes passages of অনুগ্রহ doctrine from Srutis and Brahma Sutra.

শঙ্কর : সত্যযুক্ত = যাহার সকল প্রকার কামনা নিবৃত্তি হইয়া ভগবানে মন যুক্ত হইয়াছে। ( গিরীন্দ্রশেখর বলেন একরূপ লোককে বুদ্ধিযোগ প্রদান করা অর্থশূণ্য হয়, তাঁহার মতে ইহার অর্থ সর্বদা পরিচিন্তন করা।

শ্রীশঙ্কর : বুদ্ধিরূপ উপায় আমিই দি, আগাকে পাওয়াতে মহানামমন্ত্রত : তিনি ঐ ভক্তের হৃদয়ে আপন প্রাপ্তানুকূল বুদ্ধিযোগ দান করেন। তাহাদের হৃদয়ে এমন বুদ্ধির প্রেরণা করেন, যাহার দ্বারা তাহারা অচিরে তৎ সমীপবর্তী হইয়া তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন। ভক্ত যখন সাধনা করিয়া আগার সঙ্গে চিরযুক্ত হইতে চায়, আমি তখন আহাৰ অন্তরে আগাকে আশ্বাদন করিবার মত ভাবানুকূল বুদ্ধিযোগ প্রদান করি। মধুসূদন :—বুদ্ধিযোগ = জৈশ্বর বিষয়ক সম্যক্ দর্শন।

ভক্তিপ্রদীপ : দদামি তন্ বুদ্ধিযোগম্ = are endowed with such pure intelligence.

মধু : I bestow the means, namely know-



ledge by which they come unto me.

বন্ধিম সেন : “বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ পায়, সেই  
বুদ্ধি দেন তারে যাতে কৃষ্ণ পায়” ।

১১। তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজ্ঞং তমঃ

নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা । ১১

পদচ্ছেদ : তেষাম্ এব অনুকম্প অর্থম অজ্ঞানজ্ঞ  
তমঃ নাশয়ামি, আত্মভাবস্থঃ জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ।

অন্তরঃ : তেষাম্ অনুকম্পার্থম্ এব অহম্ আত্মভাবস্থঃ  
অজ্ঞানজ্ঞম্ তমঃ ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন নাশয়ামি ।

কঠিনশব্দ : আত্মভাবস্থ = তাহাদিগের বুদ্ধিতে  
আমার নিজস্ব ভাবে স্থিত হইয়া । ভাস্বতা = উজ্জল।  
অনুকম্পার্থম্ = করুণাবশতঃ ।

অনুবাদ : তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহার্থই আমি  
তাহাদিগের বুদ্ধিতে ( আমি নিজভাবে ) স্থিত হইয়া, উজ্জল  
জ্ঞানরূপ প্রদীপ দ্বারা, তাহাদের অজ্ঞানজ্ঞাত অন্ধকার বা  
ভ্রান্ত ধারণা সমূহ নাশ করি ।

তাহাদের বুদ্ধিতে ভক্তিসাধনে যুক্ত হইবার উপায় সমূহ  
উদ্ভাবিত করাই, ইহাই জ্ঞানদীপ প্রজ্জ্বলিত করা । ইহাতে  
ভক্তিসাধন বিষয়ক বা আমা বিষয়ক ভ্রান্তধারণা সমূহ বিদূরিত  
হইয়া যায় । (জ্ঞান = আমা বিতরক জ্ঞান বিজ্ঞান) ।  
নবম অধ্যায়ের দ্বাবিংশ শ্লোক দ্রষ্টব্য ; সেখানে  
নিত্যাতিযুক্তদিগের যোগক্ষেম বহন করেন, বলিয়াছেন । এখানে

( ১০।১১ )

১০—৪১

মনের অজ্ঞান নাশ করেন বলিলেন ; দুইই মহত্ব পূর্ণ কথা ।

**মধুসূদন :** জ্ঞান প্রভাবে অজ্ঞানের নাশ করিতে হইলে, তজ্জন্ম জ্ঞানের উৎপাদন ছাড়া অণু কোন কৰ্ম্ম আবশ্যক নহে, কিম্বা বারবার জ্ঞানোৎপাদন করাও আবশ্যক নহে । ভগবানের অনুকম্পায় ভক্ত তাঁহার প্রেমভজনের বলেই সেই পরমতত্ত্বের প্রাপক যে জ্ঞান তাহা প্রাপ্ত হয় । আত্মভাবস্থ = আত্মাকারা যে অন্তঃকরণ বৃত্তি তাহাতে বিষয়রূপে অবস্থিত হইয়া... চিদাভাসযুক্ত অপ্রতিবন্ধ দীপ সদৃশ জ্ঞানের দ্বারা । তমঃ = মিথ্যা প্রত্যয় । অপ্রভাব = আপনার অন্তঃকরণ বৃত্তিতে অবস্থিত ( শঙ্কর ); বুদ্ধিবৃত্তিতে স্থিত ( ক্রীষ্ণ ) মনোবৃত্তির বিষয় হইয়া অবস্থিত ( রামানুজ ); তাঁহাদের আত্মাকারা যে অন্তঃকরণবৃত্তি, তাহাতে বিষয়রূপে অবস্থিত হইয়া, অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্য ও আনন্দ স্বরূপ অদ্বিতীয় আত্মা আমাকে বিষয়ী ভূত করিয়া ( মধুসূদন ). Inner sense of beings. বোধেন্দ্রিয়—( ব্যোমব্রহ্ম ); আত্মাকার বৃত্তি ( কৃষ্ণানন্দ ) ।

**ভক্তিরূপদীপ :** Illuminating their heart bright with lamp of pure knowledge.

**কৃষ্ণানন্দ :** জন্মজন্মান্তরের কৰ্ম্মবীজ স্বরূপ অজ্ঞানকে নষ্ট করিয়া দেন = বাহিরের কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা এই অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নিরস্ত হয় না । তিনি আত্মস্বরূপে সাধকের হৃদয়ে জ্ঞানালোকের বিকাশ করেন ।



শঙ্কর ! আত্মার ভাব যে অন্তঃকরণ তাহাতে কি  
হইয়া, তাহাদের অবিবেক জ্ঞান মিথ্যা প্রতীতিরূপ মোহ  
অন্ধকারকে প্রকাশময় বিবেক বুদ্ধিরূপ জ্ঞানদীপ দ্বারা নষ্ট  
করিয়া দি।

সম্ভদাস ! আমি দয়া করিয়া, তাহাদের আপন জ্ঞান  
করিয়া, জ্ঞানরূপ প্রদীপের দ্বারা ইত্যাদি। শ্রীধর !  
বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থান পূর্বক দীপ্তিমান জ্ঞান রূপ দীপ  
সাহায্যে, অজ্ঞান হইতে জাত সংসার নামক, ভগ্নঃ নাশ করি  
মঙ্গল ! Destroy darkness of nescience.

১২। অর্জুন উবাচ। পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্  
পুরুষং শাস্ত্রতং দিব্যাগাদিদেবমজম্ বিভূম্। ১২

১৩। আহুত্বামৃষয়ঃ সর্বৈ দেবর্ষি নারদস্তথা।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে। ১৩

পদচ্ছদ ! পরম্ ব্রহ্ম পরম্ ধাম পবিত্রম্ পরমম্ ভবান্  
পুরুষম্ শাস্ত্রতম্ দিব্যম্ আদি-দেবম্ অজম্ বিভূম্, আহুত্ব  
বিষয়ঃ সর্বৈ দেবর্ষিঃ নারদঃ অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ চ স্বয়ং  
এব মে ব্রবীষি।

অম্বর ! ভবান্ পরম্ ব্রহ্ম পরম্ ধাম পরমম্ পবিত্রম্  
ত্বাম্ সর্বৈ ঋষয়ঃ শাস্ত্রতম্ দিব্যম্ পুরুষম্ আদিদেবম্ অজম্  
বিভূম্ আহুত্বা তথা দেবর্ষি নারদঃ অসিত দেবলঃ ব্যাসঃ চ স্বয়ং  
এব মে ব্রবীষি।

কঠিন শব্দ ! পরম্ ব্রহ্ম = শুদ্ধ ব্রহ্ম মনেন, কারণ

তো অনেক কিছু, যথা কস্মি ব্রহ্মোস্তবংবিদ্ধি বাক্যে ( ৩।১৫ )  
 যে ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, তাহারও উপরে আপনি, প্রকৃতি বা  
 মহদ্ ব্রহ্ম হইতেও উপরে আপনি, ইত্যাদি। পরংধাম = শ্রেষ্ঠ  
 আশ্রয়; আপনার স্বরূপ গতি মহান্। শাশ্বত = সনাতন।  
 দিব্য = স্বপ্রকাশ জ্যোতির্জ্ঞান। আদিদেব = মূল দেবতা;  
 দেবগণের আদিকারণ বা স্রষ্টা। বিভূ = সর্বব্যাপী। পুরুষ শব্দ  
 ঋতি ইত্যাদিতে কয়েক স্থলে আছে, যথা, “সহস্রশীর্ষঃ পুরুষ”,  
 “এব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ ( কঠ ) ইত্যাদি। অর্থ, entity, হয়তো  
 দেওয়া যাইতে পারে। যিনি পুরে শায়িত অর্থাৎ অন্তর্যামী,  
 হৃদয়ে অবস্থিত, এ অর্থ ও অনেক স্থলে আসে।

অনুবাদ : অর্জুন বলিলেন। আপনি পরব্রহ্ম; ( মহান  
 হইতেও মহীয়ান; যাহাদের ব্রহ্ম বলা হয়, তহাদিগের হইতেও  
 উর্দ্ধে আপনি ), আপনি শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, পরম শুদ্ধ ( বা পরম  
 পাপীকেও শুদ্ধ করেন ), আপনি সনাতন স্বপ্রকাশ পুরুষ,  
 দেবগণের স্রষ্টা মূল কারণ, জন্মরহিত সর্বব্যাপক ইহা  
 সকল ঋষিরা যথা দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ও ব্যাস বলেন  
 ও আপনি নিজেও নিজ সম্বন্ধে আমাকে তাহাই বলিতেছেন।

এখানে দ্রষ্টব্য, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আপনি বলিয়া সম্বোধন  
 করিয়া ফেলিলেন, ইহা কবিতার মাত্রা গিলাইবার জন্ত করা  
 হইয়াছে মনে হয় না। চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান যাহা বলিয়াছিলেন,  
 বোধ হয় তাহাতেও অর্জুনের সমীহ ফুটিয়া উঠে নাই। ভক্তি  
 ঘটকের ইহার পূর্বেরকার অধ্যায় গুলির “আমি ভগবান, আমার



ভজনা কর" ইত্যাদি কথায় সমীহ হয়তো একটু একটু হইতে ছিল, কিন্তু তেমন ভাবে হয় নাই। এইখানে ভগবানের বিভূতির ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি কথা শুনিতে শুনিতে অর্জুন ভুলিয়া গেলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখা, এবং অন্ততঃ একবারের জন্মও তাঁহার মুখ হইতে "আপনি" বাহির হইয়া পড়িল। বিশ্বরূপ দর্শনেও এইরূপ হইয়াছিল।

স্বামানুজ : ব্রহ্ম = যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি, তদ্বিতি জায়ন্ত তদ ব্রহ্মোতি ( তৈ উ ৩।১ ) ব্রহ্মবিদ্যাপ্রোতিপদ্য ( তৈ ২।১ ) স যোহ বৈ তৎপরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ( মুণ্ডক ৩।২।৯ ) । ( উপনিষদের অনেক বাক্য দিয়াছেন ) ধামশব্দ জ্যোতির্বাচক ।

মধুসূদন : কেহ অসিত দেবলকে এক ব্যক্তি ও ধোম্যের ভ্রাতা বলেন, অতেরা দুই ব্যক্তি বলেন ।

ব্যোমব্রহ্ম : শাস্ত্রত দিব্য পুরুষ = সনাতন আকাশীয় চৈতন্যময় অক্ষর পুরুষ । আদি দেব = মন বুদ্ধি আদি দেবগণেরও আদি, চৈতন্যময় । তোমাকে চেনা দুঃসাধ্য, তবে মানব যে তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করে তাহা আত্মারই আত্মদর্শন । যেটা ঘটে তোমারই প্রদত্ত বোধ শক্তির সাহায্যে, অতএব সেটাও তোমার নিজেকে নিজশক্তির দেখা বৈকি । ধিয়োযোনঃ = প্রচোদয়াৎ ।

"Of Him, there is no cause nor yet effect.

( ১০।১৪ )

১০—৪৫

He is the cause, Lord of the Lord of causes.  
None is there like Him, none superior to Him  
His power is absolute”

শঙ্কর ! পরমধাম = পরমভেজ । দিব্যম্ = দেবলোক-  
বাসী অলৌকিক পুরুষ ।

Telang. আনন্দগিরির মতে অসিত দেবলের  
পিতা ।

ভক্তিপ্রদীপ ! পরমধাম = Abode Supreme. পুরুষম্  
বিভূম্ The Divine Human form, sublime.

১৪ । সর্বমেতদুতং মন্ত্রে যন্মাং বদসি কেশব

ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিম্ বিদুর্দেবা ন দানবাঃ । ১৪

পদচ্ছেদ ! সর্বম্ এতৎ ঋতম্ মন্ত্রে যৎ মাম্ বদসি  
কেশব, ন হি তে ভগবান্ ব্যক্তিম্ বিদুঃ দেবাঃ ন দানবাঃ ।

অন্বয় ! কেশব, যৎ মাম্ বদসি এতৎ সর্বম্ ঋতম্ মন্ত্রে  
ভগবন্ তে ব্যক্তিম্ দানবাঃ বিদুঃ ন দেবাঃ হি বিদুঃ ।

কঠিন শব্দ ! ঋতম্ = সত্য । ব্যক্তিম্ = ব্যক্ত হওয়ার  
ভাব বা উৎপত্তির তত্ত্ব বা শক্তির বা প্রভাবের তত্ত্ব, বা অস্তিত্বে  
আসিবার তত্ত্ব । মন্ত্রে = I do believe ( ভক্তি প্রদীপ )

অন্বাদ ! কেশব, আমাকে যাহা বলিতেছ সমস্তই  
সত্য মনে করি যেহেতু তোমার ব্যক্ত হওয়ার ভাব বা অস্তিত্বে  
আসিবার তত্ত্ব, না দানবেরা, না দেবতারা কেহই জানে না ।

তুমি ইহাদের শ্রম্ভা, শ্রম্ভ কি শ্রম্ভাকে, দৃষ্ট কি দ্রষ্টাকে,



পরিজ্ঞাত হইতে পারে? ব্যক্তি=প্রকাশ (শঙ্কর), নিরুপাধিক  
স্বভাব (আনন্দগিরি), প্রকাশের ভাব (রামানুজ) ভূম  
(বিশ্বনাথ); প্রভাব (মধুসূদন)।

শ্রীশঙ্কর : “আমাদের অনুগ্রহার্থ ভগবানের এই প্রকাশ”  
দেবভারা এইভাবে তাঁহাকে জানেন না; আবার আমাদের  
নিগ্রহার্থ ভগবানের এই প্রকাশ” এইভাবে দানবেরা জানেন না

Modi . ব্যক্তি=বিভূতি

Rajwade points out many un-Panini usages,  
but Vaidya defends them by saying that Gita  
was written about 5 centuries before Panini.

মতিলাল : কেশব=‘ক’, ব্রহ্মা ; জৈশ রুদ্র ; ব, গমন  
র্থক, অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ঈশ্বর সহিত গমন করেন।

(১৫) তুনি নিজেই নিজেকে জান, আশ কেহ নহে।

১৫। স্বয়মেবাত্মনাত্মনং বেথ স্বং পুরুষোত্তম

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে। ১৫।

পদচ্ছেদ : স্বয়ম্ এক আত্মনা আত্মানম্ বেথ স্ব  
পুরুষ-উত্তম, ভূত-ভাবন ভূত-জৈশ দেব-দেব জগৎপতে

অল্পম্ : ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে পুরুষোত্ত  
ম্ স্বয়ম্ এব আত্মনা আত্মানম্ বেথ।

কঠিন শব্দ : বেথ=জান ! ভূতভাবন=প্রাণিগণের  
জন্মদাতা। দেবদেব=আদিত্যাদির প্রকাশক (শ্রীধর)  
দেবতাদিগের ও দেবতা (বা প্রকাশক)। আত্মানম্=নিজে

নিরুপাধিক ও সোপাধিক স্বরূপ (মধুসূদন)।

অনুবাদ : হে পুরুষোত্তম, প্রাণিগণের জন্মদাতা, প্রভু (বা নিয়ন্তা), দেবতাদিগেরও দেবতা (বা প্রকাশক) হে জগৎপতি, তুমিই নিজের দ্বারা নিজেকে জান। (তুমি আদিকারণ, অন্য কেহ তোমাকে জানিতে সমর্থ নহে)।

এই শ্লোকে, সম্বোধনে যে চারিটি কথা অর্জুন বলিয়াছেন, ভূতভাবন, ভূতেশ দেবদেব, জগৎপতে, তাহাতে ভগবানের সর্ববিশ্বরূপ সুন্দর ভাবে ব্যঞ্জিত হইয়াছে, ভূতসমূহের স্রষ্টা ও ঈশ্বর, জগতের পালক ও দেবতাগণের আরাধ্য।

শঙ্কর : নিজের দ্বারা নিজেকে অর্থাৎ নিরতিশয় জ্ঞান ঐশ্বর্য্য, সামর্থ্য্য আদি শক্তির সহিত যুক্ত ঈশ্বরকে জানেন।

১৬। বক্তুমহ্মশেষেণ দিব্যা আত্ম বিভূতয়ঃ

যাভিবিভূতিভিলোকানিমাংস্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি। ১৬

পদচ্ছেদ : বক্তুম্ অর্হসি অশেষেণ দিব্যাঃ হি আত্ম-বিভূতয়ঃ, যাভিঃ বিভূতিভিঃ লোকান্ ইমান্ ত্বম্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি।

অন্বয় : ত্বম্ হি দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ অশেষেণ বক্তুম্ অর্হসি, যাভিঃ বিভূতিভিঃ ইমাম্ লোকান্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি।

কঠিন শব্দ : দিব্যাঃ আত্ম বিভূতয়ঃ = আশ্চর্য্যজনক নিজের বিভূতি সকল ( “বিভূতি”, পূর্বের ব্যাখ্যাত হইয়াছে )। অশেষেণ = সম্পূর্ণ ভাবে। অর্হসি = যোগ্য। ব্যাপ্য তিষ্ঠসি = প্রসারিত হইয়া বা ব্যক্ত করিয়া অবস্থিত আছ। বক্তুম্ = বলিবার জন্য। বিভূতি = divine emanation (Telang)



দিব্যা = অত্যন্তুতা ( শ্রীধর )। বিভূতি = মাহাত্ম্যের বিস্তার ( শঙ্কর )। Glories : ( Chidbhavananda ).

অনুবাদ। তুমিই অলৌকিক বা আশ্চর্যজনক বি  
বিভূতিসকল সম্পূর্ণ রূপে বলিতে যোগ্য অর্থাৎ সমর্থ, সেই সকল  
বিভূতি, যাহা এই সকল লোকে ব্যাপ্ত অর্থাৎ প্রসারিত করিয়া  
তুমি অবস্থিত রহিয়াছ।

তোমার বিভূতি সকলের বর্ণনা তুমিই করিতে সমর্থ;  
অসংখ্য তোমার বিভূতি, তাহাদের দ্বারা তুমি চতুর্দিক ব্যাপ্ত  
করিয়া রহিয়াছ; কেহকি তাহার সংখ্যা জানিতে সমর্থ?

গোয়েন্দ্রনৃকা। যে পদার্থ, তেজ, বল, বিদ্যা, ঐশ্বর্য, জ্ঞান  
ও শক্তি আদি সম্পন্ন, “দিব্য” তাহার বাচক। সমস্ত জগৎ  
তাহার বিভূতি, তবে দিব্য বিভূতি নয়।

ব্যোমজ্ঞান। আত্মার ষোড়শৈশ্বর্য সমূহ বাস্তবিক  
বিস্ময় জনক। তুমি যে যে শক্তির বিকাশ করিয়া নিখিল বিষয়  
ব্যাপ্ত হইয়া আছ, সেই সমস্ত নিঃশেষ করিয়া বলিতে যোগ্য  
বিভূতি = ষোড়শৈশ্বর্য।

কৃষ্ণানন্দ। ভগবৎ তত্ত্ব ভগবান স্বয়ং ব্যতীত আর  
কেহই সম্যকরূপে অবগত নহে। তাই অর্জুন ভগবানের  
বিভূতি ভগবানের নিকট শুনিতে চাহিলেন।

বিভূতয়ঃ ‘Un-paninian’ ( Rajwade )

মধুসূদন। তোমার অসাধারণ বিভূতি সকল যখন বিস্তারিত

( ১০।১৭ )

১০-৪৯

যখন অসর্বজ্ঞেরা জানিতে পারে না, সেই জন্ত তুমি আমাকে  
অশেষভাবে বল ।

১৭। কথং বিজ্ঞামহং যোগিং স্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্  
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবান্ ময়া । ১৭॥

পদচ্ছেদ : কথং বিজ্ঞাম্ অহম্ যোগিন্ স্বাম্ সদা  
পরিচিন্তয়ন্, কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যঃ অসি ভগবান্ ময়া ।

অন্বয় : যোগিন্ অহম্ কথম্ সদা পরিচিন্তয়ন্ স্বাম্  
বিজ্ঞাম্ চ ভগবন্ কেষু কেষু ভাবেষু ময়া চিন্ত্যঃ অসি ।

কঠিন শব্দ : কথং = কি প্রকারে । যোগিন্ = যোগেশ্বর ;  
সর্বযোগ সর্বৈবশর্য্য যুক্ত-পুরুষ । পরিচিন্তয়ন্ = চিন্তা করিতে  
থাকিয়া বা স্মরণে আনিয়া । বিজ্ঞাম্ = জানিতে অর্থাৎ ধ্যানে  
আনিতে সমর্থ হইব । চিন্ত্যঃ অসি - স্মরিত হও ।

অনুবাদ : হে যোগেশ্বর ( বা সর্বৈবশর্য্যযুক্ত পুরুষ ),  
আমি কি প্রকারে স্মরণ করিতে থাকিয়া তোমাকে ধ্যানে আনিতে  
সমর্থ হইব ? কোন্ কোন্ ভাবে তুমি আমার দ্বারা চিন্তনীয়  
বা স্মরণীয় ? ( অর্থাৎ তোমার বিভূতিযুক্ত সেই সেই পদার্থের  
নাম আমার বল যে যে পদার্থ দেখিলে, বা যাহাদের নাম মনে  
আনিলে, তুমিও স্মরণ পথে উদ্ভিত হইবে ) ।

কেহ কেহ এই ভাবের অর্থ করিয়াছেন—তুমি কি কি ভাবে  
আমার দ্বারা উপাসনার জন্ত চিন্তা হইবে । কিন্তু এ অর্থ ঠিক  
হইবে না, কারণ ইহার পূর্বের বলিয়াছি এবং শাণ্ডিল্য সূত্রেও  
বলা আছে যে, সকল বিভূতিই পূজ্য নহে । ভগবানের



১০—৫০

(১০।১৭)

“আমি তাহা, আমি তাহা” বলিবার অর্থ ‘আমারই একটু গুণ, তাক্ লাগান গুণ, উহাতে দিয়াছি, যেন আমিই উহাতে কণা ভারে নিজেকে প্রকাশিত করিয়াছি।

কৃষ্ণানন্দ : আমি তোমাকে কোন্ পদার্থে কিরূপ বিভূতির দ্বারা কি ভাবে চিন্তা করিব ?

মধ্ব : যোগিন্ = One of boundless powers.

গিরীন্দ্র শেখর : সদা কি ভাবে চিন্তা করিলে আমি তোমাকে জানিতে পারিব ?

শ্রীশঙ্কর : কোন্ কোন্ বিভূতি চিন্তা করিয়া আপনাকে জানিব ? কোন্ কোন্ ভাব অর্থাৎ পদার্থে আপনাকে কী করিব ? কোন্ কোন্ পদার্থে আপনাকে চিন্তা করিতে পারি ?

Radhakrishnan . Arjuna wishes to know the aspects of nature where the Lord's presence is more clearly manifest and asks Krishna to tell them in what various aspects he should think of Him to help his meditation.

মধ্বসূদন : তোমার বিভূতিস্বরূপ চেতন ও অচেতন বস্তুসকলের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থলে তোমায় আমি চিন্তা করি আমি স্থূল বুদ্ধি।

স্বামানুজ : পূর্বোক্ত বুদ্ধি ও জ্ঞান আদি ভ্রম অতিরিক্ত, যাহার বর্ণনা করা হয় নাই। এরূপ কোন্ ভাবে আপনাকে নিয়ন্তারূপে চিন্তন করা উচিত ?

শঙ্কর ! তোমাকে সদা চিন্তা করিতে থাকিয়া, আমি তোমাকে কি ভাবে জানিব ?

সন্তদাস ! কোন্ কোন্ ভাবে অস্তিত্বশীল পদার্থে, আমি তোমায় চিন্তা করিব ?

Telang—To know you fully is impossible, what special manifestations of you should we resort to for our meditations ?

ভক্তিপ্রদীপ ! what are Thy different aspects on which I am to meditate.

১৮। বিস্তরেনাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দন

ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃমতো নাস্তি মেহমৃতম্। ১৮।

পদচ্ছেদ ! বিস্তরেন আত্মনঃ যোগম্ বিভূতিম্ চ জনার্দন, ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তিঃ হি শৃমতঃ ন অস্তি মে অমৃতম্।

অন্বয় ! জনার্দন আত্মনঃ যোগম্ চ বিভূতিম্ ভূয়ঃ বিস্তরেন কথয়। হি অমৃতম্ শৃমতঃ মে তৃপ্তিঃ ন অস্তি ।

কঠিনশব্দ ! আত্মনঃ যোগম্ = তোমার নিজের যোগে অর্থাৎ, সঙ্কল্পের দ্বারা ঐন্দ্রজালিকের মত ক্রিয়া করা, এবং তোমার বিভূতি অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বস্তুতে তোমার বৈভব একটু আধটু ফুটাইয়া দেওয়া, ( যোগ ও বিভূতি পূর্বের ব্যাখ্যা হইয়াছে ) । বিস্তরেন = বিস্তার করিয়া, আরও বেশী করিয়া । অমৃতম্ = বচনামৃত । শৃমতঃ = শুনিয়া ।

অনুবাদ ! জনার্দন, স্বীয় যোগ ও বিভূতি ( যোগ ও



বিভূতির উপরে ও পূর্বের ব্যাখ্যাত হইয়াছে ) পুনরায় আরও বেশী করিয়া বল, যে হেতু ঐ সব অমৃত বচন শুনিয়া আদ্য তৃপ্তি হইতেছে না ( আরও শুনিতে চাই ) ।

**ভিলক :** অব্যক্ত স্বরূপ ছাড়িয়া ব্যক্ত স্বরূপ ধ্যান করিবার যুক্তিকে যোগ বলে ( ৪।৬ ; ৭।১৫ ; ৯।৭ ) ; বৈদান্তিকেরা ইহাকেই মায়্যা বলেন। ... এই বিভূতি-বর্ণনার মতই অনুশাসন পর্বের ( ১৪।৩১১-৩২১ ) এবং অনুগীতাতে ( ৮।৩৩, ৪৪ ) রূপের বর্ণনা আছে ; কিন্তু গীতার বর্ণনা অধিক সরল । ভাগবত পুরানে একাদশ স্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়েও বর্ণনা আছে ।

**ষোণ্যমন্ত্রক :** তুমি আত্মার যোগৈশ্বর্যের কথা বিস্তারিত বল ।

**স্বামানুজ :** যোগ = সৃজন, পালন, সঞ্চালন, নিয়ম, সংহারাদি কার্য্য ।

**ক্ৰীষ্ণ :** যোগ = সর্ববজ্রতা, সর্ববশক্তিমত্তাদিগুণ যোগবল ।

**শঙ্কর :** যোগ = যোগৈশ্বর্যরূপ বিশেষ শক্তি ; বিভূতি-চিন্তা করিবার যোগ্য পদার্থের বিস্তার । অর্দ অর্থে গমন ; দেবতাদের বিপক্ষীজনদের নরকে গতি করান বলিয়া, নাম জনার্দন ; অথবা অর্দ অর্থে যাচনা, সকলে তাঁহার নিকট হইতে উন্নতি ও কল্যাণ যাচনা করে বলিয়া, নাম জনার্দন ।

**Telang.** যোগ, বিভূতি = Powers and Emanations.

( ১০।১৯ )

১০—৫৩

মধুসূদন : তদ্বাক্যম্, এরূপ না বলিয়া কেবল অমৃতম্  
এইরূপ বলায়, অল্পুতি, অতিশয়োক্তি এবং রূপক এই ত্রিবিধ  
অলঙ্কারের মিশ্রণ হইয়াছে; ইহাতে পরিবাক্ত হইতেছে  
যে ভগবানের সেই বাক্যে অত্যধিক মাধুর্য্য থাকায় তাহার  
অনুভবে অর্জুনের অত্যধিক আগ্রহ জন্মিয়াছে।

১৯। শ্রীভগবানুবাচ। ১৯। হন্তু তে কথয়িষ্যামিদিব্যা আত্মবিভূতয়ঃ  
প্রাধাত্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরন্তু মে। ১৯।

পদচ্ছেদ : হন্তু তে কথয়িষ্যামি দিব্যাঃ হি আত্ম-  
বিভূতয়ঃ প্রাধাত্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ন অস্তি অন্তঃ বিস্তরন্তু মে।

অন্বয় : কুরুশ্রেষ্ঠ হন্তু তে দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ  
প্রাধাত্যতঃ কথয়িষ্যামি হি মে বিস্তরন্তু অন্তঃ ন অস্তি।

কঠিন শব্দ : হন্তু = বেষণ, তাহাই হউক। প্রাধাত্যতঃ =  
প্রধানগুলি। বিস্তরন্তু = বিস্তারিত বিভূতি সমূহের।

অনুবাদ : শ্রীভগবান বলিলেন, বেষণ তাহাই হউক, হে  
কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন, আমি স্বীয় অলৌকিক বিভূতি সমূহের মাত্র  
প্রধানগুলি বলিব, যেহেতু আমার বিস্তারিত বিভূতি সমূহের  
শেষ নাই। ( ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ দ্রষ্টব্য )

শ্রীশর ও বলদেব। হন্তু, অনুকম্পার সহিত সম্বোধনে  
যুক্ত।

জ্ঞানেশ্বরী : হন্তু কুরুশ্রেষ্ঠ = বাবা অর্জুন। মধ্যচার্য্য,  
হন্তু ইতি হর্ষে।

ব্যোমকমল : আত্মবিভূতয়ঃ = আত্মার আশ্চর্য্যশক্তি



সমূহ ।....শ্রীকৃষ্ণ কোথাও প্রধানের, কোথাও বৃহত্তের, কোথাও  
অধিপতির, কোথাও সারাংশের, কোথাও উৎপাদক  
রক্ষকের উল্লেখ করিবেন, এবং কোথাও বা পৌরাণিক উপাখ্যানে  
বর্ণিত শ্রেষ্ঠগণের উপর স্বীয় বিভূতির প্রক্ষেপ দিয়া উপাখ্যান  
গুলির উজ্জলতাবর্দ্ধন করিবেন ।

অম্বাবিন্দ ! দিব্যগুরু শিষ্যকে প্রথমেই স্মরণ করাইয়া  
দিলেন যে পূর্ণ উত্তর সম্ভব নহে ; কারণ ভগবান অনন্ত ও  
তঁাহার প্রকাশও অনন্ত । তঁাহার প্রকাশের রূপ সকল  
অসংখ্য । প্রত্যেক রূপই নিজের মধ্যে লুক্কায়িত কোন ভগবৎ  
শক্তির। স্বতীক, বিভূতি ; ধাঁহাদের দৃষ্টি আছে তঁাহারা যেরূপে  
প্রত্যেক সমীম বস্তুই আপন ভাবে অনন্তকে প্রকাশ করিতেছে।

রামানুজ ! যোগ শব্দের দ্বারা নির্দিষ্ট ভগবানের এক  
শক্তি আদি গুণ, এবং বিভূতি শব্দে নির্দিষ্ট সেই সকল পরমা  
ধা ভগবানের দ্বারা প্রেরিত করিবার যোগ্য ।

মতিলাল ! হন্ত = ইদানীং ( শঙ্কর ) ; অমুখ্য  
প্রদানার্থক ( আনন্দ গিরি ) ( মধুসূদন )

২০। অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ববভূতাশয়স্থিতঃ

অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ । ২০।

পদচ্ছেদ : অহম্ আত্মা গুড়াকেশ সর্ববভূত-আশ  
স্থিতঃ, অহম্ আদিঃ চ মধ্যং চ ভূতানাম্ অন্তঃ এব চ ।

অম্ববিন্দ ! গুড়াকেশ, অহম্ সর্ববভূতাশয়স্থিতঃ আত্মা  
ভূতানাম্ আদিঃ মধ্যম্ চ অন্তঃ চ অহম্ এব ।

( ১০১২৯ )

১০—৫৫

**কঠিন শব্দ :** গুড়াকেশ = জিতেন্দ্র অনেক অর্থ করেন —নিদ্রারূপী অজ্ঞান যিনি জিতিয়াছেন। সর্বভূত-আশয়-স্থিত = সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত। আদি, মধ্য, অন্ত = উৎপত্তি, স্থিতি ও মৃত্যু। আত্মা, ইহার অর্থ ঈশ্বর বা পরমাত্মাও হইতে পারে, জীবাত্মা বা প্রত্যগাত্মাও হইতে পারে। উপনিষদে আত্মা পরমাত্মা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ইহা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভূমিকায় দেখাইয়াছি। “সর্বভূত-আশয়-স্থিত”, এ কথাতে পরমাত্মা হয় না তাহা নহে, ভগবান নিজের ১৮৬১ শ্লোকে বলিয়াছেন “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদেঃশেহর্জুন তিষ্ঠতি আৰ গীতায় পরমাত্মা ও ঈশ্বর এক ( ১৫।১৭ )।

**অনুবাদ :** হে জিতেন্দ্র অর্জুন, সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত আত্মা বা প্রত্যক্ চৈতন্য, (যে আত্মা তোমার চেতনা) তাহা আমিই। (অন্য অর্থ, হৃদয়ে অবস্থিত ঈশ্বর, তাহা আমি) জীবের উৎপত্তি, স্থিতি ও মৃত্যু (ইহাদের কর্তা) তাহাও আমি ( ১৮৬১ )। মহাতা: ৩২৭২।৪৭ গীতাপ্রেমী।

সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, কি প্রাণীদের, কি বস্তুর, ভগবানের সঙ্কল্পে সাধিত হয়। জীবের আত্মা, তাহাও ভগবানের শক্তির বিকাশ, পরাপ্রকৃতি ( ৭।৫ ) মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতা সনাতনঃ ( ১৫।৭ )। এই দুইটি ব্যাপার, ভগবানের শক্তি সমূহের ভিতর বিশেষ শক্তি, তাঁহার বৈভবের বিশেষ বৈভব, এবং প্রথমেই উল্লেখ যোগ্য, তাই ভগবান প্রথমেই ইহাদের নাম করিলেন। এই দুইটি কথায়, জীবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ,



সমস্ত আসিয়া যায়। বহু শক্তির ভিতর জীবচৈতন্যের শক্তি অসাধারণ শক্তি, আর সেইরকমই, বহুরিধ শক্তির ভিতর সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় শক্তিও অসাধারণ শক্তি

পারমাণ্বিক ভাবে উপাধি বিরহিত জীবাত্মা ব্রহ্মাই, অল্প কিছু নহে। জ্ঞানবাদিগণ ‘জীব ব্রহ্মই’ এই বাক্যটির প্রমাণ স্বরূপ, “ভগবান ইহা নিজেই বলিয়াছেন” বলিয়া ‘অহম্বাক্ষ্য গুড়াকেশ’ এই কথাগুলিকে ব্যবহার করেন। কিন্তু বাক্যটি ঐরূপ ভাবে ব্যবহার করা উচিত হয় না। ভগবান শুধু আত্মা নহেন, ভগবান সবই। তাহা ছাড়া, বিভূতি ভাবে ঐ কথাগুলি উক্ত হইয়াছে। বাছিয়া বাছিয়া, ‘আত্মা তিনি’ মাত্র এই কথাগুলি লইলে ঠিক হয় না। তিনি হাজির, ঐরাবত উচ্চৈঃ শ্রবা, বাসুকি, অনন্ত, অগ্রহারণ মাস বসন্ত ঋতু, সুরমেরু, হিমালয় এমন কি দ্যুতম্ ছলয়তামস্মি। জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই চৈতন্য ইহা ঠিক হইলেও, পরমাত্মার তুলনায় জীবাত্মাতে যাহা পাই (যথা অল্পজ্ঞতা, অল্পশক্তি, অব্যাপকত্ব, তদাত্মকতা, সুখদুঃখভোক্তা ইত্যাদি) তাহাতে ভাগত্যাগ লক্ষণার আয়ের দোহাই দিয়া, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক বলা, এক ফোঁটা জলকে সমুদ্র সমান জলের সহিত অভিন্ন বলার মত হইবে। আজকাল দুই নয়া পয়সায় যে, যে ধাতু আছে, আজকালকার টাকাতেও সেই সেই ধাতু আছে কিন্তু কেহ কি দুই নয়া পয়সাও একটাকা অভিন্ন বলিবেন, বা দুই নয়া পয়সা লইয়া আমাকে একটাকা দিবেন? আত্মা বা জীবাত্মা কি, ঈশ্বরের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, এ বিষয়ে অনেক

গুলি মতবাদ আছে, যথা বিশ্বপ্রতিবিশ্ববাদ, চিদাভাসবাদ, অবচ্ছেদবাদ ইত্যাদি। সে সবে যাইবার দরকার নাই; ইহা এখানে বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আত্মা সম্বন্ধে ভগবান বাহ্য বলিলেন তাহা বিভূতির দৃষ্টিতে; আত্মা ব্রহ্ম কিনা এ দৃষ্টিতে নহে। গীতা জীব ও ব্রহ্ম এক, এ কথা কোথাও স্পষ্ট বলে নাই; ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ অধ্যায়েও নহে। (উপনিষদে পরমাত্মা কথা নাই, পরমাত্মার স্থলে আত্মা শব্দ ব্যবস্থিত হইয়াছে। এখানেও আত্মা অর্থে জীবাত্মা নহে, পরমাত্মা নহিলে কোন কথা উঠিবে না। কারণ, পরমাত্মা ভগবানই। আমরা দুই অর্থই দিলাম। বিভূতির দৃষ্টিতে তিনি যেমন পাশা-খেলোয়াড়, সেই ভাবে জীবাত্মাও তিনি, এ অর্থ লইলেই বেনী ভাল হয়।

সর্বভূতায়স্থিত আত্মা = “সকল জীবগণের হৃদয়দেশে অন্তর্যামিরূপে এবং প্রত্যগাত্মারূপে অবস্থিত চৈতন্য ও আনন্দ (সে আমিই)” (মধুসূদন)। “অন্তঃকরণ মধ্যে সর্বজ্ঞ হু প্রভৃতি গুণবাহী নিয়ামক রূপে অবস্থিত পরমাত্মাই আমি” (মধুসূদন)। সকল ভূতের অন্তঃকরণে যিনি স্থিত, তিনি ব্যক্তি বিরাক্টের অন্তর্যামী (বলদেব, বিশ্বনাথ)। আমার শরীররূপ সকলভূতের হৃদয়ে আমি আত্মা হইয়া অবস্থিত (রামানুজ)। সর্বশূচাহং ইত্যাদি (১৫, ১৫) জৈশ্বর সর্বভূতানাম্ ইত্যাদি (১৮।৬। ১) যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বভো ভূতেভ্যোহন্তরো যঃ সর্বাণি ভূতানি ন বিদুঃ। যন্ত



সর্বানি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বানি ভূতান্তুরো যময়তি । এষ  
ত আত্মান্তর্য্যামাতঃ ( বৃ উ ৬।৯।১৫ )

Krishna Prem. The "I" who speaks is not just the personal Krishna, but the Great Atma, One and Manifold, pervading by its power all things that are. This is made clear in verse 37 in which the personal Krishna, son of Vasudeva is treated as quite separate from the 'I' who is speaking....Such type of being on earth is what it is because of the reflection. Some aspect of that Atman. This reflection is best seen in those objects which are preeminent within their class for it is in them that the Divine Archetype has best found expression.

Radhakrishnan. The world is a living whole; a vast inter-connectedness, a cosmic harmony inspired and sustained by the One Supreme.

স্বামিদেব ! জীবের হৃদয়ে অবিচার বাস, সেই জন্ম হৃদয়কে আশ্রয় বা অবিচার জন্মস্থান বলা হয় ।

বলদেব ! আমাকে মহৎ, স্রষ্টা, ও আমি এই তিন ভাবে পরিত্রাণ হও । জীবাত্মানী বিরূপে আমি সমষ্টিরূপে অস্তিত্ব

শীতাবে অবস্থিত, সকল জীবের হৃদয়ে আমি আছি, আবার ব্যাপ্তি অন্তর্যামিকরূপে আমি জীব হৃদয়ে আছি।...সাহিত্য তন্ত্রে তিন জন পুরুষ বর্ণিত; পুরুষ নাগাভিষেক বিষ্ণুর তিনরূপ; প্রথম বা মহৎ (শ্রেষ্টা), দ্বিতীয় অন্তঃসংস্থিত, তৃতীয় সর্বভূতে অবস্থিত।

**অন্নবিন্দ :** এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার আরম্ভ হইল সেই আদি তত্ত্বের উল্লেখ করিয়া, যাহা এই বিশ্ব প্রকাশের সকল শক্তির মধ্যে অনুসৃত রহিয়াছে। সেটি এই যে, প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে ভগবান গুপ্ত ভাবে বাস করিতেছেন, তিনি তাহাদের বাহ্য আভ্যন্তরীণ জীবন ধারার মর্ম্মস্থানে অন্তরাঙ্গা; যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু হইয়াছে ও হইবে, তিনি সেই সবেই আদি মধ্য এবং অন্ত।

**কৃষ্ণানন্দ :** সর্বভূতের হৃদয়স্থিত আনন্দ ঘন চৈতন্য স্বরূপ আমি। প্রধান বিভূতি, জীবের অন্তঃকরণ। জীব আপনাকেই জানিতে পারিলেই তাঁহাকে অবগত হইতে পারিবে।

**ব্যোমজ্ঞান :** গুড়াকেশ = যোগসমাদির জেশ্বর, বস-ভূতস্থিত আত্মা।

**শ্রীশঙ্কর :** সমস্ত ভূতের অন্তঃকরণ মধ্যে সর্বপ্রথম প্রভৃতি গুণদ্বারা নিয়ামক রূপে অবস্থিত পরমাত্মাই আমি।

**মধুসূদন :** মুখ্য চিন্তনীয় প্রথম, শোন। সকল জীবগণের হৃদয় দেখো অন্তর্যামিকরূপে, এবং প্রত্যগাত্মরূপে অবস্থিত চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ, তুমি আমার তাদৃশ বাসুদেব রূপেই চিন্তা করিবে।

**স্বামানুজ :** আমার শরীররূপ সকল ভূতের হৃদয়ে



আমি আত্মরূপে স্থিত। শরীরের, যে সকল প্রকারে আধার, নিয়ন্তা, শেষী (স্বামী), তাহার নাম আত্মা; এই প্রকারে সকল ভূতের আত্মরূপে স্থিত আমি : তাহাদের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ।

শঙ্কর : সকল ভূতের আন্তরিক হৃদয়দেশে স্থিত অন্তরাত্মা আমি ; আমার ধ্যান সদা এই প্রকারে করিবে।

মভিলাল : জগতের যাবতীয় বস্তুতে তাঁহার অবস্থিতি থাকিলেও, বাহ্য সর্বোত্তম, তাহাই ঐশ্বর্য ও বিভূতি নামে অভিহিত হয়। অন্তর্ধানে অদৃষ্ট পুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভবপর হইতে নাও পারে, তাই বহির্দৃষ্টি দ্বারা দৃশ্য পদার্থের মধ্য দিয়া শ্রীভগবানকে বাহ্যতে লোকে অবধারণ করিতে পারে, তাহার জগৎই দৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তিনি আত্মবিভূতির নির্দেশ দিতেছেন।

ভক্তিপ্রদীপ : I am the soul, the Indwelling Moni or, ( Paramatman ) of the whole universe... The Slokas from 24 to 41 comprise the Divine Exten sions of the Lord.

মধ্ব : I, as Atman, am pre sent in the heart of all beings.

Chidbhavananda, I am the Sou<sup>l</sup>, seated in the heart of ali beings.

( ২৩২১ )

১৩—৬১

২১। আদিত্যানামহং বিষ্ণু জ্যোতিষাং রবিঃ শুক্লান্

মরীচিঃ মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী। ২১

পদচ্ছেদ। আদিত্যানাম্ অহম্ বিষ্ণুঃ জ্যোতিষাম্ রবিঃ

অংশুমান্ মরীচিঃ মরুতাম্ অস্মি নক্ষত্রাণাম্ অহম্ শশী। ২১

অনুব্রূয় : অহম্ আদিত্যানাম্ বিষ্ণুঃ জ্যোতিষাম্ অংশুমান্  
রবিঃ অহম্ মরুতাম্ মরীচিঃ নক্ষত্রাণাম্ শশী অস্মি।

অনুবাদ : ( দ্বাদশ ) আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু  
নামক আদিত্য, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে কিরণ সমৃদ্ধ সূর্য্য আমি ;  
( উনপঞ্চাশ ) বায়ুগণের ভিতর মরীচি আমি, এবং নক্ষত্রগণের  
মধ্যে ( নক্ষত্রগণের স্বামী ) চন্দ্র আমি।

দ্বাদশ আদিত্য—ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য্য, ভগ  
বিবশ্বান, পুষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। কেহ কেহ রুদ্র, সূর্য্য  
ও বিষ্ণু স্থলে বিধাতা শত্রু ও উরুক্রম বলেন। ভিন্ন ভিন্ন  
পুরাণে, ভিন্ন ভিন্ন নামও পাওয়া যায়।

আদিত্য অর্থে অদিতির পুত্রগণ, অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবগণ,  
অনেকে এ অর্থ করেন ; বিষ্ণু অর্থাৎ উপেন্দ্র বা বামন।

৪৯ বায়ু-সাত শ্রেণীতে পড়ে তাহাদের নাম—আবহ বা  
মরীচি, প্রবহ, বিবহ, পরাবহ উদ্বহ, সংবহ, পরিবহ। ( শ্রীধর )  
Storm Gods ( Maxmuller ).

এখানে, এই বিভূতি ব্যাপারে ইহা লক্ষিত হইবে যে, কোন  
ও বা শক্তির প্রাধান্যে নিজ নিজ শ্রেণীর মধ্যে যে বড় অর্থাৎ



যে বেশী প্রশংসা পাইবার যোগ্য, অর্থাৎ অত্যাশংক্য বাহ্যতে ভগবানের গুণ বা শক্তি একটু বেশী প্রকাশ পাইয়াছে, ভগবানের সেই বিভূতি বহনকারীকে, ভগবান তাহার মাহাত্ম্য বাড়াইয়া “আমি তাহা” বলিয়াছেন, আর যদিচ বিষ্ণু, রাম, বাহুদেব ভগবান নিজেই, তাঁহারা বিভূতি নহেন, তবুও বিভূতির তালিকা গুণস্বরূপের নির্দেশক ভাবে করা হইতেছে বলিয়া, গুণস্বরূপের জন্ম, বিভূতির ভিতর রামাদির নামও ফেলা হইয়াছে। পূর্বে অন্তত ইহা আমরা বলিয়াছি। (রাম, মর্যাদা পুরুষ)।

Krishna Prem. What makes the Gods shining and powerful? It is the Light and Power of One.

গিরীন্দ্র : আদিত্য—বিষ্ণু, শক্র অর্ধ্যমা ধাতা ইত্যাদি পুত্রা বিবস্বান সবিতা, মিত্র বরুণ, অংশ ভগ। মৎস্যপুরাণে অর্ধ্যমার পরিবর্তে যমের নাম আছে। মরুদ্ গণ, আদিত্যে অশুর সেনানায়ক ছিলেন; ইন্দ্র, তাঁহাদিগকে নিজ দলে ভাঙাইয়া লইয়া আনেন। দেবতাদের রাজার সাধারণ নাম ইন্দ্র। দেবতা ও অশুর ইলাবৃত বাসী মনুষ্য ছিলেন।

রামানুজ : “নক্ষত্রদিগের ভিতর শশী আমি” ইহা অর্থ নক্ষত্রদিগের স্বামী শশী, আমি।

গোটেস্বনুকা : ৪৯ মরুতের নাম দিয়াছেন, বলিতেছেন মরুচি বলিয়া কোন নাম পান নাই। মরুচি অর্থে বায়ুর জোড় লইয়াছেন।

অক্লবিন্দ : তাহার পর এই যে সব সজীব সত্তা, বিশ্ব দেবতা, অতিমানব, মানব এবং মানবের প্রাণী, ইহাদের মধ্যে এবং এই সকল গুণ শক্তিকবস্তুর মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণীর বাহ্য প্রধান, নীর্থ স্বরূপ গুণে সর্বোত্তম, তাহাই ভগবানের একটি বিশিষ্ট শক্তি, বিভূতি ।

ব্যোমব্রহ্ম : বায়ুগণের “সংরক্ষক” বিশুদ্ধিকারী মরীচি, সূর্য্যরশ্মি ।

২২। বেদানাম্ সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ

ইন্দ্রিয়াণাং মনঃ চ অস্মি ভূতানামস্মি চেতনঃ । ২২

পদচ্ছেদ : বেদানাম্ সামবেদঃ অস্মি, দেবানাম্ অস্মি বাসবঃ, ইন্দ্রিয়ানাং মনঃ চ অস্মি, ভূতানাম্ অস্মি চেতনা ।

অনুব্র : বেদানাম্ সামবেদঃ অস্মি । দেবানাম্ বাসবঃ অস্মি চ ইন্দ্রিয়াণাম্ মনঃ অস্মি ভূতানাম্ চেতনা অস্মি ।

অনুবাদ : বেদ সকলের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে (অর্থাৎ স্বামী) আমি মন, ও জীবগণের মধ্যে, অর্থাৎ জীবশরীরে আমি চেতনা । চেতনা না থাকিলে জীবিত প্রাণী মৃত বলিয়া গণ্য হয় । সামবেদ স্থললিত স্বরে গীত হয় বলিয়া ভগবান উহাকে বিশিষ্টতা দিয়াছেন । কেহ আবার, সামবেদের নামোল্লেখ, গীতা মন্মথ পূর্বের রচিত হইয়াছে এই সিদ্ধান্ত করেন, কারণ মনু বলিয়াছেন সামবেদের ধ্বনি অশ্রাব্য । কেহ বলেন গীতারচয়িতা নিশ্চয়ই সামবেদী ছিলেন । (ভিলক)



চেতনা = চিত্তরূপের চিত্তে প্রতিভাসিত আভাস চৈতন্য, কেহ এইরূপ অর্প করেন। চেতনা = প্রাণিগণের সম্বন্ধিী জ্ঞানশক্তি (জীৱন)। কার্যকরীরূপ শরীরে সদা প্রকাশিত বুদ্ধি বৃত্তি (শঙ্কর); যাহাতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয় সেই বুদ্ধি বৃত্তি (মধুসূদন)।

অন্নবিন্দু : সজীব সত্তাসকলের মধ্যে আমি সেই চৈতন্য, যাহার দ্বারা তাহার নিজদিগকে, এবং নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমূহকে অবগত হইয়া থাকি।

ব্যোমলব্ধ : জীবগণের সারাংশ চেতন। বেদ সকলের মধ্যে আমি সামবেদ, অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে আমি সমজ্ঞান; সমজ্ঞানে দুঃখের নাশ হয়। ব্যুৎপত্তি অনুসারে অর্থ দুঃখের নাশ।

২৩। রুদ্রাণাম্ শঙ্করশ্চান্মি বিভ্রেশো যক্ষ রক্ষসাম্  
বসুনাং পাবকশ্চান্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্। ২৩।  
(পদচ্ছেদ) : রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চান্মি বিভ্রেশঃ যক্ষ-  
রক্ষসাম্ বসুনাং পাবকশ্চান্মি মেরুঃ শিখরিণাম্ অহম্।  
অন্নবিন্দু : রুদ্রাণাম্ শঙ্করঃ অন্মি চ যক্ষ রক্ষসাম্ বিভ্রেশঃ  
চ অহম্, বসুনাং পাবকঃ অন্মি শিখরিণাম্ মেরুঃ।

কঠিনশব্দ : বিভ্রেশ = ধনপতি কুবের।  
অনুবাদ : রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষ রাক্ষসগণের  
মধ্যে ধনপতি। কুবের, রত্নগণের মধ্যে আমি শুদ্ধি  
প্রদায়ক অগ্নি। শিখরশালী পর্বতদিগের মধ্যে আমি মেরু

(নুমেরু)। ইহারা সকলে আপন আপন দলের মধ্যে সেই দলের বিশেষ গুণে শ্রেষ্ঠ বা প্রধান।

রুদ্র। একাদশ রুদ্র—অজ, একপাদ, অহিবুধ পিনাকী, অপরাজিত ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, কৃষাকপি, শম্ভু, হর, ঈশ্বর। অষ্টবহু—ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যাষ, প্রভব। (মতিলাল ভব ও বিষ্ণুর পরিবর্তে, অপ ও ধর, নাম দিয়াছেন ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন নাম।

গিরীন্দ্র : রুদ্র—অজৈক পাদ অহিবুধ, বিরূপাক্ষ, বৈবত হয়, বহুরূপ ত্র্যম্বক, শম্ভু সাবিত্রী সুরেশ্বর জয়ন্ত পিনাকী (মৎস্যপুরাণ ; এই পুরাণের অন্য দুই অধ্যায়ে বিভিন্ন তালিকা আছে)। বিষ্ণুপুরাণে, হয়, বহুরূপ, ত্র্যম্বক অপরাজিত কৃষাকপি শম্ভু কপর্দী রৈবত, যুগব্যাধ, শর্ব্ব, কপালী। পুরাণের রুদ্রগণের নামের মধ্যে কোথাও শঙ্করের নাম নাই। বহুগণ—আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যাষ প্রভাস (বিষ্ণু পুরাণ)। মৎস্যপুরাণে অন্য নাম। যে সব শৈলের মাত্র একটি চূড়া, তাহার নাম শিখরী ; বহু পর্বত গাঁট বা চূড়া = পর্বত। বাহা সমুদ্রের নীচে ছিল = গিরিমেরু শৈলে ইলাবৃত বাসী দেবরাজগণ থাকিতেন।

গোলেন্দ্র : রুদ্র—হর, চক্ষুরূপ, ত্র্যম্বক অপরাজিত কৃষাকপি শম্ভু, কপর্দী, রৈবত, যুগব্যাধ, শর্ব্ব কপালী। শম্ভু = শঙ্কর (হরিবংশ)। বহু—ধরধ্রুব, সোম, অহঃ, অনিল,



অনল প্রভাব প্রভাস। অনল বসুদের রাজা ও দেবতাদের  
হরিঃ পৌহান ; তাহা ছাড়া বলা হয়, অগ্নি ভগবানের মুখ ।

ষ্যোমভ্রমঃ : রুদ্র = ভীষণ, শঙ্কর = সকল চাক্ষুশ্য  
শান্তিবিধান করেন ।

Chldbhavananda. মেরু, মেরুদণ্ডের প্রতীক ।

২৪। পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্  
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ

পদচ্ছেদ : পুরোধসাং চ মুখ্যম্ মাম্ বিদ্ধি পার্থ  
বৃহস্পতিম্. সেনানীনাম্ অহম্ স্কন্দঃ সরসাম্ অস্মি সাগরঃ

অভ্রমঃ : পুরোধসান্ মুখ্যম্ বৃহস্পতিম্ মাম্ বিদ্ধি চ পার্থ  
অহম্ সেনানীনাম্ স্কন্দঃ সরসাম্ সাগরঃ অস্মি ।

কঠিনশব্দ : পুরোধসাম্ = পুরোহিত গণের মধ্যে

অনুবাদ : পার্থ পুরোহিত গণের মধ্যে প্রধান, বৃহস্পতি  
বলিয়া আমাকে জানিবে সেনাপতি গণের মধ্যে আমি স্কন্দ  
অর্থাৎ কার্তিক ; জলাশয়, সমুহের মধ্যে আমি সমুদ্র ।

সপ্ত প্রজাপতির অন্যতম তৃতীয় প্রজাপতি অগ্নির পুত্র  
বৃহস্পতি । বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজের পুত্র  
দ্রোণাচার্য্য ।

২৫। মহর্ষীনাম্ ভৃগুরহং গিরামস্মোকমকরম্

যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোহস্মি শ্বাবরাণাং হিমালয়ঃ । ২৫।

পদচ্ছেদ : মহর্ষীনাম্ ভৃগুঃ অহম্ গিরাম্ অস্মি একম্  
অকরম্, যজ্ঞানাম্ জপ-যজ্ঞঃ অস্মি শ্বাবরাণাম্ হিমালয়ঃ ।

অন্থর : অহং মহর্ষীগাম্ ভৃগুঃ, গিরাম্ একম্ অক্ষরম্ অগ্নি  
যজ্ঞাগাম্ জপযজ্ঞঃ শ্রাবরাণাম্ হিমলয়ঃ অগ্নি ।

কঠিনশব্দ : গিরাম্ = বাক্যসকলের মধ্যে

অনুবাদ : আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু ( বিষ্ণু ইহার  
পদাঘাত বক্ষস্থলে লইয়াছিলেন ), বাক্যসকলের মধ্যে একাক্ষর  
ওঁকার হই। যজ্ঞসকলের মধ্যে আমি জগযজ্ঞ ( ভগবানের  
নামজপ, অহিংসাত্মক আড়ম্বরশূন্য ক্রিয়া ; জপ যজ্ঞের  
বিশেষত্ব, ইহা সকল সময়, সকল অবস্থায় করা যায় ।

( এই নামজপেরই প্রকারান্তর নাম সঙ্কীৰ্ত্তন, যাহা মুখ্যভাবে  
চৈতন্যদেব প্রচলিত করিয়াছেন ; নামজপ, নামসঙ্কীৰ্ত্তন,  
রূপকভাবে যজ্ঞ ) । শ্রাবর অর্থাৎ যাহা অচল, তাহাদিগের  
মধ্যে আমি গিরিরাজ হিমালয়। 'শিখরশালীপর্বত ও সাধারণ  
পর্বতদিগের মধ্যে প্রভেদ আছে বলিয়া, শিখরশালী পর্বত  
দিগের মধ্যে মেরু ও সাধারণ পর্বতদিগের ভিতর হিমালয়ের  
নাম করা হইয়াছে ।

তিলক বলেন.....ভক্তিমার্গে জগযজ্ঞের বিশেষ মহত্ব আছে ।  
মনু বলিয়াছেন, আর কিছু কর বা না কর, কেবল জপের দ্বারাই  
ব্রাহ্মণ সিদ্ধিলাভ করেন । জপাৎ সিদ্ধি' ।

শ্রীমদ্ ভাগবত বলেন, কলিতে কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন দ্বারাই  
সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হওয়া যায় ।  
ওঁকারের মত বাজমন্ত্র এবং নাম, ইহার শব্দব্রহ্ম এবং অতিশয়  
শক্তি সম্পন্ন ।



**গোৱেন্কা :** বিধি যজ্ঞ হইতে জপ ১০ গুণ, উপাস্ত-  
জপ ১০০ গুণ ও মানস জপ ২০০ গুণ শ্রেষ্ঠ ।.....ভৃগু, মরীচি,  
অত্রি, অজিরা, পুলহ ক্রতু, মনু দক্ষ, বশিষ্ঠ পুলস্ত্য—১০ মহর্ষি  
ব্রহ্মার মানসপুত্র । ভৃগু স্বায়ম্ভব ও চাক্ষুষ, কয়েক মনুষ্যের  
সপুত্রিতে ছিলেন । নারায়ণ ভৃগুপদ চিহ্ন বক্ষে ধারণ করেন  
জপ যজ্ঞকে কেহ কেহ, সোহহ—হংস জপ, অজপা জপ  
বলিয়াছেন, এ অর্থও লওয়া যাইতে পারে ।

**ব্যোমব্রহ্ম :** জপ=কোনও মন্ত্রের অর্থ ভাবনা করা ।  
( নামের দার্শনিক তত্ত্ব—স্বামী বিবেকানন্দের ভক্তি যোগ  
দ্রষ্টব্য )

২৬ । অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাম্ দেবর্ষীণাম্ চ নারদঃ

গন্ধর্বাণাম্ চিত্ররথঃ সিদ্ধাণাম্ কপিলো মুনিঃ । ২৬

**পদচ্ছেদ :** অশ্বথঃ সর্ব-বৃক্ষাণাম্ দেবর্ষীণাম্ চ নারদঃ  
গন্ধর্বাণাম্ চিত্ররথঃ সিদ্ধাণাম্ কপিলঃ মুনিঃ

**অনুব্র :** সর্ববৃক্ষাণাম্ অশ্বথঃ চ দেবর্ষীণাম্ নারদঃ গন্ধ  
র্বাণাম্ চিত্ররথঃ সিদ্ধাণাম্ কপিলঃ মুনিঃ ।

**অনুবাদ :** বৃক্ষ সকলের মধ্যে আমি অশ্বথ, দেবর্ষিগণের  
মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে অর্থাৎ অধিপতি আমি চিত্র-  
রথ নামক গন্ধর্ব ও সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল মুনি ।  
( যাহারা জন্মাবধিই পরমার্থতত্ত্বে অভিজ্ঞ তাঁহাদের সিদ্ধ বলা  
হয় ) ।

কপিল মুনির নাম আমরা শাস্ত্রে তিনভাবে পাই (১)

দেবহুতির পুত্র যিনি মাতাকে জ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন, ও  
বিষ্ণুর অবতার বলিয়া যিনি গণ্য, ( ২ ) সগর রাজার বংশ যিনি  
ভ্রম্য করিয়াছিলেন, ( ৩ ) সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা। এই তিন  
জনই কি এক বা বিভিন্ন, তাহা জানা নাই। কপিল মুনি  
( দেবহুতির পুত্র ) জন্মজ্ঞানী।

ব্যোমব্রহ্ম : অশ্বখঃ = যঃ ( প্রভাত পর্য্যন্তঃ ) তিষ্ঠতি  
ইতি শ্বখঃ ( শ্বখ—স্থা + উ )—ন জৈদৃশঃ ইতি অশ্বখ ( যাহা কণ  
স্থায়ী নহে—সনাতন চৈতন্য )

সম্ভবদাস : সিদ্ধ = জ্ঞানৈশ্বর্য্যসম্পন্ন।

১৭। উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদভবম্

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাম্ নরাণাম্ চ নরাধিপম্। ২৭।

পদচ্ছেদ : উচ্চৈঃশ্রবসম্ অশ্বানানাম্ বিদ্ধি মাম্ অমৃত  
—উদভবম্, ঐরাবতম্ গজেন্দ্রাণান্, নরাণাম্ চ নরাধিপম্।

অন্বয় : অশ্বানাম্ অমৃতোদভবম্ উচ্চৈঃশ্রবসম্  
গজেন্দ্রাণাম্, ঐরাবতম্ চ নরাণাম্ নরাধিপম্ মাম্ বিদ্ধি।

কঠিন শব্দ : অমৃতোদভবং = অমৃতের জন্ম সমুদ্র মন্থন  
করা হইয়াছিল, সেই মন্থনে জন্ম।

অনুবাদ : অশ্বদিগের মধ্যে সমুদ্র মন্থন কালে উদ্ভূত  
উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব ও গজেন্দ্রদিগের মধ্যে সেই মন্থন  
উদ্ভূত ঐরাবত নামক হস্তী ও মনুষ্যগণের ভিতর নরপতি বলিয়া  
আমাকে জানিবে।

রামানুজ : অমৃতোদভব, ঐরাবতেরও বিশেষণ।



গোয়েনকা : বৈবশ্বত মনুকে নরাধিপ বলিলে আপত্তিকর হইবে না।

২৮। আয়ুধানাগহং বজ্রং ধেনুনামস্মি কামধুক

প্রজন শ্বাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ

পদচ্ছেদ : আয়ুধানাম্ অহম্ বজ্রম্ ধেনুনাম্ অস্মি কামধুক, প্রজনঃ চ অস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণাম্ অস্মি বাসুকিঃ।

অন্বয় : অহম্ আয়ুধানম্ বজ্রম্ ধেনুনাম্ কামধুক অস্মি প্রজনঃ কন্দর্পঃ অস্মি সর্পাণাম্ বাসুকিঃ অস্মি।

কঠিন শব্দ : প্রজন = প্রাণিগণের জন্ম উৎপাদক Not the merely carnal passion ( Telang ).

অনুবাদ : আগি অস্ত্রসকলের মধ্যে বজ্র, গাভীগণের মধ্যে কামধেনু। প্রাণিগণের জন্ম উৎপাদক কন্দর্প বা কাম আগি, ও সর্পগণের মধ্যে ( সর্পের রাজা ) বাসুকি আমি (ইহ)।

কামেই স্ত্রীপুরুষে পরস্পর মিলন আনে, একজন ইহাতে সন্তান হয় না। ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্ত নহে, সন্তানোৎপাদনের জন্ত, বংশ রক্ষার জন্ত কাম ভগবানের বিভূতি স্বরূপ। ধর্মাবিরুদ্ধ কাম ৭।১১। কামধেনুর নিকট ইহাতে বাহ্য চাপ্তা যায়, তাহাই তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়। সর্প ও নাগ ভেদে ভূজ্য জাতি দুই প্রকারেব। বাসুকি সমুদ্র মন্থনে বজ্রর কার দিয়াছিল। সর্পে বিষ থাকে, নাগে থাকে না।

রামানুজ । সর্প একশির বিশিষ্ট ও লাগ বাহুশি বিশিষ্ট হয়।

২৯। অনন্তশ্চাস্মি নাগানাম্ বরুণো যাদসামহম্

পিতৃণাম্ অর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতাম্ অহম্।

অন্তরঃ ১ অহম নাগানাম্ অনন্তঃ চ যাদসাম্ বরুণঃ অস্মি  
চ, পিতৃণাম্ অর্যমা সংযমতাম্ যমঃ অহম্ অস্মি।

পদচ্ছেদঃ ১ অনন্তঃ চ অস্মি নাগানাম্ বরুণঃ যাদসাম্  
অহম্ পিতৃণাম্ অর্যমা চ অস্মি, যমঃ সংযমতাম্ অহম্।

কঠিন শব্দ ১ পিতৃগণ—অগ্নিঋত, ধোম্য বা সৌম্য,  
হবিষ্মান, উষ্মপাঃসুকালী, বহিষৎ ও আজ্যপা )। এ তালিকায়  
কিন্তু অর্যমার নাম নাই। বেদে অর্যমার স্তুতি আছে।  
সংযমঃ=নিয়ামক গণের ভিতর। যাদসাম=জল দেবতা-  
গণের ভিতর।

অনুবাদ ১ নাগগণের ভিতর ( তাহাদের রাজা ) আমি  
অনন্ত, জলদেবতাগণের ভিতর ( তাহাদের অধিপতি ) আমি  
বরুণ, পিতৃগণের ভিতর আমি অর্যমা ও নিয়ামক গণের ভিতর  
আমি যম।

১ সর্পে বিষ থাকে, নাগে থাকে না। অনন্ত বা শেষের উপর  
প্রলয়ে ভগবান শয়ন করেন। যম নিয়ন্তা। এই ভাবে যে তিনি  
পাপপুণ্যের বিচার করিয়া দণ্ড পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন ;  
যমের দরবারে কোনও পক্ষপাতিত্ব হয় না।

স্বামানুজ ১ সর্প একশির বিশিষ্ট ও নাগ বহুশির  
বিশিষ্ট। অনন্ত অগ্নিবর্ণের ও বাসুকি হরিদ্রাবর্ণের।

গিরীন্দ্র ১ সর্প, নাগ, ইহারা জাতি। সর্পজাতি বহু



পূর্বের উচ্চিন্ন হইলেও, ভারতে নাগগণ বহুদিন যাবৎ রাজ্য করিয়াছিল। অন্ধ্ররাজ শালিবাহন নাগ জাতীয় ছিলেন। এখনও নাগ উপাধি দেখা যায়।

**গোব্রেন্‌কা :** পিতৃগণ—স্বকাল, আগ্নিরস, সূর্য্য  
সোমপা, বৈরাজ, অগ্নিষাত্রা ও বর্হিষদ ( হরিবংশ ) ; শিবপুরাণে  
কব্যবাহ, অনল, সোম, অর্য্যমা বর্হিষদ

**ব্যোমব্রহ্ম :** পিতৃলোকদের ভিতর অর্য্যমা সূর্য্যালোক।

বরুণ জলজন্তুগণের অধিপতি

৩০। প্রহ্লাদ শ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্  
মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রোহং বৈনতেয়শ্চপক্ষিণাম্।

**পদচ্ছেদ :** প্রহ্লাদঃ চ অস্মি দৈত্যানাম্ কালঃ  
কলয়তাম্ অহম্ মৃগাণাম্ চ মৃগেন্দ্রঃ অহম্ বৈনতেয়ঃ চ  
পক্ষিণাম্।

**অনুব্র :** অহম্ দৈত্যানাম্ প্রহ্লাদঃ চ, কলয়তাম্  
কালঃ অস্মি চ মৃগাণাম্ মৃগেন্দ্রঃ; পক্ষিণাম্ বৈনতেয়ঃ অহম্।

**কঠিনশব্দ :** কলয়তাম্ = সময়ের হিসাব যাহারা  
রাখে, অর্থাৎ কত সময় অতীত এবং কোন সময়ে কি ঘটবে, ইহা  
যাহারা গণনা করে, তাহাদের মধ্যে ; অথবা জীবনের পরিমাপক  
যাহারা তাহাদের ভিতর।

**অনুবাদ :** দৈত্যদিগের ভিতর আমি প্রহ্লাদ, সময়ের  
হিসাব যাহারা রাখে, বা জীবনের পরিমাপক যাহারা, তাহাদের

ভিতর আমি কাল ; পশুগণের ভিতর আমি পশুরাজ সিংহ ও  
পক্ষীগণের ভিতর আমি বিনতানন্দন গরুড় ।

কলয়তাম=যাহারা গ্রাসকারী (কলয়ৎশব্দ হইতে) ;  
অথবা সকলকেই বশীভূত করে, সকলেরই দিন গণনাকরে যাহারা,  
বা ঘটনাসমূহ, কখন কোন্টা হইবে বা হইয়াছে, বলিয়া দেয়  
যাহারা (ভিলক) । গণনাকারীদিগের মধ্যে ; (শঙ্কর) ;  
বশকারী (শ্রীধর বলদেব বিশ্বনাথ), কালের বশে সকলেই  
অবস্থান করে । অনর্থ প্রাপ্তি করাইবার ইচ্ছায়, যাহারা জীবের  
আয়ুর্গণনা করে (রামানুজ) । গ্রাসকারী (গিন্ধীন্দ্র, ৩৩ শ্লোকের  
কাল=সময়) । কাল=অয়ুষ্কাল । ঘটনা সমূহের সংখ্যাকারী  
(কৃষ্ণানন্দ) ঘটনার পর ঘটনায় আমাদের মনে জ্ঞান-ক্রিয়ার  
ধারা চলিতে থাকে, তাহা হইতে কালের ধারণা উৎপন্ন  
হয় এবং সেকেন্ড মিনিট, ঘণ্টা দিয়া তাহার পরিমাণ করি ;  
অনন্ত ভাবে এ ধারা চলিতে থাকে । গ্রাসকারী, সকল গ্রাস-  
কারীদিগের মধ্যে, কালই সব কিছু গ্রাস করে, অগ্নিও নহে ।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য : কাল=যাহা আদি অন্ত রহিত  
যাহা সকলের শেষ যাহা সর্বব জীবের পরাভব কারী ।

ষ্যোমভ্রম্ম : কলয়ৎ=প্রেরক, বিনাশক, পরিরক্ষক

রামদয়াল : দিব্যরাত্রি, পক্ষ, মাস ঋতু উত্তরায়ণ,  
দক্ষিণায়ণ, বৎসর—এইরূপে কালের গণনা হয় ; অনন্তকাল  
যাহা তাহাই আমি । সকলের দিন গণনা করে কাল ।...ভগবান,  
গণনাকারীদিগের মধ্যে কাল ।



Telang. কাল = Counts the number of men's sins ( Ramanuja ), Divided into years, months etc. ( Sridhara ).

মঞ্চ : কাল = Omniscient, কাল comes from the root কল which has very many senses.

Chidbhanananda. কাল = The great and unfailing recorder of the appearance, stay, and disappearance of the things and beings in the universe

৩১। পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভূতামহম্

বায়ুনাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহুবী। ৩১।

পদচ্ছেদ : পবনঃ পবতাম্ অস্মি রামঃ শস্ত্রভূতাম্ অহম্।  
বায়ুনাং মকরঃ চ অস্মি স্রোতসাম্ অস্মি জাহুবী।

অনুবাদ : অহম্ পবতাম্ পবনঃ শস্ত্রভূতাম্ রাম অস্মি চ  
বায়ুনাং মকরঃ অস্মি, স্রোতসাম্ জাহুবী অস্মি।

কঠিন শব্দ : পবতাম্ = বেগবানদিগের ভিতর ; পবিত্র  
কারীদিগের ভিতর। শস্ত্রভূতাম্ = শস্ত্রধারীদিগের ভিতর।  
বায়ুনাং = মৎস্যদিগের ভিতর। মকরশ্চাহুজর। স্রোতসাম্ =  
নদী সমূহের ভিতর।

অনুবাদ : বেগবান দিগের ভিতর ( অথবা পবিত্র  
কারীদিগের ভিতর ) আমি বায়ু, শস্ত্রধারীগণের মধ্যে আমি-বায়ু

মৎস্যগণের ভিতর আমি মকর, ও নদী সমূহের ভিতর আমি গজা ( হই ) ।

হাঙ্গর, শক্তিতে ও থাকারে অতিবিশিষ্ট; যদি চ উহাও মাহ, অন্য মাছেদের সহিত তুলনায় মনে হইবে যেন ভগবানের একটু তাক্ লাগান গুণ ইহাতে আসিয়াছে। বিভূতি এই কথাটা মনে আসিলেই, ভগবানও স্মরণ পথে আসিবেন। বিভূতি বিশিষ্ট জীবজন্তু, নদী, পর্বতাদির আলোচনার, ইহাই সার্থকতা। হাঙ্গরকে ভগবান ভাবিতে বলা হইতেছে না। রাম অর্থে পরশুরাম কি বলরাম, কি রাবণারি রাম, বোঝা গেল না। রাবণারি রাম বিশিষ্ট অবতাররূপে বর্ণিত হন। রাম অর্থে রাবণারি রাম ধরিলে অন্তায় হইবে না, কারণ অবতারত্ব আলোচিত হইতেছে না; বিভূতি, যাহা এখানে অন্ত্রচালন নিপুণতা, তাহা আলোচিত হইতেছে।

৩২। সর্গাণামাদিরন্তুচ মধ্যং চৈবাহমর্জ্জুন

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদ প্রবদতামহম । ৩১

পদচ্ছেদ : সর্গাণাম্ আদিঃ অন্তঃ চ মধ্যম্ চ এব অহম্ অর্জ্জুন, অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্ বাদঃ প্রবদতাম্ অহম্ ।

অন্তরঃ : অর্জ্জুন, সর্গাণাম্ আদিঃ অন্তঃ চ মধ্যম্ চ অহম্ এব অহম্ বিদ্যানাম্, অধ্যাত্মবিদ্যা প্রবদতাম্ বাদঃ ।

কঠিনশব্দ : সর্গাণাম্ = যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে তাহাদের । আদি অন্ত মধ্য = উৎপত্তি বা সৃষ্টি কর্তা, অন্ত = শেষ বা সংহর্তা, মধ্য = মাঝখান, অর্থাৎ স্থিতি বা পালনকর্তা ।



অধ্যাত্ম বিজ্ঞা = আত্মজ্ঞান, অর্থাৎ যে বিজ্ঞা = মন বুদ্ধি দেহ ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত যে “আমি” সে আমি কে, ও ব্রহ্মের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ ইত্যাদি বলিয়া দেয়। ‘বাদ’,—“যে প্রকারেই হউক জিতিব” এইরূপ জিদ ত্যাগ করিয়া সত্য নির্ণয়ের জন্য যে বাদানুবাদ বা বিচার করা হয় তাহার নাম ‘বাদ’। (চতুর্দশ বিজ্ঞা = চারি বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত ও ছন্দ, মাংসাংসা, ঞায়, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ)। প্রবদতাম = তর্কের প্রণালী সমূহের বা তর্ককারীদের ভিতর।

অনুবাদ : অর্জুন যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদের উৎপত্তি বা সৃষ্টি কর্তা, শেষ বা সংহর্তা এবং মধ্য অর্থাৎ স্থিতি বা পালন কর্তা, আমি। বিজ্ঞা সমূহের ভিতর আমি অধ্যাত্ম বিজ্ঞা ( উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ) এবং তর্কের প্রণালীতে আমি ‘বাদ’। ( ইহা উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে )।

স্বামদস্বাল : দেহকে অধিকার করিয়া যিনি আধিপত্য, তাঁহাকে অধ্যাত্ম বলে, অর্থাৎ আত্মা ; যে বিজ্ঞা দ্বারা আত্মাকে জানা যায়। অধ্যাত্মবিজ্ঞা, ব্রহ্মবিজ্ঞা, আত্মবিজ্ঞা, এই গুলি এক কথা। মধুসূদন : অধ্যাত্মবিজ্ঞা = মোক্ষের হেতুভূত আত্মতত্ত্ব জ্ঞান।

গোয়েন্কা : অধ্যাত্মবিজ্ঞার বা ব্রহ্মবিজ্ঞা যাহা আত্মার সহিত সমন্বিত, যাহা আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করে ও যাহার প্রভাবে অনায়াসে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইতে পারে।

ব্যোমব্রহ্ম : অধ্যাত্ম = আত্মার বিষয়ে জ্ঞান।

কীধন : আত্মজ্ঞান । ( তর্কের অন্যান্য প্রণালীঃ—

বিতণ্ডা=স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার বিশেষ চেষ্টা না করিয়া কেবল প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন । জল্প=যে প্রকারেই হউক নিজের মত প্রতিষ্ঠা করা ) ।

মন্ত্র : অধ্যাত্ম বিজ্ঞা Knowledge of the Lord as the Ruler and Master of the souls.

৩৩ । অক্ষরাণামকারোহস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্ত চ

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ । ৩৩।

পদচ্ছেদ : অক্ষরাণাম্ অকারঃ অস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্ত চ, অহম্ এব অক্ষরঃ কালঃ ধাতা অহম্ বিশ্বতোমুখম্ ।

অন্বয় : অহম্ অক্ষরাণাম্ অকারঃ চ, সামাসিকস্ত দ্বন্দ্বঃ অস্মি অক্ষয়ঃ কালঃ বিশ্বতোমুখঃ ধাতা অহম্ এব অস্মি ।

কঠিন শব্দ : সামাসিকস্ত = সমাসের ভিতর । অকার স্বরবর্ণের প্রথম বর্ণ, স্বর বর্ণের নামর্থ্য বিনা ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারিত হয় না । দ্বন্দ্ব সমাস, ইহার সকল পদ সমান গুরুত্বপূর্ণ । কাল—কালের ধারা কখন থামিবে না ( ইহা আয়ুকাল নহে ) অথবা, কাল = মহাকালও হইতে পারে । বিশ্বতোমুখ = বিরাট স্বরূপ = ভগবানের চক্ষু সমন্বিত মুখ, সকল দিকে ঘেঁষে রহিয়াছে, তিনি সব কিছু দেখিতে পান এবং বিধাতা ভাবে তাঁহার বিধান পরিবর্তিত রাখেন ; অথবা যে কোন স্থানে যে কোন দিক হইতে তাঁহার পূজা করা হউক, তিনি তাহা পান ও ফলপ্রদান করেন ( ৯।২৫ ) । একজন টীকাকার বলিয়াছেন, সমাস = মন্তব্য



কথনের জন্য গুরুশিষ্যের একত্র অবস্থান; এই একত্র অবস্থানে যে অর্থ সমূহ জানা যায়, তাহা সামাসিক ; সামাসিক মধ্যে দ্বন্দ্ব=নিগূঢ় রহস্য । ধাতা=বিধাতা, ফলপ্রদান কর্তা, ধারণ ও পোষণ কর্তা । ( ঔ = অ + উ + ম ইহারও প্রথম অক্ষর অ ) ।

অনুবাদ : অক্ষর সমূহের ভিতর আমি 'অ'কার, সমাস সমূহের ভিতর আমি দ্বন্দ্ব সমাস, আমিই কাল ( বা মহাকাল ) বাহ্য ক্ষয়হীন বা শেষহীন ; আমি ধাতা অর্থাৎ ধারণ ও পোষণ কর্তা ও ফলপ্রদান কর্তা, আমি সেই, যিনি 'বিরাট', ষাঁহার চতুর্দিকে মুখ রহিয়াছে ।

শ্রীধর : “বশকারকদিগের মধ্যে আমি কাল” । এই বাক্যে আয়ুর্গণনার উপায় সম্বৎসর শতবর্ষাদি আয়ুঃস্বরূপ কাল কথিত হইয়াছে, তাহা আয়ুঃক্ষয় পাইলে ক্ষয় পায়, কিন্তু এখানে প্রবাহরূপ ক্ষয়শূন্য কালের বিষয় বলা হইয়াছে ; ইহাই উক্ত বাক্যের পার্থক্য ।

Chidbhanvananda. Time itself is beginningless and endless, not like days and hours.

রামদয়াল : আয়ুর্গণন কালের কথা পূর্বের বলিয়াছি, ইহা আয়ুঃক্ষয়ে ক্ষয় হয়, কিন্তু এখানে বলিতেছি অক্ষয় কাল জীবন আমি ।

কাল = সঙ্কর্যণের মুখের কালাগ্নি ( বলদেব ) : মহাকাল রুদ্র ( বিশ্বনাথ ) ; কলা মুহূর্তাদি বিভাগীকৃত অবিনাশী কাল আমি ( রামানুজ ) ।

ব্যোমভ্রম : সমাস সমূহের আদি কারণ মিলন, এ অর্থও হয়। খাতা রক্ষাকর্তা।

শঙ্কর : কালের আর এক অর্থ, কালের কাল পরমেশ্বর।

মধুসূদন : অনিত্যকাল জীবিতাদির পরিমাণই তথায় বিবক্ষিত, আর এখানে কাল পদের অর্থ মহাকাল—পরমেশ্বর।

গোয়েন্দকা : কালের তিন ভেদ ( ১ ) সময় বাচক কাল ( ২ ) মহাপ্রলয়ের পরে, যে সময় প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় থাকে, তাহাই প্রকৃতিরূপী কাল ( ৩ ) নিত্য শাস্ত্রত বিজ্ঞানানন্দ যন পরমাত্মা।

৩৪। মৃত্যুঃ সর্ববহরশ্চাহমুদ্ববশ্চ ভবিষ্যতাম্

কীর্তিঃ শ্রীবাক্ চ নারীগাং স্মৃতি মেধা ধৃতিঃ কমা। ৩৪

পদচ্ছেদ : মৃত্যুঃ সর্ববহরঃ চ অহম্ উদ্ববঃ ভবিষ্যতাম্

কীর্তিঃ শ্রীঃ বাক্ চ নারীগম্ স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ কমা।

অনুবাদ : অহম্ সর্ববহরঃ মৃত্যুঃ চ ভবিষ্যতাম্ উদ্ববঃ চ নারীগাম্ কীর্তিঃ শ্রীঃ বাক্ স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ চ কমা।

কঠিনশব্দ : সর্ববহরঃ = সর্বগ্রাসী। ভবিষ্যতাম্ উদ্বব = ভবিষ্যতের উৎপত্তি বা অভ্যুদয়। ভবিষ্যতে উৎপত্তিশীলদিগের মধ্যে আমি উৎপত্তিস্থান।

অনুবাদ : সর্বগ্রাসী মৃত্যু ও আমি, ভবিষ্যতের অভ্যুদয় বা তাহার কারণ বা কর্তা তাহাও আমি। নারীগণের ভিতর কীর্তি, শ্রী বাক্ স্মৃতি মেধা ধৃতি ও কমা আমি।

এই নারীগণ, হাঁহারা ধর্মের পত্নী ও নানাগুণ যুতা হওয়ার



অতি শ্রেষ্ঠা ও সার্থকনামা বলিয়া কথিত হন। যদি বাক্ শব্দের অর্থ মিষ্ট বাক্ ধরা হয়, তাহা এইগুলি নারীগণের স্বহীন্য গুণ, ও আমি ঐ নাম সকলের গুণগুলি, এই অর্থ করা বাইতে পারে।

ধর্মের দশপত্নী ও দশের দশকন্যা, কীর্তি, লক্ষী, ধৃতি মেধা পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, মতি, পুরাণে পাওয়া যায়; উপরি উক্ত নাম গুলির সহিত এ নামগুলি সম্যক মেলে না। চিন্তামণি বলেন, দক্ষ কন্যা স্মৃতি মেধা কীর্তি ধর্মেরপত্নী, কমা পুলহ পত্নী। ভৃগুকন্যা ক্রী বিষু পত্নী, ব্রহ্মার কন্যা বাক্ নারায়ণের পত্নী ইত্যাদি; তবে একাধিক লোকের নাম এক হয়।

সর্বহর—ধন ও প্রাণ দুই প্রকারের নাশ মৃত্যু করে বলিয়া সর্বহর (শঙ্কর); মৃত্যু জীবনের শোক দুঃখ পাপ তাপ সকলই শেষ করিয়া দেয়; এ জীবনের সকল কথা ভুলাইয়া দিয়া নূতন জীবন আরম্ভ করার সুযোগ করিয়া দেয় (চিন্তামণি)।

স্বামদস্যাল : জীবগণ পরস্পর পরস্পরকে সংহার করে; সংহারকদিগেরও মৃত্যু আমি বিধান করি, তাই সর্বহর। প্রলয়ে সমস্ত নাশ করি, তাই সর্বহর....ধার্মিকের দিগদেশ খ্যাতি, তাহাই কীর্তি : ধর্ম অর্থ কাম সম্পত্তি হেতু যে শরীর শোভা, তাহাই ক্রী; সর্বার্থ প্রকাশিনী যে সংস্কৃত বাণী, তাহা বাক্; পূর্বানুভূত অর্থ স্মরণ শক্তির নাম স্মৃতি। বহু শ্লোকার্থ ধারণার শক্তিকে মেধা বলে। রোগাদি দ্বারা অবসন্ন হইলেও

চাপল্য নিবারণ করিয়া প্রিয়বস্তুতে চিত্ত রাখিবার শক্তি তাহাই  
বৃত্তি। হর্ষ বিষাদেও যে অবিকৃত চিত্ততা, তাহাই ক্ষমা।  
সামদয়ালের অর্থ সমূহের মত। মধুসূদনেরও অর্থ।

৩৫। বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দ সামহম্।

মাসানং মার্গশীর্ষোহথতুণাং কুশ্মাকরঃ

পদচ্ছেদ : বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসাম্ অহম্  
মাসানাম্ মসর্গীর্ষঃ অহম্ ঋতুণাম্ কুশ্মাকরঃ।

অন্বয় : তথা অহম্ সাম্নাং বৃহৎসাম ছন্দসাম্ গায়ত্রী,  
মাসানাম্ মার্গশীর্ষঃ ঋতুণাম্ কুশ্মাকরঃ অহম্।

কঠিন শব্দ : সাম্নাং = সামবেদোক্ত সামসমূহের মধ্যে।  
ছন্দসাম্ = ছন্দ বিশিষ্ট মন্ত্রসমূহের মধ্যে। মার্গশীর্ষ = অগ্রহায়ণ  
কুশ্মাকর = বসন্ত ঋতু। বৃহৎসাম্ = ইন্দ্রস্তুতিরূপ ঋক নামে  
পরিণত। শতপথ ব্রাহ্মণে গায়ত্রীর ইতিহাস আছে, বাহু-  
লাভয়ে এখানে দেওয়া হইল না। পূর্বে, বৎসর অগ্রহায়ণ  
হইতে আরম্ভ হইত, মার্গশীর্ষ নক্ষত্রে বৎসরে আরম্ভ নক্ষত্র বলা  
হইত। ছন্দঃ—গায়ত্রী, উষিণ্য অনুষ্টিপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টিপ,  
জগতী। গায়ত্রী ষড়ক্ষরা বৃত্তি, ইহাই আদিবৃত্তি, কারণ ছয়  
অপেক্ষা কম অক্ষরের, ছন্দে প্রয়োগ নাই।

অনুবাদ : আমি সামসমূহের মধ্যে বৃহৎ সাম নামক সাম,  
ছন্দ বিশিষ্ট মন্ত্র সমূহের মধ্যে গায়ত্রী, মাসগুলির মধ্যে  
অগ্রহায়ণ, ঋতু গুলির মধ্যে বসন্ত ঋতু। (বৃঃ ১।১৪।১-৭; ছাঃ ৩।১২)

ব্যোমজ্ঞান : ছান্দোগ্যে দশবিধ সামের উল্লেখ আছে—



গায়ত্রী, রমন্তর, বাগদেব, বৃহৎ, বৈরূপ, বৈরাজ, শঙ্করী বৈবর্তী, যজ্ঞায়জ্ঞীয়, রাজন।

( অগ্রহায়ণ মাস, না অধিক শীত, না অধিক গ্রীষ্ম, ও নৃত্য ধাতু বা কাস্তুক প্রভৃতি শাক উৎপন্ন হয়।

বসন্তুখাতু সুরভি পুষ্প ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন, যজ্ঞাদি আধান ; জ্যোতি নামক যজ্ঞ ইত্যাদি,—মধুসূদন )

মধুসূদন : “ত্বগিদ্ধি হবামহে” এই ঋকটি লইয়া যে গীতিবিশেষ, তাহা বৃহৎসাম, ইন্দ্রের স্তুতি। মধুসূদন গায়ত্রীছন্দ বৃহৎ সাম ইত্যাদি আলোচনা করিয়াছেন।

৩৬। দ্যুতং ছলয়তামগ্নি তেজস্তেজস্বিনামহম্

জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ৩৬।

পদচ্ছেদ : দ্যুতম্ ছলয়তাম্ অগ্নি তেজঃ তেজস্বিনাম্ অহম্, জয়ঃ অগ্নি ব্যবসায়ঃ অগ্নি, সত্ত্বম্ সত্ত্ববতাম্ অহম্।

অন্তর : অহম্ ছলয়তাম্ দ্যুতম্ তেজস্বিনাম্ তেজঃ অগ্নি অহম্ জয়ঃ অগ্নি, ব্যবসায়ঃ সত্ত্ববতাম্ সত্ত্বম্ অগ্নি।

কঠিন শব্দ : দ্যুতং দুর্লয়তামগ্নি = বুদ্ধিতে ঠকাইয়া জয়লাভ করা যায়, এরকম ক্রীড়া সমূহের মধ্যে আমি পরাধীন রাখিয়া পাশা খেলা ; ইহাতে অত্যন্ত কৃট বুদ্ধি চাই। ছন্দ নাকারীদের পাশা খেলা ( শঙ্কর )। ব্যবসায় = অধ্যবসায় সত্ত্ববতাম্ = সাংসারিকগণের মধ্যে। কেহ অর্থ করেন, পদার্থ বলিয়া যাহাদের কিছু আছে, সেই পদার্থ আমি ; যাহার শূন্যগর্ভ, তাহাদের অপদার্থ বলা হয়। কেহ সত্ত্ব শব্দের

( ১০৩৬ )

৮৩

করেন, ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য স্বরূপ সত্ত্ব গুণের কার্য্য !  
(এখনও horse rule এবং অনেক সময়ে larceny তে আইনে  
অনুমতি পাওয়া যায় ) ।

অনুবাদ : বুদ্ধিতে ঠকাইয়া জয়লাভ করা যায় এরকম  
ক্রীড়া সমূহের মধ্যে আমি পাশা খেলা ; তেজস্বিদিগের মধ্যে  
তেজ আমি ; জয় আমি, অধ্যবসায় আমি বা উত্তম শালীদের  
উত্তম আমি, সাংখ্যিকগণের সত্ত্বগুণ আমি ।

ঠকান খেলা এমন কিছু ভাল জিনিষ নয়, শ্রদ্ধা উৎপাদক  
মোটেই নয় । তবে ইহাদের মধ্যে পাশা খেলায় খুব ধৈর্য্য,  
খুব একাগ্রতা, খুব বুদ্ধির প্রয়োজন হয় । ঐরূপ বুদ্ধি ইত্যাদি  
নির্দেশক বলিয়া বিভূতি নাম পাইয়াছে ; সম্মান বা পুজার  
ভাব মোটেই ইহাতে নাই ।

Gandhi — Bhida Shastri translates 'I am  
the gamble of the deceiver, i.e. I deceive the  
deceiver.

Krishna Prem. Even in the greatly wicked,  
we feel His presence compelling wonder, even  
admiration, inspite of all the protests of our  
moral nature-

G. S. Vaidya. It this speaks of the time  
when the অক্ষ্যাকার was one of the eleven Jewels



of a King, and when the game of dice was a necessary part of the Ragasurya celebration.

মধুসূদন : অর্থ করেন, যাহারা প্রবঞ্চনারূপ ছল করে, তাহাদের সম্বন্ধে আমি অক্ষত্রীড়াদি রূপ সর্ববিশ্বাপহারক দ্যুত স্বরূপ, অর্থাৎ পরস্পর প্রবঞ্চকগণের দ্যুত রূপ।

স্বামানুজ : ছল যাহারা করে, তাহাদের আশ্রয় সমূহের ভিতর পাশা খেলা আমি।

জ্ঞানেশ্বরী : ছলে যাহা কুশল, তাহার ভিতর আমি পাশা খেলা, সেই জন্ত যদিচ পাশা খেলা খোলা খুলি ভাবে চুরি, তথাপি তাহা নিবারণ করা উচিত নয়।

ব্যাগম্ভক : প্রতারকদিগের ছল ক্রীড়া (শঠতা ইত্যাদি)।

ভক্তি প্রদীপ : of the cheats, I am the gambler.

৩৭। বৃষ্ণীনাম্ বাসুদেবঃ অস্মি পাণ্ডবানাম্ ধনঞ্জয়ঃ

মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ।

পদচ্ছেদ : বৃষ্ণীনাম্ বাসুদেবঃ অস্মি পাণ্ডবানাম্ ধনঞ্জয়ঃ, মুনীনাম্ অপি অহম্ ব্যাসঃ কবীনাম্ উশনা কবিঃ।

অন্বয় : বৃষ্ণীনাম্ বাসুদেবঃ পাণ্ডবানাম্ ধনঞ্জয়ঃ মুনীনাম্ ব্যাসঃ কবীনাম্ উশনা কবিঃ অপি অহম্ অস্মি।

কর্তিন শব্দ : কবি = কবিতা লেখক, বা নীতি বিজ্ঞান

( ১০।৩৭ )

১০—৮৫

রচয়িতা সূক্ষ্মার্থদর্শী, ক্রান্তদর্শী ( মধুসূদন ), ত্রিকালদর্শী ( শঙ্কর ) ।

অনুবাদ । আমি বৃষ্ণী বংশীয়দিগের মধ্যে ( বাসুদেব পুত্র ) বাসুদেব ( শ্রীকৃষ্ণ ), পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয় ( অর্জুন ) মুনিগণের মধ্যে ব্যাস আমি এবং কবিগণের ( বা নীতিবিজ্ঞান রচয়িতা বা সূক্ষ্মার্থদর্শীগণের মধ্যে উশনা ( শুক্রাচার্য্য ) হই ।

বাল্মীকির কথা কেন বলা হয় নাই ? তবে কি গীতা রচনার সময়ে বাল্মীকির রামায়ণ চলিত হয় নাই । শুক্রাচার্য্যের বিশেষ এমন কি কার্য্য আছে “হয়তো যাহা ছিল তাহা এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । হয়তো বাল্মীকির পূর্বের কবি বলিয়া কারণ শুক্রাচার্য্য সভ্যযুগের এবং বাল্মীকি ( ত্রেতাযুগের ) শুক্রাচার্য্যের নাম করা হইয়াছে । বা হয়তো কবি অর্থে সূক্ষ্মার্থদর্শী বা নীতি বিজ্ঞানবিৎ ; এই অর্থই ঠিক মনে হয়, কারণ শুক্রাচার্য্য নীতিবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বৃহস্পতি হইতেও শ্রেষ্ঠ বলা হয় ।

ধনঞ্জয় ও বাসুদেব, নর নারায়ণ, সেই জন্ম এই দুই জনের নাম একসঙ্গে করা হইয়াছে । তাহা ছাড়া, অর্জুন অনেকাংশে যুধিষ্ঠির হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সেই জন্ম যুধিষ্ঠিরকে ছাড়িয়া অর্জুনের নাম করা হইয়াছে । ( কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি বলায় অর্থ হয় না, হয়তো এখানে বাসুদেব অর্থে বলরাম । শ্রীকৃষ্ণই মূল, আর সব তাঁহার বিভূতি ।



১০-৮৬

( ১০।৩৮ )

বলদেব ও বিশ্বনাথ : বাসুদেব = বাসুদেবভনয়  
সঙ্কর্ষণ ।

স্বামানুজ : শ্রীকৃষ্ণকে বিভূতি বলা হয় নাই, বাসুদেবের  
পুত্র হওয়াকে বিভূতি বলা হইয়াছে, ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ  
বৃষ্টিবংশীয় বাসুদেবে হইয়াছে, বলিয়া, তাঁহাকে বিভূতি বলা  
হইয়াছে, নতুবা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ।

স্বামদত্তাল : ২৮ জন ব্যাস নহেন, এক ব্যাসই বহুবার  
জন্মিয়াছেন ।

গিরীন্দ্রশেখর, উৎসাহচিত্ত বলিয়া খ্যাত এইরূপ  
অনেকগুলি শ্লোক দিয়াছেন ।

ব্যোমব্রহ্ম : ব্যাস, যোগ কথক । পুষ্যানাঙ্গি গীতা  
ব্রহ্মপুত্র রচয়িতা । বেদ বিভাজক

Modi. যে নাম কৃষ্ণের সম্বোধনে ব্যবহৃত হইয়াছে,  
অধ্যায় অনুযায়ী তাহার তালিকা দিয়াছেন ।

৩৮ । দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্

মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাম্ জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্

পদচ্ছে : দণ্ডঃ দময়তাম্ অস্মি নীতিঃ অস্মি  
জিগীষতাম্, মৌনং চ এক অস্মি গুহ্যানাম্ জ্ঞানং জ্ঞানবতাম্  
অহম্ ।

অন্বয় : চ দময়তাম্ দণ্ডঃ অস্মি জিগীষতাম্ নীতিঃ অস্মি  
গুহ্যানাম্ মৌনঃ অস্মি জ্ঞানবতাম্ জ্ঞানম্ অহম্ এব ।

কঠিন শব্দ : দময়তাম্ = দমন কারিগণের । বিনা দণ্ডে,

সত্যসত্যই যাহারা অসৎ লোক, তাহাদিগকে দমন করা যায় না ;  
যষ্টি দ্বারা প্রহারও এই দণ্ডের ভিতর গণিত । নীতি=যাহা  
জয়কে কলঙ্ক শূন্য ও সার্থক করে ; অথবা নীতির অর্থ সামদান  
দণ্ড ভেদ. বা বুদ্ধি বা কার্যকৌশল । মৌনতা=কোন বিষয়  
গোপন রাখিতে হইলে তাহার সম্বন্ধে কথা বার্তা না বলা উচিত,  
অর্থাৎ মৌনতা বা বাকসংযম অবলম্বন করা উচিত ।

অনুবাদ : আমি দমন কারিগণের দণ্ড, জয়েচ্ছুগণের  
নীতি ( উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ) । গোপনীয়তায় মৌনতা ও  
জ্ঞানিগণের জ্ঞান আমি ।

মধুহৃদন : জ্ঞান=আত্মতত্ত্ব, শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের  
পরিপক্বতা হইতে অদ্বিতীয় আত্মার সাক্ষাৎকাররূপ যে জ্ঞান  
উৎপন্ন হয়, যাহা সকল প্রকার অজ্ঞানের নাশক । মৌন=যে  
চুপ করিয়া থাকে, তাহার অভিপ্রায় জানা যায় না ।

৩৯ । যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন

ন তদস্তি বিনা যঃ শ্রাময়া ভূতং চরাচরম্ । ৪০।

পদচ্ছেদ : যৎ অপি সর্বভূতানাম্ বীজম্ তৎ অহম্  
অর্জ্জুন ন তৎ অস্তি বিনা যৎ শ্রাৎ ময়া ভূতম্ চর-অচরম্ ।

অন্বয় : চ অর্জ্জুন যৎ সর্বভূতানাম্ বীজম্ তৎ অপি  
অহম্, তৎ চরাচরম্ ভূতম্ ন অস্তি যৎ ময়া বিনা শ্রাৎ ।

কঠিন শব্দ : বীজ=মূলকারণ । উৎপত্তি কারণ ( শব্দ ) ।

অনুবাদ : অর্জ্জুন যাহা কিছু ( জীব বা বস্তু সমূহের )  
মূলকারণ, তাহা আমি । চরাচরে ( জঙ্গম ও স্থাবরে ) এরূপ



: কিছু নাট, বাহা আগা ব্যতীত হইতে পারে। ( সমস্তই আমা হইতে জাত, বা সমস্ততে আমি আছি )।

মধুসূদন : সমস্ত জীবগণের প্রবোধের অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ স্বরূপ মায়োপাধিক চৈতন্যস্বরূপ যে বীজ।

রামানুজ : প্রথমেই বলা হইয়াছে অহমাত্মা গুড়াকেশ, সর্বভূতাত্মস্থিত। তাৎপর্য্য এই, সকল অবস্থায় স্থিত, সকল বস্তু মাত্র তাহাদের আত্মারূপ আগা-পরমেশ্বরে যুক্ত।

রামদয়াল : আমি আগার ময়া দ্বারা জগৎ সৃজন করিয়াছি। বীজ মধ্যে ঘেরূপ বৃক্ষ থাকে, সেইরূপ মায়োপাধিত চৈতন্যে এই জগৎ লুক্কাইত ছিল।

৪০। নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাম্ বিভূতীনাং পরম্পদ

এষ তুদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতেবিস্তিরো ময়া।

পদচ্ছেদ : ন অন্তঃ অস্তি মম দিব্যানাম্ বিভূতীনাং পরম্পদ, এষ তু উদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ বিভূতেঃ বিস্তরঃ ময়া।

অম্বর : পরম্পদ, মম দিব্যানাম্ বিভূতীনাং অন্তঃ ন অস্তি এষঃ তু ময়া বিভূতেঃ বিস্তরঃ উদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ।

কঠিন শব্দ : উদ্দেশ্যতঃ = সংক্ষেপে।

অনুবাদ : হে পরম্পদ ( বা শত্রুতাপন ) অর্জুন, আমার আলোকক ( বা জাজ্বল্যমান বিভূতি সমূহের শেষ নাই। সেই জন্ম এই অতি বিস্তৃত বিভূতির বিষয় আমি কর্তৃক অতি সংক্ষেপে কথিত হইল।

ভগবানের এইরূপ ভাবে ফুটিয়া উঠা মহিমার অন্ত নাই, এর

( ১০৪০ )

৮৯

বিশ্ব চরাচরে যেখানে যেখানে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারও  
অন্ত নাই। সংখ্যার দ্বারা তাহা গণিয়া উঠা যায় না।

ভগবান বিভূতির দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে যে জড় ও চেতন বস্তু ও  
ভাব ও ক্রিয়াদির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মোটামুটি যে যে  
শ্রেণীতে পড়ে তাহা—চেতন, জড়, ভাব দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যক  
প্রাণী। যথা, ভাবের উদাহরণ—বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, কমা  
মতা, দম, শম, সুখ দুঃখ ভব, অভাব, ভয়, অভয়, অহিংসা  
মমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ, অযশ, প্রভব, জয়, ব্যবসায়, সম্ব,  
জ্ঞান, মৌন, নীতি, ইত্যাদি।

দেবতার বা যাহারা দেববৎ তাহাদের ভিতর পড়ে বিষ্ণু,  
শিব, মরীচি, মনু, শশী, বাসব, শঙ্কর বিজ্ঞেশ, পাবক, বৃহস্পতি,  
কাল, ভৃগু নারদ, চিত্ররথ, কপিল, কন্দর্প বাসুকি অনন্ত, বরুণ,  
আর্য্যামা, রুদ্র ষম, কাল, মৃত্যু, কার্ত্তি, শ্রী বাক, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি  
ক্যা ইত্যাদি।

জড়ের ভিতর পড়ে মেরু সাগর হিমালয় অশ্বখ, ইত্যাদি।

তির্য্যক দিগের ভিতর পড়ে—উচ্চৈঃশ্রদ্ধা, ঐরাবত,  
কামধুক, বৈলতেয়, হাজর, যুগেন্দ্র ; ইত্যাদি।

মনুষ্যদিগের ভিতর রাম, কৃষ্ণ নরাধিপ, ভৃগু, উশনা, ধনঞ্জয়  
বাস, বাসুদেব, কপিল, ইত্যাদি। শিকার ভিতর অধ্যাত্ম  
সীতা, গায়ত্রী, বৃহৎসাম ইত্যাদি ফেলা যাইতে পারে

ইহা লক্ষিত হইবে, দেবতা ইত্যাদিরা বেশীর ভাগ  
গৌণিক। উপনিষদিকও বৈদিক বিশেষ নাই। বরুণ বেদে



জলদেবতা নহেন। বলা যায় না, হয়তো উপনিষদ যুগে অনেক পরে পৌরাণিক যুগে বা তাহার প্রাক্ কালে ইহা রচিত। ৫০০০ বৎসর পূর্বের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। বৌদ্ধ যুগ গীতা কোনও আকারে ছিল কি ? দেড়হাজার বৎসর পূর্বে হইতে হয়তো পৌরাণিক যুগের আরম্ভ। ব্যাস মহাভারতে গীতার ও পুরাণ সমূহের রচয়িতা।

কৃষ্ণের সময়ের ব্যাস, গীতার রচয়িতা ব্যাস, মহাভারত রচয়িতা ব্যাস, পুরাণাদি রচয়িতা ব্যাস, ভগবৎ কার ব্যাস ইহা হইতে হয়তো একব্যক্তি লাভ হইতে পারেন।

শ্রীমদশ্লোক : বিশিষ্ট রূপে হওয়াই বিভূতি। তুমি সর্বদা এক হইয়াও, সর্বদা স্বস্বরূপে থাকিয়াও, তুমি এক হইয়াও যে বহু হইয়াছ ইহাই তোমার বিভূতি। তোমার মায়া এক কিন্তু সে মায়ার নৃত্যে যে অবিচ্ছিন্ন জন্মিতেছে, তাহা অব

৪১। যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।

তৎ তদেবাবগচ্ছ ত্বম্ গম তেজো হংশঃসংভবম্ ৪২

পদচ্ছেদ : যৎ যৎ বিভূতিমৎ সত্ত্বম্ শ্রীমৎ উর্জিতম্

এব বা তৎ তৎ এব অবগচ্ছ ত্বম্ গম তেজঃ-অংশ-সম্ভবম্

অন্তর্যম্ন : যৎ যৎ এব বিভূতিমৎ শ্রীমৎ বা উর্জিতম্

তৎ তৎ ত্বম্ গম তেজোহংশঃ সম্ভবম্ এর অবগচ্ছ।

কঠিন শব্দ : বিভূতিমৎ = বৈভবযুক্ত, ঐশ্বর্যযুক্ত

মহিমাযুক্ত। সত্ত্বম্ = বস্তু শ্রীমৎ = লক্ষ্যযুক্ত, সৌন্দর্যযুক্ত

মঙ্গলিকরূপযুক্ত, ঋদ্ধিশালী। উজ্জিত = বীৰ্য্যযুক্ত, বল আদির  
আধিক্য বিশিষ্ট (মধুসূদন)।

অনুবাদ : যাহা যাহাই ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীযুক্ত, শক্তিয়ুক্ত  
পদার্থ আছে, তাহাদের সকলকে, তুমি আমার তেজের অংশ  
হইতে উৎপন্ন জানিবে।

আমারই বৈভব আমারই মহিমা নানা স্থানে একটু আধটু  
ফুটাইয়া দিয়াছি, সেই একটু আধটু ফোটাই তাক্ লাগান ব্যাপার  
হইয়াছে, এবং বিভূতি নাম পাইয়াছে ; বিভূতির ইহা অতি  
সুন্দর ব্যাখ্যা।

Krishna Prem. All that is glorious beautiful  
or mighty, shines by reflection of a portion  
of that Being.

বোমভঙ্গ : বিভূতিমৎ = ঐশ্বর্য্য বিশেষ কোনও শক্তি  
বিশিষ্ট। সম্ব = বস্তু

J. W. West—where is Beauty; where is Grace ?

Their strength what Power embodies

Look within a human face

where Love and helpers, God is,

স্বামানুজ : ঐশ্বর্য্যযুক্ত, কান্তিমান, ধনধাত্তে সমৃদ্ধ,  
উজ্জিত = কল্যাণপ্রাপ্তির উত্তোগে সংলগ্ন উহাদের আমার  
তেজের অংশের অভিব্যক্তি জানিবে।

ভক্তিপ্রদীপ : Know those, whatever is



conspicuous by virtue of the grandeur, beauty or loveliness, glory, might or sublimity, has its origin in a fragment of My Divine Splendour.

মঞ্চ : whatever existence or being is excellent of its kind, Splendid, of deep rooted life, understand that to have come into existence with a spark of Mine.

৪২। অথবা বলুন তেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন

বিষ্ণুভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ।৪২।

পদচ্ছেদ : অথবা বলুন এতেন কিং জ্ঞাতেন তব অজ্জুন; বিষ্ণুভ্য অহম্ ইদম্ কৃৎস্নম্ একাংশেন স্থিতঃ জগৎ।

অনুবাদ : অথবা অজ্জুন এতেন বলুন জ্ঞাতেন তব কিং অহম্ ইদম্ কৃৎস্নম্ জগৎ একাংশেন বিষ্ণুভ্য স্থিতঃ”।

কঠিন শব্দ : বিষ্ণুভ্য=ধারণ করিয়া

অনুবাদ : অথবা অজ্জুন, এত বিস্তারিত জানিয়া তোমার কি হইবে ? আমি এই সমগ্র জগৎ আমার একাংশে মাত্রে ধারণ করিয়া আছি।

জগৎ কতবড় তাহার ধারণা রাখ তো ? সেই জগৎ আমার মাত্র ক্ষুদ্র এক অংশে অবস্থিত। এইরূপ যে আমি, বাহার অসংখ্য বিভূতি জগতের অসংখ্য স্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত বিভূতি, গুনিয়া গুনিয়া জানা, তাহা কি কখন

সম্ভব ? আমাকে স্মরণে রাখিবার উপায় জানিতে চাহিয়াছ—  
মনে রাখিলেই হইবে যে যে আমা ছাড়া আর কিছু নাই ।

ছান্দোগ্যে উপনিষদে আছে পাদোহস্ত বিশ্বভূতানি  
ত্রিপাদস্ত্যামৃতং দিবি পুরুষসূক্তের চতুর্থ শ্লোকেও এইরূপ কথা  
আছে ।

স্বামিদেব ! ভাবরূপী অব্যক্ত মূর্তিতে আমি সমস্ত জগৎ  
ব্যাপিয়া আছি । এইটুকুর ভিতর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ব্যাপার  
ঘটিতেছে । আমার এই অংশটুকু মায়াউপহিত চৈতন্য, মায়ার  
খেলা এই অংশ লইয়া ।...চৈতন্যে জগৎ ভ্রম ।

Radhakrishnan. একাংশেন । Not the Divine  
Unity is broken up into fragments, The cos-  
mos is but a partial revelation of the Infinite, is  
illuminated by one ray of His Shining light, The  
transcendent light of the Supreme dwells  
beyond all this Cosmos, beyond time and space.

Krishna Prem. Therefore, Sri Krishna,  
speaking for that Brahman, says having estab-  
lished this entire universe with one fragment  
of Myself, I remain "That is the Full, this is the  
Full ; from that Full, does this Full come forth.  
Having taken the Full from the Full. Verily  
the Full Itself remains" ( পূর্ণ মিদং ইত্যাদি ) ।



মহানামব্রত : পাদোহস্তা বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং  
দিবি (ঋগবেদ) ; নিখিল বিশ্ব প্রপঞ্চ তাঁর একপাদ  
বিভূতিতে বিরাজিত, আর বাকী তিন পাদ বিভূতি রয়েছে অমৃত  
ময় লীলালোকে। তাঁর দুইটি লীলা, সৃষ্টি লীলা ও নিত্য  
লীলা। সৃষ্টি লীলা পরিবর্তন শীল মরণ ধর্মী মৃত্যুময়। নিত্য  
লীলা অমর ধর্মী অপরিবর্তনশীল। সৃষ্টি লীলায় এক চতুর্থাংশ  
শক্তি ব্যথিত হয় ; অণু চতুর্থাংশ শক্তি দ্বারা নিত্য লীলায়  
স্বানুভবানন্দে বিভোর থাকেন—এই সৃষ্টি লীলার সমগ্র ভাব  
বিশ্বরূপ।

মধ্ব : By a single ray, I remain pervading  
all the world.

বিভূতির অর্থ ভগবানের প্রতীক নহে ; ইহার অর্থ কোন  
কিছুতে বিশেষ রকম কোন বিশিষ্টতা দেখিলে, ভগবৎ দত্ত ইহা  
মনে করিয়া ভগবানকে স্বীকার করা, স্মরণ করা ও প্রণাম করা।  
আমরা যদি কাহাকেও দেখি যে বিনা শিক্ষায় বিনা আয়াসে  
তান লয় বিশুদ্ধ গান করিতে সক্ষম। তাহা হইলে প্রশংসায়  
বলিয়া উঠি না কি যে মহাশয়, আপনি ভগবৎদত্ত ক্ষমতা  
পাইয়াছেন। তাহাকে ভগবান বলিয়া পূজা করি না, প্রশংসা  
করি এবং প্রশংসায় “ভগবৎ দত্ত” কথাটা বা ভগবানের নামটি  
মুখে আসিয়া যায়। এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য ইহাই যে আশ্চর্য্য  
কিছু দেখিলেই ভগবানের মহিমা তাহাতে ফুটিয়াছে মনে করিয়া  
ভগবানকে স্মরণে আনা।

( ১০।৪২ )

১০—৯৫

বান্ধুদেব ও রাম ইহারা বিভূতি নহেন ; বিভূতি তালিকাতে তাঁহাদের নাম রাখা হইয়াছে, তালিকাকে ধন্য করিতে । রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি পূজ্য, তবে সকল বিভূতি পূজ্য নহে । ( শাণ্ডিল্য সূত্র দ্রষ্টব্য ) ।

বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদের এখনকার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শক্তিমান দূরবীক্ষণের সাহায্যে যতটা দেখিতে পাইয়াছেন ( তাহা সত্যই খুবই কম ), তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত নীহারিকার দূরত্ব ১১৬৪ পিঠে একুশটা শূন্য দিলে যাহা হয়, তত মাইল । বুঝুন, কতদূরে । ইহা হইতে আলো তাঁহাদের দূরবীক্ষণে আসিতে দুইয়ের পিঠে নয় শূন্য দিলে যাহা হয়, তত বৎসর, লাগে ; অর্থাৎ আজ যে আকৃতি দূরবীক্ষণে দেখা যাইতেছে, তাহা দুইয়ের পিঠে নয় শূন্য দিলে যাহা হয়, তত বৎসর পূর্বেরকার আকৃতি । "The farthest galaxies faintly visible on Palomar's photographic plate ( with 200 inch telescope lens (minor) on Mt. Palomar in California) are estimated to be more than 2000 million light years away, that is 116 into ten to the power twenty one miles away, (one light year being 58 into ten to the power twelve miles ) ... calculations show that there are about 1000 million such galaxies as seen in the telescope, each composed



of about millions of stars" (L.P. Lessipg's book, Understanding Chemistry, p. 12). বিশ্বের যেটুকু দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভাবিয়া দেখুন বিশ্ব কত বড়। আর, মনে করুন "তঁাহাকে যাহার একাংশে এই জগৎ স্থিত।"

## পরিশিষ্ট

যোগী শ্রী ভূপেন্দ্র নাথের টীকা হইতে গৃহীত :—

(১) "শ" শব্দে এই শ্বাস যাহা মস্তক পর্য্যন্ত গিয়াছে, "ব" বহিঃ বীজ, চক্ষু—জ্ঞ—শক্তি; এই শ্বাস মস্তক পর্য্যন্ত চক্ষুর সহিত যথাশক্তি লইয়া রাখার নাম শ্রী; এই শ্রীপূর্বক ভগবান, অর্থাৎ (ষড়ৈশ্বর্যবান্—মূলধারে শাস্ত্রতপদ, স্বাধিষ্ঠানে শাস্তি, মণিপুরে রেতঃ পূর্ণ, অনাহতে স্বরূপ, বিশ্বদ্বাখ্যে তুষ্টি, আজ্ঞাচক্রে আলো, এই সব গুণ বিশিষ্ট।...যাহা শুদ্ধ চৈতন্য তাহাই চিত্ত ও জগৎ, এই দ্বিধা আকারে অবস্থান করিতেছে। সূতরাং সমুদয় জগৎ চিদ বুদ্ধিতে দেখিলে চিন্ময়, এবং দ্বৈত বুদ্ধিতে দেখিলেও চিন্ময়।...চিত্তই ভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় আপনিই আপনাকে অত্যাকারে দেখিতেছে।...সঙ্কল্পাত্মা বৃহদ্ বপু মন জড়ও বটে, অজড়ও বটে।...ব্রহ্ম সর্ববয়, সেই ভাবে সমস্তই জড়,

সমস্তই চেতন। (২) মহাবিরা সর্বজ্ঞ হইয়াও আমাকে জানেন না;...“জানত তুমহে তুমহী হোই জাজি” (তুলসীদাস)।—  
 “কো বা বেদ, কুত ইয়ং বিশ্বষ্টিঃ অর্বাগ দেবা অশ্ব বিসর্জনে  
 নাথ কো বেগ আবভূব” (নারদীয় স্মৃত্ত) (এই সৃষ্টি কোথা  
 হইতে হইল, কেই বা জানে? দেবতারাও এই সৃষ্টির পরে,  
 স্মৃত্তরাং উহা যেখান হইতে আবির্ভূত হইল, কি প্রকারে  
 তাহাকে জানিবে? (৬) এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে হিরণ্যগর্ভ বা  
 কার্যব্রহ্ম, নামরূপ (জীব জগৎ) ও অন্ন উৎপন্ন হইয়াছে  
 (মুণ্ডক)। (৭) পঞ্চতত্ত্ব ভেদ করিয়া আত্মাচক্রে স্থিতি  
 হইলে, তবে প্রকৃত ইচ্ছা রহিত, সংশয় শূন্য আসক্তি শূন্য,  
 আত্মাতে যোগযুক্ত অবস্থা আসে।...খেচরী সিদ্ধিরও পরে, এক  
 প্রকার অবস্থা আছে, যাহাকে শাস্ত্রবী বলে, সেই অবস্থায় যোগীর  
 অসাধারণ সামর্থ্য ও যৌগৈশ্বর্য লাভ হইয়া থাকে। (৯) সত্যং  
 জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্মানন্দ রূপ মৃতং ষষ্টিভাতি—ইহা মুখে উচ্চারণ  
 করিলেই তাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না, ব্রহ্মানন্দ ভোগও  
 হয় না...পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কার্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও  
 বুদ্ধি সমেত সপ্তদশ পদার্থে গঠিত সূক্ষ্ম শরীরই লিঙ্গ শরীর।  
 যোগীরা ইহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ইহার শোধানই হইল  
 ভূত শুদ্ধি। যে শুদ্ধি বাতীত কোন পূজার্চনাদি হইতে পারে না।  
 ভূত শুদ্ধ হইলে এই শরীর দেব শরীরে পরিণত  
 হয়। দেবোভূত্বা দেবং যজ্ঞেৎ। (ইহার পর, যোগী ভূপেন্দ্র  
 নাথ, পাঁচ ছয় পৃষ্ঠা বাপী, অতিবিস্তারিত ভাবে, নাড়ী সমূহের  
 ১৩



ভূজগাকাররূপিনী কুণ্ডলিনীরও চক্র সমূহের কথা, তাহার কোথায় কোথায় স্থিত, কিভাবে ভেদ করা হয় ইত্যাদি বলিয়াছেন ।....অমৃতরূপা চন্দ্র বা ইড়া নাড়ী, বিষয়প্রবাহিনী সূর্য্য বা পিজলা...মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ আক্তা, সহস্রার পদম বা চক্র ইহাদের স্থান সমূহ...মধ্যে আরও কয়েকটি চক্র বা পদম আছে ; তদুপরি নিরালম্বপুরী ; যোগীরা এই স্থানে জ্যোতির্ময় ঈশ্বরকে দেখিতে পান, ইহার উপর নাদ তদুপরি বিন্দু ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি, রুদ্রগ্রন্থি নামক ত্রিগ্রন্থি আছে, প্রাণ ও অপানের যোগে ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ হয় ইত্যাদি । ভূজগাকাররূপিনী মহাশক্তিই প্রাণ, যা দেবী বায়বী শক্তি এই কুণ্ডলিনী শক্তিই শ্রীরাধা অব্যক্ত স্বরূপা এই মূল প্রকৃতি হইতে মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী প্রাদুর্ভূত হন । ইনিই সৃষ্টির পূর্বের তমোরূপে বিরাজমান ছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি । ( ১০ ) ঘটাকাশ, মহাকাশ, কেবল কল্পিত উপাধি মাত্র অন্তরে বাহিরে এক চিদাকাশই বর্তমান । ( ২০ ) ( ২০ ) শ্বাসই জীবের আয়ু । মৃত্যুর পর এই শ্বাস সূত্রাকারূপে বর্তমান থাকে, নচেৎ পরজন্ম কে শ্রবণ করিবে ?...প্রাণ, অগ্নি ও ব্যানের ক্রিয়াই, ত্রয়ী বিদ্যা । ( ২১ ) ভিতরের সমস্ত প্রকাশের মধ্যে কূটস্থ জ্যোতির অন্তর্গত হিরণ্য বপুধারী নারায়ণের প্রকাশই সর্ববাপেক্ষা মহান ও চিত্তাকর্ষক । ইনিই বিশ্ব সত্ত্বোজ্জিত মূর্তি ।...ব্রহ্মপ্রভা বা চৈতন্য জ্যোতিঃ দ্বাদশ ভাবে বিভক্ত, যথা ভগ, অংশ, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ধাতা

বিবস্বান, ত্র্যচা, পুষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু। তন্মধ্যে আদিত্য বা  
 হৃদয়ের মধ্যবিন্দু হইলেন এই বিষ্ণু বা নারায়ণ; ইহাকেই  
 শ্রুতি হিরন্ময় পুরুষ বলিয়াছেন। শুক্ল কৃষ্ণ দীপ্তিদ্বয়,  
 সা+অম=সাম।....ইনি হৃদয়কমলে শয়ন করিয়া আছেন।....  
 মনেরই রূপ চন্দ্র। (২৩) নাভিতে যে বায়ু তাহাই রুদ্র; এই  
 বায়ু যখন স্থির হয়, তখনই তাহা মঙ্গলকারী। (২৫) ভৃগু, ভ্রস্ক  
 খাতু হইতে ইহার অর্থ ভর্জন করা; ভর্জিত বীজে অঙ্কুরোৎপত্তি  
 হয় না।.... প্রতি জীবে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ দেহাদি ষেরূপ  
 বিন্দুরূপা মহা-প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্রূপ বিন্দুও  
 নাদরূপ পুরুষ হইতে সঞ্চারিত হইয়াছে। (২৭) সমুদ্র মন্থনে  
 উঠিয়াছিল অনেক বস্তু, তন্মধ্যে অমৃত, লক্ষ্মী, চণ্ড, ধমন্তরি,  
 কৌস্তভ, শঙ্খ, উচৈঃশ্রবা অশ্ব, ঐরাবত হস্তা ই প্রধান।  
 এগুলি কেবল বাহিরের কথা নহে, ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিক  
 বস্তু আছে। অনন্ত প্রাণশক্তিই সমুদ্র, পৃষ্ঠস্থ (মেরুপৃষ্ঠ  
 দেখিতে কূর্শের পৃষ্ঠের মত), মেরুদণ্ডই সুষুম্না পর্বত,  
 মেরুদণ্ডের সর্ব নিম্নে মুলাধার পদ্যে জীবচৈতন্যময়ী কুলকুণ্ডলিনী  
 শক্তি বিরাজিতা, ইনি অবিরত শ্বাস উদগারণ করিতেছেন।  
 এই শ্বাসকে রজ্জুরূপে কল্পনা করিয়া মেরুমধ্যস্থ সুষুম্নারূপ মন্থন  
 দণ্ডের সহিত যুক্ত করিয়া মন্থন করিতে পারিলে, প্রাণসমুদ্র  
 মগ্নিত হইয়া জ্ঞানামৃতরূপ অমৃত, ক্রিয়াবানেরা লাভ করেন।....  
 যোগৈশ্বর্যরূপা কমলা, গম্ভীর শঙ্খ নির্ঘোষ, রক্তবর্ণ অশ্ব ও  
 খেত হস্তী সাধকের দৃষ্টিগোচর হয়। কূটস্থের মধ্যে সমুজ্জল



১০—১০০

নীলবর্ণ কোমল মণির, ইত্যাদি ইত্যাদি। (২৯) “পা” ধাতু হইতে পিতৃ, যিনি পালন করেন। দেহধারী মাত্রেই পালক, বায়ু বা প্রাণ, এই প্রাণের অধিপতি অর্ধ্যমা। (৩০) মন রূপী গুরুড়ের বেগযুক্ত ভার যখন ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে, তখনই তাঁহার বিমুগ্ধ, (যিনি বিশ্বের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন) বাহন হয়। (৩১) রাম = সকলের মধ্যে যিনি রমণ করেন। আত্মজ্ঞানই গঙ্গা। (৩২) দেহকে অধিকার করিয়া আছেন বলিয়া আত্মাই অধ্যাত্ম। আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান আত্ম ক্রিয়ায় লভ্য, এই জ্ঞান এই ক্রিয়া সাধনকেও অধ্যাত্ম বলা হয়। (৩৩) কূটস্থ ইনিই ব্রহ্ম এই ব্রহ্মের সকল দিকে মুখ। (৩৬) যেই জন কৃষ্ণ ভঞ্জে সে বড় চতুর—সাধককে’ এইরূপ চাতুরী শিখিতে হয়। ত্রিপু সকল সর্বদাই প্রলোভন দেখাইয়া বিষয় ভোগ করায়। তাহাদের হস্ত হইতে বাঁচিতে হইলে তাহাদের সহিত এমন ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে তাহারা টের না পায় যে আমি তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিবার চেষ্টায় আছি। এইরূপে তাহাদের বঞ্চনা করিয়া আত্মোপাসনা করিতে হইবে, নচেৎ তাহারা সাধনায় বহু বিঘ্ন আনিয়া ফেলিবে দ্যুত, দিব্, ধাতু হইতে হইয়াছে দিব্, ধাতুর অর্থ আকাশ। মনকে আকাশ বা শূন্যে রাখিতে পারিলে, সেখানে আর কেহ তাহার সন্ধান পাইবে না। কাম লোভাদিকে বঞ্চনা করিবার এমন উপায় আর নাই, এই জ্ঞানই ইহা ভগবদ্ বিভূতি। নচেৎ, অশ্রুকে জুয়াচুরির দ্বারা বঞ্চনা করায়’ দ্যুত ক্রীড়ার যেপ্রাধান্য

তাহা ভগবদ্ বিভূতি নহে। (৩৭) অর্জুন তেজস্বত্ব, ইনিই মণিপুত্রের শক্তি। নাভির যে অগ্নি, তাহাই জীবের জীবত্ব। পাণ্ডব = পণ্ডা হইতে, বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। উশনা, বশ ধাতু হইতে, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে বশ করিয়াছেন। (৩৮) ইন্দ্রিয়াদয় শাসনের বহু উপায় থাকিলেও, প্রাণায়ামরূপ দণ্ডই সর্বোৎকৃষ্ট। অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, এই পাঁচটি ক্লেশ। ক্লেশ সমূহ দ্বারা জীবের কর্ম্মাশয় গঠিত হয়, তাহাতেই ধর্ম্মাবর্ত্তরূপ কর্ম্মবীজ সঞ্চিত হয়। (৩৯) অনেক ভক্ত ভগবানের সহিত, ভোক্তা ও ভোগ্য সম্বন্ধ দেখিতে না পাইলে তৃপ্ত হননা! তাহা সাধনাবস্থায় কথঞ্চিৎ সুখকর বটে। কিন্তু তাহাও সত্য বস্তু নহে। “ভগবদ্ মিলনে যদি অনন্ত সুখ হয়, ভগবদ্ বিরহেও অনন্ত দুঃখ অনিবার্য।” “যে, যে ভাবেই উপাসনা করুক, সকলকেই এই অদ্বৈত পথে, মিলনের পথে আসিতেই হইবে। (৪১) শাস্ত্রবী মুদ্রার বিরতি। (৫০) ব্রহ্মের একাংশেই ব্যক্ত জগৎ, ইহাই মায়োপহিত, অবশিষ্ট সমস্তই অব্যক্ত। এই অব্যক্ত হইতে প্রাণ উৎপন্ন হইয়া, বিশ্ব জগৎকে প্রকাশিত করিয়াছে। এই অব্যক্তই “সউ প্রাণস্ত প্রাণঃ”, তিনি প্রাণ অপানাদি পঞ্চ প্রাণে বিভক্ত হন, ইত্যাদি। (অন্যান্য ব্যাখ্যা পুস্তকের যথা যথা স্থানে আছে)।

রামকৃষ্ণের গীতার ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারীর অনুবাদ হইতে গৃহীত।

(২) আমি নিত্যত্ব হেতু ব্রহ্মাদির আদি কারণ...তাহারা



১০—১০২

প্রতিকল্পে, সৃষ্টি প্রলয়ে সৃষ্টি বা লীন হন (৩) যিনি আত্মজ্ঞাত হন, মায়ায় ক্রীড়নক মরণধর্মশীল দেবাদি মধ্যে বা সর্ববিশেষ মध्ये, তিনি আত্মপ্রত্যয়ত্ব হেতু বিপর্যয় অজ্ঞানকে আতিক্রম করেন।—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদির বিধান আমারই দৃষ্ট শক্তি হইতে, আমিই স্বামী বা লোক মহেশ্বর। (৪,৫) লোক মহেশ্বর বিবৃত করিতেছেন—আমি পরমার্থসৎ, একত্ব হইলেও লোক মহেশ্বর বলিয়া বহু অবস্থায় বর্তমান থাকি।....অজ্ঞের অহঙ্কারাশ্রিত হইয়াই, পৃথগ্ বিধ হইয়াছে, ভাবগুলি আমারই ভাব। (৬) কেহ কেহ পঞ্চভূত, বুদ্ধিও মনকে সপ্ত মহর্ষি বলিয়াছেন।....দক্ষদুহিতা হইতে জাত চারিজন মনু, প্রজাসৃষ্টি কালে চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি কারণ। (৭) কর্তৃত্ব সম্বন্ধ সম্বন্ধে আমার চিন্মাত্র স্বভাবে প্রচুতি ঘটে না।....অনন্ত সাধারণ যোগ যিনি পরমার্থতঃ জ্ঞাত আছেন, তিনি সর্বদাই নিরূপদ্রব যোগেই যুক্ত। (৮) জ্ঞান দ্বিপ্রকার—নির্বিকল্প পরমার্থ বিষয়ে শাস্ত্রোপদেশে দৃশ্য প্রতিপত্তিঃ অপর, সেই জ্ঞানমার্গে ক্রমে ক্রমে তব সাক্ষাৎকার জনক বিজ্ঞান। সে কারণে পণ্ডিতগণও দ্বিবিধ। আমার বিভূতি যোগ, সে আমার সমাধিতেই যুক্ত হইবে। (৯) ষাঁহার আমার ভজনা করেন, তাঁহাদের চেষ্টা কিরূপ বলি-আমাতেই তাঁহার একনিষ্ঠ জ্ঞানক্রিয়া সমুচ্চয়ে পরস্পরকে নিজেই অনুভব জ্ঞাপন করেন, যথা জ্ঞান আগম বাক্য দ্বারা আমারই কীর্তন করেন; সেই সংবাদদানে ও গ্রহণে প্রীতি অনুভব করেন, পরস্পরে উত্তম মুখ অনুভব করেন। (১০, ১১) ইত্যাদি

বুধগণের বুধত্ব হেতু প্রীতিপূর্বক ভজনশীলতায়। তাঁহাদেগকে  
 অনুগ্রহার্থ প্রজ্ঞা সম্বন্ধ বা বুদ্ধিযোগ দান করি। সেই  
 প্রজ্ঞাবলেই তাঁহারা আমাতে সমাপন্ন হন।—একই আত্মা,  
 আমিই। তথাপি স্বেচ্ছায় বাঁহাদিকে অনুগ্রহ করি, তাহদের  
 আত্মত্বেই স্থিত হই।—আমার ভক্ত মদীয় যোগ সমাপন্ন হইয়া,  
 আমা হইতে অভেদ মোক্ষ প্রাপ্ত হন।—নায়মাত্মা প্রবচনেন  
 লভ্যঃ, ইত্যাদি। (১২, ১৩) শাস্ত্রাদিকেও ব্রহ্ম বলা হয় পরত্বে  
 যেমন, শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্তে। এখানে বিশেষ করিয়া সে জ্ঞান  
 পরত্বেই ব্রহ্ম কথিত হইয়াছে পরংব্রহ্ম। (১৬) তোমার বিভূতি  
 ঐশ্বর্য্য বিশ্বস্ত্রের কথা অশেষে বর্ণন করিতে প্রসন্ন হও, যে  
 বিভূতি নিচয় দ্বারা সপ্তভুবন ব্যাপ্ত করিয়া বর্ত্তমান আছ।  
 (কাশ্মীরী পাঠে আছে বিভূতীরাঅনঃ শুভাঃ)। (১৭)  
 হে মহাযোগিন্ কি প্রকারে তোমার এমত রূপের অনুস্মরণ করিব  
 বলিয়া দাও। কোন্ কোন্ পদার্থে তোমাকে ধ্যান করিতে  
 হইবে। (২০) সকল চেতন বর্গের ক্ষেত্রজগণের হৃদয়ে অভিব্যক্ত  
 সামান্য সংবিৎ রূপ আমি একক পরমাত্মা।  
 এও আমার অন্তত্ব বিভূতি, যাহার কারণে আমার  
 মায়াশক্তির দ্বারা প্রকাশিত ভাবাত্মক নানা বিভূতিরই বিস্তার  
 হইয়াছে।...চতুর্দশাধিক ভূত প্রপঞ্চ, ছয় প্রকার স্মৃতি মনুষ্য  
 মধ্যে যাহা যাহা উৎকৃষ্ট ইত্যাদি। (২১) নক্ষত্রগণের নাথ বলিয়াই  
 শশী নক্ষত্র গণিত হইয়াছে, আশ্রায়ন সামর্থ্য্য চন্দ্রের আছে (২২)  
 সর্বভূতে প্রাধান্য বলিয়া আমি চেতনা ক্ষেত্রজ শক্তি।... পুরুষ



সম্মিধানেন চেতনভাব সমুদ্ভূত হয় বলিয়া, বুদ্ধিকেও কেহ কেহ চেতনা বলে। (২৪) ভৃগু জ্ঞানপ্রকর্ষে প্রধান।... মহাভারতের শান্তিপর্বের জপযজ্ঞে ফলের অভিসন্ধিহীনতায় শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদিত। (২৬—২৮) কালকলয়তাং—বিশ্বত্রয়ো নিরবচ্ছিন্ন মহিমা, নিত্য এক ঈশ্বরেরই পরমার্থ সত্তাহেতু, তাহাকেই কাল বলা হয়।... পরমেশ্বরের মায়ায় অবভাসিত জড় জড়াত্মক জগতে, অজ্ঞ্য ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণ যে ভাব তাহার পরম্পর ভিন্নার্থ প্রমাতৃত্ব থাকায় 'কাল' অনিত্য বিষয়ভেদে সম্বন্ধিত হইয়াছে, তাহা কলন বা গণনামাত্র প্রয়োজনেই।... কলন ক্রিয়াই কাল।... 'অ'কার যেন জীবরূপে সকল বর্ণ বা অক্ষর গুলির মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া আছে।... কালের দুইবার উল্লেখ করিলেন।... চলয়িত্ব রূপে ভগবানই বর্তমান।... কামন্ধকনীতিতে পঞ্চাজ নীতি কথিত হইয়াছে। (৪১) সর্ব লোকে যাহা কিছু বস্তুজাত, চেতন বা অচেতন, বিভূতিযুক্ত, শোভাতিশয় সম্পন্ন, ক্রিয়াসামর্থ্যযুক্ত (উর্জ্জিত), সে সকলই পর প্রকাশের লেশমাত্র, তাহা হইতে সমুদ্ভূত জানিবে। (৪২) এই বিচিত্র ভাবময় সপ্তলোকী জগৎ বিচিত্র সংবিদ্যাত্মক বেদ্যাংশে বিধৃত হইয়াই আছে, সকলকে আমিই ব্যাপ্ত করিয়া আছি। এই জগতের দুই অংশ—এক নির্বিবকার তন্মাত্র স্বরূপ, অপর নানারূপেতে বেদ্যক স্বভাব। যদি বেদ্যাংশ পরিহার করিয়া আভাসকে বেদকাংশে বিশ্রান্ত সংবিলম্বে সংবেদন করা যায়, তাহা হইলে আমার পরমা বিভূতির অবগতি হইতে পারে। (কিছু শ্লোকের ব্যাখ্যা গ্রন্থে ভিতরই আছে)।

## পরিপ্রশ্নমালা

১—১১। ভগবান অর্জুনকে আরও তথ্য শুনাইতে চাহিলেন, কেন ও কি বিষয়ের তথ্য ? “আরও”, এ কথা ব্যবহার করিলেন কেন ? ভগবানের প্রভব দেবতারা ও মহর্ষিরাও জানে না, এ কথা কেন বলিলেন ? “প্রভবের” অর্থ কি ? যে তাঁহাকে অজ ও লোকমহেশ্বর বলিয়া জানে, তাহাদের কি হয় ? মানুষের ভিতর নানাবিধ ভাবসমূহ আছে, তাহারা কি কি ? যে গুলি, মৃত্যুর বিপরীত, তাহাদের সকল গুলিকেও কি ভগবান হইতে জ্ঞাত বলিব ? প্রজাসৃষ্টি যে সব মহর্ষিরা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রজাপতি বলা হয়, তাঁহাদের কিরূপে জন্ম হইয়াছিল ও তাঁহারা প্রজাসৃষ্টির ক্ষমতা কিরূপে পাইয়াছিলেন ? বিভূতি কাহাকে বলে ? যোগ কাহাকে বলে ? ভগবানের বিভূতি ও যোগের বিষয় জানিলে কি ফল হয় ? শ্রদ্ধা ও প্রীতি সমৃদ্ধ ভক্তেরা তাহার বিষয় কি ভাবে লইয়া থাকে ? তাঁহাদের প্রীতমান কেন বলা হইয়াছে ? ভক্তেরা কখন এ বুদ্ধি যোগ পায়, কেন ভগবান তাহা দেন ও তাহাতে কি হয় ?



১০ — ১০৬

১১—২০। যে সব তথ্যের কথা শুনিয়া অর্জুন মুগ্ধ হইলেন, যে গুলি বর্ণনা কর। মুগ্ধ হইয়া ভগবানকে তিনি কি ভাবে স্তুতি করিলেন তাহার নিকট, আর কি কথা শুনিতে চাহিলেন ও কেন বিভূতি স্মরণের উপযোগিতা কি? ভগবান বিভূতির বর্ণনার আরম্ভেই কোন্ দুইটি বিশেষ বিভূতির নাম করিলেন? তাহারা যদি জীব সম্বন্ধীত হয়, তো তাহা বিশদ ভাবে বল।

২১—৪২। বিভূতিগুলির নাম করিয়া যাও। শ্রেণী বিভাগের চেষ্টা কর। কৃষ্ণ রাম বিভূতি নহেন। তবে তাহাদের নাম বিভূতিতে কেন ফেলা হইল? যে বিভূতি গুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহারা ছাড়া ভগবানের কি আর কোন বিভূতি নাই? এ সম্বন্ধে, এবং উপসংহার ভাবে, ভগবান আর কি বলিয়াছেন?

---

## চতুর্দশ অধ্যায়—গুণত্রয় বিভাগ যোগ

### —ভূমিকা—

এই অধ্যায়ে ভগবান ষাঠা বলিয়াছেন, তাহাকে নিজেই জ্ঞানানাম্ জ্ঞানমুক্তমম্ বলিয়াছেন, নানা কারণে ।

সাংখ্য দর্শন সৃষ্টিতে বহু পুরুষ ( জীবাত্মা ) এবং এক প্রকৃতি, এবং সৃষ্টি চালাইবার জন্য প্রকৃতির সংযোগ আপনা হইতেই হয় বলিয়াছে । ভগবান এই তত্ত্বকে পরিমার্জিত করিয়া বহুপুরুষ এবং তদনুরূপ বহু প্রকৃতি, এবং প্রতি পুরুষের সহিত সম্বন্ধিত তাহার প্রকৃতি রহিয়াছে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলিলেন, এবং ইহাকে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে যে এ সত্য সর্বজন স্বীকৃত যে প্রতি ক্ষেত্র তাহার নিজের ক্ষেত্রজেরই সম্পত্তি, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ বাদ আনিলেন । সাংখ্য বলিয়াছে, পুরুষ প্রকৃতি সংযোগ আপনা হইতেই হয় ; ভগবান ইহাকে মার্জিত করিয়া বলিলেন যে এ সংযোগ পরমেশ্বর করাইয়া দেন, আপনা হইতে কিছুই হয় না । পুরুষ প্রকৃতির উপর কিছু নাই তাহা নহে, উহার ভগবানের অধীন । সংক্ষেপে ইহা জানাইতে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান পরমেশ্বরের কথা ও সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজের কথা আনিলেন ।

এই ইঙ্গিতে উক্ত কথা চতুর্দশ অধ্যায়ের গোড়াতেই



বিশদীকৃত করা হইয়াছে। সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতিকে ভগবান  
বহু প্রকৃতি করিবার পর, সেই বহু-প্রকৃতি যাহার প্রতিবিম্ব,  
ভগবানের নিজশক্তি 'প্রকৃতি' এইবার তাহার কথা আনিলেন—  
যে প্রকৃতি কৰ্ম্মফল বিধায়িনী, ত্রিগুণাত্মিকা, যিনি ভগবানের  
অধ্যাক্ষতায় কৰ্ম্মসকল নির্বাহ করেন, যাহাতে জগৎ প্রলয়ে  
প্রলীন হইয়া যায়, যাহা হইতে উহা প্রলয়ান্তে পুনরায় বহির্গত  
হয় (৮।১৮, ১৯)। এই নির্গমন, প্রকৃতিম্ স্বাম্ অবক্ৰত  
(৯।৭, ৮)।

পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ ভগবান করান, এই অধ্যায়ে ভগবান  
পরিস্কার ভাবে বলিলেন অতি সুবোধ্য ভাবে, “মম যোনির্মহৎ  
ব্রহ্ম তস্মিন্ গৰ্ভে দদাম্যহম্, সম্ভবঃ সর্বভূতানাম্ ততো ভবতি  
ভারত। সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ, তাসাং ব্রহ্ম  
মহৎ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা” (১৪।৩৪)। জীবাত্মা সমূহ  
যেন ভগবানের বীৰ্য্য (মমৈবাংশঃ ১৫।৭); সৃষ্টি প্রকাশিত  
করিবার জন্ত তিনি তাহা প্রকৃতিতে চালিত করেন (সাপা  
কথায়, তাঁহার ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের দ্বারা, সৃষ্টিকারিণী তাঁহার  
নিজ শক্তিকে উদ্ভুদ্ধ করেন) ইহাই বেদান্তের এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রের  
“ঈক্ষণ”। সৃষ্টির মূলটা কি রকম, জ্ঞানানান্ জ্ঞানমুত্তমের মধ্যে  
ইহা একটি মস্ত জ্ঞান বা জ্ঞাতব্য কথা; আরও মস্ত এই জ্ঞান  
যে ইহা সাংখ্যদর্শন প্রদত্ত তথ্যকে খণ্ডিত করিতেছে। ইহা হইতে  
আরও একটি জ্ঞানের কথা আসে, যে আমরা সকলে এক পিতা  
মাতার সন্তান এবং আমাদের উচিত সেই ভাবে থাকা)।

পূর্ব অধ্যায়ের সহিত এ অধ্যায়ের সংযোগ রহিয়াছে কয়েক প্রকারে, যথা উপরে যে তত্ত্বের কথা বলা হইল, যাহা এ অধ্যায়ের গোড়াতেই বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব অধ্যায়ের পরিপূরক। দ্বিতীয়, পূর্ব অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে যে ভূত-প্রকৃতি-মোক্শের উল্লেখ, সেই মোক্ষ কি ভাবে আনা যাইতে পারে এই অধ্যায়ে তাহা বলা হইয়াছে; ইহাও একটি জ্ঞাতব্য বিষয়। তৃতীয়, পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে পুরুষ সুখ দুঃখ ভোগ করে (১৩।২০, ২১) প্রকৃতিতে আবদ্ধ পায় বলিয়া; প্রকৃতি পুরুষকে বাঁধে ত্রিগুণে, ত্রিরজ্জুতে; সেই ত্রিগুণের বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া, এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া এই কারণে, এ অধ্যায়কে বলা হইয়াছে গুণত্রয় বিভাগ যোগ। এই ত্রিগুণের বিষয় জানা, একটা মস্ত “জ্ঞানের” কথা। এই ত্রিগুণের বর্তমানতার কথা, ইহার পরের অধ্যায় গুলিতেও প্রসারিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, জ্ঞান ষট্‌কের একটি মুখ্য জ্ঞানের কথা, এই ত্রিগুণের কথা। এই ষট্‌ককে অনেকে বলেন যে ইহা তত্ত্বমসি জ্ঞাপক। অর্থাৎ তৎ ও ভূমের যোগ; ইহার ব্যাখ্যা এই ভাবে করা যাইতে পারে যে ইহা তৎ ও ভূমের যোগ, তবে সেই ভূমের সহিত, যে ভূম গুণাতীত হইয়াছে, (১৪।২) যে ভূম ত্রিরজ্জুর বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত-করিতে সমর্থ হইয়াছে। চতুর্থ, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রকৃতিত্ব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ (১৩।২৯), ইহারই অনুরূপ এ অধ্যায়ের ২৯ শ্লোক। উদাত্তকণ্ঠের দ্বারা আমরা কৰ্ম্মফলবৃক্ষ বাড়াইয়া চলি, সেই



বুদ্ধ কাটিবার উপায় পঞ্চদশ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবে অধ্যায়গুলি সংযুক্ত।

গুণাতীতত্বই গীতার লক্ষ্য; ইহা আমরা বার বার বলিয়াছি। গুণাতীত হওয়াই সাধ্ব্যগাম্যতাঃ হওয়া হয় ( ১৪।২ ); ইহাই পরম সিদ্ধি আনে ( ১৩।১ )। ইহাও একটি বড় জ্ঞানের কথা এবং উহাকে আরও বড় করা হইয়াছে, গুণাতীতের কি চিহ্ন, কি আচার ইত্যাদির বর্ণনার দ্বারা, যাহা ভগবান অর্জুনের প্রশ্নে বিবৃত করিয়াছেন। আরও এক বড় জ্ঞানের কথা উপসংহার ইহাতে আছে; তাহা যেন এই প্রশ্নের উত্তর যে বক্তা শ্রীকৃষ্ণও ব্রহ্মে কি সম্বন্ধ যে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনন্ত যেগেন সেগতে, সে ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে হয়। উপসংহারে, চমৎকার ভাবে ভগবান বলিয়াছেন” ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্ অমৃতস্ত অব্যয়স্ত চ। শান্তস্ত চ ধর্মস্তা সুখস্তৈকান্তিকস্ত চ।

জ্ঞানানাম্ জ্ঞানমুত্তমন্ অর্থে ইহা যেন না লওয়া হয়, যে ইহা বাসুদেবঃ সর্বমিতির মত axiomatic পরমাণ্বিক জ্ঞান; ইহাতে জ্ঞাতব্য বহু বিষয় আছে, তবে আমাদের মোটা বুদ্ধিতে বাসুদেবঃ সর্বমিতিই হইতেছে সর্ববিশেষ্ট জ্ঞান। আর, গীতার লক্ষ্য গুণাতীতত্ব ( ২।৪৫ ), কোনও ঘটকে তাহা বলা বাদ যায় নাই ২।৫৪-৭২; ৬।৩-৯, ২৯-৩২; ১২। ১২-২০ )

Mr. di. Garbe holds that the original Gita taught the সাংখ্য philosophy as known in the classical school. Others, like Bhandarkar,

believe that in the Gita, we have a pre-classical Sankhya, as in the Mahabharat...Otto seem to think that the Adhyaya 14 has the ideal of going beyond the 3 gunas. As to the theories of the 3 Gunas, Keith and others have shown that it originated in the ছান্দোগ্য উপনিষদ (vi. G), and that it is also found in the শ্বে উ (1-4) and that the names সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ occur for the first time in the মৈত্রায়ণ Up, ( II. 5; v2 ), Keith also showed that the Gunas originally meant the elements as in the ছা উপ. Belvalkar holds that in the কঠ উপ. we have the pro-classical forms of সাংখ্য which is preserved in the মহাভারত and the Gita. According to Bhandarker, "the speculative philosophy that existed about the time of the শ্বে উপনিষদ and গীতা was known by name of the সাংখ্য, and out of it grew the nontheistic system of later time. According to C. V. Vaidya, besides the সম্মান of the Upanishads and the ritualism of the Samhitas and the Brahmanas "the third philosophy which held the field (the days of the Gita), was that of সাংখ্য which had already come into existence in the



days of the later Upanishads কঠ and কেন —The Gita expands the doctrine of the 3 Guna, by applying to many things ... It improves upon and reconciles it with orthodox systems, by adding the entity of পুরুষোত্তম . The Gita Strives to harmonise all the systems of thought that were current on those days, Radhakrishnan thinks that the terms সাংখ্য-যোগ when they occur in the Gita do not represent the classical schools of সাংখ্য and যোগ, but only the reflective and the meditative methods of gaining Salvation. Modi, discussing these, says "Thus the word সাংখ্য does not mean সন্ন্যাস (Lagerton), আত্মবোধ (Das Gupta), the name of theistic সাংখ্য (Bhandarker), the name of an athiestic সাংখ্য (Garbe) the name of a Vedanta School (শঙ্কর), the name of a reflective method (Radhakrishnan)

কৃষ্ণানন্দ : পূর্ববোধ্যে কেন্দ্রকেন্দ্রস্তের সংযোগ, জগৎ উৎপত্তির কারণ বলিয়াছেন । এক্ষেত্রে নিরাশ্রয় সাংখ্য মত খণ্ডনার্থে এ সংযোগ যে ঐশ্বর্যবাহীন কস্মি তাহা দেখাইবেন । আবার ইহাও বলিতেছেন, গুণ সমুহই জন্মের কারণ । কি রূপে গুণ সংযোগ হয়, গুণ কি কি; কিরূপে গুণ সমুহ জীবকে বন্ধন করে, বলিবেন ।

পূর্ব অধ্যায়ে উক্ত ভূতপ্রকৃতি সত্তাদি গুণ হইতে সাধকের  
কিরূপে মুক্তি হয়, বলা আবশ্যিক। অনেক জ্ঞানতত্ত্ব বলিয়াছেন;  
এবার উৎকৃষ্টতর জ্ঞান সাধন বলিবেন। যন্ত দানাদি  
জ্ঞানের বহিরঙ্গসাধন হইতে অমানিষাদি, জ্ঞানের অন্তরঙ্গসাধন  
উৎকৃষ্ট; এক্ষণে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিবেন।

গিন্ধীন্দ্র। প্রকৃতির গুণর ত্রয়োপলব্ধিহের পথে বাধা।  
এই অধ্যায়ে সেই ত্রিগুণতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

মধুনন্দন। এই অধ্যায়ে তিনটি বিষয় আলোচিত  
হইয়াছে (১) ক্ষেত্রক্ষেত্রজের যে সংযোগ, তাহা ঈশ্বর সঙ্কল্পে  
হয় (২) যে “গুণ” গুলির গুণচিহ্ন কল্প, কিরূপে তাহারা  
মানুষকে বদ্ধ করে (৩) গুণসকল হইতে কি প্রকারে মোক্ষ  
হয় ও মুক্ত গুণাতীতের লক্ষণ কি?...ত্রিগুণের বিস্তারের  
বর্ণনা মনুষ্যস্থিতিতে ও অনুগীতায় আছে।

শঙ্কর। ঈশ্বরের অধীন থাকিয়াই, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ  
জগতের কারণ, সাংখ্যবাদীদের মতানুসার স্বতন্ত্রতার দ্বারায় নহে।  
বলা হইয়াছে, প্রকৃতিতে স্থিত হওয়া ও গুণ বিষয়ক আসক্তি,  
ইহাই সংসারের কারণ, তাহা কোন্ গুণে কি প্রকারের আসক্তি  
হয়, গুণ কি কি, তাহারা কি প্রকারে বাঁধে, গুণ হইতে মুক্তিলাভ  
কিপ্রকারে হয়, মুক্ত পুরুষের লক্ষণ কি, এইসব বলিবার জন্য এ  
অধ্যায়।

স্বামানন্দ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে পরম্পর  
সংযুক্ত হওয়া-প্রকৃতি পুরুষের ষথার্থ স্বরূপ জানিয়া ভগবদভক্তির



১৪—৮

সহিত অমানিত্বাদি গুণের সেবন দ্বারা মনুষ্য বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।  
 'কারণ গুণসম্বোধন' শ্লোকে ইহাই কথিত হইয়াছে যে পূর্ব পূর্ব  
 জন্মে প্রাপ্ত সম্বাদিগুণের কার্যরূপ সুখ দুঃখাদির সম্বন্ধে ইহার  
 বন্ধনের কারণ। এই অধ্যায়ে গুণ কিপ্রকারে বন্ধন করে ও কি  
 প্রকারে, গুণ অপসারিত করা যায়, তাহাই বলিতেছেন।

অন্নবিন্দু নিজের গীতায়। "গুণাতীত" নাম দিয়া  
 একটি ২৩ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধ দিয়াছেন।

তিলকঃ প্রকৃতির কর্তৃত্বের বিবরণ মনুস্মৃতিতে ও  
 অনুগীতায় আছে

বিনোবঃ এই অধ্যায় পূর্ব অধ্যায়ের পূরক।

সচ্চিদানন্দঃ সপ্তম অধ্যায়ের ত্রিভিঃ গুণগম্যৈঃ ইত্যাদি  
 শ্লোকে সূচিত গুণ বিজ্ঞান এই অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়।

শ্রীশরঃ পুরুষ ও প্রকৃতির গুণসম্বন্ধ হইতে স্বতন্ত্রতার কারণ  
 করিয়া এই চতুর্দশ অধ্যায়ে সংসার বৈচিত্র্য বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন।

## সূচী

১-৫। ভগবৎ শক্তি প্রকৃতিতে ভগবৎ সঙ্কল্প চালনা দ্বারাই সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি সৃষ্টিকারিণী।

৩-৯। এই প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, তাহার তিনগুণ বিরূপ ও তাহা বিরূপে জীবাত্মাকে বন্ধন করে ?

১০-১৩। তিনটি গুণই একসঙ্গে থাকে, তবে একটি না একটি অন্য দুইটি হইতে বেশী হইয়া পড়ে। কি চিত্তের দ্বারা কোনটি প্রবল হইল জানা যাইতে পারে ?

১৪, ১৫। মৃত্যুর পর কোন্ গুণ কি ফল দেয় ? কোন্ লোক কোন্ গুণ পাওয়ায় বা কি ভাবের জন্ম হয় ?

১৬, ১৭। ইহাদের স্বাভাবিক ফলাদি কিরূপ ? ১৮। কোন্ ফল কোন্ দিকে গতি করায় ?

১৯, ২০। এই তিন গুণ ছাড়া, কৰ্ম্মসকলের কর্তা বলিয়া কেহ নাই। গুণের উপর পরমাত্মা আছেন ; এই তিনগুণকে যে অতিক্রম করিতে পারে, সে পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়।

২১-২৭। অৰ্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান গুণাতীত পুরুষের কিছু লক্ষণ, তাহাদের আচরণাদি কিরূপ হয় জানাইলেন। এই আচরণ সমূহের ভিতর অনন্য ভক্তি রাখা



একটি বিশেষ আচরণ ; ইহা ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে করায় ।  
ভগবান ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং ; তিনি অমৃতস্ত, শাস্ত্রতস্ত ধর্মস্ত—  
তিনিই সব ।

শ্লোকগুলি সরল, সেই জন্য উহাদের অনুবাদ গুলি  
পড়িয়া যাইলে বিকৃতি পড়া হইবে ; পৃথক্ ভাবে বিবৃতি  
দেওয়া হইল না ।

(১) ভূমিকাতে বলা হইয়াছে ; কি কি বিষয় এই অধ্যায়ে  
আছে, এবং কেন ইহা জ্ঞানানাম্ জ্ঞানমুত্তমম্ ।

( ১ ) শ্রীভগবানুবাচ—

১। পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাম্ জ্ঞানমুত্তমম্  
যজ্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বৈ পরাং সিদ্ধিমভো গতাঃ ।১

পদচ্ছেদ : পরম্ ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাম্ জ্ঞানম্  
উত্তমম্, যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বৈ পরাং সিদ্ধিম্ ইতঃ গতাঃ

অন্বয় : জ্ঞানানাম্ উত্তমম্ পরম জ্ঞানম্ ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি  
যজ্ জ্ঞাত্বা সর্বৈ মুনয়ঃ ইতঃ পরাং সিদ্ধিম্ গতাঃ ।

কঠিন শব্দ : ভূয়ঃ=পুনরায়, কারণ পূর্বের এ বিষয়ে  
দুচার কথা বলিয়াছেন । ইতঃ=এই সংসারেই । পরম্  
সিদ্ধিম্=পরম কৃতকৃত্যতা, পুনর্জন্মের ভয় বিরহিত হওয়া  
গুণাতীতত্ব ।

অনুবাদ : শ্রীভগবান বলিলেন, সকল জ্ঞানের উত্তম সেই  
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, ( অর্থাৎ তাহার বিষয় ) আমি আবার তোমায় বলিব,

যাহা জানিয়া নুনি সকল এই সংসারেই পরম সিদ্ধিলাভ  
করিয়াছেন। (এ অধ্যায়ের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

মধুসূদন : উত্তম = বহিরঙ্গ সাধন যজ্ঞাদি হইতে উত্তম।  
ইত্যঃ = ইহা হইতে বা দেহবন্ধন হইতে। পরাম্ সিদ্ধিম্ = মোক্ষ  
নামক পরম সিদ্ধি।

শঙ্কর : পরাং = পরবস্ত্ত বিষয়ক হওয়ার জন্য। উত্তম =  
উত্তম ফলযুক্ত। জ্ঞান অর্থে অগানিহাদি নহে, যজ্ঞাদি জ্ঞেয়বস্ত্ত  
বিষয়ক জ্ঞান। এই জ্ঞান পাইয়া মননগীল সন্ন্যাসীরা এই দেহ  
বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

রামানুজ : প্রকৃতি ও পুরুষ বিষয়ক জ্ঞানের অন্তর্গতই  
স্বাদি গুণ বিষয়ক পরম জ্ঞান যাহা পূর্ব্ব কথিত জ্ঞান সমূহ  
হইতে ভিন্ন। প্রকৃতি পুরুষ বিষয়ক সকল জ্ঞানের ভিতর ইহা  
উত্তম জ্ঞান। পরম্ সিদ্ধি = পরিশুদ্ধ আত্ম স্বরূপের প্রাপ্তি রূপ  
সিদ্ধি।

শ্রীশর : পর = পরমাত্মনিষ্ঠ। ... ইহার জ্ঞান সাধন  
সমূহের, জপ ও কন্ধ্যাদি বিষয়ের মধ্যে সর্বোত্তম। পরম্  
সিদ্ধি = মোক্ষ।

ভূপেন্দ্রনাথ : গুণসম্পদ দ্বারা বিবিধ ধোনিতে পরিভ্রমণ  
করে, পূর্ব্ব-অধ্যায়ে বলা হইয়াছে সেই গুণ গুলি কি কি, কি  
রূপেই বা গুণ সংযোগ হয়, ভূতপ্রকৃতি হইতে কিরূপেই বা  
যুক্তি সম্ভব, 'সাধন' জ্ঞান বলা হইয়াছে, সাধ্য জ্ঞান কি, এই সব



এই অধ্যায়ে বলা হইবে। এই জ্ঞানলাভ হইলে, মুনিগণের আর কিছু পাইবার থাকে না।

Telang. Having learnt which, all sages have reached perfection, beyond ( the reach of ) this body.

Bhakti Pradip, The Lord speaks of the বিজ্ঞান aspect of His Teachings, how those three qualities of মায়া work upon the jiva etc, জ্ঞানানাম্ জ্ঞানমুত্তমম্ = Pure essence of knowledge.

মতিলাল : জ্ঞানের কথা ভগবান বহুবার বলিয়াছেন। কি উপায়ের দ্বারা ভূতগণের প্রকৃতি হইতে মুক্তি, ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, সেই পরমজ্ঞানের কথা, এইবার বলা হইবে

২। ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।২

পদচ্ছেদ : ইদম্ জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ, সর্গে অপি ন উপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।

অন্বয় : ইদম্ জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ, সর্গে ন উপজায়ন্তে চ প্রলয়ে অপি ন ব্যথন্তি।

কঠিন শব্দ : সাধর্ম্যমাগতা = মদ গুণ প্রাপ্ত, গুণাতীত প্রাপ্ত, স্বরূপতাপ্রাপ্ত, ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত। সর্গে = সৃষ্টি কালে। উপজায়ন্তে = জন্মগ্রহণ করেন না। ন ব্যথন্তি = ক্লিষ্ট হন না।

অনুবাদ : এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া মদ গুণ প্রাপ্ত

সাধকেরা, সৃষ্টি কালে জন্ম গ্রহণ করেন না, এবং প্রলয় কালেও ক্লিষ্ট হন না। ( ভগবানের সাধর্মা প্রাপ্ত যাহারা হন না, তাহাদের জন্ম মরণ চলিতেই থাকে, প্রলয়ে ও সৃষ্টিতে থাকে না )

সাধর্মা বা স্বরূপতা প্রাপ্তি নানা ভাবে ব্যাখ্যাও হইতে পারে, ( ১ ) গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্তি ( এই অধ্যায়ের শেষে বর্ণিত হইয়াছে ), ( ২ ) ব্রহ্ম আমার একটী স্বরূপ, বিরাট নিগুণ “সম” অবস্থা ( এই অধ্যায়ের শেষে উল্লিখিত ), সেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি, ( ৩ ) মুক্ত, নির্লিপ্ত অবস্থা, ( ৪ ) আমার জন্মমরণ নাই, সাধকেরও সেইরূপ হয় ; হিরণ্যগর্ভাদিরও নাশ আছে, তাহার নাশ হইবে না, যে আমার আশ্রিত থাকিবে। ( ভগবতঃ ত্রিগুণ অভিক্রমকারী মদ ভাব প্রাপ্ত হয়, ১২৯৮—১৪ )। কর্মে নির্লিপ্ততা প্রাপ্তি।

সর্গোহপি ইত্যাদি = মৃত্যুর পরে সে স্বতন্ত্রতা বিহীন ভাবে, ধামাতে বা আমার ধামে থাকে ; প্রলয়ে ধ্বংস বা আবার সৃষ্টি সময়ে জন্ম, এ সব তাহার আর হয় না। ব্রহ্মারও বিনাশ হয়।

এখানে আমরা পাইতেছি যে যাহারা এই জ্ঞানের আশ্রয়ে আসেন, মৃত্যুর পরেও তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু শায়াবাদী জ্ঞানীরা বলেন যে মৃত্যুসময়ে জ্ঞানীর আত্মার উৎক্রামণ হয় না। স্পর্শতঃ তাহা হইলে এ জ্ঞান; হয় জ্ঞানীর “জ্ঞান” নহে বা ইহা ভক্তি, কারণ ভক্ত মুক্তি চাহে না, বেদান্ত সূত্রে কিন্তু মুক্ত পুরুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে সীকৃত হইয়াছে ; তাহার পূর্ণ



স্বাধীন থাকেন, কিন্তু ব্রহ্মের সমান সর্ব শক্তি লাভ করেন না;  
জীবে জীশ্বরে ভেদ থাকিয়াই যায় (বে সূ ৫।৪।২১, ১৮, ১৭)

হিরণ্যগর্ভেরও নাশ আছে, একমাত্র ভগবানই সৃষ্টি লয়ের  
অভীত, কারণ সৃষ্টি স্থিতি লয়তো তাহারই লীলা।...অনন্তভাবে  
তাহার আশ্রয় গ্রহণ করাই সাধর্ম্মামাগত হওয়া।

মধুসূদনঃ। সাধর্ম্মা = জাত্যন্তিক অভেদ। ব্যাখ্যাস্তি = লয়  
প্রাপ্ত হন না।

শঙ্করঃ। উপরিউক্ত জ্ঞান সাধনের অনুষ্ঠান করিলে।  
একরূপতা প্রাপ্তি।...যখন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞেব অভেদ স্বীকার  
হইয়াছে, তখন সাধর্ম্ম্যের অর্থ মৎস্বরূপতা সমান ধর্ম্মতা নহে।...  
ব্রহ্মার বিনাশ কালেও ব্যাখিত হয় না।

রামানুজঃ। আমার সমতা প্রাপ্ত হইয়া। সৃষ্টি কালে উৎপন্ন  
হয় না, অর্থাৎ আমার রচনার কার্য্য হয় না। প্রলয় কালে  
ব্যাখিত হয় না, অর্থাৎ সংহার ক্রিয়ার কার্য্যও হয় না। অর্থাৎ  
উহার নাশ হয় না।

ক্ৰীষ্ণঃ। জ্ঞানের আশ্রয় অর্থাৎ জ্ঞানলাভের উপায়  
অনুষ্ঠান করিয়া। আমার সমান ধর্ম্ম, অর্থাৎ আমার রূপতা  
পাইয়া, সৃষ্টি কালে ব্রহ্মাদির উৎপত্তিতেও তিনি জন্মলাভ করেন  
না...পুনর্বার সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন না।

ভক্তিশ্রীপঃ। মম সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ = attain the  
Nirguna stage like that of Me.

Radhakrishnan. Life eternal is not dissolu-

( ১৪১২ )

১৪—১৫

tion into the indefinable Absolute, but attainment of a universality and freedom of spirit which is lifted above the empirical movement. Its status is unaffected by the cycle processes of creation and dissolution, being superior to all manifestations. The saved soul grows into the likeness of the Divine, and assumes an unchangeable being, eternally conscious of the Supreme Lord who assumes various cosmic forms. It is not স্বরূপতা or identity, but only সমানধর্ম্যতা or similarity of quality. He attains সাদৃশ্যমুক্তি। He realises the divine in his outer consciousness and life. শঙ্কর however holds that সাধর্ম্য means identity of nature and not equality of attributes.

বলদেব : ভক্তগণ গুরুরূপদিষ্ট সাধনায় ভগবানের পরম পদ প্রাপ্ত হন। তাই শ্রুতি বলেন, তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূর্যঃ

স্বামদেব : সাধর্ম্য অর্থে তৎস্বরূপতা, সমানধর্ম্যতা সাধর্ম্য নহে। জ্ঞান লাভে স্বরূপে অবস্থান। ক্ষেত্রজ্ঞ ও জৈশ্বরে ভেদ থাকে না। সাধর্ম্য = মস্তাব (১৩ ১৮), মুক্তস্বরূপ। Modi says, they continue in the individual state of existence also get a similarity of attributes with the Lord



( ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১ and ছাঃ ৮।১২।৩ ) । Radhakrishnan discusses certain points about continuance of conscious individuality and agrees with শঙ্কর ।

সম্ভদাস : সাধর্ম্ম্য হওয়া, স্মৃতরাং সৃষ্টিকালে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে না, বা প্রলয় কালে ব্যর্থিতও হয় না ।

কৃষ্ণানন্দ : সদৃ রূপের সহিত অভিন্নতা লাভ ।

ভূপেন্দ্রনাথ : ঐ জ্ঞানের জ্ঞান-ফল কথিত হইল । যে অদ্বয় জ্ঞান, ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান নামে কথিত উহাই তত্ত্ব । অদ্বয় অর্থে অদ্বিভীয় অর্থাৎ যে 'চিন্মাত্র বস্তু' বিশ্বে পরিব্যাপ্ত ; উহাই ব্রহ্মস্বরূপ, তত্ত্ব, উহা ছাড়া আর কিছু নাই ।....মনের অচল স্থিতিই ব্রহ্মপদ, যাহারা ধ্বংসে পারে না বার বার তাহারে জন্মমৃত্যু হয় ।...যাহার মন নাই, তাহার পক্ষে স্থিতি নাই, প্রলয়ও নাই ।

Telang. Those who, resorting to this knowledge, reach assimilation with my essence, are not born at the creation, and are not afflicted [ are not destroyed ( Madhusudan ), do not fall ( Sankara ) ],

মভিলাল : মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ = মদরূপত্বম্ ; সে রূপ কি তাহা পরবর্তী দুইটি শ্লোকে পাওয়া যাইবে । জ্ঞানের কথাও বলা হইবে । সর্গেইপি নোপজায়ন্তে, ইহার প্রসঙ্গেই আসিয়াছে পরপর দুইটি শ্লোকে সৃষ্টি ব্রহ্মের বর্ণনা ।

৩ । মম যোনির্মহদব্রহ্ম তস্মিন্ গর্তম্ দধাম্যহম্

সংভবঃ সর্বভূতানাম্ ততো ভবতি ভারত

**পদচ্ছেদ :** মম যোনিঃ মহৎ ব্রহ্ম তস্মিন্ গৰ্ভম্ দধামি  
অহম্, সম্ভবঃ সর্ব-ভূতানাম্ ততঃ ভবতি ভারত ।

**অনুবাদ :** ভারত, মম মহৎ-ব্রহ্ম যোনিঃ, অহম্ তস্মিন্ গৰ্ভম্  
দধামি ততঃ সর্ব ভূতানাম্ সম্ভবঃ ভবতি ।

**কঠিন শব্দ :** মহদ্ ব্রহ্ম = সৃজন শক্তি রূপিনী প্রকৃতি ।  
যোনি = গর্ভাধানের স্থান ; জগতের গঠিত হইবার স্থান ।

গৰ্ভম্ দধামি = গর্ভাধান করি ; গর্ভিনী করি, বীৰ্য্য নিক্ষেপ  
করি ; সঞ্চল চালনা করি জগৎ গঠন করিতে উদ্বুদ্ধ করি ;  
উপাদানরূপী অপরা প্রকৃতিতে জীবাত্মার বা চেতনার চালনা  
করি ; অর্থাৎ ও চিৎ-এ বা প্রকৃতির সহিত পুরুষের মিলন  
করাইয়া দি । ভূত = যাহা উৎপন্ন হয় ।

( সৃষ্টি তত্ত্বজানাও জ্ঞান ; তাহার আধ্যাত্মিক মূলা আছে ।

**অনুবাদ :** সৃজনশক্তি রূপিনী আমার প্রকৃতি, জগতের  
গঠিত হইবার স্থান ; তাহাতে ( জগৎ গঠন করিতে উদ্বুদ্ধ  
করিবার জন্য ) আমার সঞ্চল চালনা করি । ( অর্থাৎ অর্থাৎ-  
এব সহিত, বা উপাদানরূপী অপরা প্রকৃতির সহিত, চিৎ-এর বা  
জীবাত্মার ( যাহা আমার বীৰ্য্য বা অংশ ), তাহার মিলন করাইয়া  
দি ) ; উহা ( অর্থাৎ ঐ ব্যাপার ) হইতে সকল উৎপত্তিশীল  
বস্তুর উৎপত্তি হয় । সঞ্চল চালনা আমি করি, ইহাই ঈক্ষণ ।  
অন্য ভাষায়, উপাদান সমষ্টি রূপ অপরা প্রকৃতিতে, জীব সৃষ্টির  
জন্য জীবাত্মা আমিই দিই, দেহাদি ভূষিত প্রাণবস্তুর জীব সৃষ্টি  
হয় । এই আদিম্ ভগবৎ-বীৰ্য্যরূপী পুরুষের ও আদিম্



প্রকৃতিরই অনন্ত প্রতিবিন্দু আমরা পাই ( পূর্বব্যাখ্যায়ের পুরুষ প্রকৃতিতে ); মিলন ঘটাইয়া দেন ভগবান। ঐ আদিম দুই বিশ্বের প্রতিবিন্দু, সংসারের স্ত্রীপুরুষের মত, প্রতি জীবন্ত দেহে আছে পুরুষ তাহার প্রকৃতিতে অর্থাৎ দেহাদি লইয়া তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হইয়া, পুরুষ যেমন স্ত্রীতে তদাত্মকত্ব পায়। জীবাত্মা সমষ্টি ( পরাপ্রকৃতি ) এবং উপাদান সমষ্টি ( অপরা প্রকৃতি ) দুইই ভগবানের ; এই দুই হইতে জীব জগৎ সৃষ্ট। মহৎ ব্রহ্ম = ব্রহ্মের সেই মহৎ ভাব, যে ভাব হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাকেই প্রকৃতি বলা হয়, বা হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা বলা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণুর নাভিজাত, যেন যোনি, ভগবান তাঁহার সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প ব্রহ্মাতে চালিত করেন ; ব্রহ্মা তাহার পর সৃষ্টি আরম্ভ করেন। বেদান্তের জীর্ণ, বা বৈষ্ণবচার্মাগণের মায়াতে মহাবিষ্ণুর জীর্ণ, ইহাই বলা হইয়াছে যম যোনি মহদব্রহ্ম শ্লোকে। সাংখ্য বলে নাই, ঐ দেহরূপী পুরুষ প্রকৃতির কে মিলন ঘটাইয়া দেয় ; ভাবটা, তাহার আপনিই মেলে ; ভগবান এ অধ্যায়ে, সেই কে মিলন ঘটায়, তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিলেন।

গর্ভাধান করি = জীবাত্মাগণকে তাহাদের প্রাক্তন কর্মামুখারী ক্ষেত্রের সহিত সংযোজিত করি। ( প্রকৃতি আমার সঙ্কল্প পাইলেই সৃষ্টি আরম্ভ করে ; প্রকৃতি আমাতেই স্থিত, আমার সৃষ্টিকারিণী শক্তি, আমারই ইচ্ছায় উদ্ভূত হয় )। কাপিল সাংখ্যে ও বেদান্তে মিলন করাইয়া দেওয়া হইল।

শঙ্কর ! আমার মায়া অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি সমস্ত

উৎপত্তিশীল বস্তুগণ যোনি অর্থাৎ কারণ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ, এই দুই শক্তিধারী ঈশ্বর আগি, সেই মহৎ-ব্রহ্ম রূপ যোনিতে হিরণ্যগর্ভের জন্মের বীজরূপ গর্ভ, অর্থাৎ সব ভূতের উৎপত্তির কারণরূপ বীজ স্থাপিত করিতে থাকি। অর্থাৎ অবিজ্ঞা কামনা আর উপাধির স্বরূপের অনুবর্তনকারী ক্ষেত্রজকে ক্ষেত্রের সহিত যুক্ত করি। এই গর্ভাধানে হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি দ্বারা সকল ভূতের উৎপত্তি হয়।

**মধুসূদন :** কারণ, কার্য্য. অপেক্ষা স্বরূপতঃ অধিক বলিয়া মহৎ, আর বৃহত্ত্ব যুক্ত বলিয়া মহৎ। সুতরাং মহৎ ব্রহ্ম শব্দের অর্থ 'অব্যাকৃত' ( কার্য্যরূপে অনভিব্যক্ত পরমসূক্ষ্ম জগৎ কারণ ) বাহাকে ত্রিগুণাত্মিকা মায়ানামিকা প্রকৃতি বলা হয়।....আমি সকল ভূতের উৎপত্তির কারণ-স্বরূপ যে গর্ভ তাহা ধারণ করাই, আমি যেন বহু হই, এবং প্রজা ( জীব ) আকারে পরিণত হই", এইপ্রকার ঈক্ষণরূপ সঙ্কল্পের বিষয়ীভূত করি। তৎ ঐক্যত স আকাময়ত বহু শ্চাম্, বহুশ্চাম্ প্রজায়েয়।....গর্ভাধানের জন্ম ঈশ্বরের প্রয়োজন, ( আপনি হয় না )।

**স্বামানুজ :** ভূমিরাপোহনল = ( ৭৪,৫ ) শ্লোকে নির্দেশিত জড় প্রকৃতি, মহৎ তত্ত্বাদি সমস্ত বিকারের কারণ হওয়ায়, মহদ ব্রহ্ম নাম পাইয়াছে। শ্রুতিতেও আছে 'তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম ইত্যাদি ( মু ও ১।১।৯ )। ৭।৫ শ্লোকে উক্ত চেতনপুঞ্জরূপা যে প্রকৃতি উহাই সকল প্রাণীর বীজ হওয়ায়, এখানে গর্ভ নামে কথিত হইয়াছে। যোনি রূপ প্রকৃতিতে চেতনপুঞ্জরূপ গর্ভ



স্থাপিত করিতেছি, অর্থাৎ ভোগস্থান রূপা জড় প্রকৃতির সহিত  
 ভোক্তাবর্গ-পুঞ্জরূপ চেতন প্রকৃতির, আমার সঙ্কল্পে সংযোগ  
 করাইয়া দি

শ্রীধর : উপরি উক্ত প্রশংসার দ্বারা শ্রোতার মন আকর্ষণ  
 করিয়া। দেশ ও কালের দ্বারা বাহ্যার পরিচ্ছেদ বা সীমা করা  
 যায় না, তাহাই মহৎ, বৃং হণ হেতু বা স্বকার্য্য গুলির বৃদ্ধিহেতু  
 ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি। যোনি = গর্ভাধানের স্থান। তাহাতে আমি  
 গর্ভ অর্থাৎ জগৎ বিস্তারের উপাদান চিদাভাস নিক্ষেপ করি,  
 অর্থাৎ প্রলয়ে আমাতে লয়প্রাপ্ত অবিভা কাম কর্ম্মে মনোনিবেশ  
 যুক্ত ক্ষেত্রজ জীবকে সৃষ্টি সময়ে ভোগ্য ক্ষেত্রের সহিত যোজন  
 করিয়া থাকি।

Radhakrishnan. It we were merely pro-  
 ducts of nature we could not attain life eternal.  
 This verse affirms that all existence is a mani-  
 festation of the Divine. He is the cosmic seed...  
 The world is the play of the Infinite on the  
 inite. The author there adopts the theory of  
 creation as the development of form from  
 non-being chaos or night. The forms of all things  
 which arise out of the abyssmal void are derived  
 from God. They are the seeds He casts into  
 nonbeing.

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজের সংযোগ = পড়া ও অপরা প্রকৃতির সংযোগ বা  
বড় চেতনের সংযোগ ।

Modi মহৎ ব্রহ্ম = নিরাকার ব্রহ্ম ( কৃষ্ণ সাকার ব্রহ্ম ) ;  
Hill, not self ; Otto Matter ; Garbe প্রকৃতি ।

রামদয়াল : অহং ব্রহ্ম = সৰ্ব্ব রজস্তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা  
রূপা প্রকৃতির সত্তা মাত্রাঙ্কিকা, আদি বিকার, মহৎ তত্ত্ব ।  
মহৎ ব্রহ্মই ক্ষেত্র । মহৎ ব্রহ্ম হইতে বুদ্ধি পূর্বক সৃষ্টি ব্রহ্ম হইতে  
মায়া সৃষ্টি স্বাভাবিক সৃষ্টি । সৃষ্টি শক্তি ত্রিগুণময়ী । সৃষ্টি শক্তি  
মায়ার সহিত মিলিত ব্রহ্মের এক পাদকে জৈশ্বর, পরমেশ্বর পরমাত্মা,  
সর্বেশ্বর, অন্তর্যামী, বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, বৈশ্বানর, উত্তমপুরুষ ।  
পুরুষ, গুণত্রয়ের যোগস্বরূপ যে যোগমায়া, সেই যোগমায়া দ্বারা  
আচ্ছন্ন । অব্যয় প্রকৃতি যোগমায়া তাহার পুরী ।.. অর্দ্ধনারীশ্বরে  
প্রকৃতি পুরুষে ভেদ নাই পরব্রহ্ম সৃষ্টির সময়ে বিন্দু নাদ ও বীজ,  
এই ত্রিধা ভিন্ন হন । বিন্দু শিবাত্মক, নাদ শক্ত্যাভ্যক ও বীজ  
উভয়াভ্যক । ব্রহ্ম হইতে মায়ার আবির্ভাব ; সেই সঙ্গে সঙ্গে মায়া  
গ্রহণ হেতু ব্রহ্মের পুরুষ নাম গ্রহণ, ইহা স্বাভাবিক বা অবুদ্ধি  
পূর্বক সৃষ্টি । মায়া ও পুরুষ হইতে অব্যক্তের আবির্ভাব হয় ।  
এই অব্যক্তই বিন্দু । ইহা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা । অকার্য্যাবস্থা  
= সাম্য = সঙ্কোচ ) । বৈশেষিক দর্শনের পরমাণু ও ত্রিগুণ  
সমান পদার্থ ; প্রকৃতিই পরমাণু, চৈতন্যই পুরুষ । ব্রহ্ম  
হইতে বিন্দুরূপী ত্রিগুণাত্ম অব্যক্তের আবির্ভাব—এই পর্য্যন্ত  
শক্তিতত্ত্ব । বিন্দুগধ্যে চিদংশ আছে, বিন্দুর চিদংশ শিবাত্মক,



অচিদংশ শক্ত্যাত্মক । ইহা বীজ । বিন্দুর চিদচিদ্ গিত্রাংশ  
নাদ । ইহাই শব্দ ও অর্থ উভয় সংসার রূপা অবিছা । ব্রহ্ম  
হতে মায়া ও পুরুষের আবির্ভাব, মায়া হতে অব্যয়ের আবির্ভাব  
হয় । অব্যক্ত সত্ত্ব রজঃ তমঃ = গুণের সামান্যতা, প্রকৃতি, প্রধান,  
স্বভাব মায়া, মহামায়া, যোগমায়া এই অব্যক্ত ।...সাংখ্য বলে  
পুরুষ নিষ্ক্রিয় হইলেও তাহার সান্নিধ্যে প্রকৃতির পরিণাম হইতে  
থাকে । গীতা মহদব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতির সত্ত্বাগাত্মক আত্মবিকার  
হইতে যে সৃষ্টি বিস্তার তাহাই জৈশ্বর সাপেক্ষ বলিতেছেন ।  
প্রধান বা প্রকৃতির গুণকোভকে জৈশ্বর সাপেক্ষ বলিতেছেন  
না ।...মহতের পরে যে সৃষ্টি তাহাই জৈশ্বর সাপেক্ষ । মহৎব্রহ্মই  
মাতৃ স্থানীয় । জৈশ্বর মহৎ ব্রহ্মেই বীজাধান করেন ।...পুরুষ  
শক্তি আছে সংকল্প নাই, ইহাতে সৃষ্টি হয় না ।...পুরুষের সৃষ্টি  
বিষয়ক যে জৈগণ বা সংকল্প তাহাই মহানকে কার্য্য করায় । কিন্তু  
অব্যক্ত শক্তির প্রথমবিকাশরূপ মহৎ ব্রহ্ম পর্যন্ত সৃষ্টি স্বাভাবিক  
ইহা পুরুষের সান্নিধি মাত্রেই হয় , ইহাতে জৈগণ নাই ।—মহৎ  
ব্রহ্মকে ব্রহ্মা বলা হয় , জৈগণ তপস্তা । সৃষ্টিকর্তা তপস্তা দ্বারা  
সৃষ্টি করেন ।

বে্যামব্রহ্ম : প্রকৃতি আগার বিহার ভূমি ; আদি  
তাহাতে চৈতন্য বীৰ্য্য প্রদান করি ।

অন্নবিন্দু : শাস্ত্রত ভগবান আত্মসৃষ্টি রূপে এই সব  
বিশ্বধারাকে প্রকটন করিয়াছেন । তিনি একই সঙ্গে এই বিশ্বের  
পিতা ও মাতা । মহৎ ব্রহ্ম বিজ্ঞান হইতেছে যোনি তাহাতে জিনি

তঁাহার আত্মসৃজনের বীজ নিক্ষেপ করেন। অধিচৈতন্য ( The Over Lord ) রূপে বীজ নিক্ষেপ করেন। মাতারূপে, তঁাহার চেতনাময় তেজে পরিপূর্ণ চিৎশক্তি, প্রকৃতি—আত্মা ( Nature soul ) রূপে তিনি সেই বীজকে তঁাহার অপরিমিত, অখণ্ড আত্ম পরিমিত বিস্তানে পরিপূর্ণ এই অনন্তসার সত্তার মধ্যে গ্রহণ করেন :—

**জ্ঞানেশ্বরী :** আত্মা ও প্রকৃতি, দুয়ের সঙ্গ হইলে, প্রথমে বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হয়। বুদ্ধি তত্ত্ব হতে মন উৎপন্ন হয়। মনের স্ত্রী মমতা, অহঙ্কার তত্ত্ব রচনা করে, যাহা হতে মহাভূত উৎপন্ন হয়। ভূতেরা স্വാভাবিক বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধিত ; সেই জন্য উহাদের সঙ্গ হতে উৎপন্ন বিষয় ও ইন্দ্রিয় হয়। বিকারের ক্ষোভ হওয়ায় ত্রিগুণ প্রকটিত হয় : তখন বাসনায় উৎপত্তি হয়।

**মতিলাল :** গভ = সৃষ্টি বার্ষ্য।

**কৃষ্ণানন্দ :** প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের সংযোগই সৃষ্টির কারণ, সাংখ্যের প্রকৃতির স্বতন্ত্র সৃষ্টি সামর্থ্য অসম্ভব।....এই ব্রহ্মোপাধি যায়। মহৎতত্ত্ব নামক প্রথম কার্যের বুদ্ধি হেতু বলিয়া মহৎ ব্রহ্ম নামে উক্ত হয়। অবিদ্যা কাম ও কৰ্ম্মাত্মক যে ক্ষেত্রজ নামক জীব, প্রায় কালে বিলীন থাকে, তাহাকেই কার্যাকারণ সংঘাত রূপ ভোগ্য ক্ষেত্রের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দিবার জন্য, ভগবান চিদাভাসরূপ বার্ষ্য সেক করিয়া থাকেন। সাংখ্যমতে প্রকৃতি পুরুষ কর্তৃক উপদ্রষ্ট না হইলে সৃষ্টি হয় না, প্রকৃতি



পৃথক ভাবে কোন কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ কেবল কর্ম্মফলের অধীন, ইহা যুক্তি সম্বত বোধ হয় না। কর্ম্মফল প্রবর্তনার জন্ত কোন স্বতঃ সিদ্ধ নিয়ামক থাকা আবশ্যিক, কারণ, বাধ্য না হইলে কাহারও কর্ম্মফল জোরে প্রবৃত্তি থাকে না।....এই জন্ত সৃষ্টি বিকাশ কার্য্য জৈথবায়ী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। দ্রষ্টা জীব ও দৃষ্ট জগৎ, উভয়ই মায়িক ; একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই সত্য।

সম্বাদাস : প্রকৃতিরূপ শক্তি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাকে মহৎব্রহ্ম বলা হয়। আমার অঙ্গীভূত ত্রিগুণাত্মিকা মাতা শক্তি বাহা প্রকৃতি নামে আখ্যাত, মহৎব্রহ্ম শব্দের বাচ্য, নামরূপ ব্যাকরবানি। গুণসকল অচেন জড়। জড়ের নিজের কোন প্রয়োজন নাই, চেতনেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে। চেতনেরই প্রয়োজন বা পুরুষার্থ দুই প্রকার, তাহা হয় ভোগ, না হয় অপব্যয় বা মোক্ষ। বৈশেষিকগণ দ্রব্য ও গুণ এই দুইটিকে পরস্পর দুইটি বিভিন্ন প্রকার পদার্থ বলিয়া থাকেন। কিন্তু এ স্থলের প্রত্যয় ব্যক্তব্য নহে। এ স্থলে যে গুণত্রয়ের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা গুণী অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নহে, তাহা প্রকৃতিরই স্বরূপ। যেহেতু প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা।

—গুণত্রয় যদি প্রকৃতিরই স্বরূপ হইল, তাহা হইলে প্রকৃতি সকল প্রকৃতি সম্বৃত এই বলার ( পঞ্চম শ্লোক ) অর্থ এইরূপ—সব-রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের এই সাম্যাবস্থা তাহাই প্রকৃতি

তাহাই ভগবানের মায়া। সেই সাম্যাবস্থা উপলক্ষিত মায়া নামক প্রকৃতির নিকট হইতে গুণ সকল যখন বৈষম্য প্রাপ্তি পূর্বক পরম্পরের অঙ্গাঙ্গিভাবে যে পরিণাম প্রাপ্তি হয়, তখনই তাহাদিগকে প্রকৃতি সম্ভূত বলা হয়। অর্থাৎ কার্যোন্মুখ হইয়া সাম্যাবস্থা হইতে বিচ্যুত গুণত্রয়কে লক্ষ্য করিয়াই “প্রকৃতিসম্ভব” এই কথা বলা হইয়াছে।

**ভূপেন্দ্রনাথ :** মনের সঙ্কল্প হেতুই প্রপঞ্চ দর্শন ; সঙ্কল্প না থাকিলে জীব মুক্ত। ঐ অবস্থায় মন আপনি নিরুদ্ধ হইয়া, উন্মত্তাভাব প্রাপ্ত হয়। উহাই পরম পদ। আজ্ঞা চক্র ...পর্যন্ত গুণের স্থান, উহাই ব্রহ্মধোনি, উহাতে অচলস্থিতি না হইলে মুক্তি হয় না ; উহার নিম্নে সংসারে অবতরণ।.... যখন ব্রহ্ম কলাযুক্ত হন (মূল প্রকৃতিতে উপহিত হন) তখন শক্তির আবির্ভাব হয় ঐ শক্তি হইতে নাদ (মহৎতত্ত্ব) ও নাদ হইতে বিন্দু (অহঙ্কার তত্ত্ব) উৎপন্ন হয়।...চারি প্রকারের সৃষ্টি, হয় (১) জীব সমষ্টির অদৃষ্ট বশতঃ ভোগ কাল উপস্থিত হইলে যে সৃষ্টি; ইহা প্রথম সৃষ্টি, নাম অদৃষ্ট সৃষ্টি; ইহা মূল প্রকৃতিতে শক্তির আবির্ভাব ও গুণকোভ। (২) মায়া কল্পিত বিবর্তনরূপ এই জগৎ সৃষ্টি, ইহা দ্বিতীয় বা মানসী সৃষ্টি। (৩) ঐ সৃষ্টি পদার্থ বিকৃত হইলে এক বস্তুকে রূপান্তরিত করিয়া অণু বস্তুতে পরিণত করে; ইহা তৃতীয় বা পরিণাম সৃষ্টি যথা মহৎতত্ত্ব হইতে পর পর অহংকারাদি সৃষ্টি। (৪) যখন পক্ষীকৃত পরমাণু সমুদায়ের পরম্পর যোগ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপন্ন হইতে থাকে, ইহা চতুর্থ বা আরম্ভ



সৃষ্টি, বা যৌগিক সৃষ্টি ।...আত্মা শক্তিতে ( মূল প্রকৃতিতে ) যখন  
 গুণ ক্ষোভ হয়, তখন তমোগুণের ( মহাদেবের ) আবির্ভাব হয় ।  
 চৈতন্য-যুক্ত শক্তি তখন ঐ তমোগুণে অনুপ্রবিষ্ট হন, ইহাই  
 আত্মাকালী মহাকালকে প্রসব করিয়া, তাহাতে উপগতা অথবা  
 বিপরীত গতিতে অনুপ্রবৃত্তা হন ।...প্রথমে হিরণ্যগভ' উৎপন্ন  
 হইয়াছিলেন ( হিরণ্যগভ'ঃ সমবর্ত্ততাগ্রে । গুণ ভেদে, তাঁহারই  
 ব্রহ্মা ( ইচ্ছাশক্তি ), বিষ্ণু ( ক্রিয়াশক্তি ) ও রুদ্র ( জ্ঞানশক্তি ) ।  
 এই তিন শক্তি হইতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় । বিন্দু শিবাত্মক,  
 বীজ শক্তি-আত্মক, নাদ শিব শক্তি আত্মক । এই তিন হইতে  
 জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তি উৎপন্ন হয় !...প্রণবের 'অ' কার  
 স্বরূপ ব্রহ্মা পৃথ্বী তত্ত্ব, মূলধার চক্রে ; 'উ'কার বিষ্ণু জলতত্ত্ব,  
 স্বাধিষ্ঠান চক্রে, 'ম' রুদ্র, তেজ স্তম্ভ, মণিপুর চক্রে ; নাদ, ঈশ্বর-  
 বায়ুতত্ত্ব, অনাহত চক্রে ; বিন্দু মহেশ্বর, আকাশ তত্ত্ব, বিশুদ্ধ  
 চক্রে ; কলা স্বরূপ পর-শিব আজ্ঞা চক্রে ; কলাতীত পরব্রহ্ম  
 পরমা প্রকৃতি সহস্রার চক্রে । এই সপ্ত চক্রই প্রণবের সপ্তচক্রে  
 সপ্ত আশ্রয় । ( এই সব বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, জ্যে.  
 সর্ব্ব ইত্যাদি ।...মহৎ ব্রহ্মে গর্ভাধানই বিবর্ত্ত সৃষ্টি । মহৎ ব্রহ্ম  
 ব্রহ্মাই সমষ্টি মন, ইহাতেই ব্রহ্ম অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিশ্ব উৎপাদন  
 করেন । তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়'....( চার সৃষ্টিও ব্যাখ্যাত  
 হইয়াছে

Telang. The Great Brahman ( i.e. the nature ) etc,

জগদীশ্বরানন্দঃ। ব্রহ্ম = বেদ, সংসার, প্রকৃতি, ব্রাহ্মণ।  
 সর্বভূত = হিরণ্যগর্ভাদি ও ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যান্ত সমস্ত ভবনধর্মী  
 Chidbhavananda. In the great womb of  
 Prakriti, the germ of Atmachaitanya is embed-  
 ded...leading to the coming forth of Hiranya-  
 garbha the cosmic embodied being. The  
 countless Jivatmas are none other than the  
 rays radiating from this cosmic being.

৪। সর্বযোনিষু কোন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি বাঃ

তাসাং ব্রহ্ম মহদ যোনিরহং বীজ প্রদং পিতা। ৪।

পদচ্ছেদঃ। সর্ব-যোনিষু কোন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি বাঃ,

তাসাম্ ব্রহ্ম মহৎ যোনিঃ অহম্ বীজপ্রদং পিতা।

অনুবাদঃ। কোন্তেয়, সর্বযোনিষু বাঃ মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি তাসাম্  
 মহৎ ব্রহ্ম যোনিঃ, অহম্ বীজপ্রদং পিতা।

কঠিন শব্দ। সর্বযোনিষু = নানা প্রকারের জন্মস্থানে।  
 মূর্তয়ঃ দেহসকল। যোনি = উৎপত্তি স্থান। মহৎ ব্রহ্ম  
 ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি, মায়া।

অনুবাদ। কোন্তেয়, নানা প্রকারের যোনিতে যে  
 দেহসকল উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের উৎপত্তি স্থান ত্রিগুণাত্মিকা  
 প্রকৃতি; আমি গর্ভাধানকর্তা পিতা (সকল জীবের মূল ও সূক্ষ্ম  
 শরীর তাহা প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত; চেতন আত্মা আমি হইতে  
 প্রাপ্ত।



নানাপ্রকার যোনি, ইহাতে ফেলা যায়, দেব, পিতৃ, মনুষ্য পশু। দেহসকল অর্থাৎ জরায়ুজ, অশুজ ক্লেষজ, উদ্ভিজ্জ ইত্যাদি ইত্যাদি। বীজপ্রদ, পূর্ববল্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

স্বামানুজ : আমি বাহার চেতনবর্গের সহিত সংযোগ করাইয়াছি, এইরূপ মহৎতত্ত্বাদি ১৬ (= ১০ ইন্দ্রিয়, মন, ও ৫ ইহাদের বিষয়), ( ইহাদের বিশেষ বলে ) বিশেষান্তাবস্থা প্রকৃতি ইহাদের কারণ ; পিতা, অর্থাৎ চেতনবর্গের কৰ্ম্মামুখ্যায়ী সেই দেহ যোনিতে জড় প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত করাই

শ্রীশ্বর : কেবল যে সৃষ্টি প্রারম্ভ আমার অধিষ্ঠিত প্রকৃতি ও পুরুষ কর্তৃক এই ভূত-সকলের উৎপত্তি প্রণালী তাহা নহে, পরন্তু সর্বদাই। স্বাবর জঙ্গম যে যে মূর্ত্তি জন্মিয়া থাকে, সেই সকল মূর্ত্তির ইত্যাদি

Radhakrishnan. These seeds of the Logos are the ideal forms which mould the gross world of matter into beings. The ideas, the patterns of things to be, are all in God....God has an eternal vision of creation in all its detail. Whereas in Socrates and Plato, ideas and matter are conceived as dualism, when the relation between the subtle world of ideas and the gross world of matter is difficult to understand, in the Gita the two are said to belong to the

Divine... The cosmic process continues until the causal origin Alpha and the final cosmic matter Omega coencide.

বীর্ঘ্য ও ষোনি সেই ব্রহ্মেই অবস্থিত, প্রকৃতি কোনও স্বতন্ত্র জিনিষ নহে; ইহাই আমার পরা প্রকৃতি ও আমার অপরা প্রকৃতি, এই ভাবে পূর্বের বলিয়াছেন। দুই প্রকৃতি কি ভাবে মিলিত হয়, অতি সহজ বোধগম্য ভাষায় চিত্রের মত বুঝাইলেন, জগৎ সৃষ্টিতে ব্রহ্মে সঙ্কল্প এবং শক্তি জাগিয়া উঠিল, তিনি নিজ সঙ্কল্প, শক্তিতে চালিত করিলেন। ( শুধু সঙ্কল্পে বা শুধু শক্তিতে কার্য হয় না ) ( ইহাই, ব্রহ্মের বিভাব মায়, যে মায়াতে জগৎ প্রতিভাসিত হইল। মায়াস্তু প্রকৃতিং বিজ্ঞাং মায়িনস্তু মহেশ্বরম্ (খেউ)। ইহাই বিশুদ্ধা থাকায় ব্রহ্মের প্রতিবিন্দু পড়া, বাহাতে বিশ্ব সৃষ্টি হন এবং অবিশুদ্ধা মায়ায় ব্রহ্মের প্রতিবিন্দু পড়া, বাহাতে চিদাভাস বা আত্মা সৃষ্টি হয় )। ইহাই পুরাণে, ভগবানের নাড়ি পদ্মে ব্রহ্মার উদ্ভব, যে ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিলেন।

স্বামদয়াল : পরব্রহ্মে মায়ার উদয় হইয়া, ব্রহ্ম ও মায়া প্রকৃতি ও পুরুষ হন। আমি বহু হইব, এই ইচ্ছা করিলেন, সৃষ্টি আরম্ভ হইল।

মহানব্রহ্ম : এই পরমজ্ঞানের কথা ভগবান সপ্তম মায়া হইতে বলিতেছেন, তাই “ভূয়ঃ”। যথা প্রকৃতিতে সৃষ্টি হইয়া পুরুষ প্রকৃতির গুণসকল ভোগ করে ( ১৩।২২ ) প্রকৃতির গুণের কথা আরও বলেছেন ৩।২৭, ২৮ ।...



সমাজের বর্ণ ভেদ ও গুণ কর্মের বিভাগানুসারে ( ৪।১৩ ) ; ... এখন বিশেষ ভাবে বিশেষণ । ... মম স্বাধর্ম্যাগতা কথাটি মূল্যবান, মন্তাবগতা হইতে স্পষ্ট । .... জীব জৈবের তুল্যতা লাভ করে, জৈব হইয়া যায় না, জগদ্ব্যাগার বর্জ্য, জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের শক্তি জীবের কোনও দিনই হয় না । ... সুতরাং জীবের ভেদাভেদ স্বরূপে অবস্থিতিই গীতার হার্দ । ... জড় গর্ভধান হয়, জড় ইন্দ্রিয়ের মিলনে ; চিন্ময় পুরুষের গর্ভাধান হয় দৃষ্টিপাতে, জৈবগে সংকল্পে । .... জীব পিতার কাছে পাইয়াছে অনুচেতন্য, মাতার কাছে পাইয়াছে ত্রিগুণ ।

**ভূপেন্দ্রনাথ ।** সকল সময়েই তো সেই ব্রহ্ম সর্বত্র বিद्यমান, কিন্তু সকল সময়ে বা সর্বত্র প্রকাশ হয় না কেন । কারণ অহং জ্ঞানের অভাবে । — মহাভারতে শান্তি পর্বে আছে যোগমতে পরমাত্মা উপাধিযুক্ত হইলেই জীবরূপে পরিণত হন । — প্রকৃতি মধ্যে তমোভাব প্রবল হইলে, তাহা জড় দৃশ্যরূপে প্রকটিত হয়, রজঃ ও সত্ত্বভাবে মনুষ্যভাব, সত্ত্বগুণে দেবশরীর । — যে স্থানে স্থিতি লাভ করিলে গুণের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারা যায়, তাহাই যোনি, অর্থাৎ সৃষ্টির কারণ, অতএব আজ্ঞাচক্রই ব্রহ্মযোনি বা মহদ্ ব্রহ্মের স্থান ।

**Telang.** Of the bodies which are born from all wombs, the main womb is the Great Brahman etc.

( ৪ ) মহদ্ ব্রহ্ম বা প্রকৃতি, ইনি উপরি উক্ত ভাবে

সৃষ্টিকারিণী, মাতৃরূপা । ইনি জীবাত্মা ও জগতের উপাদানের  
ভাণ্ডারী, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । ইনি গুণময়ী, মায়াও ।

( ৪ ) এই যে ত্রিগুণাত্মকা প্রকৃতি যা গুণময়ী বলিয়া বাহার  
উল্লেখ করা হইল, কি কি ইহার গুণ ও কি ভাবে ইহার বন্ধন  
করে ?

৫। সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সত্ত্বাঃ

নিবগ্নস্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ । ৫।

পদচ্ছেদ : সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি গুণাঃ প্রকৃতি-  
সত্ত্বাঃ, নিবগ্নস্তি মহাবাহো দেহে দেহিনম্ অব্যয়ম্ ।

অন্বয় : মহাবাহো, সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি প্রকৃতি সত্ত্বাঃ  
গুণাঃ, অব্যয়ম্ দেহিনম্ দেহে নিবগ্নস্তি ।

কঠিন শব্দ : প্রকৃতি সত্ত্বাঃ = প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন  
অব্যয় = অবিনাশী অবিকারী । দেহিনম্ = আত্মাকে । নিবগ্নস্তি ॥  
আবদ্ধ করিয়া রাখে ।

অনুবাদ : হে মহাবাহু অজ্জুন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই  
প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন তিনটি গুণ, অবিনাশী, অবিকারী আত্মাকে  
দেহে আবদ্ধ করিয়া রাখে ।

প্রকৃতি, বাহার প্রাথমিক অবস্থা উপরি উক্ত ত্রিগুণের  
সাম্যাবস্থা, সেই ত্রিগুণের ঐ সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হইলেই, প্রকৃতি  
হইতে প্রকৃতি বিকৃতি ( মহৎ-আদি-তত্ত্ব ) ও বিকৃতি সমূহ  
( পঞ্চমহা ভূতানি ) উৎপন্ন হইতে থাকে । ইহাই সৃষ্টির আরম্ভ ।  
সৃষ্টিতে যাহা কিছু আছে, এই সকল হইত উৎপন্ন । প্রকৃতি



ত্রিগুণময়ী হওয়ায়, সেই প্রাথমিক উপাদান সমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া সব কিছুতে ত্রিগুণ থাকে, নানা পরিমাণে; তবে পারস্পরিক সম পরিমাণে নহে ( কারণ সমপরিমাণের অর্থ সাম্যাবস্থা যাহা হয় প্রলয়ে )। এই সব পূর্বের বলা হইয়াছে। আমাদের দেহমন বুদ্ধি সব কিছুতে ত্রিগুণ আছে, এবং তাহারা উপাধি হইয়া ঐ তিন গুণ দ্বারা জীবাত্মাকে তাহাদের ভিন্ন আবদ্ধ রাখে; ঐ গুলিতে উৎপন্ন সুখ দুঃখ মোহ জীবাত্মার বন্ধন স্বরূপ হয়। জীবাত্মা নিজে মূলতঃ নির্বিবকার স্বভাবের হইলেও তদাত্মকত্বের কারণ, সুখ দুঃখ ভোগ করে। সুখও বন্ধন স্বর্ণ শৃঙ্খল। গুণশব্দ যেন পারিভাষিক, ইহা কোন ভ্রমের আশ্রিত রূপ রসাদির গত গুণ নহে; গুণী অর্থাৎ প্রকৃতি বাহ্য গুণও যেন তাহা হই। ( শঙ্কর )। গুণের অর্থ বস্তু, এখানে ঐ অর্থ সঙ্গতও, কারণ সত্ত্বাদি গুণ দ্বারাই দেহী আবদ্ধ থাকে। ( গীতা ১৩।২৬; ভাগবত ৪।১১।২৬ )

শঙ্কর । সত্ত্বাদি গুণ ক্ষেত্রক্ষেত্র অধীন হইয়াও অবিভ্যাত্মক হওয়ায়, ক্ষেত্রজ্ঞকে বাঁধিয়া ফেলে, ও তাহার আশ্রয় তৈরী করিয়া নিজেদের প্রকট করে। যদি বল, আত্মা তো লিপ্ত হয় না, কি করিয়া তাহার বন্ধন হয়, তাহার উক্ত এই যে আমি “ইব” শব্দ ব্যবহার করিয়াছি; অর্থাৎ বস্তুকে বাঁধ না, তাহা প্রতীত করায়।

মধু-দন । অচেতন গুণত্রয় পুরুষের অদৃষ্ট বশবর্তী হইয়া সততই তাহার ভোগ বা অপবর্গ নির্বাহ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত

হইয়া থাকে । বৈশেষিক মতে দ্রব্যও গুণী স্বতন্ত্র, এখানে গুণ ও গুণী ( প্রকৃতি ) সেরূপ নহে । প্রকৃতি সম্ভব, অর্থাৎ সাম্যাবস্থা যে প্রকৃতি, সে অবস্থা ভঙ্গ হওয়া ইহাদের উৎপত্তি ।... পুরুষের পারমার্থিক বন্ধন নাই ; বন্ধন কল্পিত ।

রামানুজ : এই তিন গুণ, প্রকৃতির স্বরূপানুবন্ধী স্বভাব বিশেষ ; প্রকৃতির কারণ দ্বাবস্থায় অপ্রকট থাকে ও প্রকৃতির বিকারভূত মহৎতত্ত্বাদিতে প্রকট হয় ।... জীবাত্মাকে শরীরে বিভিন্নরূপ উপাধিতে বাঁধিয়া ফেলে ।

শ্রীশঙ্কর : প্রকৃতির সঙ্গ হেতু পুরুষের সংসার বর্ণনা । গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে জাত । গুণ সমূহের সাম্যাবস্থা যে প্রকৃতি তাহার নিকট হইতে পৃথগরূপে প্রকাশিত হইয়া ঐ গুণসমূহ প্রকৃতির কার্য্য দেহে অভেদ চিন্তায় অবস্থিত । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অব্যয় অর্থাৎ নির্বিবকার সত্ত্বও, দেহীকে অর্থাৎ চিদংশকে বন্ধন করে অর্থাৎ স্বকার্য্য সুখ দুঃখ ও মোহাদির সহিত সংযোজন করে ।

রামদয়াল : বৈশেষিকগণ দ্রব্য ও গুণ পরস্পর বিলক্ষণ বিভিন্ন পদার্থ বলেন । এখানে গুণত্রয়, গুণী অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে পৃথক নহে, তাহা প্রকৃতিরই স্বরূপ, যেহেতু প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা

সচ্চিদানন্দ : ভূত প্রকৃতি মোক্ষ কহিবার পূর্বের ভূত প্রকৃতি বন্ধ কেন হইল তাহা বলিতেছেন । মহৎব্রহ্ম ও ঈশ্বরের সহযোগে যেমন সৃষ্টির উৎপত্তি, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজের সহযোগে তেমনি বৃত্তি উৎপত্তি । অমূর্তের মূর্তিভাব প্রাপ্তই বন্ধ ।



অল্পবিন্দু ! প্রকৃতির গুণগুলি মূলতঃ গুণাত্মক qualitative... যদি আমরা অধিকতর ব্যাপক সংজ্ঞা চাই। তাহা হইলে আমরা বোধ হয় তাহার কিছু ইঙ্গিত পাইব ভারতীয় ধর্মের সেই রূপকারক পরিকল্পনায় যাহা এই গুণত্রয়ের এক একটি গুণকে বিশ্বদেব প্রতীক এক একটি দেবতার গুণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে ; রক্ষাকর্তা বিষ্ণুর গুণ, সত্ত্ব ইত্যাদি... প্রকৃতির গুণত্রয় বিশ্বজগতে সকল সত্তায় অচ্ছেদ্যভাবে বিমিশ্রিত।

কৃষ্ণানন্দ ! অজ্ঞ ও অজ্ঞীর জ্ঞায়, গুণ ও প্রকৃতিতে বাস্তবিক কোন ভিন্নতা নাই। জীবাত্মা জন্ম মরণ বহিত হইলেও, ত্রিগুণের সহিত দেহাত্মা ভাব প্রাপ্ত হওয়ায় শোক মোহাদি রূপ নাগপাশে বদ্ধ হয়। সত্ত্বগুণ, আত্মার আবরণ বিনাশক, তাই প্রকাশক।

Hill. গুণ = Strand.

Radhakrishnan. The Gunas are the three tendencies of প্রকৃতি or the three strands making up the twisted rope of nature. The cosmic trinity reflects the dominance of one of the modes : সত্ত্ব, in বিষ্ণু the Preserver; রজঃ in ব্রহ্মা the Creator and তমঃ in Siva the Destroyer.

মহানামস্মৃত : এই ত্রিগুণ চৈতন্যকে আবৃত করিয়া রাখে।... জগতের সকল বস্তুই সত্তা আছে, সুতরাং তাহাতে সত্ত্বগুণ আছেই। রজোগুণ রাগ ও দ্বেষ দ্বারা চিত্তকে বন্দী

ভূপেন্দ্রনাথ : প্রকৃতি হইতে গুণ গুলি উৎপন্ন হইয়া  
এই দেহেই অবস্থিতি করে । জীবাত্মা, দেহেতে তদাত্ম্যভাব  
প্রযুক্ত দেহস্থ ত্রিগুণের যে ধর্ম্ম শোক মোহাদি তদ্বারা দেহীকে  
যেন আবদ্ধ করিয়া রাখে । “তে ধ্যানযোগানুগতা” ইত্যাদি,  
(শ্বেতাশ্বতর উপ), স্বপ্রকাশ মায়াধীশ্বর পরমেশ্বরের আত্মভূতা  
শক্তিকে তাঁহার কারণ-দেহে দর্শন করিয়াছিলেন, এই শক্তিই  
মায়া বা প্রকৃতি, সাংখ্যের প্রকৃতির আয় ইহা জড় নহে,  
তাঁহারই নিজশক্তি, মায়াশ্রু প্রকৃতিং বিজ্ঞাং মায়িনশ্রু মহেশ্বরম্ ।  
ইনিই পরাপ্রকৃতি, গীতায় ভগবান বলিয়াছেন এই প্রকৃতি  
আমার অধ্যক্ষতায় ( প্রেরণায় ) চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন ।....  
যেমন অগ্নিতে জ্বলন স্বাভাবিক, সেইরূপ ব্রহ্মের মধ্যে শক্তির  
হিম্মোল স্বাভাবিক ।...প্রকৃতি ক্ষুদ্র হইলেই প্রাণ চঞ্চল হয়,  
এবং সেই চঞ্চল প্রাণই সমস্ত বজ্রঃ তমোগুণ রূপে ও তাহার  
বাহন ইড়াদি নাড়ীমুখে প্রকাশিত হইয়া, পঞ্চতত্ত্ব মন বুদ্ধি  
অহঙ্কারে পরিণত হইয়া, জগৎ খেলা আরম্ভ করিয়া দেয় ।

Telalg. Goodness, passion, darkness, these  
qualities born from nature bind down the inex-  
haustible soul in the body. ... These constitute  
nature. We must understand nature with Prof.  
Bhandarkar, as the hypothetical cause of the  
Soul's feeling itself limited and conditioned.  
If nature is understood, as it usually is, to mean



matter its being made up of the qualities is inexplicable. Interpreted idealistically, as suggested by Prof. Bhandarkar, the destruction of it spoken of at the close of the last chapter, also becomes intelligible. By means of knowledge of the Soul, the unreality of these manifestations is understood and nature is destroyed

Gandhi-Desai. The three Gunas keep the Imperishable Dweller bound to the body.

( ৬ ) সেই বন্ধনকারী গুণ গুলির স্বরূপ ও তাহাদের দ্বারা বন্ধনের প্রকার বলিতেছেন—

৬। তত্র সত্ত্বং নিৰ্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্

সুখসঞ্জন বধ্যাতি জ্ঞানসঞ্জন চানঘ ।৬।

পদচ্ছেদ : তত্র সত্ত্বম্ নিৰ্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকম্ অনাময়ম্,  
সুখ-সঞ্জন বধ্যাতি জ্ঞান-সঞ্জন চ অনঘ ।

অন্বয় : অনঘ, তত্র প্রকাশকম্ অনাময়ম্ সত্ত্বম্ নিৰ্ম্মলত্বাৎ  
সুখসঞ্জন চ জ্ঞান সঞ্জন বধ্যাতি ।

কঠিন শব্দ : অনঘ = নিষ্পাপ । তত্র = ঐ তিন গুণের মধ্যে । প্রকাশকম্ = প্রকাশশীল, স্বচ্ছ হওয়ায় চিৎ প্রতিবিম্বের প্রকৃষ্ট বিকাশ আনে । প্রকৃতের্বশাৎ নহে । ত্রীত দাসের ভাবে নহে, ইহা মুর্ত্তভাবে কৰ্ম্ম করিবার সামর্থ্য জাগাইয়া দেয় ( ২।৪৭ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ), সুখ ও জ্ঞানের উপলব্ধি করায় । অনাময় =

উপদ্রব হীন, শাস্তি পূর্ণ। ( সাত্ত্বিক সুখ ও সাত্ত্বিক জ্ঞান ১৮১১ দ্রষ্টব্য ) । সত্ত্ব গুণ, সুখের অনুভূতি পাইবার ও জ্ঞানের অনুভূতি পাইবার ও তাহা বিক্ষুব্ধিত করিবার ইচ্ছা জাগায়, এবং ইহাদের পিছনে পড়িয়া থাকিবার একটা নেশা হইয়া যায় ভাল জিনিষেও নেশা হওয়া, আসক্তি পাওয়া বন্ধনের কারণ হইয়া যায়। আমি সুখী, আমি জ্ঞানী; “আমি-আমি” ভাব মানুষে চাপিয়া আসে।

**অনুবাদ :** হে নিম্পাপ অর্জুন এই তিন গুণের মধ্যে, সত্ত্ব গুণ নির্মল, সচ্ছ হওয়ায়, উপদ্রব হীন শাস্তি প্রকাশশীল। (আত্মার ভাব, নিকটতম কোষে অর্থাৎ বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি হইতে উহা বিচ্ছুরিত হয়, জ্ঞান ও আনন্দের অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং সেই জ্ঞানে ক্রীতদাসের মত নহে, প্রকৃতির বশে নহে, মুক্ত ভাবে মানুষ কাজ করিতে সমর্থ হয় ) । সত্ত্ব গুণ জ্ঞান ও আনন্দের প্রকাশক, কিন্তু ঐ জ্ঞান ও আনন্দের সঙ্গ (বা তাহাতে পড়িয়া থাকার নেশা যখন যখন দরকার নাই তখনও তাহা লইয়া থাকা, উর্দ্ধে উগবানের দিকে না যাওয়া ) উহাও মানুষকে বন্ধন প্রাপ্ত করায়। (মানুষ গুণাতীত থাকিবার চেষ্টা করিবে, মনুষ্বৃতি ) ।

**মধুসূদন :** প্রকাশকং = প্রকাশক ; চৈতন্যের তমোগুণকৃত আবরণের বিরোধায়ক, অর্থাৎ তমোগুণ যে আবরণ জন্মায় তাহার বলে চৈতন্যের প্রকাশ হয় না, সত্ত্বগুণ তাহাকে দূর করিয়া দেয়। নির্মলত্বং = নির্মল বলিয়া চৈতন্য প্রতিফলিত হয়। অনাময় = অবিপরীত বাহ্য তাহার অর্থাৎ সুখের ব্যঞ্জক। চেতনাসুখও



( জ্ঞান ) ক্ষেত্রের ধর্ম, আত্মায় তাহাদের যে অধ্যাস ( আরোপ ) তাহাই সঙ্গ ।

শঙ্কর । সত্ত্বগুণ স্ফটিক মণির মত নির্মল হওয়ার জন্য, প্রকাশশীল ও উপদ্রব রহিত ।....বিষয়রূপ সুখের বিষয়ী আত্মার সঙ্গে ‘আমি সুখী’ এই প্রকার সম্বন্ধ-যুক্ত করে, ও আত্মাকে মিথ্যাই সুখে নিবৃত্ত করে, ইহাই অবিद्या । কারণ বিষয়ের ধর্ম বিষয়ীর হয় না, ও ইচ্ছা হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত, সব ধর্ম ক্ষেত্রের । অবিद्या দ্বারা সত্ত্ব গুণ অনাত্মস্বরূপ সুখে, আত্মাকে আসক্ত করে । জ্ঞানও আত্মার ধর্ম নহে, ইহিলে আসক্তির কথা উঠিত না ।

রামানুজ । প্রকাশ ও সুখকে না ঢাকিয়া ফেলাই নির্মলতা ; সত্ত্ব গুণ প্রকাশ ও সুখের কারণ । বস্তুর বর্ধার স্বরূপজ্ঞানের নাম প্রকাশ । জ্ঞান ও সুখে আসক্তি ইহিলেই মনুষ্য উহাদের সাধনে লাগে ; কর্মফল উৎপত্তি হয়, জন্ম আনে ।

শ্রীশঙ্কর । সত্ত্বগুণ স্ফটিকের দ্বারা প্রকাশক, জ্যোতির্ময় নিরূপদ্রব, শান্ত, সেইজন্য স্বকর্ম্য সুখের সহিত সঙ্গের দ্বারা বন্ধন করে । “আমি সুখী ও জ্ঞানী” এইরূপ মনের ধর্মগুলিকে তাহাদের অভিমানী ক্ষেত্রজ-জীবে সংযোজন করে ।

মভিলাল । সত্ত্ব গুণের ভিতর দিয়া পরমচৈতন্য অবিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়....সৃষ্টিবীৰ্য্য বিশুদ্ধ জ্যোতির্ময় ।

Telang. Of these, goodness, which, in consequence of being untainted is enlightening, free

from all misery binds the soul, with the bond of pleasure and the bond of knowledge,

পন্নমহংসদেব বলিতেন, যাহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারাও একটু “আমি” ভাব রাখিয়া দেন, তাহা না হইলে জীবন থাকে না, যথা দাস আমি। শঙ্করাচার্য্য “জ্ঞান আমি” রাখিয়া দিলেন।

Krishna Prem, Under the contemplative gaze of consciousness, three tendencies manifest themselves within the matrix, One moment of it reflects the Light and is irradiated by It, itself becoming like a fluorescent substance, an apparent source of Light, This is the moment known as সত্ত্বগুণ and it has the characteristic of radiance ( প্রকাশ )। A second moment, as it were, transmits the Light, not reflecting it back towards the Source, but it ever speeding it on outwards and outwards. This moment is known as the Guna of রজস্, having as its characteristic outward turned moment ( প্রবৃত্তি )। The third moment neither reflects nor transmits, but absorbs the Light that falls upon it, this is the guna of তমস্, characterised by a stagnant inertia, a heedless



indifference. The operation of the gunas can be observed in the microcosm and also in the macrocosm. (Krishna Prem then explains this)...In the mental world of ব্রাজসিক plurality, we pass into a Libetnisian world of morads...

Radhakrishnan. Knowledge here means lower intellectual knowledge, or relates to বুদ্ধি, not consciousness.

রামদয়াল : সব গুণ উদয়ে বুদ্ধি আবরিত থাকে না...আমি জ্ঞানলাভ করিয়াছি এইরূপ অভিমান করে। স্বপ্ন ও জ্ঞান ক্ষেত্রের ধর্ম্য ...

রামচন্দ্র যতি : শ্রী. ভূঃ ও দুর্গা, ইহার যথাক্রমে সব ব্রহ্মঃ ও তমোগুণাভিমানিত। শ্রী দেবলোকের, ভূঃ মনুষ্য লোকের ও দুর্গা দানবাদির বন্ধনের কারণ (দামোদর)

বিনোব : প্রদীপ ঠিক রাখিতে তাহার কাঁচের ভিতরকার কাজল (তমঃ) পরিষ্কার করিতে হইবে; কাঁচের উপরকার ধূলা (ব্রহ্মঃ) পরিষ্কার করিতে হইবে। তাহার পরে রহিল কাঁচ (সবগুণ)। কাঁচটাকে কি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে? না। তাহার উপর এমন জায়গায় একটু কাগজ লাগাইয়া দিবে যাহাতে তাহার তীব্র জ্যোতি চোখের ভিতর না যায়. অর্থাৎ সাদৃশিক গুণে নিজেকে রাখবে, কিন্তু সেই গুণের অভিমান রাখবে না, আর অনাসক্ত ভাবে সাদৃশিক কাজ করিতে থাকিবে। সব গুণ

নির্মল হওয়ায় মনে জ্ঞান জ্যোতিঃ প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধক হয় না। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' হইতে সাহায্য করে। অনাময় অর্থাৎ সুস্থতা অর্থাৎ শান্তি আনে।

অন্নবিন্দু : আগাদিগকে স্বেদের ভিতর দিয়াই উঠিতে হইবে বটে, কিন্তু যতক্ষণ আগরা সবকে ছাড়াইয়া না বাইব ততক্ষণ সেখানে পৌঁছিতে পারিব না।

ভূপেন্দ্রনাথ : তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে, সবগুণ সেই অকারণে নষ্ট করে, তাই প্রকাশক। বিশুদ্ধ সবগুণের লক্ষণ (১) প্রসন্নতা (২) আত্মানুভূতি (পরমাশান্তি (৪) তৃপ্তি (৫) প্রহর্ষ (৬) পরমাত্মনিষ্ঠা।...সবগুণের প্রকাশকত্ব গুণ থাকায়, যে বস্তুর যাহা স্বরূপ, তথা বুঝাইয়া দিতে পারে। রজস্তমঃ গুণের মত ইহা বিক্ষেপ ও আবরণ যুক্ত নহে।...সবগুণের জ্ঞান, আত্মার ধর্ম যে জ্ঞান, পরাবিত্তা, তাহা নহে,—দর্শন বিজ্ঞান জাত জ্ঞান। ইহাতে, আত্মার আনন্দ যে আনন্দ, তাহা আনে না। কাজেই বন্ধন উৎপাদক।

৭। রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃণাসজ্জ সমুদ্ভবম্

তন্নিবন্ধাতি কোন্তেয় কর্মসঞ্জন দেহিনম।৭।

পদচ্ছেদ : রজঃ রাগ-আত্মকম্ বিদ্ধি তৃণ-সজ্জ-সমুদ্ভবম্, তৎ নিবন্ধাতি কোন্তেয় কর্ম-সঞ্জন দেহিনম্

অনুব্র : কোন্তেয়, রাগাত্মকম্ রজঃ তৃণাসজ্জসমুদ্ভবম্ বিদ্ধি, তৎ দেহিনম্ কর্মসঞ্জন নিবন্ধাতি।

কঠিন শব্দ : রাগাত্মকম্ = অনুরাগ বা ইচ্ছামূলক। তৃণাসজ্জ



সমুদ্ভবম্ = তৃষ্ণা বা কামনা ও আসক্তি হইতে উৎপন্ন।  
 দেহিনম্ = আত্মাকে। কৰ্ম্মসঙ্গ = কৰ্ম্মাসক্তি। তৃষ্ণা অর্থাৎ অপ্রাপ্ত  
 বস্তু পাইবার ইচ্ছা; সঙ্গ অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তু নিজের করিয়া  
 রাখিয়া দিবার ইচ্ছা। রজোগুণ হইতেই সকল প্রকার কামনার  
 উদ্ভব হয়। “কাম এষ, ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভব  
 ( ৩৭৮ ; ১৪।২২ )। তদাত্মকতার জন্ম, আত্মা মূলতঃ নির্বিকার  
 হওয়া সত্ত্বেও, তৃষ্ণা ও সঙ্গবোধ করিতে থাকে।

অনুবাদ : কোন্ডেয়, রজোগুণ অনুরাগ বা ইচ্ছা, এবং  
 তৃষ্ণা ও আসক্তি হইতে উৎপন্ন, জানিও। তাহা কৰ্ম্মাসক্তির  
 দ্বারা আত্মাকে আবদ্ধ করে।

শঙ্কর : গৈরিক আদি বর্ণের মত রজোগুণের বিষয়ে  
 আসক্ত করাইবার ক্ষমতা থাকে। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফল দ্বয়  
 যে কৰ্ম্ম, তাহাতে আসক্তি অর্থাৎ তৎপরতার নাম কৰ্ম্মাসক্তি।

মধুসূদন : বাহার জন্ম পুরুষ বিষয়ে আসক্ত হয় তাহার  
 নাম রাগ। রাগাত্মক = তৃষ্ণাজনক। “আমি ইহা করিতেছি  
 ফল উপভোগ করিব” ইত্যাদি অভিনিবেশ, কৰ্ম্ম সকলের  
 বন্ধ করে। রজোগুণ প্রবৃত্তির ( কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার ) কারণ।

রামানুজ : রাগ = স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক মিলনেজন্ম  
 নাম রাগ। বিষয়স্পৃহা = তৃষ্ণা; পুত্রাদি সম্বন্ধ বিষয়কস্পৃহা =  
 সঙ্গ !

শ্রীশঙ্কর : রজোনামক গুণ রাগাত্মক অর্থাৎ প্রীতি-

সম্পাদক । তৃষ্ণা ও সঙ্গ (= প্রাপ্তবিষয়ে আসক্তি ) দ্বারাই  
কর্মসমূহে আসক্তি হয় ।

ভক্তিশ্রুতিদীপ : রাগাত্মকম্ = as being of the  
form of passion, কর্মসংগেহন = with attachment for  
the fruit of action ।

গিরীন্দ্র : যে মনোবৃত্তি দেহ ও মনকে রঞ্জিত বা সংস্কৃত  
করে, তাহাকে রাগ বলে ।

ব্যোমব্রহ্ম : কর্ম = ভোগেন্দ্রিয়মূলক কর্ম । রাগাত্মক  
= ভোগাসক্তি ।

ভূপেন্দ্রনাথ : আমাদের দেশ-প্ৰীতি, জীবের কল্যাণ  
ইচ্ছা—রজোগুণ প্রকৃত এই শ্রেণীর আসক্তি ।

৮। তমস্তজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনম্ সর্বদেহিনাম্

প্রমাদালস্য নিদ্রাভি স্তম্ভিবধ্নাতি ভারত । ৭

পদচ্ছেদ : তমঃ তু অজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনম  
সর্বদেহিনাম্, প্রমাদ-আলস্য নিদ্রাভিঃ তৎ নিবধ্নাতি ভারতম্  
অনন্ত : তু ভারত সর্বদেহিনাম্ মোহনম্ তমঃ অজ্ঞানজম্  
বিদ্ধি, তৎ প্রমাদালস্য নিদ্রাজিঃ নিবধ্নাতি ।

কঠিন শব্দ : তু = আর, অত্যাধিক ( সঙ্গ ও রজঃ হইতে  
পার্থক্য ) । অজ্ঞানজম্ = অজ্ঞান হইতে জাত । সর্বদেহিনাম্  
মোহনম্ = সকল দেহধারীর ভ্রান্তি বা মোহজনক প্রমাদ =  
অবধানতা । আলস্য—অনিচ্ছা, নিরুত্তমতা ।

অনুবাদ : আর, ভারত, সকল দেহধারীর মোহজনক,



তমঃ গুণ অজ্ঞান হইতে জাতু জানিও । উহা অনবধানতা আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা আত্মাকে বাঁধে ।

অজ্ঞান = যাহা জ্ঞানের বা বস্তুর যথার্থ বোধের বিপরীত অথবা অন্য বোধ দেয়, যথা রজ্জুতে সর্প বোধ । আবরণ শক্তি রূপ অজ্ঞান । ( গীতাপ্রেমী—মহাভা ৩:২১২ ৫ )

মধুসূদন : মোহনঃ = অবিবেকরূপে ভ্রান্তিজনক । প্রমাদ = বস্তুর বিবেক নিশ্চয় করিবার অসামর্থ্য ; ইহা সৰ্ব-গুণের কার্য যে প্রকাশ, তাহার বিরোধী । আলস্য = প্রবৃত্তির অর্থাৎ কার্যকারিতার অসামর্থ্য ; ইহা রজোগুণের কার্যস্বরূপ যে প্রবৃত্তি তাহার বিরোধী । নিদ্রা, তমোগুণ ইহার অবলম্বন ; ইহা প্রকাশ ও প্রবৃত্তি উভয়েরই বিরোধী ।

শঙ্কর : জীবের হৃদয়ে মোহ অর্থাৎ অবিবেক উৎপন্ন করায় যে তমঃ ।

স্বামানুজ : বস্তুর যথার্থ বোধের নাম জ্ঞানঃ ; তদ্বিপরীত, অজ্ঞান । ইহাই মোহ প্রমাদ—একর্তব্য কর্মে অসাধনানীকে যাহা প্রবৃত্ত করায় । আলস্য = কর্ম না করার স্বভাব ।

শ্রীশঙ্কর : তমোগুণ অজ্ঞান হইতে জাত, আবরণ শক্তি-প্রধান প্রকৃতির অংশ হইতে উদ্ভূত জানিও । মোহন—ভ্রান্তি উৎপাদক প্রমাদ = অমনোযোগ ।

ভূপেন্দ্রনাথ : যাহা করিলে ভাল হয়, তাহার দিক দিয়াও মাড়াইবে না, অথচ যে কার্য করিলে নিজের কতি ইহিবে, তাহাতে খুব উৎসাহ ইহাই প্রমাদ ।—ভাল কথা শুনিতে

বসিলেই ঘুম। বলে “বলিলেই ধান জমিয়া যায়, কীৰ্ত্তনাদি  
চোঁমেচি তাই সে করেনা, কিন্তু ধ্যানতো জমে না, নিদ্র  
জমে।...আগাদের শ্বাস ক্রিয়া কখনও ইড়ায় চলে, কখনও  
পিঙ্কলায়; শ্বাসের গতি অনুসারে মনের রং বদলায়।—শ্বাসের  
গতির দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

৯। সত্ত্বং সুখে সংজয়তি বজঃ কৰ্ম্মণি ভরত

জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সংজয়ত্যুত।৯।

পদচ্ছেদ : সত্ত্বং সুখে সংজয়তি, বজঃ কৰ্ম্মণি ভরত,  
জ্ঞানম্ আবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সংজয়তি উত।

অন্বয় : সত্ত্বং সুখে সংজয়তি, বজঃ কৰ্ম্মণি, তমঃ তু জ্ঞানম্  
আবৃত্য প্রমাদে উত সংজয়তি।

কঠিন শব্দ : সংজয়তি = সংশ্লিষ্ট। উত = এমন কি,  
এং। প্রমাদ = ভ্রান্তি, অনবধানতা।

অনুবাদ : সত্ত্ব আত্মাকে সুখের সহিত সংশ্লিষ্ট বা  
সংযুক্ত করে; বজোগুণ কর্ম্মের সহিত। কিন্তু, তমোগুণ জ্ঞানকে  
(এমন কি জ্ঞানীর জ্ঞানকেও) আচ্ছাদিত করিয়া ভ্রান্তি ও  
অনবধানতার সহিত সংশ্লিষ্ট করে। (উত অর্থাৎ অপি,  
অর্থাৎ জ্ঞানীতেও অজ্ঞান উপস্থিত করে, আলস্য ও নিদ্রা  
মানিয়া দেয়। (সুখ, যে সুখ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে বা  
২৮,৩৬,৩৭ শ্লোকে উক্ত। কর্ম্ম, ভোগ উপস্থিতকারী কর্ম্ম)।  
(গীতাপ্রেমী মহাভা ৩।২।২:৪)।

শব্দকল্প : তমোগুণ, সত্ত্বগুণ উৎপন্ন বিবেকজ্ঞানকেও



নিষ্ক আবরণাত্মক স্বভাবে আচ্ছাদিত করিয়া, পুনঃ প্রমাণে নিযুক্ত করে। প্রাপ্তব্য কর্তব্য না করার নাম প্রমাদ।

**মধুসূদন :** সত্ত্বগুণ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইতে, ইত্যাদি। তমোগুণ যে ব্যক্তি বস্তুর জ্ঞানলাভ করিয়াছে তাহার মধ্যেও অজ্ঞান আনে।

**শ্রীশঙ্কর :** দুঃখ ও শোকাদির কারণ থাকিলেও, সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখের অভিমুখী করে।...তমোগুণ, মহতের উপদেশ করিতে থাকিলেও। হাদের উপদিষ্ট বিষয়ে অমনোযোগ আনিয়া দেয়।....

**স্বামানুজ :** সত্ত্বগুণে সুখাশক্তি প্রধান কারণ, ইত্যাদি

**সমন্বয় গীতা :** সত্ত্ব ও শুদ্ধ সত্ত্বে প্রভেদ এই যে, ইহার একটিতে জগৎ প্রকাশমান ব্রহ্ম ও অন্যটিতে তদতীত স্বয়ং ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হন।

**ভূপেন্দ্রনাথ :** প্রকৃত দুঃখ শোকের কারণ থাকিলেও, যিনি জোর করিয়া ক্রিয়া করিতে বসেন, ক্রিয়াতে একটু মন লাগিলেই, তাঁহার মন হইতে বিষয় চিন্তা চলিয়া যায়।...রজোগুণের বন্ধন, কেবল কম। সন্ন্যাসেও বিষয় ভোগের দিকে আকর্ষণ বলেন জনক রাজার মত তিনি বিষয় ভোগ করেন! তাই আর কাল জনক রাজাদের ঠেলায় লোককে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

১০। রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত

রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ১০।

পদচ্ছেদ । রজঃ তমঃ চ অভিভূয় সত্ত্বম্ ভবতি ভারত,

( ১৪।১০ )

১৪—৪৭

রজঃ সৰ্বম্ তমঃ চ এবঃ তমঃ সৰ্বম্ রজঃ তথা।

অন্বয়ঃ ১ চ ভারত রজঃ তমঃ অভিত্য সৰ্বম্ ভবতি চ রজঃ  
সৰ্বম্ তমঃ তথা এব তমঃ সৰ্বম্ রজঃ

কঠিন শব্দঃ ১ অভিত্য = অভিত্য করিয়া, চাপিয়া,  
repressed ( Telang ).

অনুবাদঃ ১ হে ভারত, রজঃ গুণ ও তমঃগুণকে অভিত্য  
করিয়া, সৰ্বগুণ হয়। ( অর্থাৎ বৃদ্ধি পায় )। রজঃ, সৰ্ব ও  
তমোগুণকে, এবং তমঃ, বদ্ধ ও রজঃ গুণকে চাপিয়া বৃদ্ধি পায়।  
( গীতাপ্রেমী—গনুস্মৃতি ১২।২৪, )

মধুদান ১ সৰ্বগুণ যখন এককালে ও একসময়ে রজঃ ও  
তমঃ এই দুইটি গুণকেই অভিত্য করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখনই  
তাহা পূর্বকথিত প্রকাশরূপ নিজ কার্য্য অসাধারণ ভাবে  
সম্পাদন করে। শঙ্কর, ঐরূপ।

স্বামানুজ ১ যদি তিন গুণ একসঙ্গে থাকে, তবুও প্রাচীন  
কর্ম্মবশ ও শরীর পোষণরূপ ভোজনের বিষমতায়, এক অণুদের  
চাপিয়া, আগে বাড়িয়া যায়।

ভূপেন্দ্রনাথ ১ একই মানুষে কখন সাত্বিক, কখন  
রাজসিক, কখন তামসিক ভাব....এই সমস্ত গুণ ক্রিয়া কখন  
কখন পূর্বকর্ম্মসূত্র ধরিয়া দেহকে বিকল করিতে থাকে।  
গাহিরের দিক দিয়া কখন কখন কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া  
যায়না।

( ১১ ) যে সময় যে গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার জ্ঞাপক



কি চিহ্ন প্রকাশ পায়, তাহাই তিম শ্লোকে বলিলেন; প্রথমে  
সম্বন্ধ লইলেন—

১১। সর্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে  
জ্ঞানং যদা তদা বিজ্ঞানং বিবুদ্ধং সম্বদিত্যুত। ১১

পদচ্ছেদ : সর্বদ্বারেষু দেহে অস্মিন্ প্রকাশঃ  
উপজায়তে, জ্ঞানম্ যদা তদা বিজ্ঞাৎ বিবুদ্ধম্ সম্বম্ ইতি উত।

অনুবাদ : যদা অস্মিন্ দেহে সর্বদ্বারেষু প্রকাশঃ জ্ঞানম্  
উপজায়তে তদা ইতি বিজ্ঞাৎ উত সম্বম্ বিবুদ্ধম্

কঠিন শব্দ : প্রকাশঃ = আলোক, চেতনতা,  
তদা উত = তখনই।

অনুবাদ : যখন এই দেহে, সকল ইন্দ্রিয়-দ্বারে,  
তাহাদের চেতনার আলোকে ( তাহাদের কার্যের আবরণের বা  
জাল্যের বিরোধী ) জ্ঞান বা বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে অর্থাৎ পরিদৃষ্ট  
হইবে, তখনই জানিবে, সম্বন্ধ বন্ধিত হইয়াছে।

বুদ্ধির প্রকাশ অর্থাৎ যখন মুক্ততা থাকিবে না; ইন্দ্রিয়গুলির  
কার্য সম্বন্ধ না হইয়া বোধ পূর্ণ মন তাহাদের কার্যে প্রকাশিত  
হইবে।

( গীতা শ্রেণী—গীতা ৫।২৪ ; ভাগবত ১১।২৫।১৩ )

মধুসূদন : প্রকাশ = দীপের ন্যায় নিজ বিষয়ের  
আবরণের বিরোধী বুদ্ধির পরিণাম বিশেষ। উত অর্থে 'অপি';  
ইহা ইহাই বুঝাইতেছে যে সুখাদিরূপ চিহ্নের দ্বারাও ইহা  
জানিতে হইবে যে সম্বন্ধের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

শঙ্কর : বুদ্ধির বৃত্তির নাম প্রকাশ, আর ইহাই জ্ঞান ।

রামানুজ : যখন বস্তুর স্বার্থ স্বরূপকে প্রকাশিত  
করিবার সময়, চক্ষু আদি সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়,  
তখন, ইত্যাদি ।

Gandhi When the light-knowledge shines  
forth from all the gates of the body, etc.

শ্রীশঙ্কর : আত্মার ভোগের আয়তন এই শরীরে কণাদি  
দ্বারগুলিতে যৎকালে শব্দাদির জ্ঞানরূপ প্রকাশিতাব উৎপত্তি  
লাভ করে, তখন ঐ প্রকাশরূপ চিত্ত দ্বারা, ইত্যাদি 'উত' শব্দে  
স্থাদিচিত্ত দ্বারা সত্ত্বের বুদ্ধি জানিবে ।

ভক্তিশ্রীদীপ । When enlightenments of  
knowledge is produced through all the sense-  
organs of the body etc.

Radhakrishnan. The Light of knowledge  
can have a full physical manifestation. To divi-  
nise the human consciousness to bring the Light  
into the physical, to to transfigure our whole  
life is the aim of the যোগ ।

Krishna Prem. A state of mind that fosters  
clear unclouded knowledge that brings a peace  
and inner harmony.

রামানুজ : রূপ রস গন্ধাদির অন্তরালে হেন কোন



জ্ঞানময় আনন্দময় নিত্য সত্ত্ব পবিত্র আত্মবস্তু উপলব্ধি হইতে থাকে, যেন সে আর কাহারও সহিত ভিতরে জিজ্ঞাসা করিয়া কথা কহিতে থাকে।

**গিরীন্দ্র :** প্রকাশ জ্ঞান = প্রত্যক্ষ জনিত কোন বিষয়ের কেবল অস্তিত্ব জ্ঞান। প্রত্যক্ষ অনুভূতির ফলে যদি বিষয়ে রাগদ্বেষ জন্মে, তবে সেই অনুভূতিকে মাত্র প্রকাশ জ্ঞান বল চলিবে না। সত্ত্বগুণ হইতে কোন কার্য উৎপন্ন হয় না বলিয়া সাধ্বিক কর্ম বলিয়া কিছু নাই; কিন্তু স্মৃকৃত রাজসিক কর্মের দ্বারা সাধ্বিক হইতে পারে।

**কৃষ্ণানন্দ :** ইন্দ্রিয় দ্বারে প্রকাশ = যথা শব্দাদি বস্তু আবরণ দোষ বর্জিত হইয়া, কথা সবল মৃদু ও সরল হয়, অন্যের কথা বিরুদ্ধ ভাবে গৃহীত না হয়।

**ভূপেন্দ্রনাথ :** সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইলে যে জ্ঞান প্রবাহ চলে তাহাতে কোন ভ্রমপ্রমাদ থাকে না। বর্ণ অশব্দের শব্দ শুনিত পায়। ইত্যাদি

Telang. At all portals of the body, light (i.e. knowledge) prevails.

**মতিলাল :** ভাস্কর্য্য হেতু সত্ত্বগুণ শাস্ত পুরুষ প্রকাশক।

( ১২ ) রজোগুণ বৃদ্ধির চিহ্ন—

১২। লোভ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণাম শমঃ স্পৃহাঃ

রজশ্চেতানি জায়ন্তে বিরুদ্ধে ভরতর্ষভ। ২

( ১৪১২ )

১৪--৫১

পদচ্ছেদ : লোভঃ প্রবৃত্তিঃ আরম্ভঃ কৰ্মণাম্ অশমঃ

স্পৃহা, বজ্রসি একানি জায়ন্তে বিবুদ্ধে ভরতর্ষভ ।

অনুব্র : ভরতর্ষভ, বজ্রসি বিবুদ্ধে লোভঃ প্রবৃত্তিঃ

কৰ্মণাম্ আরম্ভঃ অশমঃ স্পৃহা এতানি জায়ন্তে ।

কঠিন শব্দ : প্রবৃত্তিঃ = সাংসারিক চেষ্টা, সর্বদা কিছু

না কিছুর দিকে মন যাওয়া । অশমঃ = অশান্তি, মনশ্চঞ্চল্য ।

স্পৃহা = আকাঙ্ক্ষা

অনুবাদ : হে ভরতর্ষভ ( ভরতবংশীয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ )

বর্জুন, বজ্রগুণ বৃদ্ধি পাইলে, লোভ, সর্বদা কিছু না কিছু

করিতে মনে প্রবণতা থাকা, ( চিত্ত স্থির না করিয়াই ) কাজ

আরম্ভ করিয়ে দেওয়া, মনশ্চঞ্চল্য আকাঙ্ক্ষা, এই সকল উৎপন্ন

হয় । ( গীতাপ্রেমী-ভাগবত ১১।২৫।১৭ )

মধুসূদন : প্রবৃত্তি = নিরন্তর প্রযত্নানতা । কৰ্মণাম্

আরম্ভঃ = বহুবিভ্রাসাধ্য ও আয়াসক বিষয়ের জ্ঞাত ক্রিয়া

করিবার উত্তম । অশম = 'ইহা করিয়া ইহা করিব' এই প্রকার

বন্ধন ধারার নিবৃত্তি না হওয়া । স্পৃহা = পবের ধন দেখিলেই যে

কোন উপায়ে তাহা সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা । শঙ্কর, ঐরূপ ।

রামানুজ : নিজদ্রব্য ত্যাগ না করিতে পারার স্বভাবের

নাম লোভ । ফলের সাধনরূপ কৰ্ম্মের আরম্ভের জ্ঞাত করা হয়,

ত্রৈপ উত্তোগের নাম কৰ্ম্মারম্ভ । ইন্দ্রিয়দিগের উপরমতার অভাবের

নাম অশম । বিষয়েচ্ছার নাম স্পৃহা ।



১৪—৫২

( ১৪।১৩.)

**ক্রীষন :** প্রবৃত্তি = সর্বদা কৰ্ম্যকৰিবাব চেচ্চা ।  
 আরম্ভ = গৃহাদির নিৰ্ম্মাণে যত্ন । অশম = ইহা কৰিয়া ইহা  
 কৰিব, এইরূপ বাসনা ও বিবিধ কল্পনার নিবৃত্তির অভাব ।  
 স্পৃহা = ইতস্ততঃ দৃষ্ট উচ্চ ও নীচ বস্তু মাত্ৰের গ্রহণেচ্ছা ।

**ব্রাহ্মদক্ষাল :** প্রবৃত্তি = সর্বদাই ধনাগম চেচ্চা, ফিকির,  
 ইত্যাদি । ফল সাধন রূপ কৰ্ম্মের আরম্ভের জন্ত কৃত উদ্যোগের  
 নাম কৰ্ম্ম্যারম্ভ । অশম = অমুক কার্যের পর অমুক কার্য কৰিতে  
 হইবে, এইরূপ ব্যাকুলতা । স্পৃহা = পরের ভ্রমী, পরের ধন  
 আত্মসাৎ করা ।

**ভূপেন্দ্রনাথ :** প্রবৃত্তি = সর্বদা কিছু না কিছু লইয়া  
 থাকা, কখন টাকা, কখন গহনা, কখন বাড়ী, কখন বাগান ।

**Telang, Avarice, activity** ( always doing  
 something or other ), performance of actions,  
 want of tranquility ; desire.

১৩। অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিচ্চ প্রমাদো মোহ এব চ

তমস্মৈতানি জায়ন্তে বিবুদ্ধে কুরুনন্দন। ১৩।

**পদচ্ছেদ :** অপ্রকাশঃ অপ্রবৃত্তি চ প্রমাদঃ মোহঃ এব  
 চ, তমসি এতানি জায়ন্তে বিবুদ্ধে কুরুনন্দন ।

**অন্বয় :** কুরুনন্দন, তমসি বিবুদ্ধে অপ্রকাশঃ অপ্রবৃত্তি  
 চ প্রমাদঃ চ মোহঃ এতানি এবজায়ন্তে ।

**কঠিন শব্দ :** অপ্রকাশঃ = আলোকহীনতা, অর্থাৎ  
 বুদ্ধি বা বিবেক রাহিত্য হওয়া, ( সৰ্ব গুণের বিপরীত ( ৬ ও ১১ )

( ১৪১৩ )

১৪—৫৩

শ্লোক দেখ ) । অপ্রবৃত্তিঃ = কর্মে প্রবণতা না থাকা ( ব্রহ্ম-  
গুণের বিপরীত ৭,৯ ও ১২ শ্লোক দেখ ) । প্রমাদ = ভ্রান্তি,  
অনবধানতা ( ৮,৯ শ্লোক দেখ ) ।

অনুশাদ : হে কুরুনন্দন অর্জুন, তমোগুণ বৃদ্ধি হইলে  
বুদ্ধি রাখিত্য হওয়া, কর্মে প্রবণতা না থাকা, ভ্রান্তি ও মূঢ়তা  
এই গুলি উৎপন্ন হয় । ( গীতাপ্রেমী, ভাগবত : ১১।২৫।১৫ )

মধুসূদন : উপদেশ আদি পাইতে থাকিলেও, কোন  
প্রকারেই জ্ঞানলাভ করিতে না পারা, তাহাই অপ্রকাশ,  
কর্ম বিধায়ক শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলেও, কর্মে প্রবৃত্তি  
অযোগ্যতাই অপ্রবৃত্তি । তৎকাল কর্তব্যরূপে যাহা উপস্থিত হয়,  
তাহার অনুষ্ঠান না করার নাম প্রমাদ । মোহ = নিজা বা  
বিপর্যয় । এই এই চিত্ত প্রকাশ পাইবেই, 'এব শব্দেব দ্বারা  
বোধিত হইতেছে ।

শঙ্কর : মোহ = অবিবেকরূপ মূঢ়তা ।

স্বামানুজ : জ্ঞানের উদয় না হওয়া = অপ্রকাশ ।  
অপ্রবৃত্তি = স্তব্ধতা, নিশ্চেষ্ট পড়িয়া থাকা ।

ভক্তিরপ্রদীপ : অপ্রকাশ = ignorance. অপ্রবৃত্তি =  
inertia. প্রমাদ = delusion.

Krishna Prem. quotes Shelley. The soul  
"flags wearily through darkness and despair..."  
"Some people mistake the restless urge of ব্রহ্ম-  
for Divine activity ; so others mistake the dull



indifferentism of তমঃ for spirituality. Mealy-mouthed cowardice is called "turning the other cheek"; Lazy inefficiency is termed indifference to material circumstances, shallow fatalism is confused with wise acceptance of the karma of one's past, cold indifference to one's fellows becomes a rising above love and hate, and that dull poverty of spirit that ignores all art and literature becomes transcendence of the lives of sense. All is মায়া, all is শূন্য। All is the Play of God. What does anything matter? This is not spirituality.

মহানামভূত : সত্ত্বগুণের প্রকাশকত্বকে ঢাকিয়া দেয় তমঃ, আর সুখময়ত্বকে অশূন্যরূপে বং ধরাইয়া দেয় রজঃ।... গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার অর্থ প্রলয়; উহা ভাঙ্গার অর্থ সৃষ্টি, ( এবং তখন হইতেই পরম্পরের ভিতর মহা যুদ্ধ )। সত্ত্বের কার্য প্রকাশ, তমের কার্য অপ্রকাশ; সত্ত্বের কার্য সুখ, রজের কার্য দুঃখ; রজের কার্য প্রবৃত্তি, তমের কার্য অপ্রবৃত্তি।...তিন গুণই শুদ্ধ আত্মার আবরণ।

ভূপেন্দ্রনাথ। সবই অপ্রকাশ; জ্ঞানের কথা শুনাইলেও মাথায় প্রবেশ করে না। অপ্রবৃত্তি = জরামরণ ভয় থাকা সত্ত্বেও প্রতীকারে প্রবৃত্ত হয় না। পিঙ্গলায় খাস বহে।

Telang. Want of Light, want of activity  
(i.e. doing nothing) headlessness, delusion,

( ১৪ ) মরণ সময়ে যে গুণের আধিক্য থাকে, সেই  
গুণানুযায়ী আমাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জন্ম হয়।

১৪। যদা সৰ্বে প্রবুদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূৎ

তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপত্ততে। ১৪।

পদস্বচ্ছদ : যদা সৰ্বে প্রবুদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূৎ,  
তদা উত্তমবিদাম্ লোকান্ অলান্ প্রতিপত্ততে।

অনুবাদ : যদা দেহভূৎ সৰ্বে প্রবুদ্ধে প্রলয়ং যাতি তদা তু  
উত্তমবিদাম্ অমলান্ লোকান্ প্রতিপত্ততে।

কঠিন শব্দ : দেহভূৎ = দেহধারী অর্থাৎ জীব।  
প্রলয় = মৃত্যু। উত্তম বিদাম্ = উত্তমকে যে জানিয়াছে, যথা  
উত্তম জ্ঞানী বা উত্তম কর্মী ইত্যাদি। অলান্ = নির্মল।  
লোকান্ = স্বর্গাদি লোক সকল। তু = তাহার পর।

অনুবাদ : যখন সৰ্ব গুণ বুদ্ধি কালে দেহধারীর মৃত্যু  
হয়, তখন, তাহার পর উত্তমকে যাহারা জানিয়াছে তাহাদের  
নির্মল বা দিব্যালোক সমূহ, সে প্রাপ্ত হয়। ( গীতাপ্রেমী,  
মহাভা. ৩।২.০৯।৩২ )।

মধুসূদন : উত্তম বিদ্যাং = হিরণ্যগর্ভাদি যে সমস্ত উত্তম  
সত্ত্ব আছেন, যাহারা তদ্বিৎ ( তদুপাসক ) তাহাদের। অলান্ =  
রক্তঃ এবং তমোরূপ মল বহিত।



**শঙ্কর :** উত্তমবিদাং = উত্তমতত্ত্ববিৎ অর্থাৎ মহৎ তত্ত্বাদি জ্ঞাতা ।

**রামানুজ :** উত্তম বিদাং—উত্তমতত্ত্বজ্ঞাতা, অর্থাৎ আত্মার স্বার্থস্বরূপ জ্ঞাত । অমল = অজ্ঞানরহিত । তারপর আত্মজ্ঞানীদের কূলে জন্ম ।

**শ্রীশঙ্কর :** উত্তমবিৎ = হিরণ্যগর্ভাদির উপাসক, তাহাদের যে যে নির্মল প্রকাশময় লোক ।

**সম্ভদাস :** ব্রহ্মবিদগণের বিশুদ্ধ লোক প্রাপ্ত হয় ।

**গিরীন্দ্র :** ইহার অর্থ ইহা নহে যে সমস্ত জীবন বন্ধঃ ও তমে কাটাইয়া মৃত্যুর মুহূর্ত্তে যদি কোন কারণে সত্যদেখা দেয়, তবে সে উদ্ধগতি প্রাপ্ত হইবে ।

**ভূপেন্দ্রনাথ :** নিগুণের উপাসকদিগের প্রাণ বিলয়ের সহিত এইখানেই সত্ত্বমুক্তি প্রাপ্ত, তাঁহারা পান । কূটস্থ জ্যোতিঃদর্শন করিতে করিতে মৃত্যুতেও ঐরূপ হয় ।

**Telang :** He reaches the untainted world of those who know highest (Hirannyagarva etc. Sridhara, Madhu Sndan).

**Gandhi-Desai.** Tilak says "inspotless worlds ; Vinoba says — he is born in spotless worlds in the company of the jnanins.

১৫। বজসি প্রলয়ং গতা কশ্মসজিসু জায়তে

তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ় যোনিষু জায়তে ১৫।

**পদচ্ছেদ :** বজসি প্রলয়ম্ গতা কর্মসঙ্গিষু জায়তে  
তথা প্রলীনঃ তমসি মুঢ় যোনিষু জায়তে ।

**অনুব্র :** বজসি প্রলয়ম্ গতা কর্মসঙ্গিষু জায়তে, তথা  
তমসি প্রলীনঃ মুঢ়যোনিষু জায়তে ।

**কঠিন শব্দ :** কর্মসঙ্গিষু = কর্মসক্তি-যুক্ত মনুষ্যদিগের  
মধ্যে । প্রলীনঃ = মৃত্যুপ্রাপ্ত । মুঢ়যোনিষু = বিবেক বিরহিত  
যোনিতে, কুমি কীঠপখাদি যোনিতে 'in the worlds of the  
ignorant and lower creatures ( Telang ).

**অনুবাদ :** বজোত্তমের বুদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে, কর্মসক্তি  
যুক্ত মনুষ্য মধ্যে জন্ম হয় । আর তমোত্তমের বুদ্ধি কালে মৃত্যু  
হইলে, বিবেক বিরহিত পশু কুমি কীটাদি যোনিতে জন্ম হয় ।

**মধুসূদন ও শঙ্কর :** কর্মসঙ্গিষু = শ্রুতি ও স্মৃতি  
মধ্যে যে সমস্ত বিহিত এবং প্রতিষিদ্ধ কর্মের নির্দেশ আছে  
সেই সমস্ত কর্মের ফলের অধিকারী যে সমস্ত মনুষ্য তাহাদের  
মধ্যে । মুঢ় যোনি = পশু আদি মোহাভিভূত যোনি ।

**রামানুজ :** কর্মকারীদের কুলে জন্ম, অর্থাৎ সেইখানে  
জন্ম লইয়া স্বর্গাদি ফলের সাধনরূপ কর্ম করিবার অধিকারী হয় ।  
মুঢ় যোনি, ইহার অভিপ্রায় পুরুষার্থের অযোগ্য হয় ।

**শ্রীশঙ্কর :** মুঢ়যোনি = অজ্ঞান জীব মধ্যে । ভক্তিশ্রুতাদীপ =  
among the stupid, Senselessness and the ignorant.

**ভূপেন্দ্রনাথ :** জীব আসে, সেই মন সেই ভাবনা লইয়া  
"কর্মসক্তি বাহার অধিক যে আবার এই মনুষ্যযোনিই পায়" ।



তমোগুণের আভিষা থাকিলে, অর্থাৎ কাম ক্রোধ লোভাদি অতিরিক্ত মাত্রায় থাকিলে সেই সকল বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য, তাহার যে দেহ লইতে হইবে তাহা বিড়াল কুকুর, হাগ মহিষ, ব্যাঘ্র সর্পাদির মতই হইবে।

( ১৬ ) এই সব যাহা বল। হইল তাহার সংক্ষেপ এই—

১৬। কর্মণঃ স্কৃতশ্চ আলঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।

রজসস্ত ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্। ১৬।

পদচ্ছেদ : কর্মণঃ স্কৃতশ্চ আলঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্, রজসঃ তু ফলম্ দুঃখম্ অজ্ঞানম্ তমসঃ ফলম্।

অনুবাদ : স্কৃতশ্চ কর্মণঃ তু সাত্ত্বিকম্ নির্মলম্ ফলম্ আলঃ, রজসঃ ফলম্ দুঃখম্ তমসঃ ফলম্ অজ্ঞানম্।

কঠিন শব্দ : স্কৃতশ্চ কর্মণঃ = স্ক-কর্ম্মার অর্থাৎ পুণ্যবানদিগের কর্ম্মের সাত্ত্বিক, অর্থাৎ যাহাতে রজঃ ও তমঃ নাই, অশান্তি, চাঞ্চল্য, বা মূঢ়তা নাই নির্মল = মল রহিত শুদ্ধ।

অনুবাদ : পুণ্যবানদিগের কর্ম্মের ফল সাত্ত্বিক ও মল রহিত, শুদ্ধ, ( উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ), ইহাই কথিত হয় কিন্তু রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখও তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান, বিবেক রাহিত্য হওয়া। ( অষ্টাদশ অধ্যায়ে কর্ম্মফল ইত্যাদি আবার আলোচিত হইয়াছে।

মধুসূদন : অজ্ঞান = অবিবেক প্রায়। রজঃ ও তমঃ এ দুইটি শব্দ রজঃ ও তমের কার্য যে কর্ম্ম উদ্যোগ প্রযুক্ত হইয়াছে।

শঙ্কর : তমঃ = তামসরূপ অধর্ম, পাপকর্ম ।

রামানুজ : এইপ্রকার সত্ত্বগুণের বুদ্ধির সময়ে মৃত্যু হইলে আত্মজ্ঞানীর কুলে জন্ম লইয়া, ইত্যাদি ।

ব্যোমস্বয় : সাধ্বিক কার্যের ফল সুখজনক ও নির্মল ।

ভূপেন্দ্রনাথ : মন ও প্রাণের ফল অবিরত বলিয়াছে, উহার ফল চাক্ষুষ্য ও অবসাদ, সুতরাং সাধ্বিক নহে । সাধ্বিক নহে । সাধ্বিক কর্ম তাহাই যখন প্রাণ স্থির ও মন স্থির হইয়া সঙ্কল্প বিকল্প শূন্য হয় । ইহার ফল মন-শূন্যতা । ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দিকে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি দিলে মন কর্ম করিয়া ফেলে ।

( ১৭ ) গুণ সমূহ হইতে কি কি উৎপন্ন হয় তাহা বলিতেছেন—

১৭। সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ

প্রমাদ মোহো তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ । ১৭।

পদচ্ছেদ : সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্ রজসঃ লোভঃ এব প্রমাদমোহো তমসঃ ভবতঃ অজ্ঞানম্ এব চ ।

অনুবাদ : সত্ত্বাৎ জ্ঞানম্ সংজায়তে চ রজসঃ এব লোভঃ চ তমসঃ প্রমাদমোহো ভবতঃ অজ্ঞানম্ এব । এব = নিশ্চয়ই ।

অনুবাদ : সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, রজোগুণ হইতে লোভই ( অর্থাৎ উহা নিশ্চয়ই ), এবং তমোগুণ হইতে প্রাণ ও মূঢ়তা হয়, এবং অজ্ঞানও । ( পূর্ব শ্লোক গুলির অর্থের জ্ঞান দেখুন ; জ্ঞান কথা উপলক্ষণ, ইহার ভিতর প্রকাশ, সুখ, শান্তি, ইত্যাদি সাধ্বিক অনুভূতি



সকল আছে। সেইরূপ লোভও উপলক্ষণও মোহও উপলক্ষণ।

মধুসূদন : জ্ঞান = সকল ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রকাশরূপ যে উপলব্ধি ইত্যাদি।

রামানুজ : আত্মস্বরূপের যথার্থ সাক্ষাৎকার হইয়া যাওয়া রূপ জ্ঞান।

শ্রীধর : সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে, অতএব সাত্বিক কর্মের ফল প্রকাশবহুল সুখ ইত্যাদি।

ভূপেন্দ্রনাথ : ক্রিয়া করিলে সত্ত্বগুণ বাড়ে।....কূটস্থের মধ্যে পরব্যোম স্বরূপের প্রকাশ হয়—উহাই পরমাকাশ। পরমাকাশের অনুভবই জ্ঞানের চিহ্ন। উর্দ্ধ, সংস্কৃতে উর্ধ্ব।

জগদীশ্বরানন্দ : সাত্বিক কর্মের ফল, প্রকাশ-বহুল সুখ, বৃহদারণ্যকে ও তৈত্তিরীয় উপনিষদে, আনন্দ তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

( ১৮ ) গতি, কোন্ দিকে হয়।

১৮। উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসঃ

জঘন্য গুণ বৃত্তিহা অধো গচ্ছন্তি তামসঃ

পদচ্ছেদ : উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসঃ

জঘন্য-গুণ-বৃত্তিহাঃ অধঃ গচ্ছন্তি তামসঃ,

অন্বয় : সত্ত্বাঃ উর্দ্ধং গচ্ছন্তি, রাজসঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি, জঘন্য গুণ বৃত্তিহাঃ তামসঃ অধঃ গচ্ছন্তি।

কঠিন শব্দ : সত্ত্বাঃ = সত্ত্বগুণে স্থিত যাহারা, উর্দ্ধং = স্বর্গে; নিঃশ্রেয়সের দিকে বা দেব স্বভাব প্রাপ্তি। অধো = মনুষ্য

লোকে । জঘন্যগুণ বৃত্তিস্থা = নিকৃষ্ট কৰ্ম্মে স্থিত যাহারা । অধঃ =  
অধোলোকে, নরকে বা পশ্বাদি জন্ম বা পশু স্বভাব প্রাপ্ত হয় ।

অনুবাদ : সত্ত্বগুণে স্থিত যাহারা তাহারা স্বর্গে গমন  
করে, রজো গুণী ব্যক্তিগণ মনুষ্য লোকেই থাকে ( না উর্দ্ধ  
লোকে, না অধঃ লোকে ) ও নিকৃষ্ট কৰ্ম্মে স্থিত ভ্রমোগুণীরা  
নরকে যায়, বা পশ্বাদি জন্ম পায় । ( মৈত্রী ৩৫, যাজ্ঞবল্ক্য ধর্ম্মসূত্র  
৩।১৩৭-১৩৯, মনুস্মৃতি ১২।২৪-৪০ ; মহাভা ১২।১৩৪ ( ২৯—  
৩৬ ; ১১৮।২১৯।২৫-৩১ ; ১১২।৩১৪।৩-৬ ;—এ গুলি পঞ্চম  
হইতে অষ্টাদশ শ্লোকসম্বন্ধীয় ) । গীতাঃপ্রমী ১১।১২।৫১।

মধুসূদন : উর্দ্ধম্ = সত্যলোক পর্য্যন্ত । মধ্যে =  
পাপপুণ্যমিশ্রিত মনুষ্য লোকে ।...নিকৃষ্ট যে ভ্রমোগুণ তাহার  
বৃত্তিতে, অর্থাৎ নিদ্রা আলস্যাদিতে । রাজসাঃ = লোভাদি মূলক  
কর্ম্ম তাহাতে নিরতঃ থাকে ।...অধঃ = অধোগতিলাভ; পশু  
আদি বোনি ।

শঙ্কর : উর্দ্ধং গচ্ছন্তি = অচ্চ লোকে উৎপন্ন হয় ।  
জঘন্ত = নিন্দনীয় ।

রামানুজ : উর্দ্ধে যাওয়া = সংসার বন্ধন হতে মুক্ত  
হওয়া । মধ্যে তিষ্ঠতি = পুনরাবৃত্তি । অধোগচ্ছন্তি অর্থাৎ অন্ত্যজ,  
ভিক্ষুক, কুমিকীট, বৃক্ষাদি, প্রস্তুতাদি ।

শ্রীশঙ্কর : সত্ত্বাদি বৃত্তিতে অবস্থিত পুরুষগণের ফলের  
পার্থক্য বলিতেছেন । উর্দ্ধে গমন করেন অর্থাৎ সত্ত্বের উৎকর্ষের  
ভায়তম্যানুসারে উত্তরোত্তর শতগুণ আনন্দময়, মনুষ্যলোক, গন্ধর্ব্ব



লোক, পিতৃলোক, দেবলোক প্রভৃতি হইতে সত্যলোক পর্যান্ত পাইয়া থাকেন তমোগুণের বৃত্তির নূতনতাত্ত্বিকানুসারে তমিত্বাদি নরকে জন্মলাভ করে।

**Radhakrishnan.** The soul evolves through these three stages ; it rises from dull inertia and subjection to ignorance through the struggle for material enjoyments to the pursuit of knowledge and happiness. The highest ideal is to transcend the ethical level and rise to the spiritual.

**Krishna Prem.** The phrase "Sinks downwards" should not, however be interpreted, as is sometimes done, to mean that the ego enters on an animal incarnation. It means he sinks gradually into the lowest grades of human existence...The extreme manifestation of রজঃ and তমঃ are seen in our asylum

**ভিলক :** সাংখ্য কারিকা ১২,৪৮। অনুগীতা অশ্বমেধপর্ব মনুস্মৃতি ১২।২৪।৪০। সাংখ্যের, প্রকৃতি ও পুরুষ পুরু এই জ্ঞানকে ত্রিগুণাতীত অবস্থা বলিয়াছে ; গীতার, নিগুণ ব্রহ্মকে যে চিনে সেই ত্রিগুণাতীত।

**Modi.উর্দ্ধ**=Higher State of existence.

**ভূপেন্দ্রনাথ :** বাহ্যিক ক্ষুণ্ণায় থাকেন তাঁহাদের

( ১৪।১৯ )

১৪—৬৩

ক্রমশঃ উর্দ্ধগতি হইতে হইতে আজ্ঞা-চক্রে স্থিতি হয়, পরে  
সহস্রারে প্রবেশ হয় অজ্ঞা চক্র হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত সত্ত্বগুণের স্থান,  
কণ্ঠ হইতে নাভি রজোগুণের ; নাভির নীচে তমোগুণের স্থান।  
সাধনার দ্বারা কণ্ঠের উপর মন যিনি রাখিতে পারেন তাহার মন  
বহুসমোদয় ক্ষেত্রপার হইয়া সত্ত্বগুণে অবস্থান করিতে পারে....

( ১৯ ) সিধ্যাজ্ঞানরূপ অজ্ঞানমূলক বন্ধনের কারণ সমূহকে  
নিষ্কারিত ভাবে বলিয়া এইবার যথার্থ দর্শন কিরূপ হয়,  
বলিলেন। কি মনের ভার রাখিলে আমার ভাব প্রাপ্তি হইতে  
পারে, তাহা বলিলেন।

১৯। নাশ্রং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং মোহধিগচ্ছতি । ১৯।

পদচ্ছেদ : ন অন্তম্ গুণেভ্যঃ কর্তারম্ যদা দ্রষ্টা  
অনুপশ্যতি, গুণেভ্যঃ চ পরম্ বেত্তি মন্তাবম্ সঃ অধিগচ্ছতি ।

অন্তম্ : যদা দ্রষ্টা গুণেভ্যঃ অন্তম্ কর্তারম্ ন অনুপশ্যতি  
চ, গুণেভ্যঃ পরম্ বেত্তি, সঃ মন্তাবম্ অধিগচ্ছতি ।

কর্তার শব্দ : দ্রষ্টা = বিচারশীল দর্শক । গুণেভ্যঃ অন্তম্  
কর্তারং = ত্রিগুণব্যতীত অন্ত কহাকেও কর্তা। গুণেভ্যঃ পরম্  
বেত্তি = ত্রিগুণ হইতে বিলক্ষণ ও তাহাদের উর্দ্ধে স্থিত সেই  
পরমকে, প্রকৃতির অধীশ্বর ভগবানকে তত্ত্বতঃ বুঝিতে পারে।  
মন্তাবম্ = আমার ভাব বা স্বরূপকে গুণাতীত ভাবে ; ব্রহ্মভাব,  
নারায়ণ পরপারে থাকিবার ভাবকে ( ইহা পূর্বের বহুস্থানে  
আখ্যাত হইয়াছে যথা ৪।১০, ৮।৫, ১৩।১৪, ১৪।২ ইত্যাদি



( ১৩।১৪ দ্রষ্টব্য )। ত্রিগুণের উচ্ছেদস্থিত; অখীশ্বর পরম বা পরমাত্মা, ইহারও বহুস্থলে উল্লেখ আসিয়াছে।

**অনুবাদ :** যখন ( বিচার-কুশল ) দর্শক ত্রিগুণব্য তীত অন্য কাহাকেও কর্তা না দেখেন। ( ইহাও বহু স্থলে আসিয়াছে, যথা ১৩।২০, ২৯ ; ৩।২৭ ইত্যাদি ) অর্থাৎ সব কিছু প্রকৃতিই করে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করেন, এবং প্রকৃতির ত্রিগুণের উর্দ্ধে ও প্রকৃতি হইতে ভিন্নকে দেখেন, নিজে দেখেন, বা প্রকৃতির অধিস্থামী ভাবে ভগবানকে, আগাকে, বিচারে দেখেন ( ১৩।১৭ ), তখন তিনি আমার ভাবকে, গুণাতীতকে, ব্রহ্মভাবকে ( ১৩।২৭-৩০ ) প্রাপ্ত হন। ( তাঁহার তদান্বিত চলিয়া যায়, তিনি নির্লিপ্ততা, গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন )।

**মধুসূদন :** গুণেভ্যঃ অন্য কর্তারং ন অনুপশ্যতি = যে গুণ সকল কার্য্যাকারণাত্মক বিষয়াকারে পরিণত হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষা আর অন্য কাহাকেও কর্তা বলিয়া, বিচার করতঃ দেখিতে পান না। গুণেভ্যঃ পরং বেত্তি = সেই সেই অবস্থা বিশেষে পরিণত সেই গুণ সকল হইতে যিনি পরম বা শ্রেষ্ঠ ( জলগত কম্পে, বিশ্ব সূর্য্য সংশ্লিষ্ট নহেন ) যিনি সকল গুণের ভাসক, সর্ববসাকী সর্বত্র সম, তাঁহাকে তত্ত্বতঃ অবগত হন। ইত্যাদি

**শঙ্কর :** যে সময় দ্রষ্টব্য জ্ঞানী হইয়া, কার্য্য করণ ও বিষয়াকারে পরিণত গুণ হইতে অতিরিক্ত ইত্যাদি। আর, গুণ ব্যাপারের সাকীরূপ আত্মাকে গুণ হইতে স্বতন্ত্র জানিতে সক্ষম হয়, তখন যে আমার ভাব প্রাপ্ত হয়।

**সচ্চিদানন্দ :** আদিম শ্লোকদ্বয়ে উল্লিখিত জ্ঞান কি তাহা বলিতেছেন—গুণেরই কর্তৃক, দেহী গুণাতীত অকর্তা।  
মদভাব = মৎ সাধন্য্য।

**রামানুজ :** সাত্ত্বিক আহারে, ও ফলাভিগন্ধি রহিত ভগবদারাদন রূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে রজোগুণ ও তমোগুণ দমিত করা সম্বন্ধে স্থিত সেই দ্রষ্টা, যখন গুণই নিজ অনুকূল প্রবৃত্তি সকলের কর্তা, এই দেখে ও আত্মাকে কর্তৃত্বত গুণ হইতে ভিন্ন অকর্তা বোঝে, তখন ভগবৎ ভাব প্রাপ্ত হয়।

**শ্রীশ্রব :** প্রকৃতির গুণে আসক্তি বশতঃ সংসারের বিস্তার বলিয়া, এক্ষণে তাহার ব্যতিরেকে বিচার পূর্বক জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ দেখাইতেছেন যখন দ্রষ্টা বিবেকী হইয়া বুদ্ধি প্রভৃতির আকারে পরিণত গুণ হইতে অপার কেহ কর্তা নাই, এইরূপ অনুভব করেন, পরন্তু গুণ গুলিই কর্ম্ম করে এইরূপ দেখেন এবং গুণ হইতে অতিরিক্ত তাহার সাক্ষী আত্মাকে জানিতে পারেন, তখন তিনি আমার ভাব ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

**ভক্তিশ্রব :** When the seer really finds no other active than the three qualities (that actuate people to action, good or bad, in this mundance plane), and realises that there is a Divine Principale which transcends the three qualities of Maya, he attains My Divine Love.



**ভূপেন্দ্রনাথ :** দেহবুদ্ধি আদি আকারে পরিণত গুণগুলি ব্যতীত কর্মে কর্তা আর কেহ নহেন, এইরূপ গুণ সমূহকে কর্তা, এবং তাহা হইতে স্বতন্ত্র আত্মা সাক্ষীমাত্র, এই জ্ঞান ধাঁহার সুদৃঢ় হইয়াছে, তিনি ভগবদভাব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া স্বান, ইহাই “মম স্বাধ্মায়াগতাঃ পুথির জ্ঞান থাকিলে চলিবে না।...যখন প্রাণ প্রবাহ ইড়া পিহলা সুষুম্নার অতীত অবস্থা লাভ করিবে তখনই গুণাতীত পরব্রহ্মের সহিত মিলন হইবে।

Telang. When a right-seeing person sees none but the qualities to be the doer of all action, and knows what is above the qualities (i.e. ক্ষেত্রজ্ঞ, the supervising principle within Me.

। (২০) অমৃত ভাব) কিরূপে প্রাপ্ত হয়য়া যায়, তাই বলিতেছেন—

২০। গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহ-সমুদ্ভবম্

জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখৈ বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে।২০।

পদচ্ছেদঃ। গুণান্ এতান্, অতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহ-সমুদ্ভবম্, জন্ম মৃত্যু-জরা-দুঃখৈঃ বিমুক্তঃ অমৃতম্ অশ্নুতে।

অন্বয়ঃ। দেহী এনান্ দেহসমুদ্ভবান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখৈঃ বিমুক্তঃ অমৃতম্ অশ্নুতে।

কঠিন শব্দঃ। অতীত্য = অতিক্রম করিয়া। জন্মমৃত্যু জরা-দুঃখ, এই কথা আসিয়াছে ১৩।৮ শ্লোকে ; জরামরণ মোক্ষায়

আসিয়াছে ৭২৯ শ্লোকে। অমৃত = জন্মমৃত্যু রাহিত্য অবস্থা, পরমশান্তি, পরম পদ, 'মদভাব, মোক্ষ।

**অনুবাদ :** জীব দেহ উৎপত্তির কারণ, (বা দেহে জাতবান) এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া (অর্থাৎ যখন অতিক্রম করে তখন) জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ (বা জন্মমৃত্যুজরারূপ দুঃখ) হইতে মুক্ত হয় ও অমৃত (জন্মমৃত্যু রাহিত্য অবস্থা, বা পরমপদ বা পরম শান্তি) লাভ করে। (জন্মমৃত্যু রাহিত্য হওয়া বা যে মৃত্যুবৎ কৰ্ম উহারা দেয়, তাহাতে মুহমান না হওয়াই তমৃত প্রাপ্তি বা গুণাতীত হওয়া বা পরমপদ পাওয়াও অমৃতই পাওয়া)।

**মধুসূদন :** দেহসমুদ্ভবান = দেহের উৎপত্তির বীজ স্বরূপ। অমৃত = মোক্ষ বা ব্রহ্ম ভাব ॥

**শঙ্কর :** দেহোৎপত্তির বীজভূত এই মায়োপাধিক পূর্বোক্ত তিনগুণ, জীবিতাবস্থায় ইহাদের অতিক্রম করিয়া। অমৃত = মদভাব।

**রামানুজ :** সেই ভগবদ্ভাব কিরূপ? এই আত্মা, পরীক্ষাকারে পরিণতপ্রকৃতি জাত এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া, জন্ম-মৃত্যুজরা-দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতরূপ আত্মা অনুভব করে, ইহাই আমার ভাব।

**কৃষ্ণ :** যেগুলি দেহাদির আকারে পরিণতি লাভ করে, এরূপ সম্বাদি গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া তৎকৃত জন্মাদি দ্বারা বিমুক্ত হইয়া অমৃত ভোগ করে অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ করে।

**ভক্তিপ্রদীপ :** When the Jiva embodied



in human frame transcends the three qualities born of প্রকৃতি, by his attachment to নিষ্ঠুর ভক্তি, etc. he drinks the nectar of Divine Love for Me,

Radhakrishnan. দেহসমুদ্ভবম্, this implies that the modes are caused by the body, whereas the body is caused by the modes.

অন্নবিন্দ । গীতার কোথাও নাই যে অব্যক্ত অনির্দেশ্য কৈবল্যাত্মক ব্রহ্মের মধ্যে ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম সত্তার লয় সাধনই অমৃতের প্রকৃত অর্থ ; পক্ষান্তরে গীতা বলিয়াছে জীৱের যে পরমপদ তাহার মধ্যে বাস করাই অমৃতত্ব ।....সাধন্যা, পরাংসিদ্ধি সেই অমৃতত্ব ।

তিলক : বেদান্ত যাহাকে মায়া বলে, তাহাকেই সাংখ্যবাদী ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি বলে, এই জ্ঞাত ত্রিগুণাত্মক হওয়াই মায়া হইতে মুক্ত হইয়া পরব্রহ্মকে জানিয়া লওয়া

সচ্চিদানন্দ : সর্গেইপি ইত্যাদি ইহার অর্থ জন্মমৃত্যু জরা বিমুক্ত । প্রলয়ে ন ব্যথয়ন্তি, ইহার অর্থ দুঃখবিমুক্ত পরা সিদ্ধিই অমৃত ।

পরমহংসদেব বলিয়াছেন সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিনটাই ডাকাত তোমার অমূল্য স্থিতি কাড়িয়া লয়। তমঃ তোমার মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে ; রজঃ তোমায় সংসারে বন্ধ দেয় তবে সত্ত্বগুণ ইহাদের অগোচর তোমার বন্ধন খুলিয়া দেয়; এবং তোমার বাড়ী যাইবার ( অর্থাৎ পরমাত্মার ) পথে তুলিয়া দিয়া

বলে, এই পথে চলিয়া যাও, তোমার বাড়ী পাইবে। তাহার দয়্য  
ঐ পর্য্যন্তই সে তোমার বিজ্ঞাবস্থা ঘুচাইয়া দিয়া যায় না।

**ভূপেন্দ্রনাথ :** ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হইলে,  
অনুপরিমাণ যে জীব সে ব্রহ্মের অণুতে মিলিয়া অজীব ব্রহ্ম হয়,  
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রামও ব্রহ্ম স্বরূপ হয়...তখন দেহী মস্তাব অর্থাৎ  
ঈশ্বর ভাব প্রাপ্ত হয়।....প্রাণাপানের ঘর্ষণ দ্বারা গুহাস্থিত  
পুরুষকে দর্শন করা যায়।

**Telang.** The embodied self who transcends  
these three qualities, from which bodics are  
produced, attains immortality, being free from  
birth and death and old age and misery,

( ২১ ) এই সব শুনিয়া অর্জুন বলিলেন—

২১। অর্জুন উবাচ, কৈলিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানৈতানতীতো ভবতি প্রভো।

কিমাচারঃ কথং চৈতাং ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে । ২১।

**পদচ্ছেদ** কৈঃ লিঙ্গৈঃ ত্রীন্ গুণান্ এতান্ অতীতঃ  
ভবতি প্রভো কিম্ আচার কথম্ চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ততে

অন্বয়ঃ । এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ কৈঃ লিঙ্গৈঃ ভবতি  
চ কিমাচারঃ প্রভো কথম্ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ততে

**কঠিন শব্দ** অতীতঃ = অতিক্রমকারী। কৈঃ লিঙ্গৈঃ  
= কি কি লক্ষণের দ্বারা। কিমাচার = কিপ্রকার আচরণশীল।  
অতিবর্ততে = অতিক্রম করেন।

**অনুবাদ :** অর্জুন বলিলেন, হে প্রভো; কি কি লক্ষণের



দ্বারা এই তিন গুণ অতিক্রমকারীকে জানা যায় ; সে কিরূপ আচরণশীল ও কি উপায়ে এই তিন গুণ অতিক্রম করে ? ( এই ভাবে অর্জুন প্রশ্ন তিনটি করিলেন ; ( পূর্বের “স্থিতপ্রজ্ঞতা ভাষা”র মত প্রশ্ন, ২।৫৪ ) মহাভা ১২।২০২।২২ ; পাতঞ্জল যোগসূত্র ৪।৩২ ) ।

গুণাতীত কি তাহার বোধ দিবার জন্য ভগবান গুণের কথা এত বিস্তৃত ভাবে বলিলেন । এই ভাবে, আত্মানাত্মবিবেক কি, তাহার বোধ দিবার জন্য, আত্মার কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে এত বিস্তৃত ভাবে বলিয়াছেন ।

মধুসূদন : কিমাচারঃ = তাঁহার আচার কিরূপ ? তিনি কি স্বেচ্ছাকারী অথবা শাস্ত্রীয় নিয়মানুযায়ী ?

শ্রীশ্রবণ : “এই গুণগুলি অতিক্রম করিয়া অমৃত ভোগ করে” ইহা শুনিয়া, গুণাতীত জীবের লক্ষণ, তাহার আচার ও গুণগুলির অতিক্রমের উপায় উত্তমরূপে জানিতে ইচ্ছা করিয়া অর্জুন বলিলেন । কি প্রকার লিঙ্গ = আত্মচিত্ত দ্বারা যেই গুণাতীত হয় ? ইত্যাদি ।

সচ্চিদানন্দ : কৈলিঙ্গৈঃ = অর্থাৎ গুণাতীততা বা ভাষা ; কিমাচার, অর্থাৎ কি প্রভাবে, কিমাসীত । কথং অর্থাৎ কি উপায়ে । ইহাতে ব্রজেন্ত কিংগু বলা হইল । ২২-২৩ কৈঃ লিঙ্গৈঃ ; ইহার উত্তর এই লক্ষণ অবশ্য স্বয়ংবেদ্য । ২৪-২৫, ইহার উত্তর সর্ববাস্তুপরিত্যাগ দ্বারা সর্বব কৰ্ম্ম সন্নাগও সূচিত হইল ।

ভূপেন্দ্রনাথ : অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন জন্মমৃত্যুর বীজ এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যায় কিম্বা? যে অতিক্রম করে, আবার এমন কি লক্ষণ ফুটে উঠে যদ্বারা তাহাকে ত্রিগুণাতীত বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে? গুণেতে থাকেই বা কেমন করিয়া, গুণাতীত হয়ই বা কেমন করিয়া? গুণাতীত হইলে তাহার আচার ব্যবহার কেমনতর হয়?

( ২২ ) গুণের দৃষ্টি কোন হইতে গুণাতীত ও কর্মের দৃষ্টি কোন হইতে স্থিতপ্রজ্ঞা (দ্বিতীয় অধ্যায়)। ভগবান পাঁচটি শ্লোকে এখানে, সেখানে অর্জুনের ( দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিত প্রজ্ঞা সম্বন্ধে ) যাঁহা বলিয়াছিলেন, প্রকারান্তরে তাহাই বলিলেন। সত্য ভক্তিমানেরাও গুণাতীত, চিত্ত একই রূপ (১২।১৩-২০]। গীতার লক্ষ্য গুণাতীতত্ব; কর্মে, ভক্তিতে, জ্ঞানে সে ইহাকেই লক্ষ্য রাখিয়াছে; ইহা আমরা বার বার বলিয়াছি। গীতা প্রতি যটকে এই গুণাতীতত্বের বর্ণনা দিয়াছে।

লক্ষণ লইয়া আরম্ভ করিয়া, ভগবান বলিলেন—

শ্রীভগবানুবাচ । ২২। প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব  
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি । ২২

পদচ্ছেদ : প্রকাশম্ চ প্রবৃত্তিম্ চ মোহম্ এব চ পাণ্ডব  
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ।

অন্বয় : পাণ্ডব, প্রকাশম্ চ প্রবৃত্তিম্ চ মোহম্ এব ন  
সংপ্রবৃত্তানি দ্বেষ্টি চ ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ।

কঠিনশব্দ : প্রকাশ, প্রবৃত্তি, মোহ, ইহারা সবগুণের



প্রাচুর্য্য অবস্থায় কার্যের রূপ, বজ্রোপ্তনের প্রাচুর্য্য অবস্থায় কার্যের রূপ, ও তমোগুণের প্রাচুর্য্য অবস্থায় কার্যের রূপ। ইহারা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ৬,৮,১১,১২,১৩,১৭ ইত্যাদি শ্লোকে। সম্প্রবৃত্ত=উপস্থিত হইলে, ইহাদের কার্যচলিতে থাকিলে। দ্বৈষ্টি=বিরাগ প্রদর্শন করেন না। নিবৃত্তানি=নিবৃত্ত হইলে, থাকিলে। কাঙ্ক্ষতি=চলিতে থাকুক, আকাঙ্ক্ষা করেন।

অনুবাদ : হে পাণ্ডব, প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ, ইহারা কাজ করিতে থাকিলে যিনি বিরাগ প্রদর্শন করেন না, বা ইহাদের কাজ বন্ধ থাকিলে, 'কাজ চলিতে থাকুক' এরূপ কামনা করেন না। [ উদাহরণ যথা, যখন মোহের কাজ অর্থাৎ তমোগুণের কাজ চলিতেছে, তিনি, দেখিতেছেন, কিন্তু, তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত না হইয়া, "গুণা গুণেষু বর্তন্তু ইতি মহান সজ্জতে" ভাবে নির্লিপ্ত থাকেন, অথবা যখন প্রকাশ বা সত্ত্বগুণের কাজ চলিতে চলিতে বন্ধ হইয়া যায়, তখন তাহা "আরও চলুক" বলিয়া ছট্ফট করেন না, শান্ত উদাসীন থাকেন, অর্থাৎ যাহা চাহেন না, তাহা উপস্থিত হইলে চটিয়া উঠেন না, এবং যাহা চাহেন তাহা চলিয়া গেলে বা না আসিলে, হা হতাশ করেন না। ]—( তিনিই গুণাতীত )। ( দুঃখেই অনুদ্বিগ্ন মন। ইত্যাদি ( ২।৫৬ ), যঃ সর্বব্রতানভিস্নেহঃ ( ২।৫৭ ) নির্বন্দো নিত্যসত্ত্বশ্চঃ ( ২।৪৫ ) [ শরীরের বা মনে বিভিন্ন গুণের আবির্ভাবে বা তিরোভাবে তিথি গুণাতীত থাকেন। গুণ ও বিষয়ের সংযোগ, গুণা গুণেষু বর্তন্তে। তবে তখনই গুণা গুণেষু বর্তন্তেতে থাকা যায়, যখন রাগদ্বৈষকে পরিহার করা যায়, নতুবা

সব মৌখিক হয় ( ৩২৮ ) ৩৪ ; ১৪।২০ )

**রামানুজ :** যে পুরুষ, আত্মা হইতে ভিন্ন, অনিষ্ট বিষয়ের রূপে, যখন সত্ত্ব রজঃ, ও তমোগুণের কার্য্য, প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোক্ষ, প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাদের ঘেষ করেন না, বা যখন আত্মা হইতে ভিন্ন, ইষ্ট বিষয়ের রূপে ঐ তিন নিবৃত্ত হয় তখন তাহাদের আকাঙ্ক্ষা করেন না, ( তখন তাহাকে গুণাতীত বলা হয় )

**শ্রীশঙ্কর :** 'স্থিতপ্রাজ্ঞের লক্ষণ কি' ইত্যাদি বাক্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদত্ত হইলেও পুনর্ব্বার বিশেষভাবে জানিতে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন ইহা জানিয়া শ্রীভগবান অশ্ল্যপ্রকারে তাহাত্ব লক্ষণাদি বলিলেন"। এই দেহে সমস্ত দ্বারে" পূর্ব্বোক্ত প্রকাশ সত্ত্বগুণের কার্য্য, প্রবৃত্তি রজোগুণের কার্য্য, মোহ তমোগুণের কার্য্য—এইগুলি কেবল উপলক্ষণ। সর্বাদি গুণের কার্য্যসমূহ যথাযোগ্যরূপে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইলেও মুখ বুদ্ধিতে যিনি ঘেষ করেন না, এবং নিবৃত্ত হইলেও মুখ বুদ্ধিতে যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না, ইত্যাদি ।

**ভক্তিপ্রদীপ :** He is said to transcend the three qualities who does not hate the light of সত্ত্ব, the passionate activities of রজঃ and the infatuation or ignorance due to তমস্ ।

**অন্নবিন্দ :** তাঁহার বাহ্যিক মানসঃ সত্ত্বায় এবং শারীরিক গতিবিধিতে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইতে পারে, এবং



তাহাদের পরিণাম স্বরূপ জ্ঞান, কর্মে প্রবৃত্তি অথবা নিষ্ক্রিয়তা এবং মন ও প্রাণের মোহ উৎখিত হইতে পারে, কিন্তু কর্ম কোন্টা উঠিল বা যাইল তাহাতে তিনি উল্লসিত হন না। অন্য পক্ষে আবার এই সকল জিনিষের ক্রিয়ায় বা বিরতিতে তাঁহার ঘেব নাই, কুণ্ঠাও নাই।

স্বামদয়াল ! এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় জ্ঞানের সপ্ত ভূমিকা ও তাহাদের সহিত বুথানের সম্বন্ধ আলোচনা করিয়াছেন। প্রথম ভূমিকার নাম শুভেচ্ছা, কথ্যে জড়ের বন্ধনে থাকিব না এই ইচ্ছা ; দ্বিতীয়, শ্রবণ মনন রূপ বিচার বা বিচরণা, তৃতীয়, নিদিধ্যাসন বা তন্মুগনসা। এই তিন প্রকার সাধনের ফলচতুর্থ ভূমিকা সম্ভাপত্তি অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ইহা লাভ করিলে জীবন্মুক্তি মুখ সর্ববদা হয় না। পঞ্চম, অসংস্কৃতি, ইহাতেও আপনা হইতে ব্যুত্থান হইতে পারে। ষষ্ঠ ভূমিকা পদার্থ ভাননা, ইহাতে পরপ্রযত্নে ব্যুত্থান হয়। সপ্তম ভূমিকা তুর্যাগা ইহাতে পরপ্রযত্নেও ব্যুত্থান হয় না। এই অবস্থায় সাধককে বলে নিত্য-সমাধিস্থ।

নিত্যতৃপ্ত গুণাতীত ; কারণ সত্ত্বগুণ মুখ দেয়, নিত্য তৃপ্তকে আমরা কি দিয়া মুখী করিব ? নিত্য সত্ত্বস্থ অবস্থায় পুরুষ বজ্র ও তমঃকে অতিক্রম করে।

(কোন টীকাকার “ব্যুত্থান কালে ঘেব করেন না”, এইরূপ অর্থ আনিয়াছেন কিন্তু মূল শ্লোকে এরূপ কোন কথা নাই।

ব্রহ্মানন্দ ! প্রকাশ (=জ্ঞান), প্রবৃত্তি ও মোহ ঘন

উদিত হইলে কখনও ঘেব করেন না, এবং তাহাদের নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না। দুঃখ বোধে বিরক্ত হন না... যিনি গুণ ক্রিয়া সমূহকে সুখ দুঃখ অলৌক ঘটনাবলীর আয় মিথ্যা বলিয়া জানেন।----

**সম্ভবদাস :** সত্ত্বের ধর্ম জ্ঞানের প্রকাশ ইত্যাদি। এই সকলের মধ্যে যে কোনটিই উদয় হউক না কেন, কিছুতেই বাহারা ঘেব নাই; নিবৃত্ত হইলে কোনটিরই উদয় ইচ্ছা করেন না, ইত্যাদি।

**ভিলক :** ত্রিগুণাতীত পুরুষের লক্ষণ ও আচার এই কয় শ্লোকে কথিত; এই লক্ষণ ও স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ ( ২।৫০-৭২ ) ও দ্বাদশ অধ্যায়ে কথিত ভক্তিমান পুরুষের লক্ষণ ( ১২। ১৩-২০ ) সব একই প্রকারের; বহু একই শব্দ এই তিন বিবরণে রহিয়াছে। ভিলক বলেন, তিন ভাবই কস্ম্যযোগ মার্গের; সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত পুরুষের এই বর্ণনাকে নিজের নিজের দিকে লইয়াছেন।

**মধুসূদন :** সম্ভবতানি = নিজ নিজ সামগ্রী বা কারণ সমষ্টির সমাধানে উদ্ধৃত বা অভিব্যক্ত হইলেও যিনি তাহাদিগকে, ন ঘোষ্টি অর্থাৎ দুঃখজ্ঞানে ঘেব করেন না; আর নিবৃত্তানি অর্থাৎ বিনাশ সামগ্রী বশতঃ ( যে সমস্ত কারণ হইতে তাহাদের বিনাশ হয় সেই গুলির নিবৃত্তি হওয়ায় ), সেই দুঃখস্বরূপ গুণ কার্য সকল বিনষ্ট হইলে তখন সেই গুলি সুখ স্বরূপ হইলেও যিনি “ন কাঙ্ক্ষতি”, সুখ বোধে সেই গুলির কামনা করেন না,



কেন না স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের জায় সেই গুলির তিনি মিথ্যাত্ব নিশ্চয়  
করিয়াছেন, যিনি এতদ্বারা ঘেঁষ ও রাগাদি রহিত, তিনিই  
গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হন। এ গুলি সব স্বসংবেদ্য।

শঙ্কর : তাৎপর্য্য এই “আমাতে অসমভাব উৎপন্ন হইল,  
তাহাতে মোহিত হইলাম, আর দুঃখ স্বরূপ রাজসী প্রবৃত্তি উৎপন্ন  
হইল ও আমাকে প্রবৃত্ত করিল, এই সবে, আমি স্বরূপ হতে  
বিচলিত হইলাম—এই যে নিজস্বরূপ হইতে বিচলিত হওয়া,  
উহা আমার জন্ম অত্যন্ত দুঃখের। আবার প্রকাশময় সাদ্বিক গুণ  
আমাকে বিবেকিত্ব প্রদান করিয়া ও সুখে নিযুক্ত করিয়া বাঁধিয়া  
ফেলে, এই ভাবে সাধারণ মনুষ্য অযথার্থদর্শী হওয়ার জন্ম সেই  
গুণ সমূহে বিরাগ প্রদর্শন করে, কিন্তু গুণাতীত পুরুষ ঐ গুলি  
আসিলে ঘেঁষ করে না। আবার সাদ্বিক, রাজসিক ও তামসিক  
পুরুষ যখন সাদ্বিক আদি ভাব নিজস্বরূপ প্রত্যক্ষ করাইয়া নিবৃত্ত  
হইয়া যায়, তখন আবার তাহাদের আকাঙ্ক্ষা করে। সেইরূপ  
গুণাতীত, ঐ নিবৃত্ত হওয়া গুণের কার্য্য চাহে না। এ সব লক্ষণ  
স্বয়ংবেদ্য।

ভূপেন্দ্রনাথ : আমরা যে রকম প্রকাশকে প্রকাশ  
বলি, ক্রিয়ার পরাবস্থায় প্রকাশ সেরূপ ধরনের নহে। সে এক  
আশ্চর্য্য রকমের প্রকাশ, “ন তত্র সূর্য্যো ভাতি”....সূর্য্যাদি তাঁহার  
দীপ্তিতেই বিভাতি হন।....‘এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা (কঠ ১।৩।  
তাঁহার কোথাও প্রকাশ নাই, তবে ধীর ব্যক্তি গনন করে  
কিরূপে ? উত্তর, তিনি অবিশুদ্ধ বুদ্ধিরই অঙ্গের, পরম সংস্কৃত

অগ্র একাগ্রতায়ুক্ত এবং সুক্ষ বস্তু গ্রহণে তৎপর। বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হন।....পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন যাহারা, তাঁহারা সকল অবস্থাতেই ব্রহ্ম দর্শন করিবার শক্তি লাভ করিয়াছেন।.... উচ্চ অবস্থার সাধক, তাঁহারা কাম্যবস্তু ও ব্রহ্ম বস্তুতে কোন পার্থক্য দেখেন না।....ক্রিয়ার পর অবস্থাই গুরু ভাব। গুরুর “গু” বর্ণ, মাঝাকে বলে, যাহা গুণ বিপ্লিতে।....মূল্যধার স্থিত শক্তি যখন হৃদয়ে আসিয়া স্থিতিলাভ করে, সেই স্থিতির নাম হংস, এবং তাহা যখন প্রাণমধ্যে যায় ও বিন্দু দেখায়, তাহারই নাম রূপ বা কূটস্থ, তারপর “রু”—কার মায়া প্রাপ্তি বিমোচক। তখন সব স্থির। এই স্থির ভাবই বিশ্বাতীত বা গুণাতীত অবস্থা।

Telang. He is said to have transcended the qualities; who is not averse to light and activity and delusion ( when they ) prevail and who does not desire ( them ) when they cease ( i.e. who does not feel troubled, for instance, thinking uow I am activated by a motive of passion or darkness, and so on ).

Gandhi. He who does not disdain light, activity ad delusion when they come into being, nor desires them when they vanish,...

( ২৩ ) গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ বলিয়া এইবার তিনটি শ্লোকে কিমাচার অর্থাৎ গুণাতীতের আচরণ কিরূপ, তাহা



বলিলেন—

২৩। উদাসীনবদাসীনো গুনৈর্যো ন বিচাল্যতে

গুণা বর্তন্তে ইত্যেব যেহে ব্যতিষ্ঠতি নেজ্জতে । ২৩।

পদচ্ছেদ : উদাসীনবৎ আসীনঃ গুণৈঃ যঃ ন বিচাল্যতে

গুণাঃ বর্তন্তে ইতি এব যঃ অবতিষ্ঠতি ন ইজ্জতে ।

অন্বয় : যঃ উদাসীনবৎ আসীনঃ গুণৈঃ ন বিচাল্যতে গুণাঃ  
এব বর্তন্তে ইতি যঃ অবতিষ্ঠতি ন ইজ্জতে ।

কঠিন শব্দ : আসীনঃ = স্থিত থাকেন বলিয়া । গুণৈঃ ন  
বিচাল্যতে = গুণগুলির দ্বারা বিচলিত করা যাইতে পারে যায় না ।  
গুণা এব বর্তন্তে গুণগুলি নিজেদের মধ্যে কার্য্য করিতেছে ।  
অবতিষ্ঠতি = অবস্থিত থাকেন ( ইহা আর্য্যপ্রয়োগ ) । ইজ্জতে =  
চঞ্চল হন না, ( চলেন না ) ; unconcerned ভিত্তিপ্রদীপ ।

অনুবাদ : যিনি উদাসীনের মত অর্থাৎ সাক্ষরূপে  
থাকেন বলিয়া গুণগুলির দ্বারা বিচলিত হন না, গুণগুলি  
নিজেদের মধ্যে কার্য্য করিতেছে ( বা ইন্দ্রিয় ও বিষয় সকল  
নিজেদের মধ্যে কার্য্য করিতেছে ), এই জানিয়া স্থিত থাকেন,  
চঞ্চল হন না । ( তিনিই গুণাতীত ) । কর্ণকে কেহ দিনরাত বন্ধ  
করিয়া রাখিতে পারে না, কর্ণ শব্দের দিকে যাইবেই, কিন্তু মন  
যেন তাহার দিকে না যায়, তদাত্মক যেন না হয় ( ৩২৮ ;  
৫৮, ৯ ) ; শরীর রাখিতে আহাৰ করিতেই হইবে, কিন্তু রান্নাটা  
অতি ভাল হইয়াছে, বা অতি মন্দ হইয়াছে এ সব ভাব যেন মনে  
না আসে ) । ( ইহা অজ্জনের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ; প্রথমটি ছিল

নিজে জানিবার যোগ্য গুণাতীতের লক্ষণ, এইটি অপরের জানিবার যোগ্য লক্ষণ )

**মধুসূদন :** আসীনঃ গুণৈঃ ন বিচাল্যতে = তিনি নিজ স্বরূপেই অবস্থিত থাকিয়া সুখদুঃখাদিরূপে পরিণত গুণসকলের দ্বারা বিচালিত হন না। গুণাঃ এব বর্তন্তে = এই গুণগুলিই দেহ ইন্দ্রিয় এবং বিষয়াকারে পরিণত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মধ্যে অবস্থান করে। অবতিষ্ঠতি = স্বরূপে অবস্থিত হন। ন ইত্মতে = কোথাও ব্যাপ্ত হন না। উদাসীন, কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না।

**শঙ্কর :** আত্মজ্ঞানী অর্থাৎ সন্ন্যাসীকে গুণ সমূহের দ্বারা বিবেকজ্ঞানের স্থিতি হইতে বিচালিত করা যায় না।.....কার্য্য-করণ ও বিষয়াকারে পরিণত গুণেরা, এক অণুর উপর ক্রিয়া করে, যে ইহা বুঝিয়া স্থিত থাকে ইত্যাদি।

**রামানুজ :** গুণ হইতে ভিন্ন আত্মার দর্শক তৃপ্ত থাকেন বলিয়া, ইচ্ছা দ্বেষাদিতে বিচলিত হন না, গুণই নিজ নিজ প্রকাশাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত, ইহা বুঝিয়া যে চূপ করিয়া থাকে, ও গুণের কার্য্যের অনুরূপ চেফা করে না, ইত্যাদি।

**শ্রীশঙ্কর :** গুণগুলিই নিজ কার্য্যে অবস্থিত রহিয়াছে, ইত্যাদিগের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই, এইরূপ বিচার-পূর্ব্বক জ্ঞান হওয়ায় যিনি নিস্তব্ধ থাকেন।

২৪। সমদুঃখস্থঃ স্বস্থঃ সমলোচ্চাশ্যাকাঞ্চনঃ

তুল্য প্রিয়া প্রিয়ো ধীরন্তুল্য নিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।২৪



**পদচ্ছেদ :** সম-দুঃখ-সুখঃ স্বস্থঃ সম-লোফাশ্ম-কাঞ্চন,  
তুল্যপ্রিয়-অপ্রিয়ঃ ধীরঃ তুল্য-নিন্দা-আত্ম-সংস্তুতি ।

**অন্তর :** সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সম লোফাশ্ম কাঞ্চন  
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ ধীরঃ তুল্যানিন্দাত্মসংস্তুতি ।

**কঠিন শব্দ :** স্বস্থঃ = যিনি আত্মস্বরূপে অবস্থিত, অর্থাৎ  
যিনি নিজেকে নিজে জানিয়াছেন । সম লোফাশ্মকাঞ্চন =  
সাঁহার মৃত্তিকা প্রস্তর ও সুবর্ণে সমজ্ঞান হইয়াছে ( পরমহংস-  
দেবের 'টাকা মাঠি, মাঠি টাকা, ভাব ) । ভাল থাকাই স্বস্থ থাকা  
নহে ; উহা প্রকৃতির কবলস্থ, ত্রিগুণস্থ হইয়া থাকা ।

**অনুবাদ :** যিনি দুঃখে ও সুখে সমজ্ঞান বিশিষ্ট, যিনি  
নিজেকে নিজে জানিয়াছেন, সাঁহার মৃত্তিকা প্রস্তর ও সুবর্ণে  
সমজ্ঞান হইয়াছে, যিনি প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে সমবুদ্ধি যুক্ত  
( অর্থাৎ দুইই তাহার কাছে সমান ), যিনি ধীর অর্থাৎ স্থির-বুদ্ধি-  
যুক্ত, সাঁহার নিন্দাতে ও স্তুতিতে সমজ্ঞান,—তিনিই গুণাতীত ।

**মধুসূদন ও শঙ্কর :** সমদুঃখসুখ = রাগদেষশূন্য । সম-  
লোফাশ্মকাঞ্চন = হেয়, উপাদেয় ভাবরহিত, তাৎপর্য্য । লোফা =  
খুলির ঢেলা, অশ্ম = প্রস্তর খণ্ড । স্বস্থ = নিজমধ্যে অর্থাৎ  
আত্মভাবে অবস্থিত, যেহেতু তিনি দ্বৈতদর্শন বিধীন হইয়াছেন ।

**ভূপেন্দ্রনাথ :** প্রাণবায়ুর স্থিরতার সহিত মন স্থির হয়,  
কিন্তু দেহ প্রকৃতি যতদিন বর্তমান থাকে, ততদিন প্রারব্ধ কর্মের  
ভোগ দেহাদিতে হইতে থাকে, কিন্তু স্থির মন সেই সব সুখ  
দুঃখাদিতে নির্লিপ্ত থাকে, উদাসীনবৎ । তুর্য্যাবস্থাগত চিত্তের,

বিষয় সংস্পর্শ হয় না। জাগ্রত, স্বপ্ন স্রষ্টৃপ্তি ও তুর্য্যাবস্থা—প্রথম তিনটি পর্য্যন্ত ভোগের বা আনন্দের অবস্থা, চতুর্থ শিবভাব সেখানে কোন ভোগ নাই....কূটস্থই ক্ষেত্রজ পুরুষ, তিনিই সকল কার্যের কারয়িতা, আর যিনি কাজ করেন, বিষয়ে লিপ্ত হন, তিনিই ভূতাত্মা।

**ভূপেন্দ্রনাথ :** ক্রিয়ায় পর অবস্থাতে যে স্থিতি তাহাই পরাবুদ্ধি অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকা।....সুখ, দুঃখ, অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, যখন মনই নাই, তখন আর সুখ দুঃখ আসিবে কিরূপে ?

২৫। মানাপমানয়োস্তুল্যো স্তুল্যো মিত্রারি পক্ষয়োঃ

সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।

**পদচ্ছেদ :** মান অপমানয়োঃ তুলাঃ তুলাঃ মিত্র-আর. পক্ষয়োঃ সর্ব্ব-আরম্ভ-পরিত্যাগী গুণ-অতীতঃ স উচ্যতে।

**অনুবাদ :** মানাপমানয়োঃ তুলাঃ মিত্রারিপক্ষয়োঃ তুলাঃ সঃ সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী গুণাতীতঃ, উচ্যতে।

**কঠিন শব্দ :** সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী ( ১২।১৬ ) = দরকার নাই ত কার্য্য রচনা করিতে থাকেন, এরূপ নহে ; বা ঘাড়ে পড়িয়া সকল কার্য্যের গোড়াতে থাকিয়া বা মোড়োলী করিয়া কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হওয়া, ইহা যিনি পরিহার করেন। He gives up all efforts for activities i.e the fruits of actions.

**অনুবাদ :** যিনি সম্মান ও অপমান সমান জ্ঞান করেন, যিনি মিত্রের প্রতি ও শত্রুর প্রতি সমবুদ্ধি সম্পন্ন, যিনি দরকার



নাই তবু কার্য্য রচনা করা তাহা করেন না, বা ঘাড়ে পড়িয়া কাজের গোড়াতে থাকা বা গোড়ালী করা ইহা যিনি করেন না, তিনিই গুণাতীত । ( টীকাকাররা সর্ববারস্ত পরিত্যাগীর অর্থ করিয়াছেন, যিনি সকল কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করেন বা কেবলমাত্র দেহ ধারণোপযোগী কৰ্ম্ম ছাড়া অন্য কৰ্ম্ম করিতে যিনি চেষ্টা না করেন ; কিন্তু আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয় ইহা ঠিক অর্থ হয় না, কারণ কৰ্ম্ম সন্ন্যাস গীতার মাণ্য নহে ) ।

**মধুসূদন :** সর্ববারস্ত পরিত্যাগী = যাহা আরম্ভ হয় তাহাই আরম্ভ, এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে, আরম্ভ অর্থ কৰ্ম্মকে বুঝায় । সেই সমস্ত আরম্ভ অর্থাৎ কৰ্ম্মকলাপকে পরিত্যাগ করা যাহার স্বভাব, তিনি সর্ববারস্ত পরিত্যাগী ।

**শঙ্কর :** দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলের জন্য কৃতকৰ্ম্মকে আরম্ভ বলে ; এইরূপে সকল আরম্ভ ত্যাগ করা যাহার স্বভাব, যে সর্ববারস্ত পরিত্যাগী ।

**স্বামানুজ :** যে সুখ দুঃখে সমচিত্ত হইয়া স্বরূপে স্থিত থাকে । অর্থাৎ একমাত্র আত্মাই প্রিয় হওয়ার, পুত্রাদির জন্ম মরণাদিতে সমচিত্ত থাকে ইত্যাদি । শরীরধারী হওয়ার সহিত সমন্বিত, সমস্ত আরম্ভত্যাগী

**শ্রীশ্বর :** সর্ববারস্ত পরিত্যাগী = দৃষ্টফল ও অদৃষ্টফল সমস্ত উত্তম পরিত্যাগ করা যাহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে ।

**ভূপেন্দ্রনাথ :** গুণাতীতের কোন কাজ সঙ্কল্প করিয়া

করিতে হয় না। আমিষ খাইলেন, কি নিরামিষ খাইলেন,  
তাঁহার কোন ধারণাই নাই।

Telang. সর্ববাস্তু পরিত্যাগী = who abandons all  
action.

মতিলাল। আরম্ভ = উদ্যম

Gandhi-Desai. The difference between a  
Stone and a Gunatita is that the latter has full  
consciousness and with full knowledge, he shakes  
himself free from bonds...

( ২৬ ) গুণাতীতত্বে ভক্তি থাকাই চাই:—

২৬। মাং চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে,

স গুণান্ সমতীত্যেতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ২৬।

পদচ্ছেদ : মাং চ যঃ অব্যভিচারেণ ভক্তি-যোগেন  
সেবতে, সঃ এতান্ সমতীত্যেতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।

অন্বয় : চ যঃ মাং অব্যভিচারেণ ভক্তি-যোগেন সেবতে,  
সঃ এতান্ গুণান্ সমতীত্যেতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।

কঠিনশব্দ : অব্যভিচারেণ ভক্তি যোগেন = বিষয় ভজনা  
বা অশ্রু দেবতা ভজনা যে ভক্তি-সাধনায় লেশ মাত্র থাকে না, ও  
যাহা অহৈতুকী অনশ্রু ভক্তি সাধনা হয়। সমতীত্য = অতিক্রম  
করিয়া। এতান্ গুণান্ = এই তিন গুণ। ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে = উদার  
মহান্ সাম্যভাবে জ্ঞান, গুণাতীত ভাব প্রাপ্তির জ্ঞান, ব্রহ্মবৎ  
পরিগণিত হইবার যোগ্য হন, অথবা ব্রহ্মে একীভূত হইবার



যোগ্য হন, মোক্ষের যোগ্য হন । Can ultimately realise Supreme Brahman, (Bhakti Pradip) ; becomes fit for entrance into the essence of the Brahman ( Telang ).

অনুবাদ : আর যিনি অহৈতুকী ঐকান্তিক ( অতীত দিকে মন না যাওয়া ) অনন্ত ভক্তি সহকারে আগার উপাসনা করেন, তিনি এই গুণসকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব লাভ করিয়াছেন বলা যায়, ( বা ব্রহ্মে একীভূত হইবার যোগ্য হন ) ( ব্রহ্ম, উদার মহান গুণাতীত, সম ; তিনিও সেইরূপ হন বলিয়াই ইহা বলা হইল ) ( ব্রহ্মভূয়ায় কথা গীতার কয়েক স্থলে আছে, যথা ১৮.৫৩

এই ত্রিগুণাতীত অবস্থাই ব্রাহ্মীস্থিতি বাহ্য কর্মযোগের দ্বিতীয় প্রজ্ঞায় আসে ( ২।৫৫-৭২ ) ও বাহ্য ভক্তি যোগেও আসে ( ১২।১৩-২০ ) । অন্যান্য অধ্যায়েও আমরা এই সকল কথাই পাই, যথা ৩।২৫, ২৮.৩০ ; ৪।১৮-২১, ৫।১৮-২১, ২৪, ২৫ ২৬ ; ৬।৪।৯ ; ১৮।২৬ ; শব্দশঃ বর্ণনাগুলি প্রায় এক ; জ্ঞান, ভক্তি, ধ্যান, কর্ম, যিনি যে পথ দিয়াই যান না কেন, সকলেই একই স্থানে আসেন ; আবার বলি গুণাতীতত্বই গীতার লক্ষ্য ।

মধুসূদন : সমতীত্য = সম্যকরূপে অতিক্রম করিয়া, অর্থাৎ অদ্বৈত দর্শনের দ্বারা বার্ষিত করিয়া । ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত = ব্রহ্ম বা মোক্ষের যোগ্য হইয়া থাকেন ; সর্বদা জৈশ্বর চিন্তাই গুণাতীতত্ব লাভের উপায়, ইহাই তাৎপর্য্য ।

**কৃষ্ণানন্দ :** যিনি ভগবানকে অকপট ভক্তি সহ ভজনা করেন, তিনিই ব্রহ্মপদ লাভ করেন।

**শঙ্কর :** যে সন্ন্যাসী বা কৰ্ম্মযোগী, সর্বভূত হৃদিস্থিত আমি নারায়ণের অবিচলিত ভক্তি যোগ দ্বারা সেবা করে (ভজনের নাম ভক্তি, আর উহাই যোগ), যে উপরে উক্ত গুণ গুলিকে অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মলোক পাইবার জন্য, অর্থাৎ মোক্ষ পাইবার জন্য, যোগ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, অর্থাৎ মোক্ষ পাইতে সমর্থ হয়।

**রামানুজ :** ( ১৪১১ ) অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক, ইহা জানিলেই 'জ্ঞাতীত হওয়া হয় না, কারণ অনাদি কাল প্রবৃত্ত বিপরীত বাসনায় ইহা বাধিত হইয়া যায়...কিন্তু যে...পরমেশ্বর রূপী আমাকে অব্যভিচারী ঐকান্তিক ভক্তি যোগ দ্বারা সেবা করে সে এই দুস্তর সত্যাদি গুণ অতীত হইয়া ব্রহ্মভাব পাইবার যোগ্য হইয়া যায়,...যথার্থস্বরূপে স্থিত অমৃত অব্যয় আত্মাকে পায়।

**শ্রীধর :** ব্রহ্মভূষ = অর্থাৎ ব্রহ্মভাব মোক্ষ পাইতে সমর্থ হন।

অহৈতুকী অনন্তভক্তি দ্বারা ব্রহ্মভাব লাভ হয়।

( আমরা কয়েক 'স্থলেই বলিয়াছি যে কোন ঘটক এরূপ নহে যে, যে নামের সেই ঘটক, মাত্র সেই নামীয় যোগের কথা থাকিবে। এখানে আমরা জ্ঞান ঘটকে ভক্তির চূড়ান্ত কথা পাই। ইহা বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হইবে যে জ্ঞান-ভক্তি-সম্বন্ধ যে হয় তাহা ইহাতে সিদ্ধ হইতেছে।



ব্রাহ্মদক্ষাল বিশ্বাস, ভয়, আশা, কৰ্ত্তব্যজ্ঞান, এই গুণি  
ভক্তির নিম্ন অবস্থা। অমুরাগে ভজনই অচ্যুতিচারিণী ভক্তি।  
ইহাও 'আমি তোমার' 'তুমি আমার' ও 'তুমিই আমি' এই তিন  
অবস্থায় পরিসমাপ্ত হয়।

অন্নবিন্দু! যিনি অব্যুতিচারী ভক্তি যোগের দ্বারা  
আমাকে ভজনা করেন, আমাকে লাভ করিতে চান। তিনিও এই  
গুণত্রয়কে অতিক্রম করেন এবং তিনিও ব্রহ্ম হইবার যোগ্য হন।

ভিলক! কেহ হয়তো বলিতে পারেন, এই গুণাতীত  
অবস্থা সাংখ্য মার্গের; কৰ্ম্ম-যোগ-প্রধান-ভক্তি মার্গের কি  
করিয়া হইতে পারে? এই শ্লোক তাহার উত্তর।

বিনোবা ত্রিগুণাতীত অবস্থায় নিজেকে রাখিতে গেলে  
আত্মজ্ঞান পাইয়া ভগবানের শরণ লইতে হইবে।

জ্ঞানেশ্বরী! যে মনুষ্য, চিতে অশ্রু কোন বিষয়ে না  
রাখিয়া, ভক্তিযোগে আমার সেবা করে, যে সকল গুণ নাশ  
করিলে সমর্থ হয়।

মহানামস্মৃত : জীবের সাধনা হইতেছে বজ্র ও তমঃকে  
অতিক্রম করিয়া মলিন সত্ত্ব আরোহণ—তারপর মলিন  
সত্ত্বকে ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ সত্ত্ব স্থিতি। ইহার অপর নাম নিত্য  
সত্ত্ব। "অর্জুনকে নিঃস্রেণ্য হইবার উপদেশ দিলেন।...যখন  
সাধক গুণাতীত হবেন, তখন যে তাঁর গুণের কাজ কিছু করিতে  
থাকিবে না, তাহা নহে। "গুণা বর্তন্ত ইত্যেব" ( ১৫।২৩ ), গুণ

সমূহ স্বকার্য্য করিতেই থাকিবে। তিনি উহাতে লিপ্ত হবেন না।...গুণাতীত হইবার সহজ পথ অব্যভিচারী ভক্তিযোগ।

**ভূপেন্দ্রনাথ :** ত্রিগুণ কিরূপে অতিক্রম করা যায় এইবার সেই উপদেশ দিতেছেন।...যে ভক্তি যোগ কোন সময়েই অন্তর্থা ভাব প্রাপ্ত হয় না, সেই ভক্তি যোগই অব্যভিচারী।...সমস্ত পদার্থই সেই পরমেশ্বর সত্তায় পরিপূর্ণ, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নাই, এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভজনা করাই প্রকৃত ভজন', কিন্তু তাহা মুখের কথা নহে। অনন্ত্যভাব তখনই হইতে পারে যখন শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের দ্বারা বিচলিত হইবে না। মনকে নিশ্চল করা চাই... অন্য কোন বস্তুর দিকে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি পাত করিবে না।...কেবল জ্ঞানের কথা আওড়াইলে বা উচ্চ কণ্ঠে হরিনাম করিয়া অশ্রু ফেলিলেই হইবে না।

**Gandhi.** He who Serves Me with an unwa-vering and exclusive bhakti yoga transcends these gunas and is worthy to become one with Brah-man.

( ২৭ ) অর্জুন যেন প্রশ্ন করিলেন—কেন এরূপ হয় ? সেই ব্রহ্ম, যাহার কথা পূর্বব শ্লোকে বলা হইল “ব্রহ্ম ভূয়ঃ” বাক্যে তিনি কিরূপ ? আর এই যে বলিলে, গুণাতীত সেই, যে “মাং ভক্তিযোগেন সেবতে” সেই ‘মাং’ অর্থাৎ তোমার সহিত ব্রহ্ম কি ভাবে সম্বন্ধিত ? ভগবান উত্তর দিলেন—



২৭। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতত্বাব্যয়ন্ত চ

শাস্ততন্ত চ ধর্মন্ত স্তুত্বৈকান্তিকন্ত চ।২৭।

পদচ্ছেদ ব্রহ্মণঃ হি প্রতিষ্ঠা অহম্ অমৃতত্ব অব্যয়ন্ত চ  
শাস্ততন্ত চ ধর্মন্ত স্তুত্ব ঐকান্তিকন্ত চ।

অন্বয়ঃ : অব্যয়ন্ত ব্রহ্মণঃ চ অমৃতত্ব চ শাস্ততন্ত ধর্মন্ত চ  
ঐকান্তিকন্ত স্তুত্ব অহম্ হি প্রতিষ্ঠা।

কঠিন শব্দ : অব্যয়ন্ত ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা = অব্যয় ব্রহ্মের  
প্রতিষ্ঠা ; কিরূপ ব্রহ্ম ? অবিনাশী অপরিবর্তনশীল ব্রহ্ম 'অক্ষর  
ব্রহ্ম পরমং' ( ৮।৩ ) প্রকৃতিও প্রলয়ে আগাতে অর্থাৎ ভগবানে  
বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু আমার এই ব্রহ্মবিভাব অপরিবর্তনশীল।  
আর এই ব্রহ্মকে অব্যয় বলা হইল, শুধু অবিনাশী অপরিবর্তনশীল  
বলিয়া নহে, এই ব্রহ্মবিভাব নিগুণ নির্বিবশেষ। ( পরমহংসদেব  
তঁাহার অনবচ্ছিন্নভাষায় এই জন্মই বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম উচ্ছিন্ন হন  
না, অর্থাৎ ব্রহ্ম কি, তাহা মুখ দিয়া বাহির-করা ভাষায় বলা যায়  
না ]। আমি পুরুষোত্তম, "অক্ষরাদপি চোত্তমঃ" ( :৫।১৮ )।  
আমি সগুণ নিগুণের উপর ; সগুণেও সীমিত নহি, নিগুণেও  
নহি ; আমি দুইয়ের প্রতিষ্ঠা। সূর্য্য কিরণ দিগদিগন্তে অনন্ত  
পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত কিন্তু প্রতিষ্ঠিত সূর্য্যগোলকের উপর ; ব্রহ্মও  
সেইরূপ ব্যাপ্ত, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত, আমার উপর, বাস্তব  
পুরুষোত্তমের উপর। সূর্য্যমণ্ডল না থাকিলে, যে রূপ সূর্য্যকিরণ  
থাকিতে পারে না, আমি না থাকিলে, ব্রহ্মেরও থাকা হয় না।

আমার স্থিতিহে, আমার আনন্দার্থে ব্রহ্মের স্থিতি, ব্রহ্মের আনন্দার্থ। অব্যয় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা আমিই, তাই বলি হইল।

অমৃতশ্রু = অমৃতের। “অমৃতশ্রু” বাক্য ব্রহ্মের বিশেষণ ভাবে লওয়া যাইতে পারে, স্বতন্ত্র ভাবেও লওয়া যাইতে পারে। বিশেষণ ভাবে উপনিষদে বহুস্থানে আমরা পাইয়াছি, যথা ‘ব্রহ্ম পরামৃতম’ (মু ২।১।১০), ব্রহ্মৈবেদমমৃতং (মু ২।২।১১)। স্বতন্ত্র ভাবে লইলে অর্থ হইবে, মোক্ষ, পরমশান্তি, পরমধাম, পুনর্জন্ম নিবারক। মোক্ষ, পরমশান্তি, এসব আমাতেই প্রতিষ্ঠিত। বৃহদারণ্যকের “অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ” প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রশ্রু ধর্মশ্রু, এটিকেও যুক্ত-বাক্যভাবে বা ভিন্ন ভিন্ন বাক্যভাবে লওয়া যাইতে পারে। যুক্ত বাক্যভাবে ‘শাস্ত্র শ্রু’ লইলে, অর্থ হইবে, ঋতং সত্যং অর্থাৎ জগৎ অনন্ত কাল যে নিয়মে চলিতেছে তাহা; সেই তাহারও প্রতিষ্ঠা আমি। শাস্ত্র ও ধর্ম স্বতন্ত্র ভাবে লইলে, শাস্ত্রের অর্থ হইবে চিরন্তনতা। আমি সব, চিরন্তনতা আমাতেই প্রতিষ্ঠিত। আর ধর্ম? ধর্মতো আমাতেই প্রতিষ্ঠিত। আমিই ধর্ম গোপ্তা; আমাকেই জীবনে ধরিয়া থাকিতে হয়।

মুখশ্রু ঐকান্তিকশ্রু। ঐকান্তিক শব্দকে যদি স্বতন্ত্র লওয়া হয়, তাহা হইলে অর্থ হইবে, ‘একম’ অর্থ এক রস পূর্ণ; এই অর্থগুণ তা আমারই, আমাতেই প্রতিষ্ঠিত। আর মুখ, অর্থাৎ আনন্দময়তা, আমা হইতেই বিস্তার লাভ করিয়া আছে বলিয়াই, ভক্তনানন্দ, কীর্ত্তনানন্দ, সেবানন্দ, নানাভাবে মানুষ



সে সুখের আশ্বাদ পায়। ঐকান্তিকের সহিত যদি সুখ বৃদ্ধি করা হয়, অর্থাৎ হইবে এক লক্ষ্য সম্পন্ন নিরতিশয় সুখ, 'সুখ আত্যন্তিকং যৎ তদবুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ বেত্তি যত্র ন চৈবানু স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ' ( ৬।২১ ) ; যোগী ইহা আমার ধ্যানের পায়। সেই ঐকান্তিক সুখেরও আমি প্রতিষ্ঠা। উচ্চস্থিতির যাহা মানুষের লক্ষ্য—পারমার্থিক সুখ, শাস্ত্রতত্ত্ব এবং অমৃত বা মোক্ষ, আমি হইতেই মানুষ তাহা পায়, আমিই তাহাদের প্রতিষ্ঠা। ( আমরা আমাদের মোটা বুদ্ধিতে, বাক্য গুলির যেরূপ ব্যাখ্যা দিলাম, আমাদের বিনীত নিবেদন, সুধীজনেরা যেন না অসম্মুখ হন।

অনুবাদ : যেহেতু সেই অপরিবর্তনশীল নির্বিশেষ অমৃত ব্রহ্মের আমিই প্রতিষ্ঠা, ( সেই জ্ঞান, মাং চ যোহবাভিচারে ভক্তিশোগেন সেবতে, সগুণান্ সমতীতৈত্যতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ) শুধু ব্রহ্মের নহে, অব্যয় অমৃতের, শাস্ত্রতত্ত্বের ও ঐকান্তিক সুখেরও আমি প্রতিষ্ঠা। ইহারা সব আশ্রিতে স্থিত, ইহারা সব আমিই। ( সন্তার, জ্ঞানের ও আনন্দের প্রতিষ্ঠা—ইহাই সৎ, জ্ঞান ও আনন্দ ) ( ব্রহ্ম, পরমাত্মা ভগবান, তিনিই এক ; যে সৌকর্য্যার্থে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইতে পূর্ণ সগুণ বা ধরা-ছোঁয়া পায় যায় না হইতে, ভাল বাসিবার মত, ভালবাসা পাইবার মত বিভাব—এইভাবে বর্ণীকরণ করা হইয়াছে )।

এই শ্লোক লইয়া অনেক বাদানুবাদ ঘটয়াছে। কেহ বলিয়াছেন নাই।

কেহ বলিয়াছেন, “এ শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত, (খ্যাতনামা মহেশচন্দ্র ঘোষ, আগার ভুল হইতে পারে), কোন বৈষ্ণব, ব্রহ্মকে হীন করিবার উদ্দেশ্যে ইহা গীতায় প্রবিষ্ট করাইয়াছেন”। কিন্তু ইহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয় না; অন্ততঃ শঙ্করাচার্য্যের সময় ইহা গীতায় ছিল; তাঁহার পূর্বের, ব্রহ্ম বড় কি কৃষ্ণ বড় একরূপ সমস্তা উঠিয়াছিল, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। মায়াবাদী বেদান্তী বলেন “ব্রহ্মই পরতত্ত্ব জৈশ্বর কল্পিত বস্তু, জৈশ্বরত্বং তু জীবত্ব উপাধিধর কল্পিতং (পঞ্চদশী) কেহ বলেন ব্রহ্ম অর্থো সগুণ বা কার্য্যব্রহ্ম, নিরূপাধিক ব্রহ্ম নহে। কেহ বলেন বেদ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব, ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গ-জ্যোতিঃ (চরিতামৃত)। যাহারা ব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণ এক নহে, এবং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেন, তাহারা বলেন যে ভগবান এই কথা জানাইবার জগুই, আমি ব্রহ্ম এই কথা না বলিয়া আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বলিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মের সত্তা আমার জগুই, প্রধান আমি, কেন্দ্র আমি, সূর্য্য যেমন সৌরকিরণের কেন্দ্র, যাহা হইতে উহা উদ্গত হইয়া চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত।

সূর্য্যকে সরাইয়া লইলে সূর্য্য কিরণ থাকিতে পারে না। আমিই ব্রহ্মের অস্তিত্ব বাচক, আমিই ব্রহ্মের প্রাণ। কেহ বেন, “বলিভক্তিতে কি না হয়? ব্রহ্মকে জানা (৭২৯) বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি তো হয়ই”। কেহ বলিবেন ব্রহ্মভূত হওয়া প্রথম প্রয়োজন, ভক্তি যদি পাইতেই হয় (১৮।৫৪)। ব্রহ্ম



বড় কি শ্রীকৃষ্ণ বড়, আমাদের মোটা বুকি এ সূক্ষ্ম প্রশ্নে প্রশ্ন  
করিতে অক্ষম। তবে কথাটা সত্যই মধুর মনে হয়, পুরুষোত্তম  
ভক্তের মধ্যে সকল ভক্ত অবস্থিত।

শঙ্কর : আমি ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মার প্রতিষ্ঠা। বাহ্যিক  
প্রতিষ্ঠিত হওয়া হয়, তাহা প্রতিষ্ঠা ; এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে,  
আমি অন্তরাত্মা ( প্রত্যগাত্মা ) কীদৃশ ব্রহ্মের ? উত্তর :—  
অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী, অব্যয় অর্থাৎ নির্বিবকার, শাস্ত অর্থাৎ  
নিত্য, ধর্মস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানযোগরূপ ধর্মদ্বারা প্রাপ্তবা, আর  
ঐকান্তিক সুখস্বরূপ, অর্থাৎ ব্যভিচার রহিত, আনন্দময় ব্রহ্মের  
আমি প্রতিষ্ঠা। অমৃতাদি স্বভাব সম্পন্ন পরমাত্মা বা ব্রহ্মের  
প্রতিষ্ঠা অন্তরাত্মা, কারণ যথার্থ জ্ঞানে উহাই পরমাত্মা রূপে  
নিশ্চিত। এই কথাই ব্রহ্মভূয়স্বরূপে এই পদে কথিত  
হইয়াছে। যে ঈশ্বরীয় শক্তির দ্বারা ভক্তের উপর অনুগ্রহাদি  
করিবার জন্ত ব্রহ্ম প্রবর্তিত হন, সেই শক্তি, আমি ব্রহ্মই, কারণ  
শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ হয় না। অথবা, ব্রহ্ম শব্দের ব্যাখ্যা  
হওয়ার জন্ত এখানে সগুণ ব্রহ্ম, সেই সগুণ ব্রহ্মের আমি  
নির্বিবকল্প নিগুণ ব্রহ্মই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়, অথ কেহ নহে।  
সগুণ ব্রহ্ম কি ভাবে বিশেষিত ? উত্তর,—বাহ্য অমৃত অর্থাৎ  
মরণ ধর্ম রহিত, আর অবিনাশী অর্থাৎ ক্ষয় রহিত তাহার  
আবার জ্ঞাননিষ্ঠারূপ শাস্ত নিত্য ধর্মের, আর উহাই  
হয় বাহ্য সেই ঐকান্তিক একমাত্র নিশ্চিত পরম আনন্দের

আমিই আশ্রয়। অহং প্রতিষ্ঠা এই পদ এখানে অনুবৃত্তিতে লওয়া হইয়াছে।

মধুসূদন : জৈশ্বর চিন্তার দ্বারাই যে গুণাতীতত্ব লাভ করা যায়, তাহার কারণ কি. তাহাই বলিতেছেন। আমিই অর্থাৎ নির্বিবকল্পক (নিববশেষ স্বরূপ) বাসুদেবই, ব্রহ্মের অর্থাৎ তত্ত্বমসি বাক্যের 'তৎ' পদের বাচ্য অর্থ যে সৌপাধিক (মায়োপাধিক বা মায়ামূলবলিত) ব্রহ্ম যিনি জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু তাঁহার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পারমার্থিক নির্বিবকল্পক সচ্চিদানন্দ স্বরূপ নিরূপাধিক বস্তু যাহা 'তত্ত্বমসি' বাক্যের 'তৎ'পদের লক্ষ্য অর্থ তাহাই হইতেছি। 'যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই প্রতিষ্ঠা' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রতিষ্ঠা অকল্পিতরূপ বিহীন যে অকল্পিত রূপ। এই কারণে, 'যে ব্যক্তি নিরূপাধিক ব্রহ্ম আমার সেবা করেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপতার যোগ্য হন', এই রূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। আমি কীদৃশ ব্রহ্ম? যে ব্রহ্ম অমৃতস্ত অর্থাৎ বিনাশশূন্য, অব্যয়স্ত অর্থাৎ বিপরীণাম্ রহিত, শাস্ত্রতস্ত অর্থাৎ অপক্ষয় রহিত, ধর্মস্ত অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠারূপ যে ধর্ম তদ্বারা যে প্রাপ্য এবং সুখস্ত অর্থাৎ পরমানন্দ স্বরূপ। তিনি ঐকান্তিক সুখ স্বরূপ অর্থাৎ অব্যভিচারী সকল দেশে সকল সময়ে যাহা বিद्यমান। বিষয়েন্দ্রিয় সম্বোগজন্য বারণ করিবার জন্য বলিলেন ঐকান্তিকস্ত। যেহেতু আমিই এতাদৃশ ব্রহ্মের বাস্তব স্বরূপ, সেই কারণে যাহারা আমার ভক্ত তাঁহারা সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন। ব্রহ্মা, ভগবান



শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐরূপই বলিয়াছিলেন, যথা “পুরাণ, সত্য, অক্ষয়, অজস্র সুখ....অমৃত পুরুষ তুমিই একমাত্র আত্মা হইতেছে”, অর্থাৎ তুমিই সকল প্রকার উপাধি বিরহিত আত্মা ব্রহ্ম হইতেছ। শূকদেবও স্তুতিবাদ না করিয়াই এইরূপ বলিয়াছেন “সমস্ত বস্তুই যে ভাবার্থ বা সত্তা তাহা সোপাধিক ব্রহ্মেস্থিত; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবার তাহারও স্থিতি”।....ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ—সমস্ত কার্য্যপদার্থেরই যে ভাবার্থ অর্থাৎ সত্তারূপ পরমার্থ তাহা (ভবতি=) কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত্যমান সোপাধিক ব্রহ্মেতেই অবস্থিত,...যেহেতু কার্য্যপদার্থের কারণের সত্তা হইতে অতিরিক্ত কোনও সত্তা আছে বলিয়া স্বীকার করা হয় না।”....সোপাধিক ব্রহ্ম, নিরূপাধিক ব্রহ্মেই কল্পিত; আর কল্পিত ( ভ্রমে ভাসমান ) পদার্থ স্বীয় অধিষ্ঠান হইতে অতিরিক্ত নহে; আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সকল কল্পনার ( ভ্রমের ) অধিষ্ঠান বলিয়া তিনিই পরমার্থ সৎ নিরূপাধিক ব্রহ্ম। শ্রীকৃষ্ণ নামে পরিচিত নিরূপাধিক যে ব্রহ্ম তিনিই, জগৎকারণ উৎপত্ত্যমান ( অর্থাৎ তিনিও যখন উৎপন্ন হন ) সেই সোপাধিক ব্রহ্মের ভাবার্থ বা সত্তাস্বরূপ।... শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কল্পনার অধিষ্ঠান-স্বরূপ, কারণ তিনিই পরমার্থ সত্য নিরূপাধিক ব্রহ্ম। অথবা,...‘তুমি তো ব্রহ্মস্বরূপা হইতে ভিন্ন’ এই শঙ্কার উত্তরে এই শ্লোক। ..ব্রহ্মণঃ = ব্রহ্মের অর্থাৎ পরমাত্মার, প্রতিষ্ঠা, পর্য্যাপ্তি বা পরিপূর্ণতা, ব্রহ্ম আমা হইতে ভিন্ন নহেন। অব্যয় = বাহার উচ্ছেদ বা শেষ নাই তাদৃশ অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ, মৎস্বরূপতাই মোক্ষ। শাস্তত ধর্ম্ম = নিত্য মোক্ষ

সাহার ফল, তাদৃশ ধর্ম অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা।...ঐকান্তিক যে মুখ  
তাহারও আমি পর্যাপ্তি, কারণ মহেশ্বররূপতা লাভই মুখপ্রাপ্তির  
চরম। অতএব, আমার ভক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।

স্বামানুজ : হি=হেতু। কারণ, অব্যভিচারী ভক্তিবোধে  
আবাসিত, আমি পরমেশ্বর অমৃত স্বরূপ অবিনাশী ব্রহ্মের, তথা  
শাস্ত্রত ধর্মের, অতিশয় নিতা ঐশ্বর্যের আর ঐকান্তিক মুখেরও  
প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ 'বাসুদেবঃ সর্বম্', এই শ্লোকে কথিত, জ্ঞানীর  
প্রাপ্তব্য মুখেরও প্রতিষ্ঠা। যদিও 'শাস্ত্রত ধর্ম' শব্দ প্রাপ্য বস্তুর  
সাধনের বাচক, তথাপি এখানে উহার পূর্বাপরের শব্দ প্রাপ্য  
বস্তুর বাচক, অতএব ইহাও উহার সহচারী হওয়ায় প্রাপ্ত বস্তুরই  
লক্ষ্য করায়। এই জ্ঞাত ধর্মশব্দের অর্থ "ঐশ্বর্য" করা হইল।  
সপ্তম অধ্যায়ের "দৈবী হেমা" শ্লোকাবধি ইহাই প্রতিপাদিত  
করান হইয়াছে যে গুণাতীত হওয়ায় ও তৎপূর্বক অক্ষর ঐশ্বর্য  
ও ভগবানের প্রাপ্তির উপায়ত্র, কেবল এক ঐকান্তিক ভগবৎ  
প্রপত্তিই।

শ্রীশ্রী : যেহেতু আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ প্রতিমা,  
অর্থাৎ আমিই ঘনীভূত ব্রহ্ম। সূর্য্যামণ্ডল যেরূপ ঘনীভূত প্রকাশ,  
সেইরূপই। আরও নিত্য যুক্ত হওয়ায় অব্যয় অর্থাৎ নিত্য,  
অমৃতের অর্থাৎ গোকের। শুদ্ধ সত্ত্বময় হওয়ায় তাহার সাধন  
শাস্ত্রত ধর্মের, এবং পরমানন্দরূপ হওয়ায় ঐকান্তিক অর্থাৎ  
অখণ্ডিত মুখের প্রতিষ্ঠাও আমি, অতএব আমার সেবকগণ



অবশ্যই আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এই জ্ঞান মুক্ত জীব  
ব্রহ্মভাবের যোগ্য হন।

অন্নবিন্দু : এই যে “আগি” ইনিই পুরুষোত্তম, ইনিই  
নিরব নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের ভিত্তি, এবং অমৃতত্ব ও অক্ষয় অধ্যাত্ম  
জীবনের ভিত্তি এবং শাস্ত্রত ধর্ম ও ঐকান্তিক সুখের ভিত্তি।  
অতএব এমন এক পদ রহিয়াছে, অবিচল সাক্ষীরূপে গুণ  
সমূহের দ্বন্দ্ব অবলোকন করিতেছে যে অক্ষর পুরুষ, তাহারও  
শান্তি অপেক্ষা, সে পদ মহত্তম। ব্রহ্মের অক্ষরতার উর্দে এক  
উচ্চতম অধ্যাত্ম অনুভূতি ও প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে, কর্মের রাজসিক  
প্রবৃত্তি অপেক্ষা মহত্তর এক শাস্ত্রত ধর্ম রহিয়াছে, এমন এক  
পূর্ণতম আনন্দ রহিয়াছে, যাহাকে রাজসিক দুঃখ স্পর্শ করিতে  
পারে না, যাহা সাত্ত্বিক সুখেরও উর্দে, এবং এসব জিনিষ পাওয়া  
যায় ও অধিকার করা যায় পুরুষোত্তমের সত্তা ও শক্তির মধ্যে  
বাস করিয়া। কিন্তু যেহেতু ইহা ভক্তির দ্বারা অর্জন করা  
যায়, ইহার পদ হইবে সেই দিব্য আনন্দ, যাহা নিরতিশয় প্রেমের  
মিলনে, এবং পূর্ণ ঐক্যোপলব্ধিতে অমুভূত হয়, যাহাতে ভক্তির  
পরম পরিণতি, নিরতিশয় প্রেমাস্পদ ভ্রম আনন্দ তত্তম। আর  
সেই আনন্দের মধ্যে উঠা, সেই অনিব্বচনীয় ঐক্যের মধ্যে  
উঠা—ইহাই অধ্যাত্ম সিদ্ধির পরিপূর্ণতা, এবং শাস্ত্রত অমৃতত্ব  
প্রদায়ী ধর্মের চরম সার্থকতা।

তিলক : ভাবার্থ এই :—সাংখ্যের দ্বৈত ছাড়িয়া দিলে  
সর্বত্র একই পরমেশ্বর থাকেন, এই কারণে তাঁহারই প্রতি

ভক্তি দ্বারা ত্রিগুণাতীত অবস্থাও প্রাপ্ত হয়। এবং একই পরমেশ্বর মানিয়া লইলে, সাধ্য সম্বন্ধে গীতার কোনই আগ্রহ নাই (১৩২৪, ২৫)। গীতা ভক্তি মার্গকে মূলভ, অতএব সকল লোকের পক্ষে গ্রাহ্য বলিয়াছেন ঠিক, কিন্তু কোথাও অন্যান্য মার্গকে ত্যাগ্য বলেন নাই। গীতাতে কেবল ভক্তি, কেবল জ্ঞান, অথবা কেবল যোগই প্রতিপাদ্য—এই মত বিভিন্ন সম্ভ্রমায় অভিমানীরা পূর্বে হইতে গীতার উপর চাপাইয়া দিয়াছেন। গীতার মুখ্য প্রশ্ন ইহাই যে, পরমেশ্বরের জ্ঞান হইলে সংসারের কর্ম লোকসংগ্রহার্থে করা হইবে বা ছাড়া হইবে, ইহার পরিষ্কার উত্তর পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে যে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ।

**সচ্চিদানন্দ :** ব্রহ্মভূয়-রূপ ফললাভের উপপত্তি কহিতেছেন। ব্রহ্ম শব্দের উত্তর মহদব্রহ্ম। অব্যয় অমৃত অর্থাৎ সং, শাস্তত ধর্ম অর্থাৎ চিৎ। ঐকান্তিক সুখ অর্থাৎ আনন্দ। ইহাতে আগাগোঁ অধ্যায়ের মায়ান্তরণ এই বিষয় সূচিত হইল।

**কৃষ্ণাদন্দ :** যেহেতু আমি (বাসুদেব) অমৃতস্বরূপ ও ও শাস্তত ও ধর্মস্বরূপ অব্যভিচারী মূল স্বরূপ ব্রহ্ম।...বাসুদেবই তত্ত্বমসি (ছা ৬।৮।৭) মহাবাক্যের তৎপদ বাচ্যার্থ উপপত্তি, স্থিতি, প্রলয়ের কারণ। মায়াবিশিষ্ট সোপাধিক ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, এবং নিরূপাধিক ব্রহ্মের লক্ষ্যার্থ স্বরূপ। বাসুদেব যে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ, সেই ব্রহ্ম শাস্তত ইত্যাদি। ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠা, ইহার অর্থও হয়। ব্রহ্ম = বেদ; আমি বেদের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ;



বেদ আমারই বিষয় প্রতিপাদন করিতেছে, সগুণব্রহ্ম, এ অর্থও কেহ কেহ দিয়াছেন।

সম্ভবদাস : ব্রহ্ম = কার্য্য ব্রহ্ম। আমাতে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত। পঞ্চবিংশ তত্ত্বের পুরুষের আমি আশ্রয়স্থল; সনাতন ধর্ম্মের আমি আশ্রয় ( ১৮:৫৩-৫৪ )। ৫৩ শ্লোকের ব্রহ্মভূয় কল্পতে = ব্রহ্মরূপতা নামের যোগ্য হন। ৫৪ শ্লোকে ব্রহ্মভূত, অর্থাৎ যে পুরুষ ব্রহ্মরূপতা লাভ করেন, তিনি মদভক্তির অর্থাৎ পরব্রহ্ম সমন্বিনী পরাভক্তি লাভ করেন। পরবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত ঐ ভক্তির দ্বারা তত্ত্বের সহিত পরব্রহ্ম স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষ লাভ করেন। এই শ্লোক গুলিতে ব্রহ্ম = পরব্রহ্ম নহেন, কার্য্যব্রহ্ম ( হিরণ্যগর্ভ )।

মহানামভূত : শ্লোকটির দুই প্রকার অর্থ হয় :— আমি শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, আমি নিত্য অমৃতের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি,... প্রতিষ্ঠা পদে আশ্রয় অবলম্বন স্থিতি, স্থান, বুঝায়। আর এক প্রকার অর্থ হয় :— ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ ঘনীভূত ব্রহ্মস্বরূপ আমি ; সেই ব্রহ্ম কে বা কিরূপ ? তিনি অমৃতময় অপরিণামী, নিত্যস্বরূপ ধর্ম্মস্বরূপ, ঐকান্তিক সুখ স্বরূপ।... মণির জ্যোতির স্থিতি স্থান যেরূপ মণিতে, সেই ব্রহ্ম জ্যোতিঃ আমার অঙ্গপ্রভা। শ্রীধর অর্থ করিয়াছেন 'ঘনীভূত ব্রহ্মৈবাহং' যথা ঘনীভূত প্রকাশ এবং সূর্য্যামণ্ডলং তদ্বৎ।... আমাকে ভক্তি করিলে ব্রহ্মভাব পায় ;... ব্রহ্মভূত হইলে পরে আমার পরাভক্তি

লাভ করে ( ১৮৫৮ ), অর্থাৎ তখন অক্ষর ব্রহ্ম হইতেও উত্তম  
যে পুরুষাত্মক, তাহার সেবা লাভ করে ।

বিশ্বনাথ : ব্রহ্মই ভগবানের তেজ ইহা স্থাপিত করিতে  
বিষ্ণু পুরাণ, হরিবংশ ও ভাগবতাদি হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত  
করিয়াছেন ।

গিরীন্দ্র শেখর : ত্রিগুণাতীত হইতে ব্রহ্মলাভের  
উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় । ত্রিগুণাতীত ব্যক্তি যদি  
ঐকান্তিক সুখ অথবা শাস্ত্রত ধর্মলাভ অথবা অমৃতত্ব ও  
অব্যয়ভাব অথবা ব্রহ্মকে পাইতে কামনা করেন, তবে তিনি  
অব্যভিচারিণী ভক্তি যোগের দ্বারা পরমাত্মার সেবা করুন ।  
পরমাত্মার ভক্ত হইলে এই সকলই লাভ হইতে পারে, এই জ্ঞান  
পরমাত্মাকে ইহাদের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় বলা হইয়াছে । এই  
অর্থেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা পরমাত্মা, বস্তুতঃ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা  
সমার্থবাচক । ব্রহ্মই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা ; অথবা ব্রহ্ম = মহৎ  
ব্রহ্ম বা বেদ ।

স্বামিদাস : মদভক্ত ব্রহ্মরূপ হইয়া যায় কেন ? কারণ,  
ব্রহ্মের আমি প্রতিষ্ঠা, আশ্রয় বা বাস্তবরূপ । কিরূপ ব্রহ্মের  
আমি আশ্রয় বা বাস্তবরূপ ? যিনি মরণ রহিত যিনি বিকার  
রহিত । যিনি ক্ষয় রহিত, নিত্য, যিনি জ্ঞাননিষ্ঠা-লক্ষ্য, ধর্ম  
প্রাপ্য, যিনি অব্যভিচারী সুখ ।....যেমন সৃষ্টি ভিন্ন সৃষ্টি 'কর্তার  
প্রকাশ নাই, সেইরূপ আমি ( শ্রীকৃষ্ণ ) ভিন্ন ব্রহ্মের ব্যক্তাবস্থা  
নাই ।....সর্বিকল্প ব্রহ্ম যেমন নির্বিকল্প ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, সেইরূপ



মূর্তিমান্ মায়ামানুষও সবিকল্প ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা....প্রতিষ্ঠার ঘনীভূত প্রকাশ।....আমি অর্থাৎ শক্তি ভিন্ন ব্রহ্মের ব্যক্তাবস্থা নাই। শক্তি বা মায়াতে প্রতিবিস্তৃত ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম বা পুরুষ হন। আর, পুরুষের আশ্রয়ে যে মায়া প্রকাশিত হয়, তাহাই অব্যক্ত সত্ত্ব ব্রহ্মঃ তমোগুণের সাম্যাবস্থা স্বরূপিণী প্রকৃতি। পুরুষ শক্তিমান, প্রকৃতি শক্তি। শক্তিই শক্তিমানের প্রতিষ্ঠা। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ বলিয়া, আমি বাসুদেব, আমি সগুণ ব্রহ্ম, আমি পুরুষ বা প্রকৃতি, ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। শক্তিই ব্রহ্মের বাস্তবরূপ।...সগুণব্রহ্ম নিগুণব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা...এই ভাবে প্রত্যাগাত্মাও অমৃত অব্যয় পরমানন্দ স্বরূপ সগুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। মায়ামানুষ সগুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। আমি কৃষ্ণ আবৃত ব্রহ্ম।

সমন্বয় গীতা। উপক্রমে (মম যোনি মহদ ব্রহ্ম) ও উপসংহারে থাকায়, এখানে ব্রহ্ম অর্থে প্রকৃতি।

Gaandhi. That Perfection is He, who is সৎ-চিৎ-আনন্দ, being the very image of Brahman. He is সৎ—the Truth or the Reality; He is চিৎ in as much as He contains in Himself everlasting Dharma—the eternal Law of cosmic evolution; He is Ananda, because the abode of perfect bliss,

Radhakrishnan. For I am the abode of Brah-

man, the Immortal and the Imperishable; of eternal Law and of Absolute Bliss. Here the personal Lord is said to be the foundation of the Absolute Brahman. Nilkantha takes Brahman to mean Veda! Ramanuja interprets it as the emancipated soul, মন্ব as মায়। মধুসূদন means by it the personal Lord. Sankara makes out that the Supreme Lord is ব্রহ্ম in the sense that He is the manifestation of ব্রহ্ম। Brahman shows His grace to His devotees through জীশ্বর শক্তি।... শঙ্কর gives an alternative explanation.—I the unconditioned and the unutterable, am the abode of the conditioned Brahman, who is immortal and the indestructible.

Krishna Prem. He is worthy of becoming Eternal who stays by his own choice to serve the one Great Life that is the manifested Law (প্রতিষ্ঠা) of the পরব্রহ্ম।

ব্রহ্মের = প্রকৃতির; মায়ার (মাধব); পরমাত্মার (শঙ্কর),  
উৎপদবাচ্য সোপাধিক ব্রহ্মের (মধুসূদন), বেদের (নীলকণ্ঠ)।  
আমি প্রত্যাগাত্মা ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (শঙ্কর); যনীভূত  
ব্রহ্ম আমি (জীশ্বর)।



Modi says that Prof, Das Gupta by allowing the words of the verse to speak for themselves comes to the conclusion that here we have one of those passages in the Gita in which the স্বাকার aspect is clearly stated to be higher than the নিরাকার one. He quotes Prof. Das Gupta thus "But according to the Gita, the personal God as ঈশ্বর is the Supreme principle, and Brahman in the sense of a qualityless undifferentiated ultimate principle as taught in the Upanishads, is a principle which though great in itself and representing the ultimate essence of God is nevertheless upheld by the personal God or ঈশ্বর । Thus though in viii. 3 and ix. 12, Brahman is referred to as the differenceless ultimate principle, yet in xiv. 27, it is said that God is the support of even this ultimate principle Brahman.

: ভক্তিপ্রদীপ । প্রতিষ্ঠা = Mainstay, Sole Seat, of অমৃত্যু ever lasting Immortality, of the Eternal Religion ( শাস্ত্রতত্ত্ব ধর্ম্ম ), and of the Absolute Bliss ( একান্তিক্য সুখ ) ।

স্বাকার : ব্রহ্মগোহি :—ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা আদি

( ১৪২৭ )

১৪—১০৩

কেন না অব্যভিচারী ভাবে সেই স্বরূপেরই অনুবিধানে প্রতিষ্ঠিত আমিই। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজভাবে ব্রহ্ম অবস্থিত বলা হইয়াছে, তথাপি তিনি আবিদৃশ্য বস্তুনিষ্ঠ হইয়া সর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত। কিরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা আমি? ব্রহ্মরূপ বিকার বর্জিত, নিত্য সন্তাবের (অমৃতের) আমি প্রতিষ্ঠা। শুধু ব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা নহি। সেই চিৎ প্রকাশের শাস্ত্রত ধর্ম্য গুলিরও প্রতিষ্ঠা, সহজ আনন্দ ঐকান্তিক সুখেরও প্রতিষ্ঠা। ইহাতে বলা হইল প্রকাশানন্দ অক্ষর তত্ত্বরূপ যে পরব্রহ্ম, ভাব ভক্তিরূপ একমাত্র উপায়েই প্রাপ্য। (ভাঃ অধিকারীর অনুবাদ)

ভূপেন্দ্রনাথ : এই 'আমি', কে ? ইনিই কূটস্থ চৈতন্য যিনি গীতা বলিতেছেন। ব্রহ্মই শেষ গন্তব্য স্থান, কিন্তু তাহা সর্ব্ব প্রকার উপধি বর্জিত।...এই নিগূঢ় স্বরূপ অদৃশ্য...অব্যবহার্য্য ; নিরবয়ব নির্লিপ্ত বিশ্বব্যাপী আত্মসত্তার ঘনীভূত প্রকাশ এই কূটস্থ চৈতন্য, তিনি শ্রীকৃষ্ণ।...তাহা হইলে রূপ বিবর্জিত ব্রহ্মের যদি কিছু প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় থাকে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম নিজে প্রকাশিত করেন, তিনিই কূটস্থ চৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণ। কূটস্থ চৈতন্য ও ব্রহ্ম একই। ব্রহ্ম মনবুদ্ধির অতীত, ইনি মনঃ বুদ্ধির গ্রাহ্য এই মাত্র।

Telang, For I am the embodiment of the Brahman, of indefeasible immortality, of eternal piety, and of unbroken happiness Nilkantha interprets this to mean the ultimate



১৪—১০৪

( ১৪২৩ )

object of the vedas. "I" here means Krishna. Sridhara suggests the parallel, as light-embodied is the Sun, so is the Brahman embodied, identical with Vasudeva.

**Bhakti Pradip.** The first impression of My Spiritual Reason is the Great Brahman, the self-effulgent Glow of My Body...I am the Nirguna (Transcendental) Personal God Sri Krishna the mainstay of Brahman, which is the ultimate goal of the Jnanins. Immortality, eternity, eternal religion of divine love and everblissful state of রস....are the characteristic features of My All Beautiful Transcendental Form.

**জগদীশ্বরানন্দ :** যেহেতু আনিই ব্রহ্মের প্রতিমা, বা ঘনীভূত ব্রহ্মগুণি, অব্যয় মোক্ষের প্রতিষ্ঠা, সনাতন ধর্মের আশ্রয় ও অখণ্ড আনন্দের উৎস, সেই হেতু মদভক্ত-বন্দ, নিঃসন্দেহে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।

**মতিলাল :** সূর্য্য যেমন ব্রহ্মের ঘনীভূত জ্যোতিঃ নরবিগ্রহ তেমনি ব্রহ্মের ঘনীভূত প্রতিমা।...অব্যয়, অমৃত, শাস্ত ধর্মের ও একান্ত সুখের আশ্রয়।...ব্রহ্মভাব লাভ হইলে ঘনীভূত ব্রহ্ম-প্রতিমার সাযুজ্য পায়।

**ভক্তি সুধারক :** সাধর্ম্য অর্থাৎ গুণাতীত ভগবানের

**ভক্তি সূত্রাকরা :** সাধন অর্থাৎ গুণাভীত-ভগবানের সাক্ষ্য ( শ্রীধর ) ; সাধন বলে ভগবানে নিত্যবস্থিত অষ্টগুণ লাভ করিয়া ভগবানের সহিত সমতা লাভ ( বলদেব ) ; ভগবৎসাগ্য ( রামানুজ ) ; সাক্ষ্য মুক্তি ( বিশ্বনাথ ) ।

**ভক্তি সূত্রাকরা :** মন্দ, ব্রহ্ম :—শ্রী, ভূঃ, দুর্গারূপে বর্তমান প্রকৃতি বা মহাশক্তি ( শ্রীমদ্ব উক্ত কাষায়ণ শ্রুতি ও শার্করাক্ষ শ্রুতির বচন ) ; “ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ” ইত্যাদি শ্লোক বর্ণিত অষ্টধা বিদ্যমান প্রকৃতি ( বলদেব ) ; অষ্টধা বর্তমান অচেতন প্রকৃতি মহদ, অহঙ্কারাদি বিকারের কারণ বলিয়া মহদ ব্রহ্ম ( রামানুজ ) = প্রকৃতি বাহ্য দেশ-কাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে বলিয়া মহৎ এবং কার্যরূপে বিস্তার লাভ করে বলিয়া ‘ব্রহ্ম’ ( বিশ্বনাথ ও শ্রীধর ) । যোনি = গর্ভাধান স্থান ( শ্রীধর ) ; সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি-স্থান ( রামানুজ ) ; বিষ্ণোর্যোনি গর্ভ সংধারণার্থী মহাশক্তি ( মদ্ব ) । গর্ভ = জগদ্বিস্তারের হেতুভূত চিদাভাস অর্থাৎ প্রলয়ে ভগবদ্দেহে বিলীনভাবে অবস্থিত অবিদ্যা কামকর্মানুশয়-বিশিষ্ট ক্ষেত্রজ বা জীব ( শ্রীধর ) ; ‘ইতদ্ব্যগ্ৰাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতাং, এই বাক্যে নির্দিষ্ট চৈতন্য পুঞ্জরূপা প্রকৃতি ( রামানুজ বিশ্বনাথ, বলদেব ) । প্রকৃতি-সম্বৎ = সম্বৎ, ব্রহ্মঃ, তমঃ, এই তিন গুণ যখন সাম্যাবস্থা লাভ করিয়া নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থান করে, তাদৃশকগুণ-সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি । পুরুষাবতার মহাবিশুের ঈশ্বর-প্রভাবে এই সাম্য ভঙ্গ হইলে এই গুণত্রয় প্রকাশিত ও সক্রিয় হয় । এই



১৪—১০৬

( ১৪।২৭ )

অর্থে গুণত্রয় প্রকৃতিজ্ঞাত অর্থাৎ প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থা। বস্তুতঃ গুণত্রয়ই প্রকৃতি। ব্রহ্মভূয় = ব্রহ্মভাব অর্থাৎ মোক্ষ (ত্রীধর); ব্রহ্মাবৎ অর্থাৎ প্রকৃতিবৎ ভগবানের প্রিয়ত্ব, অর্থাৎ ভগবানের আশ্রয়-বিগ্রহের বা সেবকের ভাব, ভগবদ্দাস্ত (মধ্ব); ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মানুভূতি (বিশ্বনাথ); ভগবানের নিজস্ব অর্ফগুণশালিতা (বলদেব)। প্রতিষ্ঠা = ঘনীভূত ব্রহ্ম (ত্রীধর) আশ্রয় (বিশ্বনাথ, বলদেব)।

Chitbhananda, For I am the abode of Brahman, the Immortal and the Immutable, the Eternal Dharma and Absolute Bliss. The commentator further shows that Four Yogas are herein harmonised,—Jnana Yoga for Immutable Nirguna Brahman; Eternal Dharma in Karma Yoga; Raja yoga culminates by Amrita Dhara. Absolute Bliss, and Bhakti is with reference to Saguna Brahman.

Gandhi-Desai. For I am the very image of Brahman, changeless and deathless, as also of everlasting dharma and perfect bliss. (The Gunatita is not devoid of Gunas, but beyond all Gunas.

মধ্বাচার্য্যের গীতাভাষ্যের Subba Rao কৃত ইংরাজী অনুবাদ হইতে গৃহীত ।

Only when the nature of the mundane bondage is distinctly seen, an explanation of the means and how it should be practised can be usefully given. The bondage is brought about by the 3 Gunas. (১) নিক্সিগিতোগতাঃ = Have attained the highest good from সংসার । (২) সাধর্ষ-মাগতাঃ = Have become like unto M: These are not born even during creation, nor do they suffer pain during pralaya. (৩) মহৎব্রহ্ম = intelligent প্রকৃতি, Gunas are the souls, joined to 24 Tattwas issued out of Myself et. (5) Sri Krishna describes how the 3 Gunas have forged the bonds. প্রকৃতি সত্ত্বাঃ = produced by differentiation and brought out in part from the non-intelligent প্রকৃতি; also produced at the time of creation through the agency of the intelligent প্রকৃতি, who divides the matter into 3 principles সত্ত্ব, etc, by the process of differentiation. The presiding forms are ক্রী, ভূঃ, দুর্গা । ক্রী is the cause in the case of the Gods; ভূঃ presiding over ব্রহ্ম is



of human beings ; দুর্গ, ruling তমস্ is of দৈত্য 3.  
 (৬) enlightening = giving the knowledge of truth.  
 (17) from সম্ভ knowledge of পরতত্ত্ব and অপৰতত্ত্ব, i.e.  
 of the Supreme Being and of everything under  
 Him....লোভ for the attainment of স্বৰ্গ। (18) উৰ্দ্ধ=  
 জনলোক and those above it. মধ্য=স্বৰ্গ। অধঃ=hell.  
 (19) When the Seer ( জীব ) clearly perceives  
 that nothing else than the Trigunas is the modi-  
 fying cause and also that ( i.e. Myself ) which is  
 the cause higher than the Trigunas, he attains  
 to the state of being in Me ( the blissful state)  
 Another interpretation :— The first word in the  
 verse is অশ্রু = Man ; thus we get "When the Jiva,  
 the seer, perceives the Maker to be different  
 from the Gunas, then he is Man ( otherwise he  
 is a beast ). ( This is not enough, but he should  
 know more ). (20) অমৃত = The Immortal ( the  
 Param Brahman ). (22) He does not hate the  
 Light etc ; on the other hand, he seeks the Light  
 and activity directed to বিষ্ণু ). Another inter-  
 pretation:—he does not envy the virtues in  
 another (20) overcomes the bondage produced by

by the 3 Gunas... ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে = fit to attain the state of Brahman ( or to attain the state of being in Brahman ) or to be as beloved of the Lord as the প্রকৃতি is, ( or to enter and remain in that প্রকৃতি till মোক্ষ । (27) I am indeed the Support of Brahman (মহালক্ষ্মী), the intelligent প্রকৃতি and the undecaying immortalised Souls after release, of the eternal ধর্ম ( of undiminishing results ) and of the most exalted state ( একান্তিকস্ত ) of bliss, and attainment of মুক্তি by the Gunatita is only through লক্ষ্মী ; through her grace he finally goes to the Lord. •

## পরিপ্রশ্নমালা

পূর্বব্যাখ্যায় সহিত এ অধ্যায়ের কি সম্পর্ক ? এ অধ্যায় কেন আরম্ভ করা হইল ? ভগবান এ অধ্যায়ের বিষয়কে কেন জ্ঞানের, উত্তম জ্ঞানের বিষয় বলিলেন, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বল। সাধনসামাগতাঃ ইহার অর্থ কি ? ভগবান সৃষ্টি তত্ত্বের কিরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন, উহার অন্তর্নিহিত অর্থ বল। প্রকৃতি,



এ অধ্যায়ের মূল কথা, সৃষ্টি তত্ত্বও এবং পরেও—ইহা দেখাও। প্রকৃতির ত্রিগুণ সম্বন্ধে ভগবান অনেক কথা বলিয়াছেন—সেগুলিকে বর্ণীকরণ করিয়া, সাঙ্গাইয়া বল। ত্রিগুণই মানুষকে বাঁধে—কিভাবে তাহা দেখাও; সত্ত্বগুণও বাঁধে, কি ভাবে? জীব যখন জানিতে পারে যে কার্য্য করে প্রকৃতির গুণই, এবং গুণের উপর পরমাত্মা বিরাজিত, পারমাণ্বিক ভাবে তখন সে কি অবস্থা পায়? তিন গুণকে অতিক্রম করা, জরামৃত্যু, ও অমৃত, এ গুলি লইয়া কি আলোচনা হইয়াছে গুণাতীত পুরুষে কি কি লক্ষণ ও অবস্থা ফুটিয়া উঠে, ভগবান যাহা যাহা বলিয়াছেন সব বল। ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং এই শ্লোকটি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা কর।

এ অধ্যায়ের সব কথাই জ্ঞানের, অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়ের—যথা সৃষ্টিতে প্রকৃতির অংশ, প্রকৃতির ত্রিগুণ ও তাহাদের সম্বন্ধে] বহু কথা, ত্রিগুণ অতিক্রম করার কথা ও গুণাতীতের লক্ষণাদি—সবই জ্ঞাতব্য বিষয়। এক সঙ্গে, সাজান ভাবে প্রকৃতির ত্রিগুণের কথা এবং ঐ ভাবে এক সঙ্গে গুণাতীতের নানা লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে অমৃতত্ব প্রাপ্তি, ব্রহ্ম কি ইত্যাদি সবই ইহার ভিতর আসিয়াছে।

মনে রাখিবার মত শ্লোক :—০, ৮, ১৮, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭

**K. P. CHATTERJEE**

**THE ISA UPANISHAD**

**शान्तिपाठ**

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ॐ

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

Om, 'THAT' (Paramatma) is Full (in the sense of Reality); 'THIS' (Jivatma) is likewise Full. From that Full, this Full has come out. 'THAT' remains Full still, even though 'THIS' Full has come out of it. OR—'THAT' (ISA) is full (in the sense of Reality); 'THIS' (Universe) is likewise Full. From that Full, this Full has come out. 'THAT' remains Full still, even though 'THIS' Full has come out of it. (The sense of the verse, given in this way, fully establishes that the Universe is Real, and not a Falsehood or Appearance).

OR—'THAT' (Nirguna Brahma) is Full (in the sense of Reality); 'THIS' (Saguna Brahma) is Full. From that Full, this Full



has come out. "THAT" remains full still, even though "THIS" full has come out of it.

Some put (पूर्ण) "Purna" as having infinite extension, and say that as by arithmetic, infinity minus infinity is infinity, here also it is so. But if the first "THAT" is of infinite extension, where will the second infinity find space to stay, after it has come out? If it be said that both will be staying side by side, then that will mean, none is infinity. Further, no commitment, as answer, is given by arithmetic, for infinity minus infinity or for infinity divided by infinity. Furthermore bereft of logic will always be human ways of arguing and bringing science in the delineation of ISA, who, in Herbert Spencer's language, is "unknown and unknowable".

Om. . Peace, Peace, Peace.

Sāṅkara :—Taking back the Fulness of Kārya-Brahma, Fulness of Para-Brahma remains.

(1) At the very start, this Upanishad declares that the following are to be regarded as Life's Principles.

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्र धनम् ॥१॥

Can you comprehend how big is this Universe? Upto miles denoted by 1 followed by 23 ciphers, the Mt. Palomar-telescope, which is at present the biggest, has been able to see. And further, when bigger and still bigger telescopes will come to be made, with further and further advance in technology, beyond and still beyond will be seen. And further, not a star is stationary, the universe is continuously expanding. And further still, not this unstationary state only, but continuously in their own ways, every molecule, every atom and every electron in this universe is vibrating. This universe is called जगत् Jagat meaning 'possessing movement'. Such is this universe; and yet as a mere dot it is lying in ISA, the LORD, the CONTROLLER. As Controller, He makes all allotments for Real Good. Hence, cover up every thing, by ISA, by whom every thing is in-dwelled and out-dwelled or covered (Gita, 9/4; 70/42). And whatever that Allotment-maker has allotted to you, live on that, with uncarping detachment. Do not covet what another has got. (This brings to mind Slokas 8/35 and 18/44 of the GITA; and this in-dwelling and out-dwelling of everything by ISA brings to mind the great RUTH वासुदेवः सर्वमिदं



which, as Great Truth, is real ज्ञानम् above all sectarian creeds.

Money is whose ? It never stays with anybody. Money is His. Man, deluded, gets captured by money.

(2) To the above two Principles, namely seeing the LORD in-dwelling and out-dwelling everything, and being contented with what has been allotted to you, this Upanishad, as next Principle adds the following—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥

To whatever long life, say even of 100 years, you may like to live, keep on working selflessly as enjoined by Shastras; there is no other alternative than this selfless Shastric work to prevent yourself getting stained by work.

This is Sri Krishna's Karma-yoga which he elaborated in the GITA. No birth, on such selfless work results, as no कर्मबन्धन it produces. It will be seen that in these verses, the Upanishad, in clear terms, emphasises on ज्ञान कर्म समुच्चय the adoption of, both ज्ञानम् and Karma as Life's Principles. Further, it will be seen that Jiva=

Brahma, has nowhere been declared in this Upanishad. (Gita Chapters 2, 3, etc.)

Sankar says, this Mantra is for non-possessors of knowledge. Aa work, he takes Vedic sacrifices.

Vinoba—Karma is Life; no-work is like death.

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृता ।

ताँस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३ ॥

Those who do not follow the above Principles, they are Killers of themselves. They go, after death, to the regions of devils of blinding darkness.

Those who do not subscribe to Knowledge-Karma combined (ज्ञानकर्म समुच्चय). described above in detail, they verily lose all Buddhi, and so, figuratively they kill themselves; Atma also means 'one-self', 'Buddhi', 'Manas' and not simply 'Soul'. Sankar puts non-knower of soul as soul-slayer. (Gita, 16/19).

After death they get born as lowliest creatures.....'Asoorya' is another reading, meaning Sunlessness i.e. deep ignorance.

(4) Going back to ISA the Upanishad says —

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमषेत् ।

तद्भावतोऽन्यान्त्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ ४ ॥



That ISA, He is ONE ( Ekam ). He does not move, yet faster than mind He moves. Lesser gods have certainly no power to go faster. It is He who puts life into Matter.

He is Ekam; all, in the form of one-entity exists in him, showing no differentiation. No other god, in fact nothing else beside Him, as like Him, exists, ( Adwitiium ). He does not move, for where can He move for space is in Him Mind is the fastest thing that can be imagined, for to a star, say a million miles away, you can take your mind in a trice: ISA moves faster than mind, for to whatever spot you can take your mind, ISA will be found as having come there before; this is poetic language which means that ISA is everywhere. Senses are often spoken as lesser gods ( deva ). If mind finds itself unable to come up to Him, how can puny senses catch Him ? He is beyond the reach of senses and mind. 'Matariswa' (Air); here it is Life-breath, Ap is water or 'primeval' Matter or रयि of the Upanishada. It is He who creates living things by giving Life-Breath to Matter, by joining up परा प्रकृति with अपरा प्रकृति मारिखा may also be taken as Agni life-sparks. Sankar says, 'vayu' makes allotment of work,

with respect to the tendencies of creatures. Or, fearing Him, Vayu blows, etc.

Some say—Air brings about rains; other gods do allotted work

Sankar and Vinoba—The verse speaks of ईशज्ञान=आत्मज्ञान

Vinoba—Prana-vayu sets up lines of work (Apas). It may be, that कारण सलिल of Puranas, is spoken of as अप ।

तदेजति तन्नैजति तद् दूरे तद्वन्तिक ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तद् सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥

(६) He moves, He does not move. He is far away and yet He is near. He is in the Universe and yet out of it (Gita 9/4,5).

Putting contradictory things is a way of describing Him, as has been done here and at many places. All contradictory things dissolve one another in that 'Ekam'. (Gita 13/12 to 19). He is near, because all things are indwelled by Him and because He is in our heart (Gita 13/15, 15/15, 18/60). He is beyond the Universe, which is a mere dot in Him; He is limitless. He is far away because common man fails to bring Him in his heart.



(6) यस्तु सर्वाणि मृतान्यात्मन्येवानुपस्यति ।

सर्वं भूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ॥

He who sees everything in the Paramatma and Paramatma in everything then by this way of seeing he will not come to hate anyone (Gita 6/29, 32; 13/27, 28, 30). (विजुगुप्सते also means :--feels no doubt). This Mantra is also with reference to ISA, for Atma means Paramatma i. e. ISA who is the Atma of all Atmas. I know very little, but it appears to me that the word Paramatma is nowhere in the old Upanishads. Atma has been used not only for Jivatma, but also for oneself and Paramatma. Not noticing this, people have been using Atma for Jivatma and producing confusion. In अहमात्मा गुडाकेश it would be better if Atma be taken as Paramatma. Jivatma, as meaning, may also be taken there, in the sense of "Bibhuti", for the chapter is Bibhuti chapter. No such meaning that Sri Krishna=Jivatma, ought to be deduced, for to lots of things like even gambling, He says He is it.

That Mantra says that by looking at things in the way described, the seer will perceive that all stand on the same level, and that no feeling of highness or lowness will be felt. In this way

also, the Mantra can be understood:—If I, in my heart (Atma), sympathetically understand how others are carrying on their affairs, (whether in any distress they are, whether any help they seek), and if others, reciprocating, understand in their hearts how I am carrying on, no cause will arise for hatred to spring up between us. It is the want of right understanding which calls in doubt and hatred. (Manu Smriti I/2/128).

Vinoba gives the 4 roots of the word Atma. Sankara—Look on the souls of others, as his soul, etc. Hatred comes when some thing repulsive is seen; but all are his soul.

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवामूढं विजानतः ।

तत्र की मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥

7. When to the knower, all beings come to be known as 'one' as if like his own self, then whence will come sorrow and delusion, when seeing of this 'one-ness' is thoroughly continued ( अनुपश्यतः ) ?

When no "you and I" rises up, no clashing of interest occurs, then pain and delusion will not be born ( Gita 12/15 ; 13/28 etc. ). True, if I be looking upon you as my own self, reciprocation I may not get ; but eventually I shall



get it. Further, it is Avidya which brings in sorrow and delusion. Arjuna got मोह and शोक, because he had "I and you"

Vinoba—Previous Mantra is love-wise, this Mantra is wisdom-wise.

Sankara—Who sees Atmas as all-one, and pure like sky.

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रण-

मस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् ।

कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतो-

ऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतोभ्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥

8. The topic of ISA is again taken up. He is everywhere, effulgent (in His own glory), He is bodyless and (naturally) scarless and sinewless. He is pure and untarnishable by sin (तमसः परस्तात्, i. e. beyond darkness of ignorance) He is all-wise, all-intelligent, all-good (परिभू also means all-covering) and self-existent. He keeps on making allotments through eternal years (or keeps on giving duties to presiders of years, meaning Prajapatis to tend their flocks).

Another meaning of Swayambhu is Himself is - all. Vinoba—Kavi and Maneeshi are complementary to each other.

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया रता ॥ ६ ॥

9. He who worships Avidya enters into blinding darkness; and he who is devoted to Vidya enters into greater darkness. ( This is paradox ). Blinding darkness means sight fails to compute the depth of that darkness; where only groping about is possible; of hardly any value. Greater darkness means groping even is not possible; of absolutely no value. These verses clearly establish the value of ज्ञानकर्म समुच्चय । Avidya=of practical value, like knowing how to sing. Vidya=of theoretical value, like knowing how many vibrations make स, which set of vibrations is incompatible with which, which tune is to be sung when, etc. Vidya and Avidya individually, will not get full respect in an assembly, ( i.e. each is dark ), but less respect will the theory-men ( Vidya ) get. Full respect comes only to the combination. Swimming is another example ; swimming, the practical work, is of greater utility than the knowledge of the theory-side of swimming. Both, as qualification, if possessed, makes one perfect. Self-exertion पुरुषकार has less darkness than grace कृपा. Paramhansa-deva used to say,



"breeze of grace is constantly blowing, put up your sails on the boat".

Sankara—Vidya = renouncing Karma for taking to knowing about gods. Differences between "sadhya and sadhan", aim and ways are shown to establish unity of souls. Vinoba—Avidya and Vidya are negative and positive sides. Without one the other has no value.

Similarly Avidya and Vidya = Performing Shastric rites and learning Shashtra. The first one brings more recognition (less darkness). Together, the first one brings presents etc., and then, the added second brings undying fame.

अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया ।

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद् विचचक्षिरे ॥ १० ॥

10. One result, they say, is obtained from Vidya, and another result and different result from Avidya, Thus have we heard from wise sages of tranquil mind, who explained the matter to us.

Sankara—Karma gives "Pitriloka". Vidya gives "Devaloka"... Vinoba—"THAT"=Brahma = "atmatatwa" stands beyond Vidya and Avidya.

विद्या चाविद्यां च यस्तद् वेदोभयं सह ।

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ ११ ॥

11. He who knows both Vidya and Avidya, will be able to cross Death by Avidya, and to get Amrita, immortality, by Vidya. Death is lackingness in, or inability to get, worldly recognition and comforts. It is that killing inefficiency which destroys whatever one attempts to do. Amrita is obtaining undying fame or obtaining freedom from doubts and questions about "why" of things, and thus obtaining peace of mind, which is nectar-like. It may also mean Mukti.

Vinoba—Avidya has been put as Karma, it is not right, for this Upanishad does not put Karma as darkness. Vidya = "Atmajnan" cannot be right, for "Atmajnan" (Knowledge of Self) cannot be darker than Karma. Sankara—Avidya="Agnihotra" etc. By it, natural works etc. (this is death-like) are crossed i.e. set aside. By Vidya, god's nature is got.

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपलसते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या रताः ॥ १२ ॥

12. Mantras 12, 13 and 14 have a similar theme and show paradox. He enters blinding darkness, who worships Asambhuti, but he who is devoted to Sambhuti, enters into still greater



darkness. In it Sambhuti, from Bhu means that which is always is, and signifies the Eternal Entity, Nirguna Brahma. Asambhuti will thus be Saguna Brahma, or non-lasting deities. Saguna Brahma is also, in one sense, non-lasting, for He gets absorbed in the Eternal Nirguna Brahma in Pralaya. Worshippers of Asambhuti (or Vinasha) i. e. deities, enter into blinding darkness, i. e. they miserably grope about in finding consistency in the ways and manners of their deities, and sometimes come to find repulsiveness; and so, confused they become. Greater darkness means that in the meditation of Nirguna Brahma, mind reels and they get forced to remain in sheer blankness; for, nothing to fall back upon is got.

(it will be seen that the commentary given above is more easily understandable and more rational than many other commentaries)

Sankara—Sambhuti, from sambhavan" to get generated. Asambhuti = Prakriti-karana, Avidya. Sambhuti=Hiranyagarbha or Karya-brahma. The first three verses are about purifying Buddhi; these three for purifying heart. Vinoba:—"restraint" without "coming out" is dark; "coming out" without restraint is greater darkness.

अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् ।

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥

13. One result, they say, is obtained from the worship of Sambhuti, and another, a different one, from the worship of Asambhuti. Thus, have we heard from the wise sages of tranquil mind, who explained the matter to us ('Tait. Up. 1/5 ) Each is complementary to the other; both are needed.

13. Sankara—By the worship of Sambhuti (Karana brahma) supernatural power is got By the worship of Asambhuti (Prakriti) "Prakriti-laya" is got.

Vinobha—Sambhuti and Asambhuti from "sambhaba and asambhaba".

सम्भृतिं च विनाशं च यस्तद् वेदोभयं सह ।

विनाशेन, मृत्युं तोत्वा सम्भृत्यामृतमश्नुते ॥१४॥

14. He who devotes himself to the worship of both, Sambhuti and Asambhuti, (Vinasha), crosses by the grace of Asambhuti, all worldly distress, (Gita 3/11, 12 and 13) and simultaneously finds by Sambhuti's grace, a permanent abode in the Eternal. This is Amrita, deathlessness; no death i. e. no birth again is got. Amrita may also mean Jivan-mukti, liberation while living, and thereafter Moksha, (Gita 15/2)



ISA has two aspects, Nirguna Brahma and Deities in which Saguna Brahma may also be counted. To both, one should have full devotion. This Upanishad, in all things, eschews partisanship. NOTE—we have not taken Sambhuti to be read as Asambhuti as Sankara and many others have done, on their saying that अ has to be understood as dropped and so Sambhuti has to be read as Asambhuti; nor, like them, have we taken Vinasha as Sambhuti, giving the meaning Karya-Brahma or Hiranyagarbha.

Sankara reads Sambhuti as Asambhuti and says that Vinasha is Sambhuti, for by its worship, death-like powerlessness (मृत्यु) gets crossed, i. e. one retains power, for by the worship of Sambhuti or Hiranyagarbha, supernatural powers (अनिमा etc) are got. By the worship of Asambhuti (अव्यक्त, Prakriti or Nature) one gets Prakriti-laya, or dis-solution in Nature, which is nectar-like.

Vinoba—Sambhuti and Vinasha are “coming out” and “restraint” (i.e. Prakash, Nirodh). By Restraint, one gets non-attachment, वैराग्य and by “coming out, one gets Love for all. (विश्वप्रेम)

Roer—Whichever knows both “created nature”

and "destruction or विनाश i. e. uncreated nature into which every thing is dissolved" ; by both together, he overcomes death by destruction, and enjoys 'immortality' by created nature.

Sankara—By worshipping Hirayagarbha, power is got, which crosses powerlessness. By worshipping Asambhuti, (Prakriti) nectar-like Prakriti-laya is got. Vinoba—When in "Atmajnan", by Vinasha (restraint), renunciation is got, then by Sambhuti or "Vikash" while in "Atmajnan", Viswa-prem" is got.

Ranade Its central theme is an attempt to effect a compromise between the older ritualism and the newer metaphysics ..... We have reminiscences in it of Vedic deities, such as Matarisvan, Yama, Surya, Prajapati and Agni ... The identity of the self in man and the Self in the sun is insisted upon.... It is only when a man spends his life-time in doing Karmas enjoined in Shastras that he can hope to attain the ideal of Naishkarma ..... A man who realises the oneness of all things, for whom every thing has become the Self, must cease to be affected by the common foibles of humanities ( loathfulness, infatuation, grief etc. ) ..... Two Riddles" have been propounded in this



Upanishad, which have taxed the brains of all theological commentators ( slokas about Vidya and Avidya, Sambhuti and Asambhuti ) ... .. Avidya and Vidya = False knowledge and True knowledge; It is only those, who are able to make a relative valuation and judicious combination of false knowledge and right knowledge at the same time, that are able, by means of their apprehension of opinion, to cross the ocean of life, and by the appreciation of knowledge to attain immortality .....Sambhuti = creation or construction; Asambhuti or Vinash = annihilation or destruction, this is "synthesis" and "analysis" .....The 'logical' idea is that it is only when the negative is subordinated to the positive and the positive cancels the negative .. ...that Reality is reached..... Asambhuti and Sambhuti = False Causation and True Causation. Those, who subordinate the false cause to the true cause, and make the true cause absorb the false one, are alone enabled to move beyond mere causal meanderings and reach the transcendental state of intuitive realisation.

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।  
तत्त्वं पृषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥१४॥

15. ( Truth-seeker's prayer to enable him to see Truth )

The face of Truth is covered by a golden plate, ( a dazzling and therefore distraction-producing covering of theories and dogmas ). Please remove that, O Pusan, so that I, a devotee of Truth, may see and realise the TRUTH.

Life's Principles have been given but what about the Shastra ? How Truth is to be found out from the glamorous no-two-agreeing Shastras ? Pusan is a solar deity whose duty is to sustain, guide and, with his all-spreading rays, find out concealed things for those who pray to him. We have learnt, ISA has allotted duties to gods ; the above duties to Pusan and hence, being the right god to grant the above prayer, he is implored. Pusan's other virtues are given in the next verse. ( Henotheism is resorted to ).

पूषन्नेकर्षं यमं सूर्यं प्रजा-

पत्यं व्यूहं रश्मीन् समूहम् ।

तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि

योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥१६॥

O Pusan (nourisher), you are a number-one Rishi, you are Yama (the controller, the dispen-



ser of justice) ; the Sun of course, you are, and the offspring of Prajapati (whose duty, as ISA has fixed, is to look after his subjects), Please collect up your spread-out rays and the strong glow in them, so that, I by seeing your auspicious form, realise that the person (the Atma) in you and my "I" (my Atma) are the same). This is the real lesson concealed in the dazzling no-two-agreeing Shastras, namely the Atma in man, and the Atmas in gods even, are of similar nature ; see verses 6 and 7).

A number one Rishi means a seer of one pointed steady mind. Sun is the offspring of Kashyapa, who is a Prajapati. Collecting up rays etc. means leave space through which I may look into you. All Atmas stand on the same level. "The Atma inside you, Pusan, and the Atma inside me, are of the same nature," does not mean that I am ISA or Brahma.

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ।

ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर ॥१७॥

17. When this Vayu and Anil still remain as not dying (amritamaya), after my body is burnt, then (in that after-state of mine), OM, O KRATU, do please remember the deeds of mine ; O Kratu do please remember my deeds.

We have, counting from outside, several bodies or covers, inside which the Atma resides. The outer one is Annamaya Kosha, the cover which thrives on food and which is relegated to ash after death. The next and the next inner bodies, carrying the Atma, go out on death, as invisible, air-like. They are Pranamaya and Manomaya Koshas. The first one contains senses and Pranavayu, Apan vayu etc. ; hence it has been termed Vayu. The Manomaya Kosha contains mind ; and due to mind's declining to remain quiet, it has been called Anil, (air). These two bodies do not get perished on the perishing of outer body (hence Amrita), but go out containing the Atma. OM is the auspicious name of ISA and is first pronounced for gaining success, when a Mantra or prayer is put in. Kratu is the deity whose duty is to act as witness of sacrifices and good deeds of persons. He is invoked to remember the person's good deeds, and to leniently judge the person, so that in his after-death state he may remain in ISA'S mercy. OR.—When the end of the outer body will be ash, and the two inner bodies, Vayu and Anil, will try to enter into the Eternal (Amrita), O Kratu, please help that entering, remembering



my deeds. OR.—My outer body, perishable, will eventually be ash ; for long, it will not be able to keep me (my Atma) entrapped. But my two inner bodies of very long life, will still keep me entrapped. So, O kratu, please remember my helpless state and also my deeds.

Kratu is the deity who presides over sacrifices ; it may be said to be another name of Fire, Agni. In the next verse, we shall interpret that Agni (Fire) as conscience, for like Fire, it is.

Vinoba — Kratu = thinking self. Anil = consciousness. Purport is—let the body become ash. Let subtle entities Prana etc. dissolve in their respective gods—Let all thoughts of mine i.e. of my mind get annihilated in the thought of ISA and His works. Let self blend with the Self. Think not of your works, but of ISA'S. Sankara — Kratu = mind. Let Life-breath pass into the immortal Sutratma.

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।  
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम ॥१८॥

18. O Fire, after death, lead me by a blissful path, to the highest prosperity, i.e. to ISA  
O worshipful deity, you know all that is woven

in the universe. You know all the paths. Keep away all obstacles from my path. I put again and again, for you, in respect, my words of salutation. Taking the death topic, Fire is the fire of the burning pyre which takes the soul to either of the two paths, Devayan and Pitriyan, to the gods and to the fathers, according to the deeds of the dead man. ( Gita, Chapter 8 ) 'Taking the topic of "while living", keep away all obstacles means keep away all evil thoughts from my mind. "Lead, Kindly Light, amidst the encircling gloom" ( Asatoma sad gamaya, From Untrue take me to Real etc. ) We would like to take Agni as conscience for like fire, conscience leads, protects, guides purifies and as Fire takes food to gods, conscience takes our prayers to ISA or to the right deity.

Through Agni, the rightful deity made for the purpose by ISA, these prayers are addressed to ISA. Agni ( see Jaska ) is from 'agrani' meaning who leads, shows path, shines ( hence we have put Conscience as meaning it ); he knows all ( Jataveda ). Deva = who shines; worshipful person, "Raye" is related to "Rayi",



meaning highest prosperity, bliss, i. e. ISA. "Jataveda" knows all that is woven in the Universe.

Agni = symbol of Lord; of extreme wisdom. "Vidwan" "Jataveda" = Knower. Seeing god ( Sloka 16 ) and entering God ( Sloka 17 ), all is Bliss, "Rayee".

### A note on Kshiti, Ap etc.

Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, and Gandha should be taken as waves, which give the sensation of sound, touch, radiation, taste and smell.

Byom, Marut, Teja, Ap, Kshiti. we would take them, in their first meanings, as Qualities, as ultra-gaseousness gaseousness, radiativeness liquidness and solidness. Byom, in its widest sense, meaning unlimited space, is not used here.

We would take now, Waves plus Qualities making Sukshma Bhutas, as thus :— (1) Sound waves plus the Quality ultra gaseousness make the Sukshma Bhuta Byom, or ultra-gas ; examples of this are electrons, protons, neutrons, mesons etc. Crookes, long ago, gave the name "Fourth state of matter" to these, they being neither solid, nor liquid, nor gas. It is now accepted that there is no rigorous vacuum anywhere, not even between Nebulae. May be one day, electrons may be broken up ; but still, under the name of ultra-gas, those particles also will come. Byom is regarded as the fundamental unit of matter ; we find with electrons, protons and neutrons, that that is so.

(2) Sound wave plus touch wave plus the Quality of gaseousness make the Sukshma Bhuta Marut. Naturally, the added new wave, the Touch wave, assumes importance in it.

(3) Sound wave plus touch wave plus Radiation wave plus the Quality of radiativeness, make the Sukshma Bhuta Teja. Naturally, the new added wave, Radiation wave, assumes importance.

(4) Sound wave plus touch wave plus Radiation wave plus taste wave plus the Quality



of liquidness make the Sukshma Bhuta, Ap. Taste wave is thus important in it.

(5) Sound wave plus touch wave plus Radiation wave plus taste wave plus smell wave plus the Quality of solidness make the Sukshma Bhuta Kshiti. Smell wave is said to have importance in it, as we find in the words "Punya Gandha Prithibyam" ( Gita 7/9 ). The yogis can perceive this, not we non-yogis, who can have perception of only Sthuls Bhuta, not Sukshma Bhuta.

A word of caution needs here to be given - the same terms Byom, Marut etc. have come to be used for Qualities ( as we have said above, as primary meaning ), and also for Sukshma Bhutas and Sthula Bhutas; one must not get confused.

Sabda, Sparsa, etc. are said to be Tanmatras, which means (1) 'That ( Sukshma Bhuta ) only' and (2) "Measure of that ( Sukshma Bhuta". To understand (1), it will be clear from above that it is these waves which practically form the Sukshma Bhutas; further, electron, proton etc. are all waves; in fact matter is wave. The making of Paramanabic Bombs is based

on that. For (2) Tanmatras are measures of Sukshma Bhutas, i. e., are characteristics of these in the same sense as length is the measure or characteristic of line, length and breadth are the measures or characteristics of area, and length, breadth and height are the measures or characteristics of volume. So, Sukshma Bhuta, Kshiti has five characteristics, gandha etc.

What we experience in everyday life, are the Sthula MahaBhutas. By "Panchikaran", these are formed in the following way. Sthula Kshiti MahaBhuta forms by the combination of 50% Sukshma Kshiti MahaBhuta with  $12\frac{1}{2}\%$  each of the other four Sukshma MahaBhutas. The properties of the predominant constituent would naturally be prominent, those of others will rather remain submerged. Further, the Quality Kshiti or solidness, which is present in the making of Sukshma Bhuta Kshiti, will be manifest. All solid matter come under this head, gold, silver, dry earth—all. We have to understand, however, that it is not so that they can never be liquefied or gasified; the Qualities Ap and Marut in them can artificially be given prominence. Further, it is interesting and according to science that all smell-bearing



substances give out big molecules or parties of molecules and not atoms or ions or electrons, and these dash about. When they enter the nose and strike the hairs in it and thus the smell-nerves, the sensation produced we call smell. Thus, interestingly, the bigness of molecules which dash about, reminds one of the term Kshiti.

Ap, the Sthula Mahabhuta is combination of 50% Sukshma Ap Bhuta and 12½% of each of the other four Sukshma Mahabhutas. The Quality of liquidness which is in the making of the Sukshma Bhuta Ap, will be manifest. Artificially, of course, it can be solidified or gaseified, and the Qualities of Kshiti and Marut in it can be given prominence. Further, it is scientific and interesting to know that the taste-bearing substances give taste, only when they are as solutions or when they become dissolved, as in the saliva of the month. Those which do not get dissolved, do not give any taste. In the dissolved state only, they become able to excite the taste-buds and taste-nerves.

Vacuum, no doubt, is not able to carry ordinary sound; but what is sound? The vibration energy of the ordinary sound-producing body

does not by itself rush out straight, but has to be carried by means of carriers, viz. molecules. The carrier, in touch with the vibrating body takes the vibration energy, leans sideways so far as it can normally go, and if in this leaning, it meets a molecule, it gives its energy-load to that molecule and springs back. That molecule, in its turn, in the same way, gives its energy-load to the next one, and thus, by carriers, the energy gets carried to the ear-drum. For, ears of man, cat, dog, horse etc. and even for man and man, this energy has to be in suitable range, that is, if that energy be higher than or lower than the particular range, the ear-drum will not vibrate or rather, the ear-nerve will not act, and no sound will get recognised. A similar thing we have in the case of light. Now, the point is, if the molecule in contact with the vibrating body, in its leaning sideways, does not get another molecule to hand over the vibration energy it will ineffectually throb back and forth and the energy will get frittered away, and ear-drum will not receive it. That happens in vacuum. But if the energy be such that it can be carried by ultra-gas particles, and no matter at what



distances from each other they are present (and they are present everywhere, for Byom is ultra-gas) then it will not lack in spreading out. But its not falling in the range of sound, hearable by us, the non-yogis, we cannot hear. "Anahata Dhvani" produced by no striking of two things, is such sound; it is a Bibhab of God Himself ("In the beginning there was Word and the Word was God," as the Bible says). It spreads out every where. So Byom's characteristic is, or it itself is, this sound. "Om" is the Word ("Bachak" or signifying God Himself) which energy is present in Byom, that is everywhere.

A point has still to be explained. Radiation is not matter, and even if it be taken convertible to matter, or in its other form the photon, as matter, (photon being something of very fine nature like ultra-gas particles), radiation should have been placed either at the beginning of the series Kshiti, Ap etc. or better at the end. To me it seems that it has been placed to differentiate between matter which is see-able and which may have colour (like Kshiti and Ap) and matter which is not see-able and has no colour (like Marut and

Byom ). As to colour, the gases chlorine etc. have colours, but at that ancient time, these gases were not known ; later, only the other day, so to say, they were artificially prepared.

We have tried to explain the main points coming in the beginning of the evolution of matter, and as given in our Shastras, in a simple understandable manner, bringing out harmony with science.

Being, as we are, too small, we do not want to join issue or enter into polemical discussion. We do not want to irritate anyone.

## নাসদীয় সূক্ত

[ ঋগ্বেদ ১০।১২৯-মূল, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ]

ত্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়

নাসদাসীম্নো সদাসীভদানীং নাসীজজো নো

ব্যোমা পরো যৎ ।

কীমাবরীবঃ কুহ কশ্য শর্ম্মন্তঃ কীমাসীদ গহনং গভীরম্ ॥১

তখন অসং অর্থাৎ কার্যনামীয় কিছু ছিল না ; সং অর্থাৎ



( 32 )

কারণ বলিয়াও কিছু ছিল না। কার্যভাবে অর্থাৎ আর কিছু তাহা হইতে উৎপন্ন বা প্রকাশিত না থাকায়, তাহাকে সং বা কারণ বলিতে পারা যায় না।

তখন রজঃ অর্থাৎ সূক্ষ্ম বস্তু বা যাহা দেখা যায় এবং ব্যোম অর্থাৎ সূক্ষ্ম বস্তু, যাহা দেখা যায় না এবং 'ব্যোমপরা' অর্থাৎ সূক্ষ্মাতীত সূক্ষ্ম বস্তু, এ-সব কিছুই ছিল না।

কি ছিল তখন? কিসের উপর তাহা ছিল ও কিসের দ্বারা তাহা আবৃত ছিল? ছিল কি শুধু তাহাই, যাহাকে গভীর গহন 'অস্ত' বলা হয় (যাহা পুরাণে 'কারণ-বারি' নামে অভিহিত হয়)? গভীর গহন অর্থাৎ তাহা একরূপ ছিল, যাহার ভিতর দৃষ্টি চলে না ও যাহার সীমা নির্দেশ করা যায় না।

পূর্ব কল্পের জগৎ কোথায় গেল? কোন বস্তুর অনিরতিশয় ধ্বংস হয় না। সৃষ্টির ভাব এই যে, ঋষিরা যাহা বলেন, তাহাই কি ঠিক যে পূর্বকল্পের বস্তুসমূহ একরসত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্থানাভীত ও কালভীত ভাবে 'অস্ত'-রূপে রহিয়াছে? ইহা সাধারণ রূপে কল্পিত হয় যে, প্রলয়কালে বস্তুসমূহ একরসত্ব ও অলক্ষিতত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সৃষ্টিকালে তাহাদের পুনঃ সমুদ্ভব হয়। সেই দ্রবীভূত অবস্থা সৃষ্টির উপাদানরূপে কার্য করে বলিয়া, জলে দ্রবীভূত শর্করার দৃষ্টান্তে তাহাকে কারণ-বারি বলা হয়। সৃষ্টির প্রাক্কালের এই অবস্থাকে রূপকভাবে 'অস্ত' বলা হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, তাহা স্থান-কালভীত অবস্থা। বস্তু, আধার বা আধেয় বলিয়া তখন

কিছুই ছিল না। এই মন্ত্রে বস্তু ও স্থান বলিয়া কিছুই ছিল না—তাহা বলা হইল। পরবর্তী মন্ত্রে কাল বলিয়া তখন কিছুই ছিল না—বলা হইবে।

ন মৃত্যুরাসীদমৃতঃ ন তর্হি রাত্র্যা অহু আসীৎ প্রকেতঃ ॥  
আনাদবাতং স্বধয়া তদেকং তন্মাদ্ভাৱম্ পরঃ কিঞ্চনাস ॥২

প্রাণী সৃষ্ট হয় নাই, কাজেই মৃত্যুও সৃষ্ট হয় নাই। আর মৃত্যু সৃষ্ট হয় নাই বলিয়া অমৃতত্ব ছিল—তাহাও নহে, কারণ কোন জীবেরই সৃষ্টি হয় নাই। ঘটনা ছিল না বলিয়া, সময় বা কাল ছিল না বলিয়া সময়কে দিন-রাত্রিতে মাত্রাভূত করিবার কিছুই ছিল না। অথবা এইরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে যে, পূর্ব কল্পের জগৎ অন্তরূপে থাকায় ধ্বংস বা মৃত বলা যাইতে পারা যায় না, অমৃত বা প্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাও বলা যাইতে পারে না। এইরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে যে, প্রকৃতির সে-সময় কার্যাকরী অবস্থা না থাকায় অবিদ্যা ও বিদ্যা (মৃত্যু ও অমৃত্যু) তমঃ ও রজঃ (রাত্রি ও দিবা) বলিয়া কিছু ছিল না। (যে সময়ে এই সূক্তটি রচিত হইয়াছিল, সেই সময়ে অবিদ্যা, বিদ্যা, তমঃ, রজঃ ইত্যাদি ধারণাগুলি দানা বাঁধে নাই, তবে ব্যাখ্যার জন্য এইগুলির ব্যবহার হয়তো দৃশ্যীয় না হইতে পারে)।

সেই সময়ে সেই এক ষিনি ছিলেন, তিনি নিষ্ক্রিয় স্বাস-প্রশ্বাসহীন (অবাতম্), স্ব-স্বভাবে অর্থাৎ স্বরূপে,



চেতন বা সন্ধিং-রূপে বিরাজিত ছিলেন, যে চেতনে জীবনী-শক্তি ও বিকাশ-শক্তি সম্ভাব্যরূপে অন্তর্নিহিত ছিল।

তম অ্যসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রেহপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।  
ভুচ্ছে্যনাত্ত্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্ ॥৩

অন্ধকারের ভিতর অন্ধকার অর্থাৎ সেই গভীর গহন কারণ সলিলে, অবাঙ্মনসো-গোচর সন্ধিং ওতপ্রোত-ভাবে ছিল। 'সর্ব'—সেই নির্বিশেষ মিশ্রণ-রূপে ছিলেন। (পুরাণে ইহাই চৈতন্যরূপী মহাবিশু কারণ সলিলে শায়িত—বলা হইয়াছে।) 'এই সমস্তই' যেন সবই শূন্য, সবই অমূর্ত অবস্থা, স্থির—একভাবে ছিল।

এই বার সেই সন্ধিতের ভিতর ইচ্ছারূপী চেষ্টার ধী বা বিশিষ্টজ্ঞান মূর্ত হইয়া উঠিল। জ্ঞান হইতে উপনিষদুক্ত হিরণ্যগর্ভের বা মহদ্বাক্ষের উদ্ভব হইল।

হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা হইতে জগৎ সৃষ্ট—কল্পিত হয়। কারণ-বারিতে প্রক্ষিপ্ত ব্রহ্ম বীজ হইতে উৎপন্ন অন্ত হইতে হিরণ্য-গর্ভের জন্ম ও কারণ সলিল-শায়ী নারায়ণের নাভি-কমল হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব হওয়ার উপনিষদে ও পুরাণে এই ভাব আকারিত হইয়াছে।

কামসুদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ ॥  
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীয়া করয়ো মনীষা ॥৪

তারপর সেই ধী হইতে কামনা বা কল্পনার উদ্ভব হইল, যে কল্পনার বীজ বা জন্মস্থানরূপে 'ঐশিক' মন কণিত হয়।

ইহাই জীবের বিজ্ঞানময় কোষ হইতে স্থূলতর মনোময় কোষের উৎপত্তি বলিয়া আখ্যায়িত হয়।

নিষ্ঠুৰ ও সগুণ ব্রহ্মে, ব্রহ্ম ও মায়া বা পুরুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং 'সোহকাময়ত বহু স্ত্যাম্' অর্থাৎ এক হইতে বহুর উৎপত্তি ইত্যাদি কিভাবে হইয়াছে, তাহা সূক্তে এইরূপ ভাবে বলা হইল যে, ঋষিরা ধ্যানযোগে চিন্তের মনীষার দ্বারা ইহা আবিষ্কার করিলেন।

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসৌদুপরি স্বিদাসীৎ।  
রেতোধা আসন্ মহিমা নভাসন্ স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ

পরস্তাৎ ॥৫

এইবার সূক্তে বলা হইতেছে যে, ঋষিরা তাঁহাদের কল্পনার, ব্রহ্ম ও মায়া বা পুরুষ প্রকৃতি যে ভিন্ন, তাহা যেন আড়াআড়ি দাঁড়ি টানিয়া নির্দেশিত করিয়া দিলেন। লম্বালম্বি দাঁড়ি টানিয়া ভাগ করিয়া দিলে একজন অন্যের সমান হইয়া যাইত, সেই জন্ত এক অন্যের উপর দেখাইতে দাঁড়ি আড়া-আড়ি ভাবে হইল—বলা হইল। কাহাকে নিম্নে ও কাহাকে উর্ধ্বে দেওয়া হইল? অষ্টার শক্তি, জীবভূতা তটস্থা শক্তিকে উপরে ও অপরা শক্তিকে অর্থাৎ অষ্টবিধা প্রকৃতি-শক্তিকে (তাহা বিশাল শক্তি হওয়া সত্ত্বেও) সেই দাঁড়ির নিচে স্থাপন করা হইল। শক্তিকে উপরে, আর সেই শক্তির বলে আমরা যে কাজ করি অথচ ভাবি যে আমরাই আমাদের স্বাধীন শক্তিতে কাজ করিতেছি, সেই মনোভাব-প্রসূত কাজকে নিচে রাখা হইল



কো অন্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং  
বিসৃষ্টিঃ।

অর্বাণ্ দেবা অশ্রু বিসর্জনেনাথ। কো বেদ যত আবভূব ॥৬

সূক্তে এইবার বলা হইতেছে যে, ঋষিরা সৃষ্টির উপরি-  
উক্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কল্পনাই ; সেই জন্ম  
সূক্তকার এই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কে ইহা ঠিকভাবে জানে  
আর কে বলিতে পারে, কোথায় এ সৃষ্টি প্রপঞ্চের জন্ম হইল  
এবং কিভাবে ইহা প্রকাশিত হইল ? দেবতারা ইহা জানেন  
না, কারণ দেবতারা এই প্রপঞ্চের ভিতর, এই প্রপঞ্চ সৃষ্টির  
পর তাঁহাদের জন্ম হইয়াছে। কে বলিয়া দিবে, কখন ইহা  
মুর্তি পরিগ্রহ করিল ?

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।

যো অশ্রাধাক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা  
ন বেদ ॥৭

এই জগতের যিনি সৃষ্টিকর্তা, সেই সগুণ ব্রহ্ম। তাঁহাকে  
হিরণ্যগর্ভই বলা হউক বা সগুণ ব্রহ্মই বলা হউক, যিনি  
সর্বোচ্চ স্বর্গে স্থিত অর্থাৎ যিনি দেশকালাতীত ভাবে আছেন  
অর্থাৎ যিনি জগৎকে আবরণ করিয়া ও জগতে] অনুষ্মাত  
ভাবে আছেন, যিনি সর্বতশক্ষু দ্বারা জগতের নিয়মন  
করিতেছেন, হয়তো তিনি বলিতে পারিবেন, তিনি জগতের  
নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ছিলেন কিনা। সূক্তকার বলিতেছেন  
যে, হয়তো বলিতে পারিবেন না। ইহার ব্যাখ্যা এইরূপে

করা যায় যে, মানিয়া লইলাম-তিনি নিমিত্ত কারণ ছিলেন, কিন্তু উপাদান-কারণ কি তিনি ছিলেন? ঈশ্বর মায়াধীশ হওয়া সত্ত্বেও মায়া-উপহিত হওয়ায় ব্রহ্ম-দর্শনে তাঁহার দৃষ্টি রুদ্ধ। বিশ্বস্ত্রী বা সগুণ ব্রহ্ম 'সব' হইতে উৎপন্ন, যে 'সব'—অস্ত ও সন্নিহিতের যোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মা যদি মায়া-উপহিত ব্রহ্ম হন ও মায়াই যদি বিশ্ব প্রপঞ্চ হয়, তাহা হইলে যুক্তিতে ব্রহ্মাকে কারণ উপাদান বলা যাইতে পারা যায় না। ঋষি দ্বারা সেই জ্ঞান এখানে জিজ্ঞাস্য হইয়া উঠিল যে, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বা ব্রহ্মা, জগৎটা সম্পূর্ণভাবে নিজে করিয়া-ছিলেন কিনা?

## সৃষ্টি সূক্তম্ অঘমর্ষণ মন্ত্র

( ঋগ্বেদ ১০।১৯০ )

ঋতং চ সত্যং চাভীক্ষান্তপসোহধ্য জায়ত।

ততো রাত্ৰ্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণব। ১

সমুদ্রাদর্শবাদধি সংবৎসরো অজায়ত

অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিখন্ত মিমতোবশী। ২

সূর্য্য। চন্দ্র মর্শো ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ

দিবং চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষ মথো স্বঃ। ৩.

মন্ত্রটির নামের, অঘমর্ষণের অর্থ পাপ বিনাশক। সেইজন্ম ব্যাখ্যা এইরূপ হওয়া চাই যে পাপ বিনাশক শিক্ষা তাহা হইতে



পাওয়া যায়। আর, ব্যাখ্যাটি সংঘতিপূর্ণ হওয়া দরকার; শুধু অনুবাদ যাহা সকলেই দিয়াছেন, তাহা সঙ্গতিবিহীন, অত্যন্তই “অদ্ভুত”। আমরা, ব্রাহ্মণেরা, প্রতিদিন এই মন্ত্র-তিনবার আবৃত্তি করি। নাম সম্বন্ধে অনেকের মত যে ইহা অঘমর্ষণ ঋষির দ্বারা রচিত বলিয়া এইরূপ নাম পাইয়াছে; পাপ বিনাশের কোন ভাব ইহাতে নাই। তবে মহিমাময়ী সন্ধ্যা-হ্রিকে ইহা স্থান পাইল কেন? সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া? এই সৃষ্টিক্রম, এবং অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অদ্ভুতভাবে বর্ণিত সৃষ্টিক্রম জানিয়া আমাদের লাভ কি? শাস্ত্রিক অদ্ভুত অনুবাদ পড়িয়া, বোঝাতো কিছুই যায় না, মুখস্থ করিলে, ভুল অনুবাদ সমষ্টি মুখস্থ করা হয়। আমাদের মনে যে অর্থ আসিয়াছে, নিম্নে তাহা দিলাম, সুধীজনেরা যেন বিরক্ত না হন। আমরা ইহাকে অঘমর্ষণ ঋষি রচিত না লইয়া, পাপ বিনাশক মন্ত্র বলিয়া লইলাম। এইবার পদগুলি লওয়া হউক। অভীক্ষাং তপসোঃ=তীব্র জ্বলন্ত তপস্যা হইতে। কে তপস্যা করিলেন? টীকাকারেরা সকলে, পরমাত্মা বলিয়াছেন। পরমাত্মা কখনও তপস্যা করেন না; তাঁহার তপস্যার প্রয়োজনও নাই। তাঁহার ঈক্ষণে বা ইচ্ছায় সব কিছু হইতে থাকে। সায়ণের বেদ ভাষ্যে ও শঙ্করের ঋতি ভাষ্যে তাঁহারা পরমাত্মার তপস্যার ব্যাখ্যা দিয়াছেন, “যস্য জ্ঞানময়ম তপঃ।” কিন্তু যিনি নিজে জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহার ক্ষেত্রে, “জ্ঞানময় তপঃ” ইহার কোন ও অর্থ হয় না একটু

পরেই আমরা পাইব, “ধাতা” এই শব্দ আসিয়াছে, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা। পুরাণ ইত্যাদি সর্বত্রই পাওয়া যায়, সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য পাইতে, ব্রহ্মার প্রতি প্রত্যাশা হইল “তপস্যা কর তপস্যা কর।” সেই তীব্র তপস্যায় উদ্ভুদ্ধ হইল “ঋতম্ সত্যম্।” আমরা ইহার অর্থ দিলাম, নিয়মানুবর্তিতা ও সুপ্রতিষ্ঠিততা।” যাহা কিছু সৃষ্ট হইল, সব নিয়মে, ধাপে ধাপে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ভাবে হইল, ক্ষণিকের জ্ঞান নহে ; অন্ততঃ ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা থাকিতে। সায়নাচার্য্য ইহার অর্থ দিয়াছেন, কায়িক, বাচিক ও মানসিক সত্য। কিন্তু তখন তো কোন লোকও হয় নাই, কথা বলিবার বাগিন্দ্রিয়ও হয় নাই। যাস্কাচার্য্য নিরুক্তকার ঋতম্ শব্দের অর্থ জল লইয়াছেন। এই অর্থ সামলাইয়াছেন এই বলিয়া যে প্রলয়কালেও জল ধ্বংস হয় না, এবং সেই ভাবে ইহা ঋতম্ সত্যম্। আমাদের এই সম্বন্ধে আরও একটা ভাব মনে আসিতেছে ; ঋতম্ শব্দ Right, বা Rhythm বা রীতির সহিত বোধ হয় কিছু সম্বন্ধ রাখে অর্থাৎ Proper-ness, orderliness, এই ভাব বোধ হয় ইহা রাখে।

তারপর নিয়ম ও প্রতিষ্ঠার ক্রমানুসারে, কিসের জন্ম হইল ? রাত্রি বা রাত্রী অজায়তঃ। রাত্রি শব্দকে কেহ অন্ধকার, কেহ জল, কেহ ব্রহ্মার দিন ও রাত্রি বলিয়াছেন, কিন্তু মুখ্য আমরা, আমাদের এই সব অর্থ মনে লাগিতেছে না। আমরা রাত্রির অর্থ “প্রকৃতি” দিলাম, যাহা মূলতঃ অব্যক্ত,



( তাই “রাত্রিবৎ” ) যাহা হইতে ব্যক্ত জগৎ ধাপে ধাপে সৃষ্ট হইল । প্রকৃতি অব্যক্ত সাংখ্যে আছে, গীতাতেও আছে । তারপরে নিয়মানুবর্তিতায়, এই অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে কি সৃষ্ট হইল ? সমুদ্র, অর্ণব । ইহার অর্থ কি ? টীকাকারেরা শাস্ত্রিক অনুবাদে দুইয়েরই অর্থ সাগর বলিয়াছেন, এবং অনেকেই সাগর অর্থে এই দুই শব্দ লইয়া পুনরুক্তি ঘটয়াছে বলিয়াছেন । আমরা সমুদ্র ও অর্ণবকে ব্যোম বলিতে চাই, দুই বিভাবের ব্যোম । প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির পরবর্তী ধাপ ব্যোমের সৃষ্টি । সমুদ্রের ব্যুৎপত্তি সম্ + উৎ অর্থাৎ উঠা পড়া, অর্থাৎ স্পন্দন । সৃষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যোমে স্পন্দন আসে । অতি দীর্ঘ radio তরঙ্গ হইতে অতি সূক্ষ্ম X-ray তরঙ্গ সবই এই ব্যোমের স্পন্দন । অনাহত ধ্বনি ও কারও এই স্পন্দন, বলা হয় ব্যোমই এই ধ্বনি । সমুদ্রের অর্থ পাওয়া গেল, ব্যোমের এই স্পন্দনশীল বিভাব । তারপরে অর্ণব । প্রলয়ে সব কিছু যাহাতে বিলয় প্রাপ্ত হয় জলে যেমন লবণ গলিয়া যায় । এবং সৃষ্টির সময় ঐ “সব কিছু” আবার বাহির হয়, “সব কিছুর” যাহা উপাদান-কারণ ও অন্তহীন সমুদ্রের মত, রূপক ভাবে তাহাকে কারণার্ণব বলা হয় । রূপকে ব্যোমই এই কারণার্ণব । বেদান্ত মতেও ব্যোমই প্রাথমিক উপাদান-কারণ ও অন্তহীন । তাহা হইলে দাঁড়াইল—সমুদ্র অর্ণব—স্পন্দনশীল ব্যোম ও সর্বাবস্থার সর্ব কারণ ব্যোম । তারপরে, সম্বৎসর বা কাল । বিজ্ঞানমতে যেখানে ঘটনা নাই, সেখানে

কাল নাই। একটা ঘটনা ঘটিবে, এবং তাহার পরে আর একটা ঘটনা ঘটিবে; কাল এই দুই ঘটনার মাঝ, নাসদীয় স্মৃক্তেন্ত আমরা ইহাই পাই। প্রথম কাল, ব্যোমের দুই স্পন্দনের মাঝ, কাজেই ব্যোমের পরের ধাপ কাল, যাহাকে সম্বৎসর বলা হইয়াছে। সম্বৎসর অর্থে, ১১ মাস নহে, এখনও সূর্য্য চন্দ্র সৃষ্ট হয় নাই। তাহার পর আসিয়াছে “অহো রাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্ত মিমতো বশী ইত্যাদি। এই মিমতঃ ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ ঠিক করিতে না পারিয়া কেহ কেহ ইহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহার এক অর্থ ছলনাময়, এক অর্থ ক্রীড়ায় নিযুক্ত, আর এক অর্থ নিমেষ, যাহা সময়ের অতি ক্ষুদ্র অংশ, বিপল হইতেও ক্ষুদ্র অংশ, চক্ষুর পাতার বন্ধ করা ও তৎক্ষণাৎ খোলায় যে সময় যায়, সেই সময় ছলনাময়, এবং ক্রীড়ানীল ঐত উপ (১।১।১) ইহাকে অনেকেই বিশ্বের বিশেষণ বলিয়াছেন। অহোরাত্রাণির কেহ অর্থ দিয়াছেন, চেতন ও জড়। আমাদের মনে হয়, এই কয় পংক্তিতে সব ভাবই আসিয়াছে। আমরা ব্যাখ্যায় সব ভাবই আনিলাম, যথা—তারপর, বশী অর্থাৎ ধাতা, বিশ্বের বা থাকিবার স্থানের জন্ম, দিবম্ চ পৃথিবীম্ চাস্তুরীক্ষম্ অথো স্বঃ, অর্থাৎ উজ্জল পৃথিবী (ভূলোক), অস্তুরীক্ষ (ভুবলোক), ও স্বলোক (স্বঃ মহঃ জনঃ ইত্যাদি লোক) সৃষ্টি করিলেন, এবং উহাতে ক্রীড়ানীল, অর্থাৎ উহা ক্রিয়াপূর্ণ করিতে, অহোরাত্রি অর্থাৎ চেতন ও জড় বস্তু পূর্ণ করিলেন, বা নিমেষাদি পূর্ণ অহোরাত্রি



ঘটাইতে সূর্য্য চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ, অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের কল্পনায় যে রূপ করা হইয়াছিল সেইরূপে এই সব, অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি করিলেন। এই যে স্তম্ভিত করা জগৎ, ইহার প্রকটনে যে শক্তি ধাপের পর ধাপে কার্য্য করিয়া চলিয়াছে, কোথা হইতে এই আশ্চর্য্য শক্তি বন্ধা পাইলেন? উত্তর, তপ, তপ, তপ। অতএব জন্মজন্মান্তরীয় পাপ যদি নষ্ট করাইতে চাহ তাহা হইতে তপস্যায় নিজে কে সংযুক্ত রাখ। স্বধর্ম্মানুমোদিত আফ্রিকাদি হইতে আরম্ভ কর। যাদৃশীভাবনা यस্য সিদ্ধির্ভবতি তোদৃশী। ইহাই অঘমর্ষণ মন্ত্রের শিক্ষা, অনবরতঃ ইহার মনন করিতে থাক। এই মন্ত্র, মাত্র সৃষ্টি ক্রমের একটা অদ্ভুত অসঙ্গতি পূর্ণ, অবোধগম্য বর্ণনা নহে।



## গন্ধকারের কতিপয় কবিতা।

দিন যে গেল, সন্ধ্যা হোল,      ঘুমে ছুচোখ ভরে এল  
    কোথায় যাব দেখতে যে না পাই।  
 মা মা বলে ডাকব তোরে      অন্ধকার যে চারিধারে  
    ভয়ে গলা কাঠ হইছে, ছাই।  
 করেছি মা দিনের বেলা      কেবলি দুর্দান্ত খেলা,  
    তোমায় মাগো ভুলেও ডাকি নাই।

ক্লান্তিভরা ছুটো আঁখি      শক্তি নাই মা তোমায় ডাকি,  
 কি হবে মা তোমাকে শুধাই ।

ময়লা মাথা দস্তি ছেলে,      তা বলে কি দিবি ফেলে ?  
 কোলে নে মা বোলতে ভয় যে পাই,  
 কোন্ সাহসে বোলবো তোমায়    নে মা কোলে নোংরা আমার  
 পাবে না যে পায়েতেও ঠাই ।

আতঙ্কে মা আঁতকে মরি      ডুবছে আমার জীবন তরী  
 বিঘোরে মা জীবন হারাই  
 কুমাতা হ'য়ো না মাগো      কেউ যে আমার নাই ।

( ক্ষেত্রপদ )

বলে কেন দাও না	মা করেছি কি এমন পাপ ?
কোন্ জন্মে সে পাপ হোল	কেন হেন পরিতাপ ?
দোষ আমাকে না বলেই মা	দিলে সাজা অতি ঘোর ;
কোন্ দেশী এ বিচার মাগো	কলঙ্ক এ নয় কি তোর ?
মানুষ রাজা হলেও ভীষণ	করে না মা বিচার এমন.
এষে নৃশংসতা খামুখেয়ালী,	বিচার নয় মা, গায়ের জোর ।
তা ছাড়া মা বিচারেতে	কত লোকে দয়া পায় ।
ডবল সাজা দিস্ তাকে তুই	যে তোর মাগো পায়ে লুটায় ।
পুণ্যবানে সদাই সাজা,	পাপীর কাছে ভয়ে না যাও
ডরে নাক যে মা তোমা	কই মা তাদের নাগাল পাও ?
তার বশ তো ভালই আছে	



( তুই ) ভীষণা নিরীহ কাছে,  
( তোর এ ) নৃশংসতা হুঁ বিচারে

কোথায় দয়ার আছে ছাপ ?

কে বলে মা দয়াময়ী, দয়ার একি অপলাপ (ক্ষেত্রপদ)

এত দুঃখ দিস্ যে সবে                      বলমা কেন বল্ ?  
যেথায় দেখ কেবল কাঁদন              বুক ভাঙ্গা সব জগজ্জন  
তাই “দর্শনেরা”                      ‘দুঃখবাদ’ শোনায় অনর্গল ।

কেন মা সম্মান শিরে                      ঢালিস দুঃখ অবিরল ?  
ভরে দিলি জগৎটা মা              দুঃখ দিয়ে ঠেসে

( কেন ) অন্তরকম করলি না      মা একটু ভালবেসে ?

“শক্তি নাই মা তোমার হাতে” এসব কথা সব অচল ।

ঠিক্ হোত মা নিয়ম তোমার      কালে মৃত্যু দিলে পরে ;  
অকাল মৃত্যু কেন দিলি মা      এই বিশ্ব চরাচরে ?

“পাপে আসে অকাল মৃত্যু”,      ও কথা তোর কেবল ছিল ।

কি পাপে কে চলে গেল                      কিছু না জানাস্  
পাপ না ব'লে, দেব সাজা                      এই কি গো, তুই মা চাস্ :  
পাপ করাটা চলতে দিস্,                      ফাঁদ পেতে চুপ করে থাকিস্,

লোক যে আর কোরবে না পাপ, বল্লে পাপ আর পাপের  
ফল ।

না জানিয়ে কার কি পাপ      বুক ভাঙ্গা দিস্, পরিতাপ

হঠাৎ কেন চাপাস বুক পাথর জগদল ?

হঠাৎ অতল দুঃখে ফেলিস্, বল্ মা কেন বল্ ? (ক্ষেত্রপদ)

## ওঁ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য ।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে বহু বহু পূর্বে, প্রাক্‌বৈদিক যুগে “ওম্” শব্দ “আচ্ছা” “মঞ্জুর”, “স্বস্তি” অর্থে ব্যবহৃত হইত। স্বস্তিগীতকে Amen শব্দের সহিত বোধহয় ইহার কিছু সম্বন্ধ আছে। প্রণবের বৃৎপত্তি গত অর্থ প্রকৃষ্ট স্তুতি, এই ভাব ক্রমে ঐ শব্দে আসায়, উহা প্রণব নাম পাইল। ক্রমে উহার অর্থ আরও উন্নীত হইয়া, যিনি প্রকৃষ্টরূপে স্তুত হন, উহা তাঁহার বাচক হইল। তস্য বাচক প্রণব্য। প্রাক্‌বৈদিক যুগে ওঁ শব্দের প্রয়োগ যে ভাবেই হইয়া থাকুক না কেন, বৈদিক যুগে, বরং তাহার কিছু পূর্ব হইতেই উহাতে অতি মাহাত্ম্যপূর্ণ ভাব দেওয়া হইল। বহু উপনিষদে ওঁকারের মাহাত্ম্যপূর্ণ অর্থ সমূহের বিবৃতি আছে; আমরা এ সবার নির্দেশ পূর্বে দিয়াছি। ওঙ্কার ব্রহ্মই, এই সিদ্ধান্তে উহা প্রতি মন্ত্রের পূর্বে (এবং অনেক স্থলে, পূর্বে এবং পরেও), এবং প্রতি বীজ মন্ত্রের পূর্বে উচ্চারিত হইতে লাগিল, তাহাকে শক্তিশালী করিবার জন্য; উদাহরণ, যথা, ওঁ পূর্ব মিদং...পূর্বমেবাবশিষ্ঠ্যতে ওঁ, ওঁ নম শিবায়, ওঁ ক্লীং ইত্যাদি। কথিত হইল, সূর্য্য এই অনাহত ধ্বনি জপিতে জপিতে, তাহা হইতে শক্তি পাইতে থাকিয়া, জগৎ প্রদক্ষিণ, ও সর্ব্বক্ষণ অলৌকিক তেজ প্রদানরূপ বিরাট কাঙ্গ করিতেছেন। কথিত হয় যে



এই মাহাত্ম্যের এই বিভাবের এক বিভাব গায়ত্রী মন্ত্রে (ওঁ ভূভূব স্বঃ, তৎসবিতুর্বরেণ্য ভর্গো দেবস্য ধীমহি ইত্যাদি—এই কথাগুলিতে) আছে; তাই বলা হয় বেদের সার গায়ত্রী, ও গায়ত্রীর সার ওঙ্কার। দৃষ্ট হইবে, গায়ত্রীর পূর্বে ও পরে ওঙ্কার রহিয়াছে। (এখানে আমরা গায়ত্রীর একটি বিশেষ অর্থই লইলাম, উহার আরও অর্থ আছে)। শাস্ত্রে বার বার বলা হইয়াছে, এই অনাহত ধ্বনি, ওঁ, ব্যোমে সর্বক্ষণই অবস্থিত রহিয়াছে, ব্যোম নামক তন্মাত্র এই ধ্বনিই। ব্যোম্ (বি+ওম্) ও ওম্ নিশ্চয়ই সম্বন্ধিত। পৌরাণিক যুগে আরও মাহাত্ম্য এই প্রণবে আরোপিত হইল। কথিত হইল, ইহা অ, উ, ম্ এই তিনের যুক্ত ধ্বনি, যে তিনে ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর অবস্থিত, যে তিনে ত্রিকাল, ত্রিভুবন, ইত্যাদি বহু “ত্রি” রহিয়াছে। (আচার্য্য শঙ্কর, এই তিনে আরও সঙ্কেত পাইয়াছেন)। বেদ, উপনিষদ ও পুরাণ এই ওঙ্কারের মাহাত্ম্য পূর্ণ; শুধু এই বীজ মন্ত্র নহে ইহা ব্রহ্মই বলিয়া গৃহীত, এবং সেইজন্য ইহা এত পূজ্য ও শ্রদ্ধাশীলী।

এই মন্ত্র সম্বন্ধে মনে কয়েকটি প্রশ্ন উঠিয়াছে, প্রাসঙ্গিকতা হইলেও উহা লিখিয়া ফেলিলাম, কারণ পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে বা পুস্তকাদি হইতে, উহাদের কোনও সহজতর পাই নাই। প্রশ্নগুলি—(১) ওঁ শব্দের প্রথম অর্থ ছিল (ছা ‘উ’) “আচ্ছা” “মজুর”, “স্বস্তি” ইত্যাদি। কবে হইতেও

কোন ঋষির দ্বারা ইহার অর্থ “তস্য বাচক প্রণব” বলিয়া গৃহীত হইল ? (২) এই প্রণব ভিন্ন ভিন্নভাবে লিখিত হয় ওঁ ওং ওম্ ইত্যাদি ; এবং প্রচলিত সংস্কৃতে উহা হয় ঐম বা ও (বাংলা) অক্ষরের মাঝখান হইতে একটি ছোট শুঁড় বাহির করাইয়া সেই শুঁড়ের উপর ৬ বসান হয় ; এই বিভিন্ন ভাবের লেখা কেন ও কবে হইতে প্রচলিত হইল ? ব্রাহ্মী খরোষ্টি পালি ও আদি-সংস্কৃত লিপিতে কি ভাবে ওঁ লিখিত হইত ? (৩) প্রণবকে একাক্ষরী মন্ত্র বলা হয়, ইহা কি হ্রস্ব ম স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণ করা যায় না, ও “ও” একাক্ষরী বলিয়া ? অনেকে কিন্তু ম্ কে অর্দ্ধমাত্রা বলেন ; তাহা হইলে ওম্ দেড় মাত্রা হইয়া যায় । (অর্দ্ধমাত্রা কথাটির অর্থ এক বিশিষ্ট অর্থ আছে, যাহা এখানে খাটে না) । এই প্রণবের উচ্চারণ, অনেকে “ও”তে লম্বা টান দিয়া করেন (ও ও ও-ওম্) ; অনেকে আবার “ও”তে টান না দিয়া হ্রস্ব “ম”তে লম্বা গুঞ্জন দেন । (ও-ম্ ম্ ম্ ম্) । কোনটা ঠিক ?

আমাদের মনে হয়, প্রণবকে একাক্ষরী মন্ত্র বলা হয় এই জন্য যে, যেমন বীজ মন্ত্র সমূহে, শেষে ং যুক্ত করা হয় (যথা ক্লীং, ঐং ইত্যাদি, প্রণবও প্রথমে ং ছিল, এবং ং-এর স্বাধীন উচ্চারণ সম্ভব হয় না বলিয়া, প্রণব একাক্ষরী নাম পাইয়াছিল, ং-এর স্থলে, পরে ম্ বসান হয় । (হ্রস্ব ম্-এর ও কোন স্বাধীন উচ্চারণ সম্ভব হয় না) । পরে,



বোধ হয় তত্ত্বমাগারা ম্-কে চন্দ্রবিন্দু করিয়া উপরে বসান, নাদ ও বিন্দুর, space ও energy-র, পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতির চিহ্ন দিতে। “ও”র চিত্রে বোধ হয় উর্দ্ধ জগৎ ( ভূঃ ভুব ইত্যাদি ) ও তন্নিম্নে নিম্নজগৎ ( পৃথিবী, পাতাল ইত্যাদি ) ( ভূঃ বা পৃথিবী, দুইয়ের সংযোগ-স্থল ভাবে ) প্রকাশিত. এবং ওঁ, এইভাবে, বোধহয়, পরমপুরুষ, পরমা প্রকৃতি, ও তৎপ্রসূত পূর্ণ জগতের চিহ্ন বা ছবি ; পূর্ণমদঃ, পূর্ণমিদং । ইহাও হইতে পারে যে এই “ও” অনন্ত বা অনন্ত নাগের ছবি, যাহার উপর ৩ (ঈশ্বর) আসীন। এ মত অবশ্য আমার মন-গড়া কথা, গবেষকেরা আমার প্রশ্নগুলির যেন যথাযথ উত্তর দেন।

---

## দশ মহাবিদ্যা

( বৈজ্ঞানিক বিবৃতি )

পরমাপ্রকৃতি পরম পুরুষকে বলিলেন, ভোলানাথ কেন ভুলিয়া যাইতেছ, তোমাতেই, তোমার ইচ্ছারূপে, আমি সর্বদাই আছি। মহাপ্রলয় তুমিই করাও, যখন নিজেকে সংহরণ করিয়া সদরূপে রাখ। মাত্র তুমিই থাক, আর

কিছুই থাকে না। স্থান ও কাল তোমার সেই সদরূপের ভিতর লুপ্ত থাকে। তাহার পর, তোমার নিজের ব্যবস্থিত সময়ে 'সৃষ্টি আবার ফুটিয়া উঠুক' ইহা তুমিই ইচ্ছা কর। গুণাভীত তুমি, শক্তি বিনা তুমি নিষ্ক্রিয়, শিব শব্দাকার। শক্তিরূপিনী সেই ইচ্ছাই আমি—সৃষ্টিস্থিতি-সংহার বিধায়িনী, কর্মফল প্রদায়িনী শক্তি। তুমি জাগতিক সকল বস্তুই হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়া, আমাকে ত্রিগুণময়ী করিয়া, গুণাভীত ভাবে বসিয়া আছ, তাই বুঝিতে চাহিতেছ না, দক্ষযজ্ঞে আমি কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্য সংঘটিত করাইতেছি। ইহাতে যাহা কিছু হইবে, সব আমারই ইচ্ছায় হইবে, কারণ আমার ইচ্ছা বিনা জগতে কিছুই ঘটে না। কিন্তু, ভোলানাথ, আমার ইচ্ছা ত তোমারই ইচ্ছা; মহাযোগী, কিছুই ত তোমার অজ্ঞাত নহে। আমার কোথাও যাওয়া কি তোমায় ছাড়িয়া যাওয়া হয়? জগৎ ভাবে তোমাকে আমি ঘেরিয়া রহিয়াছি। একবার চতুর্দিকে চাহিয়া দেখ জগৎ বিকাশের প্রতি চিত্রে, তোমারই পরিকল্পনায় আমি অধিষ্ঠিতা; তোমার ত তাহা অবিদিত নহে।

(১) ঐ দেখ, প্রথম যে মূর্তিতে আমি তোমার বক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছিলাম, ঐ সেই কালীমূর্তি। ত্রিগুণের সম্যক মিশ্রণে সেই মূর্তি,—তাই কৃষ্ণবর্ণা। বাক্যমনাভীত অব্যক্ত মহামায়া—তাই কৃষ্ণবর্ণা। সূর্য্য চন্দ্র তারকা অগ্নি, তখন কিছুই ছিল না; 'ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন



পাবকঃ'—তাই কৃষ্ণবর্ণা । আমাকে ঘেরিয়া চতুর্দিকে দিকই মাত্র ছিল, তাই দিগম্বরী । আমার বরাভয়দাত্ত দুইটি হস্তে সান্ত্বিক ভাবের, আমার খড়্গধৃত করে রাজসিক ভাবের ও আমার ছিন্নশিরধৃত করে তামসিক ভাবের বিশ্লেষণ ফুটাইয়া দিয়াছিলাম জগৎ যাহাতে নিয়ন্ত্রিত হয় । লোল জিহবার দ্বারা আমি ইঙ্গিত দিয়াছিলাম যে, যে আমার মা বলিয়া ডাকিবে, আমার সেই সন্তানের সকল অন্তঃ, সকল অকল্যাণ আমার দ্বারা অবলেহিত হইয়া যাইবে । জ্ঞান ও কর্ম—মানুষ মস্তকের দ্বারা জ্ঞানালোচনাও হস্তের দ্বারা পূজা ও যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে । সর্বাঙ্গ সমস্ত বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে, তাহার প্রতীক মুণ্ডমালারূপে, আমি আমার বক্ষে দোলাইয়া দিয়াছিলাম, এবং বহু হস্তের দ্বারা যাহার ক্রিয়া সমূহ নিষ্পাদিত হয় সেই ক্রিয়া বহুল কর্মকাণ্ডকে, তাহার প্রতীক বহু হস্তের মেখলাভাবে তাহাকে কঠিনে পরিধান করিয়াছিলাম ।

(২) তাহার পর, ঐ দেখ, দ্বিতীয় যে মূর্তিতে জগৎ সৃষ্টির প্রথম চিত্ররূপে আমি প্রকাশিত হই, আমার সেই তারা মূর্তি । ফনি নিবদ্ধ উর্দ্ধমুখী জঁটা ও ফনি উপবীত, বিরাট বিস্তৃত নীহারিকা সমূহকে (nabulae, galaxies), শক্তিরূপী ফণির বন্ধনে তাহাদের বিস্তৃতি অবরুদ্ধ করি । আমাকে ঘেরিয়া চতুর্দিকে বিরাট অগ্নি জ্বালাইয়াছি, তাহাই জাগতিক প্রথম সৃষ্ট বস্তুর জলন্ত বিকাশ—ইলেকট্রন প্রোটন,

নিউট্রন ও ফোটন, electrons, protons, neutrons ও photons )। সেই সংখ্যাভীত অগ্নিকণা সমূহ ভীষণ শক্তি লইয়া, ভীষণভাবে নানাদিকে ধাবমান হইতে থাকে ও সংখ্যাভীত ভীষণ সংঘর্ষ তাহাদের ভিতর চলিতে থাকে। অনন্ত পরিবর্তনে তাহারা যেন নিজেদের ক্ষয় করিয়া, বস্তু হইতে শক্তি ও শক্তি হইতে বস্তু, সৃষ্টি করিতে লাগিল। চাহিয়া দেখ, চিতাগ্নির মত ঐ ভীষণ অগ্নির দ্বারা তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

(৩) তাহার পর, ঐ দেখ, আমার স্থিরা ষোড়শী মূর্তি, জগৎ সৃষ্টিতে আমার তৃতীয় প্রকাশ। নীহারিকা সমূহ হইতে অসংখ্য নক্ষত্র নিচয়ের উদ্ভব হইল, অসংখ্য সৌরমণ্ডলের সৃষ্টি হইল। তোমার পৃথিবী এইরূপ একটি সৌরমণ্ডলের অঙ্গীভূত। চাক্ষু্যে স্নৈহ্য আসিল, আমার ষোড়শী মূর্তি তাহারই চিত্র। সৃষ্টিশক্তি রজোগুণা তাই ঐ মূর্তি রক্তবর্ণ। ঐ মূর্তির হস্তধৃত পাশাক্ষুশে ধাবিতমান ইলেক্ট্রন ইত্যাদি বিদ্যুত ও সংযত হইয়া পঞ্চভূতে অর্থাৎ “পঞ্চপ্রেতে” পরিণত হইল। তাহাদের উপর আমি বিরাজিতা হইলাম। শাসনকর্ত্রীভাবে আমি হাতে ধনুঃশর লইলাম। ‘অজৈব’ সৃষ্টির গোড়াপত্তন হইল।

(৪) তাহার পর, ঐ দেখ চতুর্থ মূর্তি, আমার মনোমুগ্ধ করী ভুবনেশ্বরী মূর্তি, দ্যোতনশীল চৈতন্যের মূর্তি, যে চৈতন্য আমি ‘পঞ্চপ্রেরুপী’ পঞ্চভূতে প্রবিষ্ট করাইয়া জীব সৃষ্টি



করি। হৃদয় পুণ্ডরীকে আমি প্রাণরূপে আসীনা থাকি বলিয়া আমার এ মূর্তি পদ্মাসীনা। ঐ মূর্তির বিকাশের সহিত “জীব” সৃষ্টি আরম্ভ হইল।

(৫) তাহার পর, ঐ দেখ, আমার পঞ্চম মূর্তি, ভৈরবী মূর্তি বা ত্রিপুরা ভৈরবী মূর্তি করে। অক্ষমালা ও পুঁথি যে পুঁথিতে বিবর্তনের অনুশাসন সমূহ নিবন্ধ করা হইয়াছে। মালার অক্ষের গভীর গতিতে, ক্রমবিবর্তনের ( evolution এর ) নিয়মে, জীবের পর জীবের সৃষ্টি হইতে লাগিল। আমার ঐ ভৈরবী মূর্তির দিকে দেখ, থমথমে ভাবপূর্ণ মূর্তির প্রয়োজন হইয়াছিল। ভৈরব মূর্তি ( dinosaurs tyrannosaurs, allosaurs ) ডাইনোসাওয়ার্স, টিরানোসাওয়ার্স, এলোসাওয়ার্স ইত্যাদি বিকট বিকট জন্তু সমূহের সৃষ্টি হইতে লাগিল; বিরাট তাহাদের প্রত্যেকের দেহত্রিপুর, ত্রিপুর দৈত্যের মত। বন্য পশুর মত মানুষ সৃষ্ট হইল। ইহাদের, মৃত্তিকা নিম্নে অবস্থিত কঙ্কাল সমূহ হইতে বিজ্ঞানবিদেরা পরে এই সব বিষয় জানিতে পারিবে, পুঁথিতে তাহার সঙ্কেত দিলাম।

(৬) তাহার পর, মুগ্ধমনা দেবাদিদেব, ভয় পাইও না, আমার ষষ্ঠ মূর্তি ছিন্নমস্তা মূর্তির চিত্র দেখিয়া। জগৎ ব্যাপারে যোগ্য যে সে টেকিয়া থাকিবে (Survival of the fittest) ইহাই নিয়ম। সেই শাস্ত্রত নিয়মে, পশুতে পশুতে, পশুতে মানুষে, মানুষে মানুষে ভীষণ বধ সাধন আরম্ভ হইল। আমার

এ চিত্রে আমি যেন নিজেকেই কাটিয়া ফেলিলাম, ডাকিনী যোগিনীদের রক্ত পিপাসা মিটাইতে ।

(৭) তাহার পর, বরফের বন্ডার (glacial age) ও পারম্পরিক বধ সাধনের ফলরূপে, আমার সপ্তম মূর্ত্তি ধুমাবতী মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল । বৃদ্ধা, ক্ষুধাক্লিষ্টা, ভগ্নরথে উপবিষ্টা, ভগ্নকুলাধ্বতকম্পিত হস্তা বিধবা মূর্ত্তির সে চিত্র । বরফের ঘন ঘন বন্ডায় (glacier). বহু বহু স্থান প্লাবিত হইতে লাগিল । শ্বেতকেশা বিধবার মূর্ত্তি চতুর্দিকে যেন ফুটিয়া উঠিল । শক্তিবহীন স্বজনবিহীন খাত্তবিহীন সে অবস্থা । রথধ্বজোপরি অবস্থিত বয়সের কর্কশ শব্দ মৃত্যুকে যেন চতুর্দিক হইতে ডাকিয়া আনিতেছিল ।

(৮) আমার নিয়মে আমি ভৈরবী, ছিন্নমস্তা ও ধুমাবতী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিলাম, আবার, আমারই নিয়মে, অষ্টম মূর্ত্তিতে, বগলামুখী মূর্ত্তিতে, সুব্যবস্থা আনিতে প্রকাশিত হইলাম । বিবর্তন, (evolution) মাত্রা ছাড়াইয়া যাইলে, বিপ্লব (revolution) আসে, নূতন বিধি নূতন ব্যবস্থা আনিয়া দিতে । জগৎ চক্রের বিরামহীন আবর্তনে, দুঃখ বারবার আসিতে বাধ্য । মানুষ যেন তাহাতে ভাঙ্গিয়া না পড়ে, ইহা শিখাইতে আমি বগলামুখী মূর্ত্তিতে নিজেকে প্রকাশ করি । ‡গদাঘাতে কিভাবে পাষণ্ডদের দমন করিতে হইবে, অধাশ্মিক অশৈব অনুশাসন সমূহের কিভাবে জিহ্বা টানিয়া আনিয়া তাহাকে জীবন-শূন্য করিতে হইবে, আমার ঐ বগলামুখী মূর্ত্তিতে তাহা দেখাইয়া দি ।

(৯) তাহার পর নূতন যুগ । মানুষ কাঁচা মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিতে লাগিল, রন্ধন করিতে শিখিল, চাষ করিতে



শিখিল, পৃথিবীকে শস্যশ্যামলা করিল। আমার নবম মূর্তি, মাতঙ্গী মূর্তি, তাই স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণা। শক্তির উপর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। সকল দিকে মানুষের উন্নতি হইতে লাগিল।

(১০) এইবার আমার দশম মূর্তি, মহালক্ষ্মী মূর্তির দিকে দেখ, মনে আনন্দ পাইবে। তোমারই বরে মানুষ শুধু 'প্রকৃৎ-বর্শাৎ' নহে, সেও কিছু স্বতন্ত্রতাও পাইয়াছে। মানুষ যদি নিজের দোষে নিজেকে নষ্ট না করে, মানুষ যদি নিজেকে শান্তিতে রাখে, তাহা হইলে আমার এই মূর্তির করুণা লাভ করিবে, পরম শান্তিতে সে থাকিতে সমর্থ হইবে।

সৃষ্টির যে যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে তাহাকে কৃষ্ণা মহাকালীর যুগ বলা যাইতে পারে; এইবার ঋদ্ধি প্রদায়িনী স্বর্ণবর্ণা মহালক্ষ্মীর যুগ উদীয়মান। তাহার পর আসিবে মহাজ্ঞান প্রদায়িনী শুভ্রা মহাসরস্বতীর যুগ।

ভোলানাথ, যাহা কিছু ঘটয়াছে, তোমারই পরিকল্পনা সিদ্ধির জন্য নানা উদ্দেশ্যে আমি ঘটাইয়াছি, যাহা কিছু ঘটবে তাহাও নানা উদ্দেশ্যে আমি ঘটাইব। অজ্ঞের মত, মাত্র দক্ষকন্যারূপে আমাকে দেখিও না। যে বেশেতে আমি প্রকাশিতা হইনা কেন; যে মূর্তিতে তুমি আমার পাওনা কেন, আমি পরমা প্রকৃতি, আমার পরমপুরুষ তোমাতেই আমি আছি। তুমি যোগীশ্বর, যোগ দৃষ্টিতে আমার নিরীক্ষণ কর।

ত্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়





